শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা।

প্রথম খণ্ড।

—— ০:*:০ ——

প্রথম সংস্করণ।

প্রিয়া-চরিত, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-চরিত, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাটক, শ্রীগৌর-গীতিকা,
লীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিলাপগীতি, শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ-মনন-পদ্ধতি, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহস্রনাম স্তোত্র,
শ্রীমুরারি গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিতাই-গৌর-লীলা-কাহিনী, দ্বিজ
বলরামদাস ঠাকুরেব জীবনী ও পদাবলী প্রভৃতি
ভক্তি-গ্রন্থ-প্রণেতা এবং "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ"
মাসিক শ্রীপত্রিকার সম্পাদক
প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পরিকর শ্রীপাদ দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুর বংশীয়

শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভু কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত ও প্রকাশিত।

লীলা দরশনে, বাঞ্ছা হয় মনে মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থ-গানে দরবিবে শিলা।

ঠাকুর নরহরি

গৌরাব্দ ৪৩৭

সাল ১৩৩০

প্রতি খণ্ডের মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।
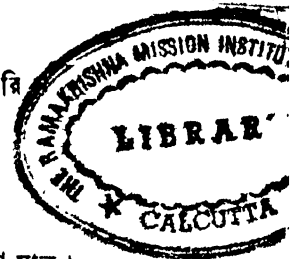
দমীকৰ ... ন্দ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৭নং গৌরমোহন মুখাৰ্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

ভূমিকা।

"শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত" জীবাধম গ্রন্থকারের কেশে ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু লিখাইয়াছিলে-
লে। সে আজ দশ বৎসরের কথা। সুদূর মধ্যভারত ভূপালে বসিয়া এই বৃহদাকার শ্রীগ্রন্থ লিখিত হন। পানিধি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ও কৃপাময় গৌরভক্তগণের আগ্রহে ও আশীর্ব্বাদে এবং রাজসাহী তালন্দের বিখ্যাত পরম গৌরভক্ত জমিদার মোহান্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে গৌরাঙ্গ-মহাভারতের প্রথমাংশ শ্রীনবদ্বীপ-লীলা এতদিনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া সুধী গৌরভক্ত ন্দের পরমানন্দের সামগ্রী হইয়াছেন। স্বনামধন্য মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম এই সুবৃহৎ শ্রীগ্রন্থের নাম "শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভারত" যে সার্থক হইয়াছে, একথা সকলেই বলিতেছেন। াহা নাই ভারতে, তাহা আছে ভারতে" এই প্রবাদটিও শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারতের পক্ষে প্রযুজ্য। সমগ্র গৌরাঙ্গ-লীলা-সমুদ্র মন্থন করিয়া এই বৃহদাকার ও সুবিস্তারিত লীলাগ্রন্থ লিখিত হইয়াছেন। এই রাট লীলাগ্রন্থের প্রথমাংশের নাম শ্রীনবদ্বীপ-লীলা এবং অপরাংশের নাম শ্রীনীলাচল-লীলা। প্রথমাংশ ণ্ডে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছেন, মূল্য প্রতি খণ্ড ৸৹ হিসাবে ৪॥৹ টাকা মাত্র। এক্ষণে াংশ প্রকাশ হইলে তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাভারত সম্পূর্ণ হইবে। শ্রীনীলাচল লীলার আকার শ্রীনবদ্বীপ লার আকার অপেক্ষা কিছু বৃহৎ হইবে বলিয়া বোধ হয়।

পরম শ্রদ্ধেয় গৌরভক্তবর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্রেয় মহাশয় জীবাধম গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন শ্রীনীলাচল-লীলা" গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য বিষয়ে আপনি আমার অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন, এবিষয়েও মার সাহায্য করিবার ইচ্ছা আছে।" ভক্ত মহাজনের এই আশা-বাক্যে বুক বাঁধিয়া জীবাধম গ্রন্থকার ই দুরূহ এবং ব্যয়সঙ্কুল কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছে। ইতিমধ্যে কলিকাতানিবাসী প্রসিদ্ধ লাহাবংশধর সিমলা সুকিয়া ষ্ট্রীটের গৌরভক্তবর শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বীপ-লীলা পাঠে মুগ্ধ হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রীপ্রভুর নীলাচল লীলা শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের সাহায্যে নগদ ০৲ টাকা দান করিয়া জীবাধম গ্রন্থকারকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই সময়োচিত অর্থ সাহায্যে নীলাচল লীলা মুদ্রাঙ্কনের জন্য প্রেসে প্রেরিত হইলেন। গৌরগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা শয়ের অর্থ সাহায্যে এই শুভ কার্য্যারম্ভ হইল মাত্র। এই বৃহৎ কার্য্য শেষ করিতে যে ব্যয় হইবে, া পারমোদার ধনী গৌরভক্তগণই যে বহন করিবেন, সে আশায় নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। রভক্তপ্রবর দানশীল শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত গৌরচরণ লাহা মহাশয়ের সদাশয়তা, ারতা, মহাপ্রাণতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদিগের গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার প্রমাণ তাঁহাদের এই দান কার্য্যে কাশ পাইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান করুন, তাঁহার চরণকমলে জীবাধম ন্থকারের ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ।
শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-কুঞ্জ
১লা মাঘ গৌরাব্দ ৪৩৭
১৩৩০ সাল।

শ্রীবৈষ্ণব কৃপাভিখারী

দীন হরিদাস গোস্বামী।

মঙ্গলাচরণং

আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায় হেমাভ দিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহা প্রেমরসপ্রদায় চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে॥
যস্যৈব পাদাম্বুজ ভক্তিলভ্য প্রেমাভিধান পরম পুমর্থ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল মঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥

শ্রীশ্রীগৌরাষ্টকং।

১

মলয় সুবাসিত ভূষিত-গাত্রং
মূর্ত্তি মনোহর বিশ্ব-পবিত্রং।
পদ নখ রাজিত লজ্জিত চন্দ্রে
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

২

সগাত্র-পুলক-জল লোচনপূর্ণং
জীব দয়াময় তাপ বিদীর্ণং॥
সংখ্যা জল্পতি নাম সহস্রে
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

৩

হুঙ্কৃত তর্জ্জন গর্জ্জন রঙ্গে
চঞ্চল কলিযুগ পাপ সশঙ্কে।
পদ বজ্র তাড়িত দুষ্ট সমস্তে;
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

৪

সিংহ গমন জিতি তাণ্ডব লীলা
দীন দয়াময় তারণ-শীলা।
অজ ভব বন্দিত পদনখ চন্দ্রে
শুদ্ধকণক জয় গৌর নমস্তে।

৫

গৌরাঙ্কাবৃত মালতি মালে
মেরু বিলম্বিত গঙ্গাধারে।
মন্দমধুর হাস ভায মুখচন্দ্রে
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

৬

ফল্গু বিরাজিত চন্দন ভাল
কুঙ্কুম রাজিত দেহ বিশাল।
উমাপতি সেবিত পদনখ চন্দ্রে
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

৭

ভক্তি পরাধীন শাক্তক বেশ,
গমন সুনর্ত্তক ভোগ বিশেষ।
মালা বিরাজিত দেহ সমস্তে
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

৮

ভোগ বিরক্তিক সন্ন্যাসী বেশ
শিখা মোচন লোক প্রবেশ।
ভক্তি বিরক্তিক প্রবর্ত্তক চিত্ত
শুদ্ধ কণক জয় গৌর নমস্তে॥

ইতি সার্ব্বভৌম বিরচিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাষ্টক সমাপ্তং।

পূজ্যপাদ শ্রীল বাসুদেবের সার্ব্বভৌম বিরচিত এই প্রাচীন শ্রীগৌরাষ্টকটি এই প্রথম প্রকাশিত হইল। আমাদের ঘরের প্রাচীন পুঁথির মধ্যে এই অমূল্য স্তব-রত্নটি পাওয়া গিয়াছে। দীন গ্রন্থকার।

শ্রী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া-বল্লভায় নমঃ।

স্তবকুসুমাঞ্জলি।
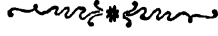
শ্রীমদ্দাস গোস্বামী রচিত

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরুঃ।

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদগজবর্য্যেঽখিল জনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থূৎকারনিবহং।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছ্রীধৃচ বচ
স্তরৈঙ্গ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ১॥

সকল জনের মন, করিবারে আকর্ষণ,
বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ।
একবার যেই হেরে, সে মন ফিরাতে নারে,
মন-উন্মাদন গোরাচাঁদ॥
হেরিয়ে গৌরাঙ্গ-গতি, থুৎকৃত গজেন্দ্র গতি,
গজ সে সামান্য মদে মাতা।
গৌরাঙ্গ বদন হেরে, সকলঙ্ক চন্দ্রোপরে,
ঘৃণা করে সকল জনতা।
গৌরকান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,
অচল সে তারে কি গণিব।
গৌরাঙ্গ মধুর বাণী. অমৃত তরঙ্গ জিনি,
পিলে মন করে পিব পিব॥
আরে মোর সোনার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥১॥

অলং কৃত্যাত্মানং নববিবিধ রত্নৈরিব বল
দ্বিবর্ণত্ব স্তম্ভাস্ফুটবচন কম্পাশ্রুপুলকৈঃ।
হসন্ স্বিদ্যন্ নৃত্যন্ শিতিগিরিপতে নির্ভরমুদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তিং॥২॥

ওহে মোর গৌর সুন্দর নটরাজ।
শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
নাচে পরি ভাবরত্নসাজ॥
বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর, গদ্‌গদ বাক্যোচ্চার,
কম্পঅশ্রু পুলক সঘর্ম্ম।
এই সপ্ত সাত্ত্বিকভাব, আর দুই অনুভাব,
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম্ম॥
নবরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে চমৎকার,
হেরি জগন্নাথ প্রমোদিত।
সে রস যে নিরখিল, সেহ সে রসে মাতিল,
মোর মন করে উন্মাদিত॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব কভু॥ ২॥

রসোল্লাসৈ স্তির্য্যগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চ ল্লোকান্নকণ জলযন্ত্রত্বমিতয়োঃ।
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈ
নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৩॥

রসের অবধি মোর গোরা।
রসের উল্লাস ভরে, অপরূপ নৃত্য করে,
ভনয়নে বহে প্রেমধারা॥
অপরূপ সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হরি,
বারি বহে রাঙ্গা দুই নেত্রে।
বসন্ত উৎসব কালে, সেচন করয়ে জলে,
যেন পিচকারী জলযন্ত্রে॥
সকম্প আনন্দাবেশে, দশন অধরে দংশে,
হেন প্রেম আছিল কোথায়।
একবার যারে হেরে, তাঁর আঁখি মন হরে,
মোর মন সতত মাতায়॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ৩॥

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন ভূমৌ কাক্কা বিকলবিকলং গদ্গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

একদিন কাশী মিশ্রালয়ে
বসিয়াছে মহাপ্রভু, না দেখি না শুনি কভু
হেন ভাব উদয় হৃদয়ে ॥
শ্রীনন্দনন্দন হরি, বিরহ আবেশে ভরি,
অঙ্গ সন্ধি সব শ্লথ হৈল।
ভুজ পদ দীর্ঘাকার, গদ্গদ বচনোচ্চার ;
ভূমে লুঠে কান্দে সবৈকল্য ॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৪ ॥

অনুদ্ঘাট্য দ্বারত্রয় মুরুচ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক সুরভি মধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ সংকোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি। ৫ ॥

শয়ন মন্দিরে গোরা যায়।
কৃষ্ণের বিরহ ভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,
বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥
কৃষ্ণের বিরহে রাধা যেন উৎকণ্ঠিতা সদা
কৃষ্ণ বেণু শুনি বনে যান।
এই আচম্বিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে,
সে হেতু বাহিরে যেতে চান ॥
তিন দ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ ঊর্দ্ধ,
তাহা লঙ্ঘে আবেশের বলে।
তেলেঙ্গা গাইর মাঝে, দেখি গোরা রস রাজে,
পড়িয়াছে শ্বাস নাহি চলে ॥
ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কূর্ম্মপ্রায়,
অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে।
অন্বেষিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,
করে কূর্ম্মাকৃতি শ্রীগৌরাঙ্গে ॥

আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয় উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপাদুন্মাদাৎ সতত মতি কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬॥

একদিন সে আপন, প্রাণার্ব্বুদ সমান,
ব্রজ লাগি বিরহে বিভোর।
করেন প্রলাপ অতি, তাপ বিকল মতি,
অবিরত উন্মাদে উন্মোর ॥
বাহিরে যাইতে মন, যাইতে না পেয়ে পুনঃ,
ভিতে ঘর্ষে বদন সরোজ।
অপরূপ প্রেমরাশি, গৌর রস সুবিলাসী,
হেরি মোহে কোটী মনোজ ॥
হেন গৌর রসরাজ, স্বানুভবে নটরাজ,
উদয় মোর হৃদয় মাঝার।
জানিনা সেই কেমন, কেমন করয়ে মন,
উন্মাদে যে হয় সে বিভোর ॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ৬ ॥

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহতং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদইব।
দ্রুতং গচ্ছদ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত ত-
দ্ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

একদিন গোকুল চাঁদে, দরশন মন সাধে,
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায়।
দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমধিক,
ভাবোন্মাদে মত্ত গোরা রায় ॥
তারে কহে ওহে শুন, তুমি সে বন্ধু আপন,
বল কোথা মোর প্রাণগোবিন্দ।

প্রভুর সম্ভাষ শুনি, দৌবারিক সে আপনি,
কহে বুঝি ভাব অনুবন্ধ।
চলহ ত্বরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণ-সখ,
এত শুনি ধরে তার হাত।
রাধিকা-ভাবিতমতি, নিজে গোপী-প্রাণপতি.
আপনে বোলয়ে প্রাণনাথ॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব কভু॥ ৭॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মাতুক্তা প্রমদ ইব ধাবন্নধৃতো
গণৈঃ স্বৈঃ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৮॥

নীলাচল নিকটেতে, দেখি চটক পর্ব্বতে.
ভাবে মত্ত গৌর রসরাজ।
যাব সে আমি গোকুলে, গৌর গুণমণি বলে,
দেখি গোবর্দ্ধন গিরিরাজ॥
উন্মাদ বাতুল হেন, পথাপথ নাহি জ্ঞান,
হেনকালে নিজগণে ধরে।
হেন গৌর রসরাজ, উদয় হৃদয় মাঝ,
বিহ্বল করয়ে সদা মোরে॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতার আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ৮॥

অলং দোলা খেলা মহসিবরতন্মোণ্ডপতলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর নিজগণেনাপিমিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি মধুরগানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ৯॥

দোল মহোৎসব কালে, বসি দোলমঞ্চতলে,
স্বরূপাদি নিজগণ সঙ্গে।
আপনে গৌরাজ রায়, নিজ নাম গান গায়,
পরিপূর্ণ মাধুর্য্য তরঙ্গে॥

সে রঙ্গ যে নিরখিল, প্রেমামৃতে সে মজিল,
আর কি ভুলিতে পারে কভু।
হৃদয় উদয়ে কবে, সতত মাতায় মোরে,
প্রেমসিন্ধু স্বর্ণগৌর প্রভু॥ ৯॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পরিদেবে ভক্তিং য ইব গুরুবর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃস্নেহং গিরিধর ইব শ্রীলসুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ১০॥

গোবিন্দ নামক ভক্ত, তারে দয়া অনুরক্ত,
যেমন গরুড়ে লক্ষ্মীপতি।
পুরী দেব করে ভক্তি, যেন তাঁর অনুরক্তি,
যদুবর সন্দীপনি প্রতি।
স্বরূপে করেন স্নেহ, যেমন একই দেহ,
গিরিধারী যেমন সুবলে।
সে প্রভু ভাবিয়া মনে, মন না ধৈরয মানে
সদা ভাসে প্রেমামৃত জলে॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ১০॥

মহা সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ১১॥

আমি অভাজন জন, বেষ্টিত সম্পদ বন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল।
স্বরূপে আশ্রয় দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে,
প্রকাশিল আনন্দ প্রবল॥
বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে।
এহেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি;
সে আনন্দে ধৈর্য্য কেবা ধরে॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥ ১১॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত বিবিধ সদ্ভাবকুসুম
প্রভাভ্রাজৎ পদ্যাবলি ললিতশাখং সুরতরুং।
মুহুর্য্যোহত্রিশ্রদ্ধৌষধিবরবলৎ পাঠসলিলৈ
রলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সরল গুরুতল্লোক ন ফলং॥ ১২॥

স্তবকল্পবৃক্ষ হয় ইহার আখ্যান।
ইহা যেই পাঠজলে সিঞ্চে ভাগ্যবান॥
ত্রিসন্ধ্যায় করে যেই পাঠ অবিরত।
শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে সেই হয় উনমত॥
পঠনে শ্রবণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ॥
দাস গোস্বামী পদ হৃদে করি আশ।
কল্পবৃক্ষ ভাষে নবদ্বীপচন্দ্র দাস॥ ১২॥

———

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যস্তবকল্প বৃক্ষের
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদ প্রণীত ভাষানুবাদ।

———

শ্রীল শ্রীরূপগোস্বামী কৃত
শ্রীচৈতন্যাষ্টক।

(১)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈ গিরিশপরমেষ্ঠি প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥ ১॥

শিব-বিরিঞ্চি আদি দেবতা নিকর।
নরবপু ধরি যাঁরে সেবে নিরন্তর॥
স্বরূপ দামোদরাদি ভক্তগণে যিনি।
নিজ ভজন প্রণালী উপদেশ দানি'—
কৃতার্থ করিলা; সেই সৌন্দর্য্য আধার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ১॥

২

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুণীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিল পশুপালাম্বুজ দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥ ২॥

ইন্দ্রাদি সুরবর ভয়ত্রাতা যিনি।
উপনিষদ বেদাদির লক্ষ্য যাঁরে মানি॥
মুনিঋষি সাধু-হৃদি-সরবস ধন।
ভক্তের সদনে যিনি মধুময় হ'ন॥
ব্রজবালা সকলের যিনি প্রেমসার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ২॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত দয়িতঃ।
প্রপন্ন শ্রীবাস জনিত পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতিকৃপোৎসেক তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥ ৩॥

যাঁর কৃপাপাত্র স্বরূপ মহামতি।
যিনি হ'ন অদ্বৈতের প্রিয়তম অতি॥
ভক্তবর শ্রীবাস যাহাতে প্রপন্ন।
পরমানন্দের যিনি বাড়াইলা মান্য॥
মায়াহারী দীনগতি জগত ঈশ্বর।
উদ্ধারিতে গজপতি করুণা বিস্তর॥
সর্ব্বগুণনিধি যিনি অবতার সার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ৩॥

রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ মধুর ধামোজ্জ্বলতনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরনিকর-বিদ্যোতি বসনঃ।
হিরণ্যানা লক্ষ্মী ভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥ ৪॥

ভক্তিরসানন্দাবেগে উন্মত যিনি।
অঙ্গ কান্তি হয় অর্ব্বুদ কন্দর্প জিনি॥
মুনিঋষি-শিরোমণি সর্ব্ব অর্থ সার।
প্রভাত অরুণরশ্মি বসনাভা যাঁর॥
কণক কান্তি জিনি অঙ্গকান্তি যাঁর।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ৪॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটি সূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল যুগল খেলাঞ্চিত ভুজো
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্য্যাস্যতি পদং ॥ ৫ ॥

উচ্চারিতে হরেকৃষ্ণ যাঁহার রসনা।
নৃত্য করে অবিরত হ'য়ে একমনা॥
গ্রন্থিকৃত কটিসূত্র নাম গণিবারে।
সুশোভিত সুন্দর বাম করে ধরে॥
বিশালাক্ষ আজানুলম্বিত ভুজ যাঁর।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ৫ ॥

পয়োরাশেস্তীরেস্ফুরদুপবনমালী কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য স্মরণ জনিত প্রেম বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিংমে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং। ৬ ॥

হেরিয়া সমুদ্র তীরে রম্য উপবন।
হৃদয়ে হইত যাঁর স্মৃতি বৃন্দাবন॥
অধৈর্য্য হইয়া নিত্য প্রেমানন্দ ভরে।
রসনা যাঁহার সদা কৃষ্ণনাম করে॥
ভকতি রসিক সেই রস-অবতার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ৬ ॥

রথারূঢ়স্যাদধিপদবি নীলাচল পতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মি স্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ।
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৭॥

রথারূঢ় জগন্নাথদেবের সম্মুখে।
যখন বৈষ্ণব পথে নৃত্য করে সুখে॥
তা' সবার সঙ্গী হ'য়ে নৃত্যোল্লাসে যিনি।
পুলকে বিবশ অঙ্গ দিবস-যামিনী॥
মনের হরিষে যিঁহো নাচে বহুবার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ৭॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবক নবকিঞ্জল্ক জয়িভিঃ।
ঘন স্বেদস্তোম স্তিমিততনুরুৎ কীর্ত্তন সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং॥

ধরাতল সিক্ত করি প্রেমাশ্রু ধারায়।
কীর্ত্তন আনন্দে যিঁহো জগত ভাসায়॥
কদম্বকেশর যিনি পুলক শরীরে।
সর্ব্বশরীর সিক্ত ঘন ঘর্ম্মনীরে॥
নয়নানন্দকর প্রেম মূরতি যাঁহার।
কবে দিবে দরশন চৈতন্য আমার॥ ৮ ॥

অধীতে গৌরাঙ্গ স্মরণ পদবী মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদং।
পরানন্দে সদ্য স্তদমল পদাম্ভোজ যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতুনিতরাং প্রেমলহরী॥

বুদ্ধিমান সুধীজন শ্রদ্ধাসহকারে।
চৈতন্য অষ্টক যদি নিত্য পাঠ করে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম হৃদে উছলিবে তা'র।
রূপগোসাঞির এই প্রার্থনা সার॥
দন্তে তৃণ করি সবে কহে হরিদাস।
রূপগোসাঞির কথা করহ বিশ্বাস॥

শ্রীরূপগোস্বামী কৃত
শ্রীচৈতন্যাষ্টক।

(২)

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখ বিধিভিঃউৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল চতুর্থাশ্রম জুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥ ১॥

কলিযুগে সুধীগণ নাম যজ্ঞে যাঁরে।
ভক্তিভরে নিরবধি উপাসনা করে॥
কৃষ্ণ হ'য়ে গৌর যিনি রাধাকান্তি ভাবে।
চতুর্থাশ্রমী পরম হংস নিত্য পূজে যাঁরে॥

পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠী গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ১ ॥

চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদ পদং
জয়োদ্ঘোষৈঃ সম্যগ্বিরচিত শচীশোকহরণঃ।
উদঞ্চন্মার্ত্তণ্ডদ্যুতিহর দুকূলাঞ্চিত কটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ২ ॥

হরিনাম সংকীর্ত্তনে ভক্ত গৃহে গৃহে।
স্বনাম ঘোষণা করি ফিরে রাত্রি দিবে ॥
শোকাতুরা জননীর দুঃখ গেল দূরে।
অরুণ বসন যাঁর কটিশোভা করে ॥
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠী গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া কর ॥ ২ ॥

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপিয়ঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৩॥

ব্রজবালা রূপকান্তি সুধা অপহরি।
আস্বাদিতে মধুরস মনপ্রাণ ভরি' ॥
স্বরূপ গোপন করি' গৌররূপে যিনি।
মাতাইলা চরাচর অখিল মেদিনী ॥
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠী গুরু।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৩ ॥

নিজপ্রণয় বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ বিস্মাপিত,
ত্রিনেত্রনতমণ্ডল প্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধতজনাদি দুর্ব্বোধহে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দেকৃপাং ॥ ৪ ॥

সংকীর্ত্তনে নৃত্য করি বিবিধপ্রকার।
বিমোহিত করি যিনি শিব অবতার ॥
সঞ্চারিলা অনুরাগামৃত ভক্ত প্রাণে।
অহঙ্কারী মূঢ়জন কে বুঝিবে তানে ॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোর দয়া কর ॥ ৪ ॥

ভবন্তিভুবি যো নরাঃ কলিতদুষ্কুলোৎ পত্তয়া-
স্তমুদ্ধরসি তানপি প্রচুর চারু-কারুণ্যতঃ।
ইতি প্রমুদিতান্তরঃ শরণমাশ্রিতস্তামহং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥ ৫ ॥

নীচজাতি নীচজনে দয়া করি যিনি।
কেশে ধরি উদ্ধারিলা মহাপাপী জানি ॥
যাঁহার করুণা বলে হইলা নিস্তার।
পাপাচারী পাষণ্ডী যত দুরাচার ॥
মোর প্রভু! শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর ॥

মুখাম্বুজ পরিস্খলন্মৃদুল বাক্যধূলী রস
প্রসঙ্গজনিতাখিল প্রণতভৃঙ্গরঙ্গোৎকরঃ।
সমস্তজনমঙ্গল-প্রভব-নাম-রত্নাম্বুধে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥ ৬ ॥

(যাঁর) মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত সুধারস ধারা।
নিরবধি পান করি ভকত-ভ্রমরা ॥
প্রেমানন্দে বিগলিত নিত্য নিরন্তর।
ভুবন মঙ্গল যিনি নাম-রত্নাকর ॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর ॥

মৃগাঙ্কমধুরানন স্ফুরদনিদ্রপদ্মেক্ষণ
স্মিত স্তবক সুন্দরাধর বিশঙ্কটোরস্তট।
ভুজোদ্ধতভুজঙ্গমপ্রভ মনোজ কোটিদ্যুতে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥ ৭ ॥

পূর্ণচন্দ্র সমতুল যাঁহার বদন।
প্রফুল্লপঙ্কজ জিনি বিশাল নয়ন ॥
অধরোষ্ঠ মধুহাস্য কুসুমে শোভিত।
পরিসর বক্ষঃস্থল; আজানুলম্বিত—
উদ্ধত ভুজঙ্গ সম বাহুর গঠন।
কোটি কন্দর্প জিনি কান্তি সুশোভন ॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু! মোরে দয়া কর ॥ ৭ ॥

অহং কণককেতকী কুসুম গৌর দুষ্টক্ষিতৌ
ন দোষ লব দর্শিতা বিবিধদোষ পূর্ণেহপি তে ।
অতঃ প্রবণয়া ধিয়া কৃপণবৎসল ত্বাং ভজে
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥ ৮ ॥

কণককেতকী গৌর জীবন আমার।
নানা দোষে দুষ্টমতি মুই পাপাচার ॥
অদোষ দরশী প্রভু দোষ না দেখহ।
সেই গুণে ভজি তোমা মুঞি অহরহ ॥
মোর প্রভু শচীসুত তুমি বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহা প্রভু ! মোরে দয়া কর ॥ ৮ ॥

ইদং ধরণিমণ্ডলোৎসব ভবৎপদাঙ্কেষু যে
নিবিষ্ট মনসো নরা পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকং।
শচীহৃদয়নন্দন ! প্রকটকীর্ত্তিচন্দ্র প্রভো
নিজপ্রণয়নির্ভর বিতর দেব ! তেভ্যঃ শুভং ॥৯॥

হে ধরণি মণ্ডলোৎসব কীর্ত্তিচন্দ্র।
শচীহৃদয়নন্দন আনন্দকন্দ ॥
এই পুণ্য স্তোত্র যিনি পড়িবেন নিত্য।
প্রেম সম্পত্তিদানে ক'র তাঁরে মত্ত ॥
দন্তে তৃণ করি সবে কহে হরিদাস।
রূপগোসাঞির কথা করহ বিশ্বাস ॥

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত
শ্রীশচীসুতাষ্টক

(৩)

উপাসিত পদাম্বুজ স্ত্বমনুরক্ত রুদ্রাদিভিঃ
প্রপদ্য পুরুষোত্তমং পদমদভ্রমুদ্ভ্রাজিতঃ।
সমস্তনতমণ্ডলী স্ফুরদভীষ্টকল্পদ্রুমঃ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥ ১ ॥

রুদ্রাদি দেবতাগণ নররূপ ধরি ॥
যাঁর পদসেবা কৈলা বহু যত্ন করি ॥
জগন্নাথক্ষেত্রে যিনি ভ্রমেন আনন্দে।
অভীষ্টফল দেন নিজ ভক্তবৃন্দে ॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু ! মোরে দয়া কর ॥ ২ ॥

ন বর্ণয়িতুমীশতে গুরুতরাবতারায়িতা
ভবন্তমুরুবুদ্ধয়ো ন খলু সার্ব্বভৌমাদয়ঃ।
পরো ভবতু তত্র কঃ পটুরতোনমস্তে পরং
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥ ২ ॥

স্বরূপবর্ণনে যাঁর সমর্থ না হয়।
সার্ব্বভৌমাদি পণ্ডিত নিচয় ॥
ব্যাস বৃহস্পতিসম সূক্ষ্ম বুদ্ধি সুধী।
গুণানুসন্ধানে যাঁর না পান অবধি ॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু ! মোরে দয়া কর ॥ ২ ॥

ন যৎ কথমপি শ্রুতাবুপনিষদ্ভিরপ্যাহিতং
স্বয়ঞ্চ বিবৃতং ন যদ্ গুরুতরাবতারান্তরে।
ক্ষিপন্নসি রসাম্বুধে তদিহ ভক্তিরত্নং ক্ষিতৌ
শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥ ৩ ॥

বেদ উপনিষদে নাই যে রত্ন ভাণ্ডার।
কৃষ্ণ অবতারে যাহা না হ'ল বিস্তার।
সেই প্রেমভক্তিরত্ন দিয়া অকাতরে।
ধন্য কৈলা ভবে যিঁহো কলির জীবেরে ॥
মোর প্রভু শচীসুত সেই বিশ্বম্ভর।
মন্দ আমি মহাপ্রভু মোরে দয়া কর ॥ ৩ ॥

অনারাধ্য প্রীত্যা চিরমসুর ভাব প্রণয়িণাং
প্রপন্নানাং দৈবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ মধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪ ॥

তামসী দেবতাসেবী বুদ্ধিজ্ঞানহারা।
অসুরের ভাবযুক্ত ব্রাহ্মণ যাঁহারা ॥
(তা'দের) অনুপাস্য হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর।
শুদ্ধমতি দ্বিজ পূজ্য নিত্য নিরন্তর ॥

সহজ আনন্দময় পরমেষ্ঠী গুরু ।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৪ ॥

গতির্যঃ পুণ্ড্রানাং প্রকটিত নবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনালং কুর্ব্বন্ ভুবন সহিতং শ্রোত্রিয়কুলং ।
পুনাত্যঙ্গী কারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রমপদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতি রতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৫ ॥

পুণ্ড্রদেশ ভক্তগণ যিঁহো নিস্তারিলা ।
নদীয়া-মহিমা রাশি যিঁহো প্রকাশিলা ॥
বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে জনম লভিয়া ।
জগৎপূজ্য হইলেন বংশ উজলিয়া ॥
অঙ্গীকার করি পরমহংসাশ্রম ।
পবিত্র করিলা ভক্তি শিখাইয়া উত্তম ॥
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠী গুরু ।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৫ ॥

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহনামামৃতরসং ।
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘন বাষ্পাম্বুমিষতঃ ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতু মুল্লাসিত তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তুঃ ॥ ৫ ॥

হরিনামামৃতরস পান করি' মুখে ।
অশ্রুছলেউঘারয়ে সেই রস আঁখে ॥
প্রেমেউল্লসিত তনু প্রেমতত্ত্বসার ।
জগজ্জনে শিক্ষা দিতে চেষ্টা অনিবার ।
পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠী গুরু ।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৬ ॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো,
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।
পদালম্ভঃ কম্বা প্রণয়তি নহি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৮ ॥

সর্ব্বশোক হরে যাঁর কটাক্ষকৃপায় ।
ভুবনমঙ্গল ভাষে জীবেরে নাচায় ॥
পদাশ্রয়ে হয় যাঁর কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।
সর্ব্ব অবতার সার গৌররসময় ॥

পরম পুরুষ সেই পরমেষ্ঠী গুরু ।
শ্রীচৈতন্য দয়াময় মোরে দয়া করু ॥ ৮ ॥

শচীসূনোঃ কীর্ত্তিস্তবক নবসৌরভ্যনিবিড়ং
পুমান যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদং ।
সলক্ষ্মীবানেতং নিজপদ সরোজে প্রণয়িতাং
দদানঃ কল্যানী মনুপদমবাধং সুখয়তু ॥ ৯ ॥

গোরাগুণগন্ধবাহী পুষ্প পদ্যাষ্টক ।
প্রীতমনে যেইজন পাঠ করিবেক ॥
পরম কল্যাণ তার হইবে নিশ্চয় ।
দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ দিবে পদাশ্রয় ॥
দন্তে তৃণ করি সবে কহে হরিদাস ।
রূপ গোসাঞির কথা করহ বিশ্বাস ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং ।

(১)

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমরজ্জুবদ্ধ সর্ব্বদা সুকীর্ত্তনং
পাষণ্ডখণ্ডদণ্ডধারী ভক্তিচক্রবর্ত্তিনং ।
সুনৃত্য গীত হাস্য রোদনাশ্রুকম্পশোভকং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিনীকুমারকং ॥

(২)

সুব্রহ্মবীজ গায়ত্রীজ্ঞানধ্যান নায়কং
অসংখ্য অংশ পাপধ্বংশ যুগধর্ম্মপালকং ।
নীচোত্তমে প্রেমোদ্গমে নিগূঢ় প্রেমদায়কং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং ॥

(৩)

সুগোষ্ঠে গোপবেশধৃত্য সিংহ বেণু গূঢ়কং
ময়ূর পুচ্ছ গুচ্ছমুঞ্জপীত চারুচূড়কং ।
সুগুহ্য কৌপীন স্বভাব রাসরঙ্গধারকং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং ॥

(৪)

সুচারু মুক্তাদন্তপংক্তি হাস্য মোহমারকং
সুদীপ্ত সাত্বিকাদিভাব সর্ব্বশক্তিকারকং ।
দুকূল দ্বীপিচর্ম্মাশ্রয়াবধৌত সাধকং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং

(৫)

সুধাংশু ভাতি অঙ্গকান্তি মত্তসিংহগর্জ্জনং
আজানুবাহুলম্বিতং করীকরভবর্জ্জনং ।
সুলম্ফঝম্প স্বেদকম্প কীর্ত্তনৈকতারকং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং ॥

(৬)

সুশান্ত দাস্য সখ্যাদিক সর্ব্বভাবে ভাবিতং।
সপ্রেম হৃষ্টভ্রষ্ট দুষ্টনষ্টনিষ্ঠ ত্রাসিতং॥
কিম্বিষত্রাস হে যাগযোগসাধকং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারক॥

(৭)

অনাদি আদি কারণাব্ধিশায়ী—সৃষ্টিধারণং
অনন্তরূপ গর্ভোদকশায়ী সর্ব্বকারণং॥
অকাল কাল ভক্তিমুক্তি তন্ত্রমন্ত্রকারকং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং॥

(৮)

অনঙ্গমঞ্জরী স্বরূপ রাধিকানুজায়কং
পীযূষবাক্য কৃষ্ণসেব্য রাগতালগায়কং।
গৌরাঙ্গ সঙ্গে রাঢ় বঙ্গে কীর্ত্তনপ্রকাশং
নমামি নিত্য নিত্যানন্দ রোহিণীকুমারকং॥

(৯)

যঃ পঠেৎ শ্রীনিত্যানন্দ চিত্ত চিন্তাখ্যখেদকং।
অকৈতবাদি প্রেমপ্রাপ্তি জ্ঞানকর্ম্মচ্ছেদকং।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ গৌরতত্ত্ব বস্তুজ্ঞায়কং
অচিরাদ্রাধাকান্ত পাদপদ্মলভ্যদায়কং॥

ইতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ নামাষ্টোত্তর শতং।

প্রণম্য শ্রীজগদ্বন্দ্যং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুং।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং প্রবক্ষ্যামি মুদান্বিতঃ॥ ১॥
নীলাম্বরঃ পট্টবাসা লাঙ্গলী মুষলপ্রিয়ঃ।
সঙ্কর্ষণশ্চন্দ্রবর্ণো যদূনাং কুলমঙ্গলঃ॥ ২॥
গোপিকারমণো রামো বৃন্দাবনকলানিধিঃ।
কাদম্বরী সুধামত্তো গোপগোপীগণাবৃতঃ॥ ৩॥
গোপীমণ্ডলমধ্যস্থো রাসতাণ্ডবপণ্ডিতঃ।
রমণীরমণঃ কামী মদঘূর্ণিত লোচনঃ॥ ৪॥
রাসোৎসব পরিশ্রান্তো ঘর্ম্মনীরাবৃতাননঃ।
কালিন্দীভেদনোৎসাহী নীরক্রীড়াকুতুহলঃ॥ ৫॥
গৌরাগ্রজঃ সমঃ শান্তো মায়ামানুষরূপধৃক্।
নিত্যানন্দোঽবধূতশ্চ যজ্ঞসূত্রধরঃ সুধী॥ ৬॥
পতিতপ্রাণদঃ পৃথ্বীপাবনো ভক্তবৎসলঃ।
প্রেমানন্দমদোন্মত্তো ব্রহ্মাদীনামগোচরঃ॥ ৭॥
বনমালাধরো হারী রোচনাদি বিভূষিতঃ।
নগেন্দ্রশুণ্ডদোর্দণ্ড স্বর্ণকঙ্কণমণ্ডিতঃ॥ ৮॥
গৌরভক্তিরসোল্লাসশ্চলচ্চঞ্চলনূপুরঃ।
গজেন্দ্রগতিলাবণ্য সম্মোহিতজগজ্জনঃ॥ ৯॥
সঙ্গীতমুরলীলাধ্বগ্রোমাঞ্চিত কলেবরঃ।
হো হো ধ্বনিসুধাসিক্তমুখচন্দ্রবিরাজিতঃ॥ ১০॥
সিন্দূরারুণ সুস্নিগ্ধ সুবিম্বাধরপল্লবঃ।
স্বভক্তগণমধ্যস্থো রেবতীপ্রাণনায়কঃ॥ ১১॥
লৌহদণ্ডধরঃ শার্ঙ্গী বেণুপাণিঃ প্রতাপবান্।
প্রচণ্ডকৃতহুঙ্কার-মত্তপাষণ্ডমর্দ্দনঃ॥ ১২॥
সর্ব্বশক্তিময়োদেব আশ্রমাচার বর্জ্জিতঃ।
গুণাতীতো গুণময়ো গুণবান্নির্গুণপ্রিয়ঃ॥ ১৩॥
ত্রিগুণাত্মা গুণগ্রাহী সগুণো গুণিনাম্বরঃ।
যোগী যোগবিদাত্মা চ ভক্তিযোগ প্রদর্শকঃ॥ ১৪॥
সর্ব্বভক্তিপ্রবাশাঙ্গী মহানন্দময়ো নটঃ।
সর্ব্বাগমময়ো বীরো জ্ঞানদোভক্তিদঃ প্রভুঃ॥ ১৫॥
গৌড়দেশপরিত্রাতা প্রেমানন্দ প্রকাশকঃ।
প্রেমানন্দরসানন্দী রাধিকামন্ত্রদো বিভুঃ॥ ১৬॥
সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপশ্চ কৃষ্ণপর্য্যঙ্ক সুন্দরঃ।
রসজ্ঞো রসদাতা চ রসভোক্তা রসাশ্রয়ঃ॥ ১৭॥
সহস্রমস্তকোপেত রসাতল-সুধাকরঃ।
ক্ষীরোদার্ণবসম্পূতঃ কুণ্ডলীকাবতংসকঃ॥ ১৮॥
রক্তোৎপলধরঃ শুভ্রো নারায়ণপরায়ণঃ।
অপারমহিমানন্তোঽদোষদর্শী চ সর্ব্বদা॥ ১৯॥
দয়ালুর্দ্দুর্গতিত্রাতা কৃতান্তো দুষ্টদেহিনাং।
মঞ্জু দাশরথী বীরো লক্ষ্মণঃ সর্ব্ববল্লভঃ॥ ২০॥
সদোজ্জ্বলরসানন্দী বৃন্দাবনরসপ্রদঃ।
পূর্ণ প্রেমসুধাসিন্ধুর্নাট্যলীলাবিশারদঃ॥ ২১॥
কোটীন্দুবৈভবঃ শ্রীমান্ জগদাহ্লাদকারকঃ।
গোপালঃ সর্ব্বপালশ্চ সর্ব্বগোপাবতংসকঃ॥ ২২॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে ত্রয়োদশ্যান্তিথৌ সদা।
উপোষণং পূজনঞ্চ শ্রীনিত্যানন্দবাসরে॥ ২৩॥
যদ্যৎ প্রকুরুতে কামং তত্তদেব লভেন্নরঃ।
অপুত্রঃ সাধুপুত্রঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪॥
নিত্যানন্দ স্বরূপস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতং।
যঃ পঠেৎ শ্রাবয়েদ্বাপি স প্রেম্নি প্রমিলেৎধ্রুবং॥ ২৫॥
ইতি শ্রীসার্ব্বভৌমবিরচিতং শ্রীমন্নিত্যানন্দনামাষ্টোত্তর শতং সমাপ্তং।

ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়

—:০:—

শ্রীলীলাচলের পথে,—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু।

—:০:—

এই মতে মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে॥
রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে।
নর্ত্তন করিয়া সব দেবতার স্থানে॥

শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলের পথে চলিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার আজানুলম্বিত বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া তিনি হরিধ্বনি করিতেছেন। তাঁহার গগনভেদী ঊর্দ্ধ কণ্ঠস্বর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে। তাঁহার দেখাদেখি সর্ব্বত্র সর্ব্ব লোক হরিনাম করিতেছে। ভুবনমঙ্গল হরিনামে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইতেছে। প্রেমোন্মত্ত প্রভু লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনপথে চলিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দ (১) তাঁহার সঙ্গেই আছেন। প্রভু কখন কখন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমানন্দে মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতেছেন। প্রেমাবেশে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ টলমল করিতেছে। তিনি যেন আর চলিতে পারিতেছেন না। ঠাকুর লোচনদাস প্রভুর তাৎকালিক প্রেমবিকাশাবস্থার ভাবটি অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—যথা শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে ;—

প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে।
টলমল করে তনু না পারে হাঁটিতে॥
ক্ষণে শীঘ্রগতি ধায় সিংহ পরাক্রমে।
ক্ষণে হুঙ্কার দেই ডাকে ঘনে ঘনে॥
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় সকরুণ কান্দে।
ক্ষণে মালসাট মারে প্রেমার উন্মাদে।
অরুণ নয়নে জলধারা অবিরল।
প্রেমের আবেশে প্রভু চলিলা সত্বর॥
ক্ষণেকে মন্থর গতি অলৌকিক কহে।
ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে দাঁড়াইয়া রহে॥

প্রভু দোলযাত্রার সময় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পৌছিয়া

---

(১) নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীজগন্নাথদেবের পুষ্পদোল দর্শন করিবেন, এই তাঁহার মনের বাসনা,—এই আনন্দে বিভোর হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার আহার নিদ্রার প্রতি কোন লক্ষ্যই নাই,—বিশ্রামের তিনি ধার ধারেন না। যদি কোন আহারীয় দ্রব্য সম্মুখে দেখেন,—অনিবেদিত বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন না। ভক্তবৃন্দ অতি কষ্টে প্রভুকে দুই তিন দিন অন্তর একদিন ভিক্ষা করান। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করেন (১)। যখন পথ চলেন তখন শ্রীবদনে এই শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে মত্ত সিংহগতিতে চলেন।

"রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥"

প্রভু অনেক দূর বনপথে আসিয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গী ভক্তবৃন্দও অতিকষ্টে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া লোকালয়ে লইয়া যায় কাহার সাধ্য? বনের ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ প্রভুকে দেখিয়া হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতিপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের দেখিয়া সঙ্গীগণের মনে বড় ভয় হইতেছে। তাঁহারা হিংস্র পশুদিগের এইরূপ আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছেন। শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

আশ্চর্য্যং প্রাগহহ গহনং গাহমানে রঘূনাং
পত্যৌ দ্বীপিদ্বিরদ মহিষা গণ্ডকাশ্চণ্ডকায়াঃ।
তৎকোদণ্ড প্রতিভয়হতা দুদ্রুবুর্যোত এতে
যন্মাধুর্য্য দ্রবল বলভঃ স্তব্ধতামেব দধ্রুঃ॥ (২)

এক্ষণে ইচ্ছাময় স্বতন্ত্রস্বভাব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বনপথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় রাজপথে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমতুল্য। দোলযাত্রা উপলক্ষে শ্রীক্ষেত্রে দলে দলে যাত্রী যাইতেছে। প্রভু শ্রীনীলাচলে যাইতেছেন শুনিয়া তাহারা পরমানন্দে তাঁহার সঙ্গ লইল।

একদিন রঙ্গিয়া প্রভু তাঁহার অনুচর সঙ্গীদিগের সহিত পথে একটু রঙ্গ করিলেন। সকলকে ডাকিয়া তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সঙ্গে কি আছে, গৃহ হইতে পথের সম্বল কে কি লইয়া আসিয়াছ তাহা অকপটে আমাকে বল"। সকলেই করযোড়ে উত্তর করিলেন, "প্রভু হে! তোমার আদেশ ভিন্ন কোন দ্রব্য সঙ্গে লইতে আমাদের কাহারও কোন শক্তি নাই। আর কাহারও কিছু দিবারও অধিকার নাই। আমাদের সঙ্গের সম্বল এক মাত্র তোমার চরণকমল" (১)। প্রভু ইহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। এই উপলক্ষে প্রভু ভক্তবৃন্দকে কিছু তত্ত্বশিক্ষা দিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন,—

——কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি মিলে, অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিন বা না লিখে আহার।
রাজ পুত্র হই তভো উপবাস তার॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কন্দল করয়ে কারো সনে॥

(১) যদি বা কখন ভক্ষ্য উপাসন্ন হয়।
নিবেদিত নহে বলি কিছুই না লয়॥
অনেক যতনে দুই তিনে করে ভিক্ষা।
লোক অনুগ্রহ সে প্রকাশে লোকশিক্ষা॥
সব নিশি জাগরণ লয় হরিনাম।
ডাকিয়া কহয়ে এই শ্লোক গুণধাম॥ চৈঃ মঃ

(২) শ্লোকার্থ। পূর্ব্বকালে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যে গমন করিলে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঘ্র, হস্তী, মহিষ ও গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার বিষম কোদণ্ড ভয়ে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা, এক্ষণে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের রূপমাধুরীর লেশমাত্র অনুভব করিয়াই স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়।

(১) পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সভা প্রতি।
কি সম্বল আছে কহ কাহার সংহতি॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল॥
সভে বোলে প্রভু বিনা তোমার আজ্ঞায়।
কার দ্রব্য লেতে শক্তি আছে বা কাহার॥ চৈঃ ভাঃ

ক্রোধ করি বোলে মুঞি না খাইমু ভাত।
দিব্য করি রহে নিজ শিরে দিয়া হাথ॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈল বিদ্যমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান॥
জ্বর বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নসত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র।" চৈঃ ভাঃ

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র এইরূপে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে ঈশ্বরে নির্ভরতা শিক্ষা দিয়া পুনরায় পথে বাহির হইলেন। তিনি প্রেমানন্দে মধুর নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে আটিসারা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামে শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত নামে এক সৌভাগ্যবান্ সাধু বাস করিতেন। তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রভু সন্ধ্যাকালে অতিথি হইলেন। শ্রীঅনন্ত পণ্ডিত ভক্তিপথের পথিক,—পরম উদার প্রকৃতি সাধু। স্বগণসহ প্রভুকে অতিথিরূপে পাইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিলেন। সর্ব্বপ্রকার ভিক্ষার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া তিনি সঙ্গীগণের সহিত প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যে ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, প্রভু তাঁহার এই কার্য্যে সকলকে শিক্ষা দিলেন। সে দিনে সমস্ত রাত্রি প্রভু কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। (১) পরদিন প্রাতে অনন্ত পণ্ডিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া প্রভু গঙ্গার তীরে তীরে অড়িয়াড়া, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চলিলেন। তৎকালে পতিতপাবনী গঙ্গাদেবী কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট হইয়া বারুইপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকট মথুরাপুর হইয়া শতধারারূপে সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন। প্রভু এইপথে মথুরাপুরের সন্নিকট অম্বুলিঙ্গ স্থান ছত্রভোগে গিয়াছিলেন। (২)

এই ছত্রভোগ তীর্থের কথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—

সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শত মুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্ব লোকে করি সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেইস্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট করি বোলে সর্ব্ব জনে॥
অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হই একচিত্ত॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ।
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মঙরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইয়া অতি গঙ্গা অনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িল।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইল॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা॥
গঙ্গা জল স্পর্শে শিব হইলা জলময়।
গঙ্গাও পাইয়া শিব করিলা বিনয়॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
অম্বুলিঙ্গ ঘাট বলি ঘোষে সর্ব্বজনে।

(১) সেই আটিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু শ্রীঅনন্তনাম॥
রহিলেন আসি প্রভু তাঁহার আলয়।
কি কহিব আর তাঁর ভাগ্য সমুচ্চয়॥ চৈঃ ভাঃ

(২) ছত্রভোগ। ২৪ পরগণা জেলায় পূর্ব্ববঙ্গ রেলের দক্ষিণ শাখার মধ্যে মগরা ষ্টেসন হইতে ৬।৭ ক্রোশ দূরে জয়নগরের নিকট এই গ্রাম অবস্থিত। ইহাকে কেহ কেহ খাড়ি বলেন। ছত্রভোগে বৈজুকা নাম শিবলিঙ্গ আছেন, সেখানে চৈত্র কৃষ্ণাপ্রতিপদ তিথিতে মেলা হয়। এখন এখানে গঙ্গা নাই।

গঙ্গাশিব প্রভাবে সে ছত্রভোগ গ্রাম।
হইলা পরম ধন্য মহাতীর্থ নাম॥
তথিমধ্যে বিশেষ মহিমা হইল আর।
পাইয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ বিহার॥

ছত্রভোগের অম্বুলিঙ্গ ঘাটে গিয়া প্রভু শতমুখী গঙ্গাদর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তিনি প্রবল প্রেমাবেশে হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া অবিরত হরিহরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অমনি তাঁহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন। সঙ্গী ভক্তগণ লইয়া প্রভু প্রেমানন্দে অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ভক্তবৎসল প্রভু জলক্রীড়া-লীলারঙ্গ করিলেন। তিনি যখন স্নান করিয়া তীরে উঠিলেন গোবিন্দ বহির্বাস পরিবর্ত্তন করিতে দিলেন। প্রভু শুষ্ক বসন পরিধান পূর্ব্বক তীরে দাঁড়াইয়া শতমুখী গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমবিগলিত নয়নধারায় পুনরায় শুষ্ক বসন সিক্ত হইল, পুনরায় গোবিন্দ নূতন বহির্বাস দিলেন। প্রভুর নয়ন কমল হইতে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা পড়িতেছে। যে বস্ত্র তিনি পরিধান করেন তাহাই তাঁহার নয়নজলে আর্দ্র হইয়া যায়।

"যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেম জলে।"

পৃথিবীতে গঙ্গা শতমুখী হইয়াছেন আর প্রভুর নয়নের ধারাও শতমুখী হইয়া তাঁহার প্রসর বক্ষঃস্থল বহিয়া ভূমিতলে পতিত হইতেছে। ইহা অতীব সুন্দর দৃশ্য। প্রভুর মহাভাগ্যবান্ সঙ্গীগণ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, আর প্রভুর শ্রীচন্দ্রবদনের প্রতি নির্ম্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন (১)। প্রভু নিষ্পন্দ ভাবে জড়বৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শতমুখী অশ্রুধারায় সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া শতমুখী গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতেছেন। এই সময়ে সেই গ্রামের অধিকারী বা জমিদার রামচন্দ্র খান দৈব যোগে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিষয়ী লোক, দোলায় আরোহন করিয়া যাইতেছিলেন। প্রভুর অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দোলা হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; প্রভুর কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নাই। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছেন, নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে "হা জগন্নাথ! হা নীলাচলপতে!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে করুণ ক্রন্দন করিতেছেন আর ভূমিতলে পতিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। রামচন্দ্র খানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তিনি প্রভুর অপরূপ রূপ দেখিয়া একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রভুর অপূর্ব্ব আর্ত্তিপূর্ণ দৈন্যোক্তি শুনিয়া রামচন্দ্র খানের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"কোন্ মতে এ আর্ত্তির হয় সম্বরণ।"

প্রভুর সম্মুখে করযোড়ে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন; প্রভু আপন ভাবে বিভোর আছেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু রামচন্দ্র খানের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "কে তুমি?" সসম্ভ্রমে করযোড়ে রামচন্দ্র খান উত্তর করিলেন "প্রভু! এ অধম আপনার দাসানুদাস।" উপস্থিত সর্ব্বলোকে প্রভুকে কহিল "ইনিই দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী।" প্রভু তখন রামচন্দ্র খানের প্রতি করুণ-কৃপাদৃষ্টি করিয়া গদগদস্বরে কহিলেন "তুমি বড় ভাল অধিকারী। আমি নীলাচলে যাহাতে শীঘ্র যাইতে পারি তাহার বন্দোবস্ত করিতে পার কি?" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর কমল নয়ন দিয়া দরদরিত আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, এবং তিনি "হা নীলাচলচন্দ্র!" বলিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

---

(১) স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেম জলে॥
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শত মুখী আর॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া হাসে সভে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন॥ চৈঃ ভাঃ

(১) রামচন্দ্র খান প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া অতি বিনীতভাবে করযোড়ে নিবেদন করিলেন—,

——————————"শুন মহাশয়!
যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
সভে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহো পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে॥
কোন্ দিক দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাও প্রভু শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে রক্ষক এথাকার মোর ভার।
লাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিও যেতে কেন প্রভু মোর হয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে এথা ভিক্ষা আজি কর সর্ব্বগণে॥
জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহোর না যায়।
আজি রাত্রি তোমা পাঠাইমু সর্ব্বথায়। চৈঃ ভাঃ

প্রভু রামচন্দ্র খানের কথা শুনিয়া মনে মনে সবিশেষ আনন্দিত হইলেন! তাঁহার প্রতি শুভ কৃপাদৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। প্রভু সে দিন সেখানে একটি ব্রাহ্মণের আশ্রমে অতিথি হইলেন। ভাগ্যবান বিপ্র প্রভুর জন্য ভক্তিপূর্ণচিত্তে রন্ধনাদি করিলেন। প্রভু নামমাত্র ভোজনে বসিলেন। তাঁহার আহার করিবার অবসর নাই। প্রেমানন্দে তিনি দিবানিশি হরিনামামৃতরসে মগ্ন,কেবলমাত্র সঙ্গী ভক্তবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য একবারমাত্র আহারে বসেন। যে দিন হইতে প্রভু শ্রীনীলাচল যাত্রা করিয়াছেন, সে দিন হইতে তিনি নামমাত্র ভোজন করেন। শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র দর্শনাশায় তিনি প্রেমানন্দরসে নিশিদিন মগ্ন থাকেন। কিবা রাত্রি কিবা দিন, কি জল, কি স্থল, কি অরণ্য, কি লোকালয় কিছুই তাঁহার জ্ঞান নাই। প্রভু সর্ব্বদাই প্রেমামৃতরসে ডুবিয়া আছেন। সে দিন রাত্রিতে বিপ্র-গৃহে ভিক্ষা করিতে বসিয়া "জগন্নাথ আর কতদূর" বলিয়া প্রভু উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীবদনে কেবলমাত্র ধ্বনি "জগন্নাথ আর কতদূর"! প্রভুর ভাব বুঝিয়া মুকুন্দ কীর্ত্তনের সুর ধরিলেন, আর প্রভু মধুর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন (১)। ছত্রভোগবাসী ভাগ্যবান নরনারী প্রভুর অপূর্ব্ব নৃত্যবিলাস দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইল। ভাবনিধি প্রভুর ভাবসমুদ্র একেবারে উথলিয়া উঠিল। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত তাঁহার কমল নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রভু যখন পাক দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন তাঁহার নয়নধারার জলে সকলেই যেন স্নান করিলেন, এরূপ বলিয়া বোধ হইল (২)। এ কথা যেন কেহ অবিশ্বাস না করেন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বহু অলৌকিক লীলারঙ্গ

---

(১) কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
রামচন্দ্র খানে জিজ্ঞাসিলেন কে তুমি॥
সম্ভ্রমে করিয়া দণ্ডবৎ করযোড়।
বোলে প্রভু দাস অনুদাস মুঞি তোর॥
তবে শেষে সর্ব্বলোক লাগিলা কহিতে।
এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে॥
প্রভু বোলে তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমনে সকাল॥
বহয়ে আনন্দ ধারা কহিতে কহিতে।
নীলাচলচন্দ্র বলি পড়িলা ভূমিতে॥ চৈঃ ভাঃ

(১) আবিষ্ট হইল প্রভু করি আচমন।
কতদূর জগন্নাথ বোলে ঘনে ঘন॥
মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) কিবা অদ্ভুত নয়নের প্রেমধার।
ভাদ্রমাসে যে হেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥ চৈঃ ভাঃ

করিয়াছেন। তিনি প্রেমাবতার,—প্রেমাশ্রু তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমভাবের নিদর্শন। অন্য কোন অবতারে শ্রীভগবান তাঁহার নিজ গুপ্তবিত্ত গোলোকের সম্পত্তি প্রেম প্রকাশ করেন নাই। একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীভগবান কলিহত জীবের অশেষ কল্যাণ হেতু গোলোকের সম্পত্তি অমূল্য প্রেমধন বিতরণ করিতে নদীয়ায় শচীগর্ভে উদয় হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে ঋষিমহাজনগণ প্রেম-অবতার আখ্যা দিয়াছেন।

ইহারে যে কহি প্রেমময় অবতার।
এশক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর॥ চৈঃ ভাঃ

এইরূপ নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে সে দিন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। প্রেমানন্দে সকলেরই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। ক্ষণকালের মধ্যে যেন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল,—এরূপ সকলের বোধ হইল। এই রাত্রি তৃতীয়প্রহরের সময় দক্ষিণদেশের অধিকারী রামচন্দ্র খান আসিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু! ঘাটে নৌকা প্রস্তুত"। তৎক্ষণাৎ প্রভু শ্রীহরি স্মরণ করিয়া একেবারে ছুটিয়া নৌকার উপর উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে সাহাস্য বদনে বিদায় দিলেন। রামচন্দ্র খানকে প্রভু প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। তিনি প্রভুকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। যতক্ষণ প্রভুর নৌকা দেখা গেল ততক্ষণ তিনি একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। রামচন্দ্র খান শ্রীগৌরাঙ্গপদে সেই দিন হইতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেন।

প্রভু নৌকায় উঠিয়াই মুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন। রাত্রিকাল; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ,—তরঙ্গায়িত নদী-বক্ষে তরণী নিঃশব্দে চলিয়াছে। নাবিকগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত, কখন কি হয়; কারণ সে সময় চতুর্দ্দিকে দস্যু ভয়। যবন রাজার সৈন্য জলে স্থলে সর্ব্বত্র ঘাঁটি বাঁধিয়া আছে। প্রভু এইরূপ সময়ে মুকুন্দকে কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অবোধ নাবিক ভবকর্ণধারকে চিনিতে না পারিয়া দস্যুভয়ে একান্ত ভীত হইয়া প্রভু ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের চরণে করযোড়ে নিবেদন করিল—

———— — — —হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভীরেতে ধরি খায়॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব রহ সকল গোসাঞি॥ চৈঃ ভাঃ

নাবিকের এই শঙ্কাজনক কথায় সঙ্গীগণ সকলেই শঙ্কান্বিত হইলেন। সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বভয়হারী শ্রীগৌরাঙ্গভগবানের শ্রীবদনের প্রতি কাতরনয়নে চাহিলেন, ভক্তবৎসল প্রভু তখন কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কি করিলেন, শুনুন—

ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সভাকে বোলেন "কেন ভয় কর কার॥
এই না সম্মুখে সুদর্শন চক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥
কিছু চিন্তা নাই কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখের আশ্বাস বাণী পাইয়া ভক্তবৃন্দ উচ্চ হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রাত্রি কালে নদীগর্ভে নৌকার উপর গগনভেদী ভুবনমঙ্গল হরিসংকীর্ত্তন ধ্বনি নৈশ আকাশের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। প্রভু ভক্তবৃন্দ সহ নৌকার উপরে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হুঙ্কারগর্জ্জনশব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। মধ্যে মধ্যে তিনি হুঙ্কার করিয়া ভক্তবৃন্দকে কহিতেছেন,—

"নিরবধি সুদর্শন ভক্তে রক্ষা করে।
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।

সুদর্শন অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে॥
বিষ্ণুচক্রে সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্তজনেরে লঙ্ঘিতে॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর এখন ভগবানভাব। ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন সমাপ্ত রিয়া করযোড়ে প্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। প্রভু াত্ম সম্বরণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পুনরায় মধুর নৃত্য ীর্ত্তনরসে মগ্ন হইলেন।

এইরূপে নৌকাযোগে সংকীর্ত্তন যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীগৌর গবান্ সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গরসে উন্মত্ত হইয়া উৎকল প্রদেশে াসিয়া উপস্থিত হইলেন। কটকের প্রয়াগ ঘাটে গিয়া াভুর নৌকা লাগিল। সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু াজজনসহ কটকনগরে প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীনীলাচল ন্দ্রের উদ্দেশে তিনি সেখানে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া পরিকরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সেখানকার গঙ্গাঘাটে ান করিয়া যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক স্থাপিত মহাদেবের মন্দিরে বেশপূর্ব্বক শিবলিঙ্গকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অপূর্ব্ব প্রমানন্দে বিভোর হইয়া প্রভু সেখানে কিছুক্ষণ নৃত্য ীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া গরবাসী সকলেই তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা রিলেন। এখানে প্রভু সঙ্গীগণকে রাখিয়া গ্রামের মধ্যে কাকী ভিক্ষায় বাহির হইলেন। সঙ্গী ভক্তবৃন্দ সঙ্গে ইতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু নিষেধ করিলেন। এই র্য্যে জগতগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া ্যাসীর ভিক্ষুধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। ওড়্দেশবাসী াগ্যবান্ গৃহস্থগণের আজ বড় শুভ দিন। ত্রিজগতপতি ং ভগবান আজ ভিখারির বেশে তাঁহাদিগের দ্বারে ক্ষার ঝুলি হস্তে করিয়া শ্রীবদনে "হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ" র নাম করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসীর শে আজ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদিগের দ্বারে দণ্ডায়মান। ান রূপের সন্ন্যাসী ত কেহ কখন দেখে নাই। যাঁহার ং প্রভু গমন করেন, তিনিই তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় রাশি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। প্রভু নিজ র্বাসের অঞ্চল পাতিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তণ্ডুল এবং উত্তম উত্তম ভক্ষ দ্রব্য যাঁহার গৃহে যাহা ছিল সত্বর আনিয়া সকলে প্রভুর অঞ্চলে দিয়া কৃতার্থ হইলেন (১)। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগেন যাঁর পাদ পদ্মে স্থান॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
ন্যাসীরূপে ভিক্ষা ছলে জীব ধন্য করে॥

কলিহত অধম জীবোদ্ধার করিবার জন্যই প্রভুর এই কপট সন্ন্যাস বেশ ধারণ। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। কলির অধম জীব তাঁহার বড় প্রিয়। অধম-তারণ, দীনশরণ শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কলিহত জীবের উদ্ধার কর্ত্তা। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ভিন্ন তাঁহাদিগের উদ্ধার করিবার আর কেহ নাই। কলির জীবের একমাত্র উপাস্য শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি যুগাবতার এবং যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। কলিযুগের অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র,—কলিযুগের ধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। ইহা শাস্ত্র বাক্য (২)।

প্রভু ভিক্ষা সমাপন করিয়া যথায় ভক্তবৃন্দ তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন,—সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভিক্ষালব্ধ নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া ভক্তবৃন্দ হাসিতে হাসিতে প্রভুকে কহিলেন

---

(১) এক দেবস্থানে প্রভু থুইয়া সভারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে॥
যার ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয়॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর॥
ভক্ষ্যদ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দেয়েন প্রভুরে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) কলি ঘোর তমশ্ছন্নান্ সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ॥ বামন পুরান।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ বৃহৎ নারদীয় পুরান।

"প্রভু হে! তুমি আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিবে।"

ভক্ষ্যদ্রব্য দেখি সবে লাগিল হাসিতে।
সভেই বোলেন প্রভু পারিবা পুষিতে॥ চৈঃ ভাঃ

করুণাময় প্রভু ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর অতিশয় প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি লইয়া রন্ধনাদি করিয়া প্রভুর ভোগ লাগাইলেন। ভক্তবৃন্দসহ প্রভু প্রেমানন্দে সেদিন ভোজন করিয়া সর্ব্বরাত্রি সে গ্রামে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে প্রভু নিজজন সঙ্গে পুনরায় সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। প্রেমানন্দে প্রভু বিভোর হইয়া পথ চলিতেছেন। তাঁহার শ্রীবদনে কেবলমাত্র বুলি "শ্রীনীলাচলধাম আর কত দূর?" তিনি হুঙ্কার গর্জ্জন পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে উর্দ্ধবাহু হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। পথের লোক তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গমাধুরী দেখিয়া প্রেমবিহ্বল চিত্ত সকলেই প্রভুর অনুগমন করিতেছে। সহস্র সহস্র লোক প্রভুর সঙ্গে শ্রীনীলাচল ধামে চলিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর অতিক্রম করিয়া স্বদলবলে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন রসরঙ্গে বিহ্বল হইয়া পথে চলিতেছেন। গ্রামের অধম নীচ পতিত পাষণ্ডী এবং দুরাচার অসভ্য পর্ব্বতবাসী পর্য্যন্ত করুণাময় প্রভুর শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করিয়া বাষ্পাকুলিত নয়নে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইতেছে (১)। এইরূপে পথ চলিতে চলিতে এক স্থানে প্রভু দেখিলেন অনেক যাত্রী একত্রিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত ভাবে বসিয়া নীরবে কান্দিতেছে। প্রভু মত্তসিংহগতিতে সেই যাত্রীদিগের নিকটে চলিলেন। তাহাদিগের নিকটে এক দুর্দ্দান্ত দানী (১) বসিয়া রহিয়াছে। দান না পাইলে যে পথ ছাড়িবে না। দানী রাজার লোক, বড় দুরাচার এবং অত্যাচারী ও লোভী। দরিদ্র নীলাচলযাত্রীদিগের উপর সে বড় অত্যাচার করে। প্রভুর অপূর্ব্ব করুণভাবপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া যাত্রীগণ তাঁহার চরণে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁন্দিতে লাগিল। করুণাময় আর্ত্তবন্ধু প্রভুর করুণদৃষ্টি তাঁহাদিগের উপর পতিত হইল। যাত্রীদিগের মনে বড় সাহস হইল। ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন—

প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোল পায়॥
দীন বন্য জন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে।
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে॥

সর্ব্বভয়হারী শ্রীগৌর ভগবানের চরণে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল। করুণাময় প্রভু তাঁহাদিগের প্রতি করুণ নয়নে চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ যেন তাহাদিগের সকল দুঃখ দূর হইল।

প্রভুর সঙ্গেও তাঁহার লোকজন আছেন। তাঁহারাও সেখানে দানীর হস্তে পতিত হইলেন। তাঁহারাও নিঃসম্বল। দান না দিলে দুর্দ্দান্ত দানী কিছুতেই পথ ছাড়িবে না। সকলেই চিন্তিত হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব তেজ ও জ্যোতি দেখিয়া দানী বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর! তোমার সঙ্গে কত লোক আছে?" প্রভু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন "জগতে আমার কেহই নাই, আমিও কাহারও নহি,—আমি একা,—আমার দ্বিতীয় নাই একথা তোমাকে নিশ্চয় কহিলাম" (২) এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার

(১) গ্রামে গ্রামে পটু কপটিনো ঘট্টপালা য এতে
যেহরণ্যানীচর গিরিচরা বাট পাট চরাশ্চ।
শঙ্কাকারা পথি বিচলিতাঃ তং বিলোক্যৈব সাক্ষা
দুঙ্ক্ষবাষ্পাঃ স্খলিত বপুষঃ ক্ষৌণিপৃষ্ঠে লুঠন্তি॥ চৈঃ চঃ নাটক।

(১) দানী—রাজাজ্ঞায় যাহারা রাজপথে যাত্রীদিগের নিকট শুল্ক আদায় করে তাহাদিগকে দানী বলে।

(২) জিজ্ঞাসিল তোমার কতেক লোক হয়।
প্রভু কহে জগতে আমার কেহো নয়॥
আমিহ কাহারো নহি কহিল নিশ্চয়॥
এক আমি দুই নাহি সর্ব্বথা আমার।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥ চৈঃ ভাঃ

মল নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রু ধারা প্রবাহিত ইল। দানী প্রভুর প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তির প্রতি অনিমেষ য়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে অতিশয় সম্ভ্রমের হিত ধীরে ধীরে কহিল "গোসাঞি! তুমি যাইতে পার। তামার লোকজনের নিকট দান না পাইলে আমি াড়িয়া দিতে পারিব না" (১)। প্রভু গোবিন্দ স্মরণ রিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিয়া কিছু দূর গিয়া একস্থানে পবেশন করিলেন। ভক্তবৃন্দকে ত্যাগ করিয়া প্রভু লিয়া গেলেন দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে বড় ভয় ও চিন্তার দয় হইল। স্বতন্ত্র প্রভুর এই নিরপেক্ষ ভাব দেখিয়া ন্যান্য যাত্রী সকল তখন হাসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ক্তগণের মনে বড় দুঃখ হইল। তাঁহাদের মনে বিষম ন্তা হইল পাছে প্রভু তাঁহাদিগকে রাখিয়া চলিয়া যান। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সকলকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন তোমাদের কোন চিন্তা নাই। প্রভু আমাদিগকে ছাড়িয়া কাথাও যাইবেন না।" তখন সকলে শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু দানীর দান কি করিয়া দিবেন, এই চিন্তায় তাঁহারা স্থির হইলেন। দুরাচার দানী কিছুতেই ছাড়িবে না। তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া দানের জন্য বিশেষরূপে ড়াপিড়ি করিতে লাগিল। দানী বলিল "তোমরা ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গের লোক নহ,—কারণ তিনি মাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার কেহই নাই. ং তিনিও কাহারও নহেন। অতএব তোমাদের উচিত ন দিতে হইবে (২)। ভক্তবৃন্দ মহা বিপদে পড়িলেন। ভু এদিকে কিছু দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে উপবেশন রিয়া অধোবদনে অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন। মধ্যে ধ্য "হা নীলাচলচন্দ্র! হা জগন্নাথ!" বলিয়া আর্ত্তিপূর্ণ র আর্ত্তনাদ করিতেছেন। তাঁহার নয়নজলে নদী বহিয়া যাইতেছে। দুর্দ্দান্ত দানীর কঠিন হৃদয় প্রভুর এইরূপ নয়নজল দেখিয়া দ্রব হইল। সে ভাবিতে লাগিল "এমন সন্ন্যাসী ত কখন দেখি নাই। মানুষের নয়নে এত জল থাকে তাহাও ত শুনি নাই,—ইনি কে? ইঁহাকে ত মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না।" দানী তখন প্রভুর সঙ্গীদিগকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে? কাহার লোক, সন্ন্যাসী ঠাকুর কে? এসকল কথা আমাকে খুলিয়া বল দেখি? (২)। ভক্তবৃন্দ তখন দানীকে কহিলেন—"ঐ সে অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীটিকে দেখিতেছ উনি আমাদের সকলের প্রাণের ঠাকুর। উঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। আমরা সকলেই উঁহার দাসানুদাস।" এইকথা বলিতে বলিতে ভক্তবৃন্দ কাঁন্দিয়া আকুল হইলেন। দানী তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইল, তাহার পাষাণ হৃদয় প্রেমে দ্রব হইল। গৌরভক্তসঙ্গ গুণে এবং সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ফলে দানীর সকল পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইল। প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে দিব্যচক্ষু দান করিলেন। দানী দিব্য চক্ষে দেখিল তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ শ্রীনীলাচলচন্দ্র জগন্নাথদেব বিরাজ করিতেছেন। সেখানে আর সন্ন্যাসী ঠাকুর নাই।"

"এই নীলাচলচন্দ্র জানিল অন্তর।"

দানী মোহপ্রাপ্ত হইয়া কিছুক্ষণ জড়বৎ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রু ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহার বাহ্যজ্ঞান হইলে সে দেখিল সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর সেই খানে বসিয়া অঝোরনয়নে ঝুরিতেছেন। সে ছুটিয়া যাইয়া কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে পতিতপাবন প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া কাতর কণ্ঠে কহিতে লাগিল—

---

(১) দানী বোলে গোসাঞি করহ শুভ তুমি।
এ সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি॥ চৈঃ ভাঃ

(২) দানী বোলে তোমার ত সন্ন্যাসীর নহ।
এতেক আমার যে উচিত দান দেহ॥ চৈঃ ভাঃ

(২) অদ্ভুত দেখিয়া দানী গণে মনে মন।
দানী বোলে এ পুরুষ নর কভু নয়।
মনুষ্যের নয়নে কি এত জল হয়॥
সভাবে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
কে তোমরা কার লোক কহত ভাঙ্গিয়া॥ চৈঃ ভাঃ

কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মঙ্গল।
তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল ॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা সাগর।
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু তাহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিয়া সেখান হইতে উঠিলেন। দানী কোনরূপ দান গ্রহণ করিয়া না করিয়া সকল যাত্রীদিগকে এবং প্রভুর সঙ্গীগণকে নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিল। প্রভু উঠিবার সময় ভাগ্যবান দানীর মস্তকে তাঁহার অজভব বাঞ্ছিত শ্রীচরণারবিন্দ অর্পণ করিলেন। দুরাচার দানীর ভাগ্য দেখিয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। দানী প্রভুর শ্রীচরণ-রজ মস্তকে ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ কণ্ঠে করযোড়ে তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিয়া কহিলেন 'প্রভু! তুমি করুণাময়। তোমার করুণার অবধি নাই। বিষয়ী বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিও না। পদপ্রান্তে একবিন্দু স্থান দিও। আমি আর এ কুকার্য্য,—দান সাধিব না" (১)। প্রভু ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। দানীকে কৃপা করিয়া কৃপানিধি প্রভু সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। যতদূর পর্য্যন্ত প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখা গেল দানী সতৃষ্ণনয়নে সেখানে জড়বৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তাহার নয়ন জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। সেই দিন হইতে আর সে দানীর কার্য্য করিল না। হরেকৃষ্ণ হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া দানী ভজনানন্দে মগ্ন রহিল। হরিনাম ভিন্ন তাহার মুখে অন্য কথা কেহ শুনিতে পাইত না। ঠাকুর লোচন দাস লিখিয়াছেন তাহার—

ঝর ঝর নয়ন পুলক কলেবর।
হরে কৃষ্ণনাম সেই বোলে নিরন্তর ॥

ধন্য করুণাময় মহাপ্রভুর করুণা কণার অপার মহিমা। আর ধন্য তাঁহার সেই অপার করুণার মহা সৌভাগ্যবান প্রেমপাত্র সকল! এই দানীর সুকৃতির অবধি নাই। তাঁহার ভাগ্য শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত। পরমারাধ্য প্রাচীন পদকর্ত্তা দ্বিজ বলরাম দাস ঠাকুর জীবাধম গ্রন্থকারের বংশের আদি পুরুষ। নরাধম গ্রন্থকার সেই পবিত্র বংশের কুলাঙ্গার। ঠাকুর বলরাম দাস একটি পদে লিখিয়াছেন—

গোলোকের নাথ হৈয়া, দেশে দেশে ভরমিয়া,
পাত্রা পাত্র না কৈল বিচার।
অযাচিত প্রেমধন দান কৈলা জনে জন,
জগজীবে করল উদ্ধার ॥
গোরা গোসাঞি করুণা সাগর অবতার।
কেবল আনন্দ ধাম, দিয়ে হরেকৃষ্ণ নাম,
পতিতেরে করিল নিস্তার।
অধম দুর্গতি দেখি, হয়ে সকরুণ আঁখি,
মোর মোর বলি করে কোলে।
হিয়ার উপরি তুলি, লোটায় ধরণী ধুলি
নদী বহে নয়নের জলে।
তৃণ ধরি দুই করে, সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে,
হরিবোল বলি পঁহু কান্দে।
প্রেমানন্দে অচেতন কান্দে সব জগগণ
বলরাম এড়াইল ফান্দে ॥

নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র পতিতের বন্ধু আর্ত্তবন্ধু, দীনবন্ধু এবং কৃপাসিন্ধু। পতিত অধমে এরূপ ভাবে অযাচিত কৃপা কোন অবতারেই শ্রীভগবা করেন নাই। নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অদো দরশী। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

করুণা সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয় ॥

---

(১) এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরণে পড়ি কহে কাকু বাণী ॥
ছাড়ি দিল যাত্রী আর না সাধিব দান।
নিশ্চয় জানিল প্রভু তুমি ভগবান ॥
ইহা বলিয়া চরণে পড়িয়া সেই কান্দে।
তাহার মাথাতে দিল চরণারবিন্দে ॥
কম্প গদ গদ স্বরে নানা স্তব করে।
বিষয়ী বলিয়া ঘৃণা না করিহ মোরে ॥ চৈঃ মঃ

প্রভু প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পথে চলিয়াছেন। কোনদিকে যাইতেছেন তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই (১)। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে আছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছেন। এইরূপে প্রভু সুবর্ণরেখা নদী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবর্ণরেখা নদীর জল অতীব নির্ম্মল; পরমানন্দে প্রভু নিজজনসহ সেই নদীতে স্নান করিলেন। তাঁহার শ্রীচরণ-রজস্পর্শে সুবর্ণ-রেখা নদী ধন্য হইল। স্নান সমাপন করিয়া প্রভু পুনরায় প্রেমাবেশে পথে চলিলেন। তিনি শ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শনলালসায় প্রেমাবেশে উদ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। শ্রীনিত্যা-নন্দপ্রভু তাঁহার সঙ্গে দৌড়িয়া লাগ পাইলেন না। অন্যান্য সঙ্গীগণও পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ কেবলমাত্র প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইতে সক্ষম হইলেন। কিছু দূরে গিয়া প্রভু এক স্থানে উপবেশন করিলেন। তিনি বিশ্রামলাভের ভান করিয়া অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কতো দূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অপেক্ষা করিয়া॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৌরাঙ্গপ্রেমে মত্ত হইয়া সর্ব্বদাই উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল থাকেন। ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিহ্বলের প্রায় ব্যবসায় সর্ব্বথায়॥
কথনো হুঙ্কার করে কথনো রোদন।
ক্ষণে মহা অট্টহাস ক্ষণে বা গর্জ্জন॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে ধুলা মাখেন অপার॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেমবসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্ব লোক বাসে॥
আপনা আপনি নৃত্য করে কোন ক্ষণে।
টল মল করে পৃথিবী সেই ক্ষণে॥

(১) নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস পানে॥ চৈঃ ভাঃ

এসকল কথা তানে কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে শ্রীঅনন্ত মহাশয়॥

জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর দণ্ড বহন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কাজেই তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইত। প্রভুকে বিশ্রাম করিতে দেখিয়া জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁহার ভিক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি নিকটে আসিলে প্রভুর দণ্ডটি তাঁহার নিকটে রাখিয়া কহিলেন "আমি শীঘ্র ভিক্ষা করিয়া আসিতেছি, আপনি প্রভুর এই দণ্ডটি অতি সাবধানে রাখিবেন।" এই বলিয়া অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর হস্তে শ্রীগৌরভগবানের দণ্ডটি দিলেন (১)। তিনি হস্তে দণ্ডটি ধারণ করিলেন দেখিয়া পণ্ডিত জগদানন্দ নিশ্চিন্ত হইয়া ভিক্ষায় গমন করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অবধূত সন্ন্যাসী। তাঁহারও দণ্ড ছিল। নবদ্বীপে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে বসিয়া একদিন তিনি নিজ দণ্ডটি ভঙ্গ করিয়া গঙ্গায় সমর্পণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার দণ্ডভঙ্গলীলা প্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে প্রভুর দণ্ডটি হাতে পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মনে কি যে ভাবতরঙ্গ উঠিল, তাহাতে তিনি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সেইস্থানে বসিয়া তিনি প্রভুর দণ্ডটি হস্তে ধারণ করিয়া তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন—

"অয়ে দণ্ড! আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে॥" চৈঃ ভাঃ

এই কথা বলিয়া প্রচণ্ড প্রতাপে বলরাম অবতার শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই দণ্ডটি তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দণ্ড ভঙ্গ করিয়া গম্ভীরভাবে তিনি বসিয়া

(১) ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে কহে॥
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দেহ সাবধানে।
ভিক্ষা করি আসিহ আসিব এই-ক্ষণে॥ চৈঃ ভাঃ

আছেন এমন সময়ে জগদানন্দ পণ্ডিত ভিক্ষা করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে ভগ্ন দণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভুর দণ্ড কে ভাঙ্গিল?" অবধূত নিত্যানন্দপ্রভু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "প্রভু আপনার দণ্ড আপনিই ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন তাঁহার দণ্ড অন্যে কে ভাঙ্গিতে পারে?" (১)। পণ্ডিত জগদানন্দ একথার কোন উত্তর না করিয়া দুঃখিতান্তকরণে ভগ্ন দণ্ডটি তুলিয়া লইয়া একেবারে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার ভগ্নদণ্ড তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। প্রভু পণ্ডিত জগদানন্দের মুখের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন,—

———"কহ দণ্ড ভাঙ্গিলে কেমনে।
পথে নাকি কোন্দল করিলা কারো সনে।" চৈঃ ভাঃ

অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সকলি জানেন। কিন্তু তিনি চতুরচূড়ামণি। তাঁহার চতুরতার অবধি নাই। তাই পণ্ডিত জগদানন্দকে এরূপ প্রশ্ন করিলেন। জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর অতিশয় প্রিয় অভিমানী অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি প্রভুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, আর বলিলেন "তোমার নিত্যানন্দ তোমার দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছেন" (২)। তখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রভু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া করুণ বচনে কহিলেন,—

(১) দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া।
ভগ্ন দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসে "দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে।"
নিত্যানন্দ বোলে "দণ্ড ধরিলেক যে।"
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কে পারে অন্য জনে॥ চৈঃ ভাঃ

(২) কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।
ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল॥ চৈঃ ভাঃ

" কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি।"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "আমি তোমার সেই বাঁশখান ভাঙ্গিয়াছি। যদি ক্ষমা না কর আমাকে যথাবিধি শাস্তি দাও।" প্রভু এইকথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বদনের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া অতিশয় কাতরভাবে কহিলেন "শ্রীপাদ! সন্ন্যাসীর দণ্ডে সর্ব্বদেবের অধিষ্ঠান আছে, আপনি কিরূপে উহাকে বাঁশ-খান বলিলেন?" (১) শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর কোন উত্তর করিলেন না। তিনি অধোবদনে প্রভুর সম্মুখে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রভু তখন কপট ক্রোধ করিয়া কহিলেন,—

———"সবে দণ্ডমাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ॥
এতেক আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল আমি বা আগাই॥" চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তখন আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কোমল হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। প্রভু মস্তক মুণ্ডন করিয়া যতি সাজিয়াছেন সেই দুঃখেই তিনি মরমে মরিয়া আছেন, তাহার উপর প্রভুর এই দণ্ডবহনকার্য্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চক্ষে বিষবৎ বোধ

(১) নিত্যানন্দ বোলে ভাঙ্গিয়াছি বাঁশখান।
না পার ক্ষমিতে কর শাস্তি যে প্রমাণ॥
প্রভু বোলে যাহে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশখান॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কাটোয়ার শাঙ্কর ভারতী সম্প্রদায়ের একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার সন্ন্যাস-দণ্ড ভাঙ্গিয়া তিন-খণ্ড করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেন। কুটীচক ও বহূদক অবস্থায় দণ্ড রক্ষণীয়, হংস ও পরমহংস অবস্থায় দণ্ড ত্যাগ করাই বিধি। শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গদাস, তিনি প্রভুর বৈধ সন্ন্যাস দণ্ডের অকর্ম্মণ্যতা জানিয়া এই দণ্ডবহন কার্য্য হইতে প্রভুকে অব্যাহতি দেন। প্রভুর দণ্ডবহন-কার্য্য উচ্চ পরমহংসাধিকারে অপ্রয়োজন জানিয়া এবং অন্য লোক তাঁহাকে নিম্নাধিকারী জ্ঞান করিয়া অপরাধ সঞ্চয় না করে এই জ্ঞানে, প্রভুকে দণ্ড ত্যাগ করান।

হইতেছিল। শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতির তুলনা নাই। তিনি বদন উঠাইয়া প্রভুর বদনচন্দ্রের প্রতি নিঃসঙ্কোচে চাহিয়া কহিলেন "প্রভু হে! তোমার শ্রীকর-কমলে দণ্ড দেখিলে আমার অন্তর জ্বলিয়া যায়। তুমি সন্ন্যাস করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ, সেই দুঃখেই মরমে মরিয়া আছি, তাহার উপর তোমার হস্তে এই দণ্ডভার আর আমি দেখিতে পারি না। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি তোমার দণ্ড এই জলে ফেলিয়া দিলাম" (১)। এই বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভগ্নদণ্ড উঠাইয়া সুবর্ণরেখার জলে ভাসাইয়া দিলেন। প্রভু সতৃষ্ণনয়নে সলিলে ভাসমান ভগ্ন দণ্ডত্রয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অতিশয় দুঃখিত-ভাবে কহিলেন "শ্রীপাদ! আপনাকে ভাল কথা বলিলে রাগ করেন। সন্ন্যাসীর দণ্ডে সর্ব্ব দেবগণের অধিষ্ঠান। কি প্রয়োজনে আপনি আমার দণ্ডটি ভাঙ্গিলেন? দেব-পীড়নে যে কত অনিষ্ট তাহা কি আপনি জানেন না? (১)। প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসি প্রভু দেখিতে পাইলেন না। পরে ধীরে ধীরে তিনি প্রভুর চরণে করযোড়ে সজল নয়নে নিবেদন করিলেন,—

"দেবতা আশ্রম পীড়া নাই করি আমি।
ভাল কৈল মন্দ কৈল সব জান তুমি॥
তোর দণ্ডে বৈসে যদি তোর দেব গণে।
স্কন্ধে করি লঞা যাহ সহিব কেমনে॥
তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ।
কি কারণে তোর সনে করি আর দ্বন্দ॥
অপরাধ কৈনু দোষ ক্ষম একবার।
তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার॥
তোরেধিক পতিতপাবন নাম তোর।
এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন মোর॥
নামমাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক।
সন্ন্যাস করিলে ভক্তগণে দিতে শোক॥
সে হেন সুন্দর বেশে মুণ্ডাইলে মাথা।
ভক্তজন হৃদয়ে দারুণ এই ব্যথা॥
মোর প্রাণ পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি।
হয় নয় পুছ ভক্তগণ ইথে সাখী॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগণ দুখে।
দণ্ড নহে শেল সে আছিল মোর বুকে॥" চৈঃ মঃ

প্রভু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কপট ক্রোধভরে মত্ত সিংহগতিতে পথে চলিতে লাগিলেন। তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং ভক্তবৃন্দ ছুটিলেন, কিন্তু তাঁহার লাগ পাইলেন না।

প্রভুর এই দণ্ডভঙ্গলীলার গূঢ় রহস্য আছে। শ্রীনবদ্বীপ লীলা শ্রীগ্রন্থে তাহা বিস্তারিত লিখিয়াছি। কৃপাময় পাঠক-বৃন্দ কৃপা করিয়া তাহা পাঠ করিবেন।

শ্রীগৌরভগবান মত্তসিংহের গতিতে বরাবর জলেশ্বর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার পশ্চাৎ পড়িয়া রহিলেন। এই জলেশ্বরে প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছেন; তাঁহার নাম জলেশ্বর। তাঁহার নামেই গ্রামের নাম জলেশ্বর হইয়াছে। প্রভু কপট ক্রোধভরে সমস্ত পথ অতি দ্রুতগতিতে চলিয়া একেবারে শিবমন্দিরে গিয়া উঠিলেন। গ্রামবাসী বিপ্রবৃন্দ গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ, মাল্য নৈবেদ্যাদি দ্বারা তখন শিবপূজা করিতেছেন। বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে। চতুর্দ্দিকে নৃত্যগীত হইতেছে। শ্রীগৌরভগবানের প্রিয়ভক্ত শূলপানির বৈভব দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তাঁহার সকল ক্রোধ দূরীভূত হইল। প্রিয়ভক্ত শঙ্করের গৌরব বর্দ্ধনার্থ প্রভু শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রেমানন্দে অপূর্ব্ব নৃত্য করিতে লাগিলেন।

(১) মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগণ।
হেন দণ্ড ভাঙ্গি কি সাধিলে প্রয়োজন॥
দেবতার পীড়াতে না জান কত দোষ।
কিছু যদি বলি ত করিবে মহা রোষ॥ চৈঃ ভাঃ

ততশ্চকোপ ভগবানবধূতং জগাদ চ।
দণ্ডে মে সংস্থিতা দেবাঃ শিবাদ্যাঃ সহশক্তয়ঃ॥
তেষাং পীড়াং বিধায়ত্বং বভঞ্জ মম দণ্ডকং।
দেবপীড়াকৃতং দোষং নোজানাসি কিমল্পকং॥
মুরারি গুপ্তের করচা।

নিজপ্রিয় শঙ্করের বৈভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হৈয়া॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীভগবান শঙ্করের গৌরব চিরদিন বাড়াইয়াছেন। প্রভুও তাহাই করিলেন। তিনি "শিবরাম গোবিন্দ" বলিয়া মধুর কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া শিব-মহিমা গাইতে লাগিলেন এবং সকলকে শিবমাহাত্ম্য বুঝাইতে লাগিলেন।

"শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র"।

প্রভুর অপরূপ রূপরাশি, প্রবল হুংকার গর্জ্জন, আর মধুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া শাক্ত বিপ্রগণ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অদ্য বুঝি শ্রীমহাদেব প্রকট হইলেন।" অধিকতর উৎসাহের সহিত তাঁহারাও কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শিবভক্ত বিপ্রগণও নিত্যানন্দে মত্ত হইয়াছেন। সকলের মুখেই "শিবরাম গোবিন্দ" ধ্বনি। "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে দিগন্ত প্রকম্পিত হইতেছে। এমন সময়ে প্রভুর সঙ্গীগণ তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে জলেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহারা নিরুদ্বিগ্ন হইলেন। সকলেই প্রভুর সহিত শিবসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। সেখানে নৃত্য কীর্ত্তনের ধূম উঠিল। শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইল। এরূপ অদ্ভুত কীর্ত্তন জলেশ্বরবাসীগণ কেহ কখন পূর্ব্বে দেখেন নাই। সঙ্গীগণকে পাইয়া প্রভু কীর্ত্তনানন্দে একেবারে মত্ত হইয়াছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন (১)। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। পাছে প্রভু আছাড় খাইয়া পড়িয়া যান। জলেশ্বরের সেবাইত ভক্তবৃন্দ ও প্রভুর ভক্তবৃন্দের সহিত একত্রে মিলিয়া নৃত্যকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়াছেন। বৈষ্ণব ও শাক্ত একত্র হইয়া শিবসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। ইহা অতি মধুর মিলন, অপূর্ব্ব দৃশ্য। সকলেরই চিত্ত প্রেমানন্দে বিহ্বল। প্রভুর নয়নধারায় নদী বহিতেছে। তাঁহার কমল নয়নদ্বয় হইতে যেন পিচকারী দিয়া জল বাহির হইতেছে। সেই জলে সর্ব্বলোক স্নান করিলেন। সকলেই প্রেমানন্দে বিভোর, সকলেই কান্দিয়া আকুল। শাক্ত-বৈষ্ণবের এই অবাধ মিলনে জলেশ্বর সে দিন আনন্দধামে পরিণত হইল। শাক্ত-বৈষ্ণবে অকপটে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। শিবমন্দিরের পবিত্রতা বৃদ্ধি হইল। শিবমন্দিরের নাম সার্থক হইল (১)। শ্রীগৌরভগবান সর্ব্বধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষক। তাঁহার প্রদর্শিত এই সর্ব্বমঙ্গলময় পথানুগমন না করিয়া যাঁহারা শিবশক্তির অমান্য করেন তাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধনা সকলি ব্যর্থ হয়। এ কথা ঠাকুর বৃন্দাবনদাস স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

না মানে চৈতন্যপথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবের অমান্য করে ব্যর্থ তার সব॥

প্রভু এক্ষণে সুস্থির হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে বসিলেন। স্বগোষ্ঠী লইয়া তিনি প্রেমালিঙ্গন সুখে মগ্ন হইলেন। সকলের মন তখন নির্ভয় হইল। সকলেই তখন বুঝিলেন প্রভুর কপট ক্রোধ (২)। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ভয়টা কিছু অধিক ছিল। কারণ তিনিই প্রভুর দণ্ড ভঙ্গ করিয়াছেন, আর সেই জন্যই প্রভু একাকী জলেশ্বরে চলিয়া আসিয়াছেন। ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিয়াই তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন।

---

(১) কতোক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা বেড়ি গায় ভক্তবৃন্দে॥ চৈঃ ভাঃ

(১) এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যাঁহা নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর॥ চৈঃ ভাঃ

(২) কতোক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হই রহিলেন প্রিয় গোষ্ঠী লৈয়া॥
সভা প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
সভেই নির্ভয় হৈলা পরানন্দ মন॥ চৈঃ ভাঃ

অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বালকের ন্যায় প্রভুর ক্রোড়ে বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে সস্নেহে কহিলেন—

"কোথা তুমি আমারে করিবে সম্বরণ।
যে মতে আমার হয় সন্ন্যাস রক্ষণ॥
আরো আমা পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে মোর মাথা খাও॥
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সভা স্থানে কই॥ চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া ভক্তবৎসল প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদের গুণ গাইতে আরম্ভ করিলেন; সর্ব্ব ভক্তদিগের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া কহিলেন;—

"নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান।
মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সভারে কহিনু এই দড়॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আত্মস্তুতি শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। ভক্তবৃন্দ পরমানন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রভু এইরূপে তাঁহার ভক্তবৃন্দকে শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা শিক্ষা দিলেন। তিনি কপট সন্ন্যাসী; কপট সন্ন্যাসীর দণ্ড ভঙ্গ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দেখাইলেন শ্রীগৌর ভগবানের ইচ্ছাতেই তাঁহার দণ্ডভঙ্গলীলা প্রকটিত হইল, তিনি বিধিনিয়মের অতীত; তাঁহার পক্ষে দণ্ড ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। এই দণ্ডভঙ্গলীলার দ্বারা প্রভু আরও দেখাইলেন শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি উভয়ই তিনি সর্ব্বকারণ করেণ।

সে রাত্রি প্রভু জলেশ্বরে রহিলেন। প্রাতঃকালে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে পুনরায় পথে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে বাঁশদহ নামক এক গ্রামে তাঁহার সহিত এক শাক্ত সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইল। এই সন্ন্যাসী প্রভুকে নিজ আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে এই শাক্ত সন্ন্যাসী প্রভুকে নিজ-আশ্রমে লইয়া যাইবার জন্য "আদেশ" করিলেন (১)। চতুর চূড়ামণি প্রভু তাঁহাকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু হে! তোমার আশ্রম কোথায়? তুমি আমার চিরদিনের বন্ধু। অনেক কালের পর তোমাকে দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ হইল" (২)। প্রভুর মিষ্ট কথায় এবং বৈষ্ণবী মায়ায় বিমোহিত হইয়া সন্ন্যাসীঠাকুর নিজকাহিনী এবং শাক্তসম্প্রদায়ের সকল গুহ্য তত্ত্ব তাঁহাকে অকপটে কহিতে লাগিলেন। সদানন্দ ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভু একে একে সকল কথা শুনেন আর মৃদু মধুর হাসেন। সন্ন্যাসীঠাকুর অবশেষে প্রভুকে নিজ মঠে লইয়া যাইবার জন্য জিদ্ করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলে শীঘ্র আমাদের মঠে চল, সকলে মিলিয়া আজ আমরা "আনন্দ" করিব (৩)। এই যে "আনন্দ" শব্দটি সন্ন্যাসী ঠাকুর ব্যবহার করিলেন উহার অর্থ "মদিরা"। শ্রীগৌর-ভগবান শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার হাসির মর্ম্ম বুঝিলেন। এই "আনন্দ" শব্দের অর্থ তিনিই একদিন প্রভুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সে বহুদিনের কথা। শান্তিপুরের পথে ললিতপুর গ্রামে এক বামাচারী গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর গৃহে দুই প্রভু অযাচিতভাবে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময়ে সেই বামাচারী সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে কহিয়াছিলেন—

শুনহ শ্রীপাদ কিছু "আনন্দ" আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু এই কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ! "আনন্দ কি?" শ্রীনিতাইচাঁদ উত্তর

(১) বাঁশদার পথে এক শাক্ত ন্যাসী বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিলা "আদেশ"॥ চৈঃ ভাঃ

(২) প্রভু বোলে কহ কহ কোথা তুমি সব।
চির দিনে আজি দেখিলাঙ যে বান্ধব॥ চৈঃ ভাঃ

(৩) শাক্ত বোলে চল ঝাট্ মঠেতে আমার।
সবেই আনন্দ আজি করিব অপার॥ ঐ

করিলেন "মদিরা" (১)। প্রভু অমনি "বিষ্ণু বিষ্ণু" বলিয়া সেখান হইতে উঠিলেন। 209700

এখানেও আবার সেই "আনন্দের" কথা,—সেই বামাচারী শাক্তসন্ন্যাসীর সঙ্গ। প্রভুও শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীমুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। (২)

চতুর চূড়ামণি প্রভু তখন শাক্ত সন্ন্যাসীকে মধুর বচনে কহিলেন "তুমি অগ্রে গিয়া সকল উ.দ্যোগ কর, পরে আমরা যাইতেছি।" সন্যাসী ঠাকুর ইহা শুনিয়া মহা আনন্দিত হইয়া নিজ মঠে গেলেন। প্রভু তাঁহার প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিয়া মিষ্ট বচনে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। শাক্ত-সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গগুণে এবং কৃপাবলে কুকার্য্য হইতে বিরত হইয়া প্রকৃত ভজনানন্দ লাভ করিলেন। তাঁহাকে উদ্ধার করাই প্রভুর কার্য্য। তাই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রভু তাঁহার অন্তর শোধন করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে প্রভু সকলকে বুঝাইলেন পাপীকে কদাচ ঘৃণা করিতে নাই, পাপকে ঘৃণা করিতে হয়। পতিতপাবন নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অধমতারণ। পতিত পাষণ্ডীদিগের প্রতি তাঁহার বড় কৃপা। কারণ তাহাদিগের উদ্ধার সাধনই শ্রীভগবানের একমাত্র উদ্দেশ্য; শ্রীভগবানের কৃপা-কণা ভিন্ন তাঁহাদের উদ্ধার সাধন হইতেই পারে না। এই জন্যই শ্রীভগবানের নাম অধমতারণ, পতিতবন্ধু। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার লিখিয়াছেন,—

পতিতপাবন কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কহে।
অতএব শাক্ত সহ প্রভু কথা কহে॥
লোকে বলে এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এশাক্ত পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥

এ ইরূপে পথে শাক্ত সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিয়া প্রভু স্বগণসহ রেমুনা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রেমুনা বালেশ্বর হইতে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই রেমুনা গ্রামে প্রসিদ্ধ ক্ষীরচোরা গোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রভু শ্রীমন্দিরে গিয়া পরম সুন্দর শ্রীগোপীনাথ জিউর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অমনি শ্রীবিগ্রহের মস্তকের পুষ্পচূড়া খসিয়া প্রভুর শ্রীমস্তকে পতিত হইল, ইহা দেখিয়া সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য হইল। শ্রীগোপীনাথ জিউর কৃপাপ্রসাদ পাইয়া প্রভু মহানন্দে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভক্তগণ লইয়া বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন (১)। শ্রীগোপীনাথ জিউর সেবাইতগণ প্রভুর অপরূপ রূপ এবং অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া পরম বিস্মিত হইয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সে রাত্রি প্রভু শ্রীরেমুনায় অতিবাহিত করিলেন। সেবাইত ভক্তবৃন্দের সহিত কৃষ্ণকথা রঙ্গে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। শ্রীরেমুনার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দেবের অদ্যাবধি অতি উত্তম ক্ষীর ভোগ হইয়া থাকে। প্রভুর এই ক্ষীরপ্রসাদে লোভ হইল, তাই তিনি সেদিন সেখানে রহিলেন। কারণ তিনি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞির নিকট শ্রীগোপীনাথ দেবের ক্ষীরচুরি পূর্ব্ব লীলাকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। প্রেমাবতার শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি ছিলেন। তাঁহার অযাচিত বৃত্তি ছিল। আকাশে মেঘ দেখিলে তাঁহার মনে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হইত, তিনি প্রেমানন্দে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। এই পরমপূজ্য মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি তীর্থভ্রমণে শ্রীরেমুনায় গিয়াছিলেন,—ইঁহারই জন্য শ্রীগোপীনাথ দেব ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়াছিলেন। ভক্তবশী প্রভু সেই পরম পবিত্র লীলা-

(১) প্রভু বোলে কি আনন্দ বোলয়ে সন্ন্যাসী।
নিত্যানন্দ বোলে মদিরা হেন বাসি॥ চৈঃ ভাঃ

(২) পাপী শাক্ত মদিরাকে বোলয়ে আনন্দ।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥ চৈঃ ভাঃ

(১) রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথেতে।
চূড়া পাঞা মহাপ্রভু আনন্দিত মন।
বহু নৃত্য গীত কৈল লঞা ভক্তগণ॥ চৈঃ ভাঃ

স্থলীতে বসিয়া এই কৃষ্ণভক্ত শিরোমণির মধুর চরিতামৃত আস্বাদন করিতে বসিলেন। প্রভু বক্তা,—শ্রোতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং সঙ্গী ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীগোপীনাথ জিউর শ্রীমন্দির, সময় রাত্রি কাল। প্রভু আবিষ্ট হইয়া প্রেমানন্দে এক এক করিয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর পুণ্য চরিত-কাহিনী সকল বলিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি যখন দক্ষিণ দেশে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি শ্রীরেমুনায় আসিয়াছিলেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে দীক্ষামন্ত্র দান করিয়া তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। পথে তিনি শ্রীরেমুনায় আসিয়া শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বসিয়া প্রেমবিহ্বলভাবে পরম সুন্দর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ মনে করিলেন। শ্রীবিগ্রহ-সেবার পবিত্রতা, সৌষ্টব ও পারিপাট্য দেখিয়া পুরী গোসাঞির মনে বড় আনন্দ হইল। পুজারী সেবাইত ব্রাহ্মণকে তিনি ভোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন,—

"সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত সমান॥
গোপীনাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধি যাহার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর॥ চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়া পুজারী ঠাকুর শ্রীগোপীনাথের সেই অপূর্ব্ব ক্ষীর ভোগ দিতে চলিয়া গেলেন। কারণ তখন ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি মনে মনে ভাবিলেন,—

অযাচিত ক্ষীর প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই॥

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির গোপালের সেবা ছিল। তিনি কিরূপে শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার গোপাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে কথা পরে বলিব। তাঁহার অযাচিত বৃত্তি, কেহ কিছু যাচিয়া না দিলে তিনি ভিক্ষা করেন না। শ্রীগোপীনাথের ক্ষীরপ্রসাদে তাঁহার লোভ হওয়ায় তিনি মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিলেন। এক্ষণে শ্রীগোপীনাথ দেবের ক্ষীর ভোগের আরতির ঘণ্টা বাজিল। পুরী গোসাঞি আরতি দর্শন করিয়া শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। শ্রীগোপীনাথ জিউর ক্ষীর প্রসাদে লোভ হওয়ায় আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে গ্রামের নির্জ্জন এক প্রান্তদেশে একটি শূন্য হাটে বসিয়া মৃদু মৃদু মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রেমাশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া ভূমিতল সিক্ত হইল।

এদিকে পুজারীঠাকুর শ্রীবিগ্রহকে ক্ষীরভোগ দিয়া যথাবিধি স্তুতি বন্দনা করিয়া রাত্রিতে শয়ান দিলেন। প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড সকল ভোগের গৃহ হইতে স্থানান্তরিত করিয়া নিজ কৃত্য সমাপন করিয়া তিনিও শয়ন করিলেন। দ্বাদশ ক্ষীরভাণ্ডের মধ্য হইতে একটি প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড শ্রীগোপীনাথদেব চুরি করিয়া তাঁহার পীতধড়া দ্বারা আবৃত করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন; পুজারী ঠাকুর তাহা আর বুঝিতে পারিলেন না। কারণ তিনি ক্ষীরভাণ্ড সকল এক এক করিয়া গণনা করিয়া লইয়া যান নাই। রাত্রিতে শয়ন করিয়াছেন, নিদ্রা আসিয়াছে, পুজারীঠাকুর স্বপ্ন দেখিলেন শ্রীগোপীনাথ দেব তাঁহার শিরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

উঠহ পুজারী কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলে তাহা আমার মায়ায়॥
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা।
তাঁহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা॥ চৈঃ চঃ

স্বপ্ন দেখিয়া পুজারী ঠাকুর শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া স্নান করিয়া শ্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। শ্রীগোপীনাথ জিউর পীতধড়ার নিম্নে এক ভাণ্ড প্রসাদী ক্ষীর রহিয়াছে দেখিয়া তিনি প্রেমানন্দে গদ গদ হইলেন। তাঁহার নয়ন দ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা নির্গত হইল। তিনি প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড লইয়া সে স্থানটি লেপন করিয়া

শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পথে বাহির হইলেন (১)। সেই রাত্রিতে একাকী তিনি গ্রামের হাটে হাটে ভ্রমণ করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। পূজারী-ঠাকুর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন,—

"ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধব পুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরী॥
ক্ষীর লঞা পুরী তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা সম ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে"॥ চৈঃ চঃ

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি হাটের এক প্রান্তে নির্জ্জনে বসিয়া নামানন্দে বিভোর ছিলেন। পূজারীর এই কথা তাঁহার কর্ণে যাইবামাত্র তিনি আত্মপরিচয় দিলেন। পূজারী ঠাকুর তখন তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রসাদী ক্ষীরভাণ্ড তাঁহার হস্তে দিলেন এবং এই ক্ষীর ভাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার প্রতি শ্রীগোপীনাথদেবের কৃপাজ্ঞার কথা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞি তাহা শুনিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া পূজারী ঠাকুর বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন "বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ইঁহারই বশীভূত" (২)। এই বলিয়া তিনি পুরীগোসাঞিকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দিরে ফিরিলেন। প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া পুরীগোসাঞি প্রসাদী ক্ষীর ভক্ষণ করিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শূন্য ক্ষীরভাণ্ডটী ভগ্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই মৃৎখণ্ডগুলি নিজ বহির্বাসে সযত্নে ভক্তিসহকারে বন্ধন করিলেন। প্রতিদিন সেই মৃৎভাণ্ড খণ্ডগুলি এক একটি করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রেমোন্মত্ত হইতেন (১)। পুরীগোসাঞি মনে মনে ভাবিলেন শ্রীগোপীনাথদেব আমার জন্য ক্ষীর চুরি করিয়াছেন, এ কথা লোকে শুনিলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি হইবে,—বহু লোক আসিয়া তাঁহাকে সম্মান করিবে। এই ভয়ে তিনি সেই দিনই রাত্রি শেষে শ্রীগোপীনাথদেবের উদ্দেশে শত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীনীলাচল ধাম যাত্রা করিলেন (২)। এ দিকে প্রভাতে শ্রীগোপীনাথদেবের ক্ষীর চুরি বৃত্তান্ত সর্ব্বস্থানে প্রচারিত হইল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির বহু অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাঁহাকে রেমুনায় দেখিতে পাইলেন না। শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই অদ্ভুত লীলাকথা প্রচারিত হইল। সেখানেও তাঁহার পশ্চাৎ বহুলোক লাগিল। তিনি সেখান হইতেও পলায়ন করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইয়া।
কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লঞা॥

প্রতিষ্ঠা ত পরের কথা, মুক্তি মোক্ষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ ভক্তের অনুগমন করে। ভগবতসেবা ভিন্ন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব আর কিছুই চাহেন না। শ্রীভগবান স্বমুখে কহিয়াছেন—

সালোক্য সাষ্টি´ সামিপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনাং জনাঃ॥

শ্রীপাদমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর পবিত্র নাম স্মরণে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। এই মহাপুরুষের প্রিয়শিষ্য শ্রীপাদ

---

(১) স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার।
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার॥
ধড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির॥ চৈঃ চঃ

(২) প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইঁহার বশ হয় যথোচিত॥ চৈঃ চঃ

(১) পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ডখণ্ড কৈল।
বহির্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারী রাখিল॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশে হয় অদ্ভুত কথন॥ চৈঃ চঃ

(২) ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি॥
এই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি॥ চৈঃ চঃ

ঈশ্বরপুরী গোসাঞিকে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরভগবান যে পৃথিবীতে ভক্তিকল্পতরু রোপণ করিয়াছিলেন তাহার অঙ্কুর শ্রীপাদমাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞি। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী প্রেমসলিলে এই অঙ্কুর পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। নদীয়ার ব্রাহ্মণ কুমারটি এই ভক্তিকল্পতরুর স্কন্ধ। ইহাঁর নয়টি মূল। এই নয়টি মূলের নাম লিখিত হইল। শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশব পুরী, নৃসিংহতীর্থ পুরী, আর সুধানন্দপুরী। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"এই নবমূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির।"

এই ভক্তি কল্পতরুর মূল স্কন্ধ হইতে আরও দুইটি স্কন্ধ উত্থিত হইল। তাঁহাদের একের নাম শ্রীঅদ্বৈত অপরের নাম শ্রীনিত্যানন্দ (১)। ইহাদিগের শাখা উপশাখায় জগত-ব্যাপ্ত হইল। এই ভক্তিকল্পতরুকে কবিরাজগোস্বামী যজ্ঞডুমুরের বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ডুমুর ফল যেমন বৃক্ষের সর্ব্ব অঙ্গে ফলে, এই অপূর্ব্ব ভক্তিকল্পতরুর ফলও মূলবৃক্ষের সর্ব্ব অঙ্গে ফলিতে আরম্ভ হইল (২)। এই ভক্তিকল্পতরুর মূল শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞি। তাঁহার চরণ কমলে কোটি কোটি প্রণিপাত!

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোহভূৎ।
শ্রীগোপাল প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎ প্রেমা তং মাধবেন্দ্রং নতোহস্মি॥ চৈঃ চঃ

(২) প্রভু প্রেমে গদগদ হইয়া এই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোসাঞির অপূর্ব্ব ভক্তি কাহিনীগুলি একে একে বর্ণনা করিতেছেন, আর তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। শ্রোতা ও ভক্তগণ নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছেন। প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোসাঞির ভক্তি-কথার অন্ত নাই। আর একটি অপূর্ব্ব ভক্তিকাহিনী বলি শুন"।

পুরীগোসাঞি যখন শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণভগবান বালগোপাল বেশে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে ভ্রমণ করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন পরিক্রম করিয়া তিনি গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিলেন। গোবিন্দকুণ্ডের তীরে সন্ধ্যাকালে একটি বৃক্ষতলে তিনি বসিয়া আছেন, দিবাভাগে আহার হয় নাই। তাঁহার অযাচিত বৃত্তি। কেহ যাচিয়া ভিক্ষা না দিলে, তিনি কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করিতেন না। পুরীগোসাঞি নামানন্দে বিভোর হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, এমন সময় পরম সুন্দর একটি অপূর্ব্ব গোপবালক এক ভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া মধুর হাসিয়া সম্মুখে রাখিল (১)। পুরীগোসাঞির হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি তাঁহার সম্মুখে একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবিশিষ্ট গোপবালক দর্শন করিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন। গোপবালক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

পুরী এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান॥ চৈঃ চঃ

গোপ-বালকের বালভাষিত মধুর কলকণ্ঠস্বর পুরী গোসাঞির কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। বালকের অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, মনের আনন্দে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল। তাঁহার ধ্যানধারণাও দূর হইয়া গেল। তিনি গদগদ কণ্ঠে প্রেমাশ্রুবিগলিতনয়নে এই অপূর্ব্ব বালককে মৃদুভাষে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপ্ ধন! তুমি কে? তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমি

(১) বৃক্ষের উপরি উপজিল দুই স্কন্ধ।
এক অদ্বৈত নাম আর নিত্যানন্দ॥ চৈঃ চঃ

(২) উড়ুম্বর বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এই মত ভক্তি-বৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে॥ চৈঃ চঃ

(১) শৈল পরিক্রম করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি।
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি॥
গোপ বালক এক দুগ্ধ ভাণ্ড লঞা।
আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া॥ চৈঃ চঃ

উপবাসী আছি" (১)। তখন সেই অপূর্ব্ব গোপবালক মধুর হাসিয়া উত্তর করিল

——"গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ অন্ন মাগি খায় কেহ দুগ্ধাহার।
আযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার॥
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখে গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল॥
গো-দোহন করিতে চাহি শীঘ্র আমি যাব।
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়াই গোপ-বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান সেস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পুরী গোসাঞি আর সেই অপূর্ব্ব বালককে দেখিতে না পাইয়া পরম বিস্মিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "এই অপূর্ব্ব বালকটি কে? নরশিশুর ত এত রূপ হয় না। এ যে রূপের সাগর।" তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন আর সতৃষ্ণ নয়নে পথের দিকে চাহিয়া আছেন। কারণ গোপবালকটি বলিয়া গিয়াছে দুগ্ধ-ভাণ্ড লইতে পুনর্ব্বার সে এখানে আসিবে। পুরী গোসাঞির মন অতিশয় চঞ্চল হইল। তিনি আর ধ্যানে বসিতে পারিলেন না,—মালা হস্তে লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। জপেও মন লাগিতেছে না। তাঁহার চিত্ত সেই অপূর্ব্ব গোপ বালকের নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে। এই ভাবে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া পুরী গোসাঞি সে রাত্রি কাটাইলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহার চক্ষে একটু নিদ্রার তন্দ্রা আসিল, বাহ্য বৃত্তি লোপ পাইল। অমনি তিনি স্বপ্ন দেখিলেন,—

স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া॥
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে আমি এই কুঞ্জে উরই।
শীত বৃষ্টি দাবাগ্নিতে মহা দুঃখ পাই॥
গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় (১) কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে।
এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ স্নপন॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের (২) স্থাপিত আমি ইহাঁ অধিকারী॥
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া।
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে।
ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া শ্রীবাল-গোপাল অন্তর্দ্ধান হইলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি জাগিয়া উঠিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইলে অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তিনি কেবল বলিতেছেন,—

"শ্রীকৃষ্ণ দেখিলু মুঞি নারিনু চিনিতে"।

আর ভূমিতলে পড়িয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। এই-রূপে রাত্রিশেষ হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের আজ্ঞা পালনের জন্য তিনি কিছুক্ষণ পরে সুস্থির হইলেন। প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতঃস্নান করিয়া পুরীগোসাঞি প্রেমানন্দে গ্রামের মধ্যে চলিলেন। গ্রামে যাইয়া সকল লোক একত্র করিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন,—

(১) বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাঁহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্ শোষ॥ *
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥ চৈ চঃ

* শোষ—পিপাসা।

(১) কাঢ়=বাহির কর।

(২) শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্র। ইহাকে পাণ্ডবগণ দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরার রাজা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলার স্থান সকল আবিষ্কার করিয়া কয়েকটি শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই গোপাল তাহার মধ্যে একটি।

গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি॥
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে।
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে॥ চৈঃ চঃ

গ্রামের লোক এই কথা শুনিয়া মহানন্দে কোদালি ও কুঠার হস্তে লইয়া পুরী গোসাঞির সহিত নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে জঙ্গল কাটিয়া মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে মৃত্তিকাচ্ছাদিত বালগোপালের প্রস্তরময় অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইল। তখন পুরীগোসাঞি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া হরিহরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোক সেই বনের মধ্যে আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ভীষণ অরণ্যানী "জয় বালগোপাল" ধ্বনিতে মুখরিত হইল। সকলে মিলিয়া তখন শ্রীবিগ্রহ ভূগর্ভ হইতে উপরে উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীবিগ্রহের অতিশয় ভারপ্রযুক্ত কেহ তাঁহাকে একাকী উপরে উঠাইতে পারিলেন না। তখন গ্রামের মহা মহা বলিষ্ট লোক সকল একত্র হইয়া সেই শ্রীমূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে উঠাইয়া পর্ব্বতোপরি উঠাইল। একখানি প্রস্তর খণ্ডে পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া অপর প্রস্তর খণ্ডোপরি শ্রীগোপালদেব পর্ব্বতোপরি সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহুলোক আসিয়া সেখানে একত্রিত হইল। ব্রজবাসী বিপ্রবৃন্দ গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিয়া শ্রীগোপাল-দেবের অভিষেকের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রথমে নয় ঘটপূর্ণ জল আনা হইল। পরে নয় শত জলপূর্ণ পূর্ণকুম্ভ আনিয়া পর্ব্বতোপরি রাখা হইল। প্রেমানন্দে গ্রামের লোকে নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড বাজাইতে লাগিল। গ্রামবাসী কুলস্ত্রীবৃন্দ মঙ্গলগীতি গাইতে লাগিলেন। নৃত্য গীতে সকল লোক উন্মত্ত হইল। সেই দিনই শ্রীগোপাল দেবের মহোৎসবের সকল উদ্যোগ হইল। দধি,দুগ্ধ, ঘৃত,সন্দেশ প্রভৃতি ভোগের সকল সামগ্রীই আহরিত হইল। গন্ধপুষ্প, মাল্য, ধূপ দীপ বস্ত্র সকলি আনীত হইল। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি স্বয়ং শ্রীগোপালদেবের অভিষেক করিতে বসিলেন (১)। তিনি প্রথমে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গের ময়লা মাটি দূর করিয়া কুণ্ড-জলে স্নান করাইলেন। অধিক পরিমাণে তৈল মর্দ্দন করাইয়া শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ করিলেন। শ্রীবিগ্রহের অপরূপ রূপ যেন তখন ফুটিয়া উঠিল। সকলে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া "জয় বালগোপাল কি জয়" রবে আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিল। তাহার পর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি পঞ্চগব্য এবং পঞ্চামৃত দিয়া শ্রীমূর্ত্তির পুনরায় স্নান করাইলেন। এক্ষণে মহাভিষেকের স্নান আরম্ভ হইল। ব্রজবাসী বিপ্রবৃন্দ 'জয় গোপাল কি জয়" বলিয়া সকলে মিলিয়া শত ঘট কুণ্ড-জলে শ্রীবিগ্রহকে উত্তম করিয়া স্নান করাইলেন। পুরী গোসাঞি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পর তিনি নূতন চিক্কণ বস্ত্র দ্বারা শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া দিয়া পুনরায় সুগন্ধি তৈল দ্বারা শ্রীঅঙ্গ, অধিকতর চিক্কণ করিয়া দিলেন। ইহার পর শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে চন্দন চর্চ্চিত করিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন। দধি দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনীত সন্দেশাদি দিয়া শ্রীগোপাল দেবের বাল-ভোগ দেওয়া হইল। তাম্বুলাদি সকলি প্রদত্ত হইল। ভোগ আরত্রিক শেষ হইলে পুরী-গোসাঞি করযোড়ে শ্রীগোপাল দেবের যথাবিধি স্তবস্তুতি করিলেন যথা—

---

(১) মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র আসিয়া।
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া।
পাথর সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিল॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা।
গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা॥
নবশত ঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য ভেরী বাজে স্ত্রীগণে গায় গীত॥
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল।
ভোগ সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত॥
তুলস্যাদি পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধব পুরী কৈল অভিষেক॥ চৈঃ চঃ

বর্হা পীড়ভিরামং মৃগমদ তিলকং কুণ্ডলাক্রান্ত গণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরেন্যস্তবেণুম্।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশং ॥

তাহার পর অন্নব্যঞ্জন ভোগের উদ্যোগ হইল। দ্বিপ্রহরের মধ্যে গ্রামের ব্রজবাসীবৃন্দ সকল উদ্যোগ করিয়া দিলেন। পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূমচূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ॥
কুম্ভকার ঘরে ছিল যত মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন॥
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তূপ।
জনা চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ॥
বন্য শাক ফলমূল বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া, বড়ি, কড়ি করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নব বস্ত্র পাতি তাহে পলাসের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটি রাশি উপপর্ব্বত হইল।
সূপ আদি ব্যঞ্জন ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥
তাঁর পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী। *
পায়স মাথনি সব পাশে ধরি আনি॥
হেন মতে অন্ন কূট করিয়া সাজন।
পুরী গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ॥

শ্রীবিগ্রহ বহুদিন ক্ষুধায় কাতর ছিলেন, পুরী গোসাঞির নিবেদিত অন্নব্যঞ্জন, পায়স মিষ্টান্ন দধি দুগ্ধ সকলি তিনি স্বহস্তে ভোজন করিলেন। কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি কৃপাসিন্ধু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞি তাঁহার অভীষ্ট দেবের এই ভোজনলীলা অনুভব করিলেন। তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কিছুই লুকাইতে পারিলেন না। শ্রীগোপালদেবের শ্রীহস্ত স্পর্শে তাঁহার প্রসাদী অন্নব্যঞ্জনাদি পুনরায় সেইরূপ রহিল।

এক দিনের উদ্যোগে শ্রীগোপাল দেবের কৃপায় সেই পর্ব্বত মধ্যে এইরূপ মহামহোৎসব হইয়া গেল,—গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা আসিয়া প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইল। ব্রজবাসী ব্রাহ্মণবৃন্দ অগ্রে প্রসাদ পাইলেন। পরে ব্রজমায়ি গণ প্রসাদ পাইলেন। তৎপরে অন্যান্য সকল লোকেই গোপালের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

পুরীগোসাঞি সে দিন শ্রীবিগ্রহ শয়নের কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন শুনুন—

শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া।
নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া॥
তৃণ টাটি দিয়া চারিদিক আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল॥ চৈঃ চঃ

সন্ধ্যাকালে শ্রীগোপালদেবকে উঠাইয়া যথারীতি ভোগ আরতি করিয়া পুনরায় এইরূপ ভাবে শয়ান দিলেন। পুরীগোসাঞি ব্রজবাসী বিপ্রবৃন্দকে এই গোপালসেবায় নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই সেবাপরায়ণ পরম বৈষ্ণব হইলেন। পুরী গোসাঞি ঠাকুর শয়ান দিয়া কিছু দুগ্ধ প্রসাদ পাইয়া সে রাত্রি সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে শ্রীবিগ্রহের চরণতলে শয়ান করিলেন। পরদিন প্রভাতে নানা গ্রাম হইতে বহু লোক গোপাল দর্শন করিতে

* সুচির পর্য্যুসিত দধি অর্দ্ধাঢ়ক, শুভ্র চিনি ষোড়শ পল, মধু এক পল, ঘৃত এক পল, মরীচ দুই কর্ষ, শুণ্ঠী দুই কর্ষ, বীড়লবন দুই কর্ষ, এই সমস্ত দ্রব্য শুক্ল বস্ত্রে ললনা রমণী মৃদু করতল দ্বারা ঘর্ষণ করাইয়া কর্পূর ধূলি দ্বারা সুগন্ধি ভাণ্ডে রাখিতে হইবে। এই শিখরিণী ভীম প্রস্তুত করেন এবং ভগবান শ্রীমধুসূদন ভক্ষণ করেন। ইহাকে শিখরিণী রসলো বলে।

(১) অনেক ঘট পুরি দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল॥
ইহাও অনুভব কৈল মাধব গোসাঞি।
তাঁর ঠাঁই গোপালের লুকা কিছু নাই॥ চৈঃ চঃ

আসিল। কারণ এই শুভ সংবাদ তাড়িত বার্ত্তার ন্যায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

গোপাল প্রকট হইল দেশে শব্দ হইল।
আশ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আসিল॥ চৈঃ চঃ

এক এক গ্রামের লোক একত্র হইয়া একএক দিন শ্রীগোপালদেবের সেবার জন্য অন্নকূট মহোৎসব করিল। এই রূপে প্রতিদিন নিত্য অন্নকূটের মহোৎসব হইতে লাগিল। মথুরার বড় বড় ধনী লোক গোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালদেবের প্রকট সংবাদ পাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, ধনরত্ন বস্ত্র ভক্ষ্য প্রভৃতি লইয়া আসিয়া শ্রীবিগ্রহসেবায় দিতে লাগিলেন। একজন ধনী ভক্তিমান ক্ষত্রিয় শ্রীবিগ্রহের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ব্রজবাসীবৃন্দ একটি একটি করিয়া গাভী দিলেন। শ্রীগোপালের সহস্র সহস্র গাভী হইল। শ্রীবিগ্রহের সেবাভাণ্ডারে সকল দ্রব্য গৃহজাত হইল। এবং সেবাকার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল (১)।

গৌড়মণ্ডল হইতে এই সময়ে দুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ শ্রীগোবর্দ্ধনে আসিলেন। পুরী গোসাঞি তাঁহাদিগকে অতি আদর ও যত্ন করিয়া শ্রীমন্দিরে বসিয়া দীক্ষামন্ত্র দিয়া শিষ্য করিলেন। এই দুই শিষ্যের হস্তে তিনি শ্রীবিগ্রহ সেবা অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীগোপালদেবের রাজসেবা অতি সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। এইরূপে শ্রীগোবর্দ্ধনে দুই বৎসর কাল পুরী গোসাঞি শ্রীবিগ্রহ-সেবার পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন! ইহার পর একদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন,—

গোপাল কহে পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায়॥
মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে।
অন্য হৈতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে॥ চৈঃ চঃ

এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমাবেশে পুরী গোসাঞি জাগিয়া উঠিলেন। প্রেমবিহ্বলনেত্রে তিনি অঝোরনয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। প্রাতে উঠিয়া সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া শ্রীগোপালদেবের আজ্ঞা পালন উদ্দেশ্যে গৌড়মণ্ডলে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া আজ্ঞাপ্রসাদ চাহিলেন। শ্রীগোপাল-দেবের পুষ্পমালা ভূমিতে পতিত হইল. পূজারী বিপ্র আনিয়া তাহা পুরী গোসাঞির হস্তে দিলেন। তিনি তাহা মস্তকে ধারণ করিয়া সজলনয়নে শ্রীগোপালদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌড়মণ্ডল যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে দীক্ষা মন্ত্র দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি রেমুনায় গিয়াছিলেন।

(৩) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর অপূর্ব্ব ভক্তিকথা আবিষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দকে কহিতেছেন। শ্রীরেমুনায় শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রীমন্দিরে বসিয়া রাত্রি-কালে তিনি এই ভক্তচূড়ামণির পুণ্যচরিত কাহিনী ভক্ত-বৃন্দসহ আস্বাদন করিতেছেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞি প্রতিষ্ঠার ভয়ে রেমুনা হইতে শ্রীক্ষেত্রে পলায়ন করিয়া-ছিলেন সেকথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু কহিতে লাগিলেন সেখানেও তাঁহাকে সর্ব্বলোকে চিনিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে মহা উদ্বেগের সঞ্চার হইল, কিন্তু কি করেন গোপালের আজ্ঞা, পুরী হইতে চন্দন আনিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লেপন করিলে তবে তাঁহার তাপ দূর হইবে। ইহাতেই পুরী গোসাঞি শ্রীক্ষেত্রে বাঁধা পড়িলেন,—

যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন॥ চৈঃ চঃ

তিনি যথাসময়ে শ্রীপুরুষোত্তমে পৌঁছিলেন, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দের নিকট নিজ স্বপ্ন বৃত্তান্ত

---

(১) মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি নানাদ্রব্য ভেট দেয় আনি॥
স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার।
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার॥
এক মহা ধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক ভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল॥ চৈঃ চঃ

কহিলেন। তাপনিবারণের জন্য শ্রীগোপালদেব চন্দন ভিক্ষা করিয়াছেন শুনিয়া মহানন্দে তাঁহারা প্রচুর পরিমানে চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করিয়া পুরী গোসাঞিকে দিল। রাজপাত্রের নিকট হইতেও যথেষ্ট কর্পূর ও চন্দন তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিলেন। পুরী গোসাঞির সঙ্গে এই সকল চন্দন কাষ্ঠ বহন করিয়া গোবর্দ্ধনে যাইবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ এবং একজন সেবক সঙ্গে দিলেন। রাজ পাত্রের নিকট হইতে ঘাটে দানীর দান যাহাতে না দিতে হয় তাঁহার ছাড়পত্র লিখিয়া পুরী গোসাঞির হস্তে দিলেন। পুরী গোসাঞি নীলাচল ধাম হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ সঙ্গে চন্দন লইয়া শ্রীরেমুনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাশিকৃত চন্দন কাষ্ঠ তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে বহুদূর পথ ভারও অধিক, কিরূপে শ্রীগোপালদেবের নিকট এই চন্দন পৌঁছিবে, কিরূপে তাঁহার আজ্ঞা পালন হইবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পুরী গোসাঞি রেমুনায় শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে আসিয়া উঠিলেন। শ্রীবিগ্রহদর্শনে পরমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। পুরীগোসাঞীকে শ্রীগোপীনাথদেবের সকল সেবকবৃন্দ চিনিতে পারিয়া বহু সম্মান করিয়া তাঁহাকে ক্ষীরপ্রসাদ দিলেন। তিনি প্রেমানন্দে প্রসাদ পাইয়া রাত্রিতে শ্রীমন্দিরে শয়ন করিলেন। তন্দ্রাবেশে শেষ-রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন,—

> গোপাল আসিয়া কহে 'শুনহ মাধব।
> কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব॥
> কর্পূর সহিত ঘসি এসব চন্দন।
> গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন॥
> গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয়।
> ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়॥
> দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
> বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়াই শ্রীবালগোপাল অন্তর্দ্ধান হইলেন। পুরী গোসাঞি প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ পুলকাবলীতে পূর্ণ হইল। তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া শ্রীগোপনাথ দেবের সেবক বৃন্দকে ডাকিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। শ্রীগোপীনাথ দেবের চন্দনসেবা হইবে, ইহা শুনিয়া সেবক-বৃন্দ আনন্দে মত্ত হইলেন। পুরী গোসাঞি চন্দনসেবার এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিত্য দুইজন ব্রাহ্মণে চন্দন ঘর্ষণ করিবে, আর দুই জন ব্রাহ্মণ তাহাতে কর্পূর মিশাইয়া শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে লেপন করিবে। সেই দিন হইতে এইরূপে প্রত্যহ শ্রীগোপীনাথদেবের চন্দন সেবা হইতে লাগিল। একমন চন্দন কাষ্ঠ পুরী গোসাঞি শ্রীনীলাচল হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত এই চন্দন কাষ্ঠ শেষ না হইল,ততদিন পর্য্যন্ত পুরীগোসাঞি শ্রীরেমুনায় থাকিয়া তাঁহার অভীষ্টদেবের এই অপূর্ব্ব চন্দন-সেবা দর্শন করিলেন। এইরূপে সমস্ত গ্রীষ্মকাল সেখানে অতিবাহিত হইল,তবে তাঁহার চন্দন-সেবা সম্পূর্ণ হইল (১)। ইহার পর পুরী গোসাঞি পুনরায় শ্রীনীলাচল ধামে ফিরিয়া গিয়া সেখানে চাতুর্ম্মাস্য করিলেন।

শ্রীগৌর ভগবান তাঁহার শ্রীমুখে এই কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞির অমৃতময় পুণ্য চরিত কাহিনী ভক্তবৃন্দকে শুনাইলেন এবং স্বয়ং আস্বাদন করিলেন।

> শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত চরিত।
> ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত॥ চৈঃ চঃ

কথা শেষ হইলে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন—

> ——"নিত্যানন্দ করহ বিচার।
> পুরীসম ভাগ্যবান, কেহ নাহি আর॥

---

(১) গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন॥
পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা দুই দেবে দেহেন্তে যতন॥
এমতে চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া॥
প্রত্যহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত॥ চৈঃ চঃ

দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল।
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হৈলা।
সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা॥
যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥
কর্পূর চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরীগোসাঞির প্রেম উথলিল॥
ম্লেচ্ছ দেশে কর্পূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল॥
মহা দয়াময় প্রভু ভকতবৎসল।
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল॥
পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেমচিত্তে লাগে চমৎকার॥
পরম বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্য বার্ত্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন॥
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিয়া॥
ভোখে রহে তবু অন্ন মাগিয়া না খায়।
হেন জন চন্দন ভার বহি লঞা যায়॥
মোনেক চন্দন তোলা বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া।
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া॥
ম্লেচ্ছ দেশ দূর পথ জগাতি (১) অপার।
কেমতে চন্দন নিমু নাহি এ বিচার॥
সঙ্গে এক বট (২) নাহি ঘাটি দান দিতে।
তথাপি উৎসাহ বড় হৈল লঞা যাইতে॥
প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার।
নিজ দুঃখ বিঘ্নাদিক না করে বিচার॥

(১) জগাতি=হিন্দিভাষায় যাহাকে চুঙ্গী বলে। বিক্রেয় দ্রব্যের আদায়ের স্থান।

(২) বট—এক কড়া কড়ি।

এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুনা আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান॥
এই ভক্তি ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার।
বুঝিতেহ আমা সভার নাহি অধিকার॥ চৈঃ চঃ

এই সকল কথা বলিতে বলিতে প্রভুর নয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি গদগদকণ্ঠে শ্রীপাদ পুরীগোসাঞিরচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন :—

অয়ি! দীন দয়ার্দ্র! নাথ! হে মথুরানাথ! কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভু প্রেমাবেগে অবশাঙ্গ হইয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শশব্যস্তে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গে প্রভু 'অয়ি দীন দয়ার্দ্র!" বলিয়া প্রেমাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে প্রেমনদী প্রবাহিত হইল, প্রেমাবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন। গোপীনাথের সেবাইতগণ প্রভুর এই অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন (১)।

এক্ষণে এই অপূর্ব্ব শ্লোকরত্নটির যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিব। কবিরাজ গোস্বামী এই শ্লোকটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক
সেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক॥
ঘসিতে ঘসিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার॥

(১) এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেম নাট॥ চৈঃ চঃ

রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভ মণি।
রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥

এই শ্লোকটি শ্রীরাধিকার উক্তি। তাঁহার কৃপায় পুরীগোসাঞির হৃদয়ে ইহার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং তাঁহার বাগিন্দ্রিয় দ্বারায় উহা বাহির হইয়াছিল। প্রভু রাধাভাবে এই শ্লোক আস্বাদন করিয়াছেন। সুতরাং ইহার রসাস্বাদন করিতে আর চতুর্থ জন নাই (১)। অর্থাৎ শ্রীরাধিকা মাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞি এবং মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কেহ এই শ্লোকরত্নের রসাস্বাদনের অধিকারী ছিলেন না।

পুরীগোসাঞি এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২)। তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া এই শ্লোক কণ্ঠে করিয়া নিত্য ধামে গমন করিয়াছিলেন। "হে দীন দয়ার্দ্র নাথ! হে মথুরানাথ! আমি কবে তোমার দর্শন পাইব? হে প্রিয়! তোমাকে দেখিবার জন্য আমার হৃদয় বড় কাতর হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। আমি কি করিব, তাহা তুমি উপদেশ দাও।" এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীগোসাঞি নিত্য লীলায় প্রবেশ করিলেন। প্রোষিত ভর্ত্তৃকা শ্রীরাধিকার উক্তি এই শ্লোকরত্নটি পাঠ করিয়া প্রভু প্রেমোন্মত্ত হইয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন (৩)। ভক্তবৃন্দও তাঁহার সঙ্গে কান্দিয়া কান্দিয়া শ্রীগোপীনাথদেবের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ ভাসাইলেন। লোক সংঘট্ট হইলে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন তিনি আত্মসম্বরণ করিলেন। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া শ্রীগোপীনাথদেবের সেদিনকার দ্বাদশ ক্ষীরভাণ্ড প্রসাদ আনিয়া পূজারি-ঠাকুর প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। প্রভু তাহার মধ্য হইতে পাঁচটি লইয়া ভক্তবৃন্দকে বণ্টন করিয়া স্বয়ং কিছু প্রসাদ পাইলেন, আর সাতটি ফিরাইয়া দিলেন। প্রসাদ পাইয়া সে রাত্রি প্রভু সেখানে নৃত্য কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে শ্রীগোপীনাথদেবের মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া তিনি সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেইজন।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে সেই পায় প্রেমধন॥

রেমুনা হইতে প্রভু কটকের নিকটবর্ত্তী যাজপুর গ্রাম আসিলেন। মধ্যে বৈতরণী নদীতীরে তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বৈতরণী নদীতে প্রভু স্নান করিয়া তাঁহাকে পতিতপাবনী করিয়াছিলেন (১)। ঠাকুর জয়ানন্দ তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

চৈতন্য গোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ
আছিলা যাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেতে, পলাঞা গেলা।
রাজা ভ্রমরের ডরে॥
সেই বংশে, পরম বৈষ্ণব
কমল লোচন তাঁর নাম।

(১) এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁহার কৃপায় স্ফুরে মাধবেন্দ্র বাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাই চৌঠাজন॥ চৈঃ চঃ

(২) শেষ কালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে।
সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে॥ চৈঃ চঃ

(৩) এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। বৈষ্ণবগণ চারিসম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহার মধ্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞি, শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনি বৈষ্ণব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোসাঞির গুরু শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ে শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তির আলোচনা এবং আস্বাদন করিবার অধিকার ছিল না। তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশে ভ্রমন সময়ে তত্ত্ববাদীদিগের সহিত বিচার করিয়া দেখিয়াছিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা করিয়া শৃঙ্গার রসময়ী ভক্তিতত্ত্বে বীজ বপন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা পুষ্ট করিয়া বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। এই শ্লোকার্থ ভাবই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম উপায়। জীবের পক্ষে শ্রীভগবানের বিরহ ভাবই স্বাভাবিক ভজন। শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে বিরহ ভাব, সেই ভাবই গৌরভক্তবৃন্দের অবলম্বনীয়। শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবিরহ ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর গৌরবিরহ এক বস্তু।

(১) স্নান দানে সেই নদী পতিতপাবনী।
আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি॥ চৈঃ চঃ

পূর্ব্বজন্মের তপে, চৈতন্য গোসাঞি
তাঁর ঘরে করিল বিশ্রাম॥

প্রভুর পূর্ব্বপুরুষগণ যে কটকের নিকটবর্ত্তী এই যাজপুরে বাস করিতেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অন্য কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঠাকুর জয়ানন্দের কথাও একেবারে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। এ সকল কথা শ্রীনবদ্বীপলীলা গ্রন্থে প্রভুর বংশ পরিচয়ে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। তাহার পুনরুক্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

যাজপুরে প্রভু এক রাত্রি বাস করেন। পথে আদিবরাহ ঠাকুর দর্শন করিয়া প্রভু যাজপুরে গিয়াছিলেন। যাজপুর গ্রাম মহাতীর্থক্ষেত্র। ঠাকুর লোচনদাস এই যাজপুর তীর্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (১)—

যাহে যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লঞা মুণিগণ।
ব্রাহ্মণেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥
মহাপাপী নর যদি মরে সে নগরে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া শিবরূপ ধরে॥
শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ।
তারে নমস্কারি যায় গৌর গোবিন্দ॥

এই পবিত্র ক্ষেত্র যাজপুর গ্রামে কেবল মাত্র একবর্ণ ব্রাহ্মণের বাস। ইহাকে এইজন্য ব্রাহ্মণ নগর বলিত (২)। এই এইরূপ পুণ্য ক্ষেত্রে নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীমম্মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষগণ বাস করিতেন, ইহা কিছু বিস্ময়ের কথা নহে।

প্রভু এই স্থানটি দর্শন করিয়া বড় সুখী হইলেন। কি জানি তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইল। তিনি ভক্তবৃন্দকে ছাড়িয়া একাকী গ্রামের মধ্যে গুপ্তভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভুকে না দেখিয়া ভক্তবৃন্দ বিশেষ চিন্তিত ও ভীত হইয়া প্রতি দেবালয়ে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সকলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—

——— ———"স্থির কর চিত্ত।
জানিলাম প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত॥
নিভৃতে ঠাকুর সব যাজপুর গ্রাম।
দেখিবেন যত যত আছে দেবস্থান॥
আমরাও সভে ভিক্ষা করি এই ঠাঁই।
আজি থাকি কালি প্রভু পাইব এথাই॥ চৈঃ ভাঃ

এই কথায় ভক্তবৃন্দ সুস্থির হইয়া সেদিন সেখানে রহিলেন। পর দিবস সদানন্দ প্রভু সেখানে আসিয়া ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। তখন তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সকলেই মনের আনন্দে মত্ত, হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই দিনই প্রভু ভক্তবৃন্দসহ যাজপুর হইতে কটকে যাত্রা করিলেন।

কটক নগর পুণ্যতোয়া মহানদী তীরে অবস্থিত। প্রভু আসিয়া মহানদীতে স্নান করিলেন। এই কটক নগরে সাক্ষীগোপাল নামক এক প্রসিদ্ধ জাগ্রত শ্রীবিগ্রহ আছেন। প্রভু সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে গেলেন। শ্রীমন্দিরে গিয়া বহুক্ষণ প্রেমানন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। সাক্ষী গোপালের অপরূপ লাবণ্যময় এবং সর্ব্বসৌন্দর্য্যপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তিনি প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি গোপালের স্তুতি করিতে লাগিলেন। সে দিন রাত্রিতে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভু সাক্ষী গোপালের মন্দিরে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তিনি এই কটকে আসিয়া লোকমুখে সাক্ষীগোপালের লীলাকাহিনী শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সকল লীলাকথা তিনি প্রভুকে কহিতে লাগিলেন। এই মধুর লীলাকথার

---

(১) ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন :—
যাজপুরে যতেক আছয়ে দেবস্থান।
লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান,
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥

(২) কথোদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন যাজপুর ব্রাহ্মণ নগর॥ চৈঃ ভাঃ

যাজপুর কটকজেলার একটি মহকুমা। ইহাকে নাভিগয়া বলে, এই স্থানের ব্রাহ্মণ নগর পল্লীতে বরাহদেব আছেন।

বক্তা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, আর শ্রোতা স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বকালে বিদ্যানগরে দুই বিপ্র বাস করিতেন। তাঁহারা একত্রে তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগোপালদেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সেই শ্রীমন্দিরে বিশ্রাম করিলেন। এই শ্রীবিগ্রহকেও ব্রজবাসীগণ সাক্ষীগোপাল বলিয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দদেবের পুরাতন শ্রীমন্দিরের উত্তরে পথের ধারে উক্ত সাক্ষীগোপালের শ্রীমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। দুই বিপ্রের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অপর জন যুবা, ছোট-বিপ্র বৃদ্ধ-বিপ্রকে সেবা শুশ্রূষা করেন,—সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকেন। তাঁহার সেবায় পরম তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একদিন তাঁহাকে কহিলেন "বাপু! আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমার গুণে বশীভূত হইয়াছি। তুমি এই তীর্থ ভ্রমণে যেরূপ আমাকে সেবা করিয়াছ, আপন পুত্রেও তাহা করে না। তোমাকে সম্মান না করিলে আমি কৃতঘ্নতা পাপে লিপ্ত হইব। অতএব তোমাকে আমি কন্যা দান করিয়া এই ঋণ হইতে মুক্ত হইব"। ছোট বিপ্র সসম্মানে অধোবদনে বড় বিপ্রকে কহিলেন "মহাশয়, এমন অসম্ভব কথা বলিবেন না। আপনি মহা কুলীন, বিদ্বান ও ধনবান, আর আমি ধনহীন, বিদ্যাহীন এবং অকুলীন। আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র আমি নহি। কৃষ্ণপ্রীতে আমি আপনাকে সেবা করি। আশীর্ব্বাদ করুন আমার যেন ভক্তিলাভ হয়।" বড় বিপ্র উত্তর করিলেন "বাপু হে! তুমি কোন সন্দেহ করিও না, আমি নিশ্চয় কহিলাম তোমাকে আমি কন্যা দান করিব।" ছোট বিপ্র পুনরায় বিনীত বচনে কহিলেন 'মহাশয়! আপনার স্ত্রীপুত্র আছেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব আছেন, তাঁহাদিগের বিনা সম্মতিতে আপনি কিরূপে আমাকে কন্যাদান করিবেন? রুক্মিণীদেবীর পিতা ভীষ্মক রাজা তাঁহার কন্যারত্ন শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রের অসম্মতিতে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।" বড় বিপ্র কহিলেন "কন্যা আমার নিজ ধন। আমি নিজ ধন তোমাকে দান করিব, ইহাতে কে নিষেধ করিতে পারে? আমি তোমাকেই কন্যাদান করিব, ইহা নিশ্চয় জানিবে।" তখন ছোট বিপ্র কহিলেন" মহাশয়! তাহা হইলে আপনি এই শ্রীগোপালদেবের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হইলেন।" বড় বিপ্র তৎক্ষণাৎ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন,—

"তুমি জান নিজ কন্যা ইঁহারে আমি দিল"

তখন ছোট বিপ্র হাসিয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

——"ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইব যদ্যন্যথা দেখি॥" চৈঃ চঃ

দুই বিপ্রই কৃষ্ণভক্ত চূড়ামণি। তাঁহাদিগের এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া বালগোপাল দেবের শ্রীমুখে হাসি দেখা দিল। ভাগ্যবান দুই বিপ্রই তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা গোপালদেবকে বহু প্রণাম করিয়া স্বদেশে চলিলেন। দেশে আসিয়া দুইজনে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বড় বিপ্র একদিন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "তীর্থস্থানে ছোট বিপ্রকে কন্যা দিব বলিয়া বাক্যদান করিয়াছি, কিরূপে তাহা পালন করি। স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই ইহার বিরোধী হইবে, তাহা আমি জানি, কিন্তু কি করি?" এই ভাবিয়া তাঁহার সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে একত্র করিয়া একদিন তাঁহার মনের কথা বলিলেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি যে ছোট বিপ্রকে তীর্থ স্থানে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেকথাও বলিলেন। এই কার্য্যে সকলে তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল, জ্ঞাতি কুটুম্ব বলিল "তোমাকে আমরা ত্যাগ করিব"। স্ত্রী পুত্র বলিল "আমরা বিষ খাইয়া মরিব।" সকলেই বড় বিপ্রকে নিন্দাবাদ ও উপহাস করিতে লাগিল। তিনি সকলের নিকটে শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি বলিলেন "ছোট বিপ্রের সাক্ষী আছেন গোপালদেব। সে সাক্ষী লইয়া আসিবে, আমার ধর্ম্মনাশ হইবে। সত্য পালন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এই ধর্ম্মনাশে আমার নরকে গতি হইবে" (১)। এই কথা শুনিয়া তাঁহার পুত্র বলিল "প্রতিমা আবার সাক্ষী। তাহাও দূরদেশে অবস্থিত। আপনি বলিবেন সেকথা আমার কিছু স্মরণ নাই। আমি ছোটবিপ্রকে দেখিয়া লইব। এ বিষয়ে আপনি আর কোন চিন্তা করিবেন না।" পুত্রের কথা শুনিয়া বড়-বিপ্র অতিশয় বিমর্ষ ও চিন্তিত হইয়া শ্রীগোপালদেবের চরণকমল স্মরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়িলেন। এ বিপদে গোপালদেব ভিন্ন কে আর তাঁহাকে রক্ষা করিবে? তিনি করযোড়ে শ্রীগোপালদেবের চরণে নিবেদন করিলেন,—

মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায় না মরে নিজজন।
দুই রক্ষা কর গোপাল লইনু স্মরণ॥ চৈঃ চঃ

এইরূপে প্রতিদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোপালের নিকট নিজ মনবেদনা নিবেদন করেন, আর মনদুঃখে কান্দেন। ইতিমধ্যে একদিন তাঁহার গৃহে ছোট-বিপ্র আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড় বিপ্রের মুখ একেবারে শুখাইয়া গেল। তিনি আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। ছোট-বিপ্র কহিলেন,—

"তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার বিচার॥" চৈঃ চঃ

বড়-বিপ্রের পুত্র এইকথা শুনিয়া ছোট-বিপ্রকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া লাঠি লইয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। ভয়ে তখন তিনি সেদিন সেখান হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ-রক্ষা করিলেন। কিন্তু কন্যাদান প্রাপ্তির আশা ছাড়িলেন না। আর একদিন গ্রামের ভব্য ভব্য লোক একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ছোট বিপ্র পুনরায় বড় বিপ্রের বাড়ীতে আসিলেন। সকলের সমক্ষে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তীর্থস্থানে তাঁহাকে কন্যাদান করিবার প্রতিশ্রুতির কথা কহিলেন, আরও বলিলেন, এক্ষণে ইনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন না। সকলে মিলিয়া তখন বড় বিপ্রকে কহিলেন,—

"কন্যা কেন না দেহ যদি দিয়াছ বচন"
বড় বিপ্র পুত্রের ভয়ে ভীত হইয়া কহিলেন,—
"কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ॥ চৈঃ চঃ

এই ছল ধরিয়া বড় বিপ্রের দুষ্ট পুত্র ছোট বিপ্রের অনেক মিথ্যা অপবাদ দিতে লাগিলেন (১)। ছোট বিপ্র সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন,—সত্যসত্যই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তীর্থস্থানে এই সত্যবন্ধনে বদ্ধ আছেন স্বয়ং শ্রীগোপালদেব ইহার সাক্ষী। বড় বিপ্র ভক্তচূড়ামণি। শ্রীভগবান যেমন ভক্তকে পরীক্ষা করিয়া নিজজন করেন, ভক্তও সেইরূপ শ্রীভগবানকে পরীক্ষা করিয়া নিজস্বামী করিয়া লয়েন। ছোট বড় দুই বিপ্রই শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীভগবান দুই জনেরই মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। বড় বিপ্র তখন সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন "শ্রীগোপালদেব যদি এখানে আসিয়া এই কথার সাক্ষী দেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় ইহাকে কন্যা দান করিব।" তাঁহার পুত্রও ইহাতে সম্মত হইলেন। ছোট বিপ্র তখন কহিলেন "এ সকল কথার লেখাপড়া চাই,—পুনরায় যেন একথার নড়চড় না হয়। আমি শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীগোপালদেবকে সাক্ষী দিতে এখানে আনিব।" মধ্যস্থ থাকিয়া গ্রামের ভব্য ভব্য লোক বড় বিপ্রের এই কথা লিখিয়া লইলেন। সেই দিনই ছোট বিপ্র শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। করযোড়ে স্তুতি বন্দনা করিয়া তাঁহার চরণে নির্জ্জনে নিবেদন করিলেন,—

---

(১) বিপ্র বোলে সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।
জিতে কন্যা লবে মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম যায়॥ চৈঃ চঃ

(১) এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্যছল পাঞা।
প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া।
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি এ দুষ্টের লইতে হইল মন॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল।
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল।
সব ধন লঞা কহে চোরে লইল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন॥
তোমরা সকল লোকে করহ বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে॥ চৈঃ চঃ

"ব্রহ্মণ্য দেব! তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়॥
কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ॥
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥" চৈঃ চঃ

ছোট বিপ্রের শেষ কথাটি বড়ই মধুর। ভক্ত-ভগবানকে পাপের ভয় দেখাইতেছেন। কোন বিষয় জানিয়া তাহার সাক্ষী না দেওয়া পাপ কার্য্য। শ্রীভগবান সকল কর্ম্মের অতীত। তাঁহার আর পাপ কি? ছোট বিপ্রও পণ্ডিত; ইহা তিনি জানেন,—জানিয়া শুনিয়া শ্রীগোপালদেবকে এই কথা তবে কেন বলিলেন? ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ অতিশয় নিগূঢ়। মাধুর্য্যভাবে ভক্ত, ভগবানকে সকল কথাই বলিতে পারেন, তাঁহাকে ধরিয়া বান্ধিতে পারেন, আর তিনি ইহাই ভালবাসেন। বেদ-স্তুতি হইতে ভক্তের ভর্ৎসনায় শ্রীভগবানের মনে বড় আনন্দ হয়। তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন,—

মান করি প্রিয়া যদি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥ চৈঃ চঃ

এই ছোট বিপ্র তাঁহাকে বলিলেন "প্রভু, তুমি সকলি জান। জানিয়া শুনিয়া যদি সাক্ষী না দাও তবে তোমার ইহাতে পাপ হইবে"। ইহাতে শ্রীভগবান পরম প্রীত হইয়া ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বপ্রকাশ হইলেন। তিনি শ্রীবিগ্রহের মধ্যে বসিয়া ছোট বিপ্রের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রীগোপালদেব কহিলেন—

————"বিপ্র! তুমি যাহ স্বভবন।
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
প্রতিমা স্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব॥ চৈঃ চঃ

ছোট বিপ্র করযোড়ে উত্তর করিলেন,—

————"যদি তুমি হও চতুর্ভুজ মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি॥
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে
সাক্ষী দেহ যদি তুমি সর্ব্বলোকে মানে॥" চৈঃ চঃ

ছোট বিপ্রের কথা অতি সত্য। বড় বিপ্র সত্য করিয়াছেন, তাঁহার ইষ্টদেব এই বালগোপাল শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া। যদি এই শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীভগবান সেখানে গিয়া সাক্ষী না দেন, তাহা হইলে বড় বিপ্রের বিশ্বাস হইবে না, আর বড় বিপ্রের বিশ্বাস না হইলে গ্রামের লোক অন্য কেহ বিশ্বাস করিবে না। তাই ছোট বিপ্র বলিলেন,—

এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি তুমি সর্ব্বলোকে মানে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীভগবানের নিকট ভক্তের কতখানি আবদার, কতদূর জোর, ছোট বিপ্রের এই কথাটিতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ভগবান চতুরচূড়ামণি, ভক্ত সেই চতুরচূড়ামণির সুচতুর ভৃত্য। চতুর ভৃত্যের নিকট গৃহস্বামীর যেমন চতুরতা খাটে না, ভক্তের নিকট শ্রীভগবানের চাতুরী তাহার স্বধর্ম্ম ভুলিয়া যায়। ভক্তের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া শ্রীভগবানকে কার্য্য করিতে হয়। তিনি ভক্তের সম্পূর্ণ অধীন। ইহা তাঁহার স্বমুখ নিঃসৃত বেদবাণী।

অহং ভক্ত পরাধীনোহ্য স্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্থ হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ (১) গীতা

শ্রীভগবান ভক্তাধীন হইলেও ভক্তের সহিত চতুরতা করিতে ছাড়েন না। তিনি চতুর চূড়ামণি এবং সুচতুর পরীক্ষক,—পদে পদে ভক্তকে বিধিমতে পরীক্ষা করেন। ছোট বিপ্রের কথা শুনিয়া শ্রীগোপালদেব কহিলেন "ওহে বিপ্র! তুমি পাগল হইয়াছ। প্রতিমা কখন চলিতে পারে?" ছোট বিপ্র উত্তর করিলেন "দেব! তুমি প্রতিমা নহ! তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। প্রতিমা হইলে তুমি

(১) শ্লোকার্থ। আমি ভক্তের অধীন, অতএব পরাধীন। আমার স্বাধীনতা নাই। আমি আমার ভক্তবৃন্দকে বড় ভালবাসি। তাহারা আমার বড় প্রিয়। আমার সমুদয় হৃদয় তাহারা গ্রাস করিয়াছে। সুতরাং আমার হৃদয়ের উপর আমার কোন অধিকার নাই।

আমার সহিত কথা কহিতে না। ভক্তের জন্য তুমি সকলি করিতে পার,—অকার্য্যও করিয়া থাক। তোমার এই মূর্ত্তিতেই সাক্ষী দিতে যাইতে হইবে।"

কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি।
বিপ্র বলে প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী॥
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ॥ চৈঃ চঃ

ভক্তের ভগবান ভক্তের কথা আর ঠেলিতে পারিলেন না। তিনি সম্পূর্ণ ভক্তাধীন। তিনি তখন হাসিয়া কহিলেন,—

——————"শুনহ ব্রাহ্মণ।
তোমা পাছে পাছে আমি করিব গমন॥
উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে॥
নূপুরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা॥
এক সের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন॥" চৈঃ চঃ

ভক্তের মনস্তুষ্টির জন্য শ্রীগোপালদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে তাঁহার সঙ্গে দেশে চলিলেন। ছোট বিপ্র গোপালের মধুর নূপুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে প্রেমানন্দে সমস্ত পথ পদব্রজে চলিয়া যথাসময়ে নিজ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজ গ্রামের নিকট আসিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন 'এখন আমি নিজগৃহে যাইব, সকল লোককে "গোপাল সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন" একথা বলিব,সাক্ষাতে না দেখিলে তাহারা বিশ্বাস করিবে না, অতএব গোপালের স্থিতি এখানেই হউক"। এইরূপ ভাবিয়া তিনি যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিলেন, অমনি তাঁহার অভীষ্ট দেবকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীগোপালদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "বিপ্র! তুমি গৃহে যাও। আমি এই স্থানেই রহিলাম" (১)। ছোটবিপ্র গ্রামের মধ্যে গিয়া সকলকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোপালের শুভাগমন বৃত্তান্ত কহিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া সকলে তৎক্ষণাৎ গোপাল দর্শন করিতে সেখানে আসিলেন। সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবন হইতে পদব্রজে এতদূর চলিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিল। শ্রীগোপালদেবের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে মোহিত হইল। বড় বিপ্র আসিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া পতিত হইয়া প্রেমানন্দে কাঁন্দিয়া আকুল হইলেন। গ্রামে সমস্ত লোক যখন সেখানে একত্রিত হইল, শ্রীগোপালদেব স্বমুখে কথা কহিয়া সাক্ষী দিলেন। সকল লোক স্বচক্ষে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল। তাঁহাদের মত ভাগ্যবান আর কে আছে? বড়-বিপ্র পরমানন্দে ছোট-বিপ্রকে কন্যা দান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শ্রীগোপালদেব দুই বিপ্রকে ডাকিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন—

"তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিঙ্কর।
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাম দোঁহে মাগ বর॥" চৈঃ চঃ

তখন করযোড়ে দুই বিপ্র তাঁহাদিগের অভীষ্টদেবের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু! কৃপা করিয়া যখন এতদূর আসিয়াছেন, তখন এইস্থানেই অধিষ্ঠান করুন।" শ্রীভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। দুই বিপ্রের সেবা স্বীকার করিয়া সাক্ষীগোপালদেব সেই বিদ্যানগর (১) গ্রামেই রহিলেন। অতিশয় ভক্তিসহকারে দুই বিপ্র শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ দেশের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। সে দেশের রাজার কর্ণেও একথা গেল। তিনি স্বয়ং বিদ্যানগরে আসিয়া শ্রীগোপালদেবকে দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া শ্রীমন্দিরাদি

(১) এই ভাবি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিয়া গোপালদেব তাঁহাই রহিল॥
ব্রাহ্মণেরে কহে তুমি যাহ নিজ ঘর।
এথায় রহিব আমি না যাব অতঃপর॥ চৈঃ চঃ

(১) উড়িষ্যাদেশের রাজার প্রাদেশিক রাজধানী ছিল এই বিদ্যানগর। গোদাবরীতীরে তৈলঙ্গদেশে এই বিদ্যানগর অবস্থিত। রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ্যকালে রায় রামানন্দ এই বিদ্যানগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন,—শ্রীবিগ্রহসেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপালের সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল। বহুদিন শ্রীবিগ্রহসেবা চলিল। কিছুকাল পরে উৎকল প্রদেশের রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেব যুদ্ধ করিয়া সেই দেশ জয় করিলেন। সেই দেশের রাজার সিংহাসন তিনি প্রাপ্ত হইলেন বিদ্যানগর তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। শ্রীপুরুষোত্তমদেব পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বিদ্যানগরের শ্রীসাক্ষীগোপালদেব দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন, "ঠাকুর! আমার রাজ্য কটকে তোমায় যাইতে হইবে।" রাজার ভক্তিগুণে শ্রীগোপালদেব বশীভূত হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে আজ্ঞা দিলেন, "আমাকে কটকে লইয়া চল।" রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেব মহাসমারোহে শ্রীসাক্ষীগোপালদেবকে বিদ্যানগর হইতে কটকে আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজমহিষী একদিন শ্রীগোপাল দর্শনে আসিয়া ভক্তিসহকারে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার দিয়া শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিলেন। রাজমহিষীর নাসিকাতে একটি বহুমূল্য মুক্তা ছিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল, সেই মুক্তা ফলটি শ্রীগোপালদেবের নাসিকায় পরাইয়া দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শ্রীবিগ্রহের নাসিকায় ছিদ্র ছিল না। রাজমহিষী দুঃখিতান্তকরণে শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। সেই দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন শ্রীগোপালদেব যেন তাঁহাকে বলিতেছেন ;—

> বালক কালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি।
> মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি॥
> সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
> সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে॥ চৈঃ চঃ

রাজমহিষী এই সুস্বপ্ন দেখিয়া মহানন্দে রাজার নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহিলেন। পরদিন প্রভাতে মুক্তা লইয়া রাজা ও রাণী উভয়ে শ্রীগোপালদেবের শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীবিগ্রহের নাসিকায় ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। রাজ-মহিষীর আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। রাজা শ্রীপুরুষোত্তমদেব যেমন ভক্তিমান মহাপুরুষ, রাজমহিষীও সেইরূপ ভক্তিমতী, ও ভাগ্যবতী রমণী। গোপালের নাসাছিদ্র দেখিয়া উভয়ে আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাসিকায় মুক্তা পরাইয়া দিয়া সে দিন তাঁহারা শ্রীমন্দিরে মহা মহোৎসব করিলেন। এই সময় হইতে শ্রীগোপালদেবের কটক নগরে অধিষ্ঠান হইল। তাঁহার সাক্ষীগোপাল নাম আর গেল না।

এই সাক্ষীগোপালদেবের শ্রীমন্দিরে বসিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্তবৃন্দবেষ্টিত শ্রীগৌরভগবানের সমক্ষে এই লীলাকাহিনী বর্ণনা করিলেন। প্রভু ইহা শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন (১)। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রভু বসিয়া আছেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও ভক্তগণ দেখিতেছেন,—দুই এক মূর্ত্তি। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ভক্তবৃন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন, আর মৃদুমন্দ হাসিতেছেন (২)। প্রভুর দৃষ্টি শ্রীসাক্ষীগোপালদেবের চন্দ্রবদনের প্রতি। তিনি তাঁহার মধুর লীলারস-সুধা পান করিতেছেন,—আর নয়ন ভরিয়া অপরূপ রূপ সন্দর্শন করিতেছেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ভাবে বিভোর আছেন। তিনি ভাবসমুদ্রে মগ্ন হইয়া শ্রীগোপালদেবকে স্তব করিলেন—

> শোনস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং মাদ্যদাভীররামা
> বক্ষোজানাং ঘুসৃণরচনা ভঙ্গ রিঙ্গৎপরাগং।
> চিন্মাধ্বীকং নখমণিমহঃ পুঞ্জকিঞ্জল্কমালং (২)
> জঙ্ঘানালং চরণ কমলং পাতু নঃ পুতনারেঃ॥ চৈঃ চঃ নাটক

(১) নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল-চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত সহিত॥ চৈঃ চঃ

(২) গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণ দেখে যেন দুঁহে এক মূর্ত্তি॥
দুঁহে এক বর্ণ দুঁহে একান্ত শরীর।
দুঁহে রক্তাম্বর দোঁহার স্বভাব গম্ভীর॥
মহা তেজোময় দুঁহে কমল নয়ন।
দুঁহার ভাবাবেশ মন চন্দ্রবদন॥
দুঁহে দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহা রঙ্গে।
ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥ চৈঃ চঃ।

৩) শ্লোকার্থ। লোহিতবর্ণ সুস্নিগ্ধ অঙ্গুলিরূপ দলশ্রেণীতে সুশো·

এইরূপে সে রাত্রি প্রভু কটকে শ্রীসাক্ষীগোপালদেবের শ্রীমন্দিরে যাপন করিয়া প্রাতে উঠিয়া ভুবনেশ্বর যাত্রা করিলেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

ব্রহ্মণ্যদেব গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ বক্তা যার শ্রোতা শ্রীচৈতন্য॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈঞা ইহা শুনে সেই জন।
অচিরে পাইবে সেই গোপাল চরণ॥

যথাকালে প্রভু ভক্তবৃন্দসহ ভুবনেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীভুবনেশ্বরে শূলপানি শঙ্করদেব প্রকট বিদ্যমান। ভুবনেশ্বর গুপ্তকাশী। এস্থানে "বিন্দু সরোবর" তীর্থ আছেন। স্বয়ং মহাদেব বিন্দু বিন্দু করিয়া সর্ব্বতীর্থ জল আনয়ন করিয়া এই বিন্দুসরোবরের সৃজন করিয়াছেন। সেই জন্য ইহার নাম বিন্দুসরোবর। প্রভু এই বিন্দুসরোবরে স্নান করিলেন। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন ;—

শিবপ্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য॥

তাহার পর সপার্ষদে প্রভু শ্রীভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। শিবলিঙ্গের চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃত দীপ জ্বলিতেছে, নিরন্তর শিবভক্তবৃন্দ তাঁহাকে পূতসলিলে অভিষেক করিতেছেন, "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে গগনমণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছে। শ্রীগৌরভগবান তাঁহার প্রিয়ভক্ত শঙ্করদেবের বৈভব দেখিয়া পরম আনন্দলাভ করিলেন। তিনি প্রেমানন্দে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে মধুর নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া শ্রীভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ আশ্চর্য্য হইলেন। বহু লোকের সেখানে সংঘট্ট হইল। সে রাত্রি প্রভু ভক্তবৃন্দসহ শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরে বাস করিলেন।

ভিত এবং প্রমত্ত গোপরমণীগণের কুচস্থিত কুঙ্কুমরূপ পরাগপুঞ্জে সুরঞ্জিত জ্ঞানরূপ মধু ও নখ মণির কান্তি শ্রেণীরূপ কিঞ্জল্ক ও ভক্তরূপ মৃনালে পরিশোভিত সেই পূতনাবৈরীর চরণকমল তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

শূলপানি শঙ্করদেবের কিরূপে এইস্থানে প্রকট স্থিতি হইয়াছিল তাহা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে। সেই পৌরাণিক কাহিনীটি এস্থানে লিখিত হইল।

শিবপার্ব্বতীর নিত্যধাম কৈলাস পর্ব্বত এবং কাশীধাম। মহাদেব যখন শ্রীকৈলাসে বিলাস করেন, কাশীধামেও তিনি প্রকট থাকেন। কাশীর এক রাজা ঐকান্তিক ভক্তিপূর্ব্বক শিব আরাধনা করিয়া কৈলাসপতিকে পরম তুষ্ট করিলেন। রাজার এই যে শিব-আরাধনা, ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য। রাজার উগ্রতপস্যায় আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইলেন। রাজাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন, "তুমি বর প্রার্থনা কর।" রাজা করযোড়ে তাঁহার অভীষ্টদেবের চরণে নিবেদন করিলেন—

"এক বর মাগি প্রভু! তোমার চরণে।
যেন মুক্তি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে॥" চৈঃ ভাঃ

পরম কারুণিক আশুতোষ মহাদেবের চরিত্র অতিশয় গম্ভীর। তিনি কিরূপে কি বুঝিয়া কাহাকে কিরূপ অনুগ্রহ করেন, তাহা জীবের দুর্ব্বোধ্য। তিনি রাজাকে কহিলেন, "তুমি যুদ্ধে চল। আমি নিজগণসহ তোমার সঙ্গে থাকিব। তোমাকে যুদ্ধে জয় করে কাহার সাধ্য? পাশুপত অস্ত্র লইয়া আমি তোমার সঙ্গে থাকিব। তোমার ভয় কি?" মূর্খ রাজা শিববলে বলীয়ান হইয়া শ্রীকৃষ্ণভগবানের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মহাদেব ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। শ্রীকৃষ্ণভগবান গোলোকধামে বসিয়া সকলি জানিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধাচারী রাজা ও তাঁহার এই মন্ত্রণাদাতার উপর সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রতাপশালী সর্ব্বসংহারকারী সুদর্শনচক্র প্রথমে কাশীরাজের মুণ্ড কাটিলেন। পরে সর্ব্ববারানশী ভস্মসাৎ করিলেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র ছাড়িলেন। সুদর্শণচক্রের নিকট পাশুপত অস্ত্র কি করিবে? সুদর্শনের তেজে পাশুপত অস্ত্র পলায়ন করিলেন। শেষে সুদর্শনচক্র মহাদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন, ভয়ে শূলপানিও পলায়নতৎপর হইলেন। চক্র

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। সুদর্শনচক্রের তেজ ত্রিভুবনব্যাপ্ত হইল। ত্রিলোচন ত্রিজগতে কোথাও লুকাইবার স্থান পাইলেন না। অবশেষে বুঝিলেন শ্রীকৃষ্ণ বিনা আর কেহ এই সর্ব্বসংহারকারী সুদর্শনচক্রের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ত্রিলোচন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। শূলপাণি অতিশয় প্রপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন—

জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজীবের শরণ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সভার রক্ষিতা॥
জয় জয় অদোষদরশী কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্তজনের এক বন্ধু॥
জয় সর্ব্ব অপরাধ ভঞ্জন শরণ।
দোষ ক্ষমা কর প্রভু! লইনু শরণ॥ চৈঃ ভাঃ

দেবাদিদেব মহাদেবের এইরূপ আর্ত্তিপূর্ণ স্তব শ্রবণ করিয়া দয়াময় শ্রীকৃষ্ণভগবান সুদর্শনচক্রের তেজ হরণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দর্শন দিলেন। শঙ্করদেব দেখিলেন তাঁহার অভীষ্টদেব আর্ত্তবন্ধু কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান গোপগোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মধুর মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। শ্রীভগবানের ভয়হারী মাধুর্য্যময় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি আশান্বিত হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণভগবান ক্রোধে অথচ হাস্য বদনে ত্রিলোচনদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—

"কেন শিব! তুমিত মানহ মোর শুদ্ধি।
এত কালে তোমার যে হইল কুবুদ্ধি॥
কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥
* * * *
হেনত না দেখি আমি পৃথিবী ভিতরে।
তোমা বই আমারে যে করে অনাদরে॥ চৈঃ ভাঃ

ত্রিলোচন মহাদেব শ্রীকৃষ্ণভগবানের শ্রীমুখে এই কথা শুনিয়া মহা লজ্জিত এবং ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া কর'যোড়ে আত্মনিবেদন করিলেন;—

তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণগণ।
এইমত অস্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
যে করাহ প্রভু! তুমি সেই জীবে করে।
হেন কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু! মোর অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখোঁ আর॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিমু প্রভু! মুঞি অস্বতন্ত্র মতি॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিমু চিন্তি তোমার চরণ॥
তথাপিহ মোরে সে লওয়ায় অহঙ্কার।
মুঞি কি করিমু প্রভু! সে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপিহ প্রভু! মুঞি কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এমত কুবুদ্ধি মোর আর যেন নহে।
এই বর দেহ প্রভু! হইয়া সদয়ে॥
যেন অপরাধ কৈলুঁ করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিমু কোথায়।
তোমা বই আন বলিব কার পায়॥ চৈঃ ভাঃ

শঙ্করের এই আর্ত্তি ও দৈন্যপূর্ণ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণভগবান কৃপাযুক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন;—

শুন শিব! তোমারে দিলাও দিব্যস্থান।
সর্ব্বগোষ্ঠীসহ তথা করহ প্রয়াণ॥
একাম্রবন নাম স্থান মনোহর।
তথাই হইবা তুমি কোটি লিঙ্গেশ্বর॥
সেহো বারানসী প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার আছয়ে গোপাপুরী॥

সেই স্থান শিব আজি কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহো নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম,—অতি রম্যস্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকালে যখন সংহরে।
তভু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সেই স্থান প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সভাবে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।
মরণ মঙ্গল করি কহি যে সে স্থানে॥
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধি ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সেই মোর সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সভার॥
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তিমুক্তিপ্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথা তুমি খ্যাত হইবা শ্রীভুবনেশ্বর॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীকৃষ্ণভগবানের শ্রীমুখে এই কথা শুনিয়া দেবদেব মহাদেব আনন্দে গদগদ হইয়া দরদরিত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় করযোড়ে নিজ অভীষ্ট-দেবের চরণে নিবেদন করিলেন—

শুন প্রাণনাথ! মোর এক নিবেদন।
মুঞি সে পরম-অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি মুঞি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥
তোমার নিকটে সে থাকিতে মোর মন।
দুষ্ট সঙ্গে ভিন্ন মন নহিব কখন॥
এতেকে মোহরে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান।
তবে মোরে নিজ ক্ষেত্রে দেহ এক স্থান॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু! সেবিব তোমারে!
তথাই তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে॥" চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া মহেশ্বর প্রেমাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহাদেবের এইরূপ অকপট দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া সাদরে তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ শূলপাণিকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন,—

শুন শিব! তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয় সে আমার প্রিয়তম॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আদি স্থান॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বদা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ অধিকার॥
একাম্রক বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেই পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয়তম।
মোর প্রীতে তথাই থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা না আদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥ চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান এখানে ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া শ্রীভগবান যে মধুর উপদেশ-বাণীটি কহিলেন, তাহা বৈষ্ণবমাত্রেরই কণ্ঠহার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান শঙ্করকে কহিলেন,—

যে আমার ভক্ত হই তোমা না আদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥

শিবদ্বেষী অনেক বৈষ্ণব আছেন; তাঁহাদিগের জন্য শ্রীভগবান এই উপদেশ বাক্য কহিলেন। এই পৌরাণিক কহিনীটি প্রভু শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দিরে বসিয়া ভক্তবৃন্দ সহ আস্বাদন করিলেন। সে রাত্রি তিনি শিবলিঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তবৃন্দ সহ বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন (১)। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের অগ্রেতে॥

প্রভু নিজ পার্ষদসহ স্বয়ং শিবপূজা করিলেন। এই কার্য্যে স্বয়ং ভগবান বৈষ্ণবের ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা দিলেন। শিবদ্বেষী বৈষ্ণবগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই প্রভু স্বয়ং আচরিয়া সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

আপনেভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্ত বৃন্দ॥

শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥

ভুবনেশ্বরের সকল শিবমন্দির দর্শন করিয়া প্রভু কমলপুরে আসিয়া ভার্গীনদীতে স্নান করিলেন। এই ভার্গীনদী এক্ষণে দণ্ড নদী বলিয়া খ্যাত। ইহা শ্রীক্ষেত্রের তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কর্ত্তৃক প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা প্রকট হয়, এইজন্য ইহার নাম দণ্ডভাঙ্গা নদী হইয়াছে।

এই কমলপুর শ্রীনীলাচল ধামের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এখান হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিতে পাওয়া যায়। স্নান করিয়া প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে পথ চলিতেছেন শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিয়া তিনি প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—

চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্বল দেউল।
পবন চালিত তাথে পতাকা রাতুল॥
নীল গিরি মাঝে হরিমন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল॥ চৈঃ মঃ

প্রভুর আজ আনন্দের অবধি নাই। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া হুঙ্কার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রেমাশ্রু নয়নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীমন্দিরের ধ্বজার প্রতি চাহিয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে স্বকৃত এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিতে লাগিলেন—

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মের বক্ত্রারবিন্দো
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥ (১)

অভিন্ন অঞ্জন এক কনকের ঠাম।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান॥
স-বসন হস্তে ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু করে পরণাম॥ চৈঃ মঃ

---

(১) ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গল শ্রীগ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রভু দেবদেব মহাদেবের স্তব পাঠ করিয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ লইয়া ভক্ষণ করিলেন। দামোদর পণ্ডিত এবং মুরারিগুপ্ত ইহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলেন, প্রভু এই কার্য্য কেন করিলেন। ভৃগুমুনির অভিশাপে শিবের নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ অগ্রাহ্য। প্রভু ইহা গ্রাহ্য করিলেন কেন, এই প্রশ্ন দামোদর পণ্ডিত মুরারিগুপ্তকে করিলেন। মুরারি উত্তর করিলেন :—

শিবের সেবক যে শিবের সেবা করে।
উচ্ছিষ্ট না লয় হরিহরে ভেদ করে॥
তাহার ব্রাহ্মণ শাপ কহিল এ তত্ত্ব।
অশুদ্ধ তাহার মতি না জানে মহত্ত্ব॥
অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে ভোজন।
শিবের নির্ম্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষণ॥
শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদ চরিত্ত।
সে জানে সাধক হরিহরের পীরিত॥
লোকশিক্ষা হেতু প্রভু কৈল অবতার।
দামোদর বোলে ইবে ঘুচিল জঞ্জাল॥ চৈঃ মঃ

(১) শ্লোকার্থ। যাঁহার মুখপদ্ম বিকসিত, সেই বালগোপাল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া সুমধুর হাস্যে শ্রীবদনের সমধিক শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদোপরি মদীয় পুরোভাগে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।

প্রভু প্রেম-বিস্ফারিত নয়নে সেই অপরূপ বালমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন,—আর পথিমধ্যে পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন। ভক্তবৃন্দের প্রতি এক একবার সকরুণ নয়নে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিতেছেন,—

———দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রেমানন্দে প্রভুর সর্ব্বঅঙ্গ বিবশ, প্রতিপদে ভীষণ আছাড় খাইতেছেন; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। ভক্তবৃন্দ প্রভুর এইরূপ প্রেমোন্মাদাবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিছুতেই তাঁহাকে সাম্‌লাইতে পারিতেছেন না। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

সেদিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় বা সে হয় বর্ণন॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এশক্তি চৈতন্য বই দুই নাহি আর॥

কখন কখন প্রভু প্রেমাবেগে ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া নিস্পন্দভাবে পড়িয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া ভক্তগণের প্রাণে বড়ই ভয় হইল। সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইলেন (১)। প্রেমময় প্রভু আবার আপনিই উঠিলেন। তাঁহার নয়নের দরদরিত প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। সজল নয়নে কাতর কণ্ঠের গদগদ স্বরে তিনি ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে।
নীলমণি কিরণ বরণ উজিয়ার॥
ত্রৈলোক্য মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল॥ চৈঃ মঃ

ভক্তগণ কিছুই দেখিতে পান নাই। তবুও প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য বলিলেন "হাঁ দেখিয়াছি"। পাছে পুনরায় প্রভু মোহপ্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছা যান,এই ভয়ে তাঁহারা এই কথা বলিলেন (১)· প্রভু তখন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া পুনরায় কহিলেন,—

দেউল ধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর।
প্রসন্ন বদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ।
আলোল অঙ্গুলি করতলে অপরূপ॥
আমারে ডাকয়ে করকমল লাবণ্য।
বাম করে বেণু শোভে ত্রিজগত ধন্য॥ চৈঃ মঃ

এই কথা বলিতে বলিতে প্রভু প্রেমোন্মত্তভাবে ছুটিলেন। পথে তাঁহার সঙ্গে অগণিত লোক চলিয়াছে। তাহারা প্রভুর এইরূপ অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া সকলে বলিতে লাগিল "ইনিই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ (২)।" এইরূপ প্রেমবিহ্বলভাবে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভু আঠার নালাতে আসিয়া পৌছিলেন। কমলপুর হইতে আঠার নালা চারি দণ্ডের পথ। এইটুকু পথ আসিতে প্রভুর তিন প্রহর কাল লাগিল (৩)।

আঠার নালায় আসিয়া ভাবনিধি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভাব সম্বরণ করিয়া স্থির হইয়া একস্থানে বসিলেন। ভক্তবৃন্দও তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। করুণাময় প্রভু করুণ নয়নে তাঁহাদিগের প্রতি চাহিয়া গদগদভাবে কহিলেন,—

তোমরা ত আমার করিলা বন্ধুকাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে তাহা বোল মোরে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর ইচ্ছা তিনি নিঃসঙ্গ হইয়া নির্জ্জনে পরমানন্দে প্রাণ ভরিয়া এবং নয়ন ভরিয়া নীলাচলনাথ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-

(১) ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত॥
দেখিয়া সকল লোক মূর্চ্ছিত অন্তর।
চিন্তিত হইয়া সভে হইল ক াতর॥ চৈঃ মঃ

(১) কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে দেখিল।
পুন মোহ পায় পাছে আশঙ্কা হইল॥ চৈঃ মঃ

(২) পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তারা বোলে এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ চৈঃ ভাঃ

(৩) সবে চারিদণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর তিনেতে আসি হইলা প্রবেশে॥ চৈঃ ভাঃ

দেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার মনের ভাবভঙ্গী ভক্তবৃন্দ বুঝিলেন। মুকুন্দ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিলেন "প্রভু! তুমিই অগ্রে যাও"। এই কথা শুনিয়া প্রভু মহানন্দে মত্তসিংহগতিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং ভক্তবৃন্দ পশ্চাতে রহিলেন।

প্রভু পুরীর মধ্যে কিরূপভাবে চলিয়াছেন তাহা ঠাকুর লোচনদাস লিখিয়াছেন,—

কোটি কাম জিনি মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ছটা।
ঝলমল করে সে দীর্ঘ চন্দন ফোঁটা॥
জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া গোরারায়।
পুনঃ পুনঃ পরণাম করি চলি যায়॥
নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে।

এইরূপ প্রেমোন্মত্তভাবে প্রভু একাকী মার্কণ্ডেয় সরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পবিত্র তীর্থে তিনি যথাবিধি স্নানাদি করিলেন। পুনরায় অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উদ্দেশে বারম্বার দণ্ডবৎপ্রণাম করিতে করিতে রাজপথে চলিলেন। পুরীধামের আবালবৃদ্ধবণিতা প্রভুর অপরূপ রূপকান্তি এবং অদ্ভুত প্রেমভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার বদন-কমলের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বহুলোক তাঁহার সঙ্গ লইল। ক্রমে প্রভু শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া মধুর নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি চলিয়াছেন। তাঁহার দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই। প্রভুর এইরূপ গভীর আর্ত্তি এবং করুণ প্রেমভাব দেখিয়া শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র আর মন্দিরে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বয়ং আসিয়া শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে দাণ্ডাইয়া শ্রীহস্ত প্রসারণপূর্ব্বক প্রভুকে প্রেমাবাহন করিলেন। প্রভু তাঁহার অভীষ্টদেবের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া সেইস্থানে তাঁহার সম্মুখে ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে "জয় জগন্নাথ" রবে দিগন্ত কম্পিত করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রভুকে দর্শন করিয়া পুনরায় অদর্শন হইলেন,—প্রভু কান্দিয়া আকুল হইলেন (১)। বহুকষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সম্মুখীন হইলেন। শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র উভয়েই নয়নে নয়ন মিলাইয়া অপূর্ব্ব প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন।

জয় শ্রীশ্রীনীলাচন্দ্রের জয়।
জয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জয়॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু
এবং
বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

—(০)—

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ং
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তি ভূমানমাচরৎ॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীশ্রীনীলাচলধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য এবং ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। বহুব্যয়ে এই অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। উড়িষ্যার রাজা মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবা এবং উৎসবাদির জন্য বহু লোকজন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যের অবধি নাই। নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীনীলাচলে শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীশ্রীনীলাচন্দ্র রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মনের আনন্দে দুলিতে

(১) এইমতে গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া।
দেখা দিল জগন্নাথ পাণি পসারিয়া॥
আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগত রায়।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু ভূমিতে লোটায়॥ চৈঃ মঃ

লাগিলেন (১)। তাঁহার শ্রীবদনে আর হাসি ধরে না। তিনি তাঁহার সেবকবৃন্দকে আজ্ঞা দিলেন শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের শুভাগমন উপলক্ষে আনন্দ উৎসব কর। যথা জয়ানন্দ ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে,—

আজ্ঞা দিল জগন্নাথ, সাজন কবিয়া ঠাট্
অনুব্রজি যায় দ্বিজরাজে।
নানা বর্ণে বাদ্য বাজে, তরল নিশান সাজে
পুষ্পবৃষ্টি নীলাচল মাঝে॥
সিন্দুরে মণ্ডিত যত, পাঠ হস্তী শতশত,
ঘোড়ার পয়াণ চারি পাশে।
শত শত কোটি জ্বলে প্রদীপ দিয়টি
মহাতাপ গগন পবশে॥
চৌদিকে আনন্দময়, নীলাচলে জয় জয়
শঙ্খধ্বনি বাজে নানা ছান্দে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বিজয় হইল,
ভেটিবাবে নীলাচল চান্দে॥—ধ্রু।
যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী, নানা যন্ত্র হাতে করি,
যোগান কবিল নটী বেশে।
ঝাজঘণ্টা চন্দ্রাতপ, ছত্র চামব মুক্তাথোপ,
ধ্বজ পতাকা আচ্ছাদে আকাশে।
যত উড়িয়া গৌড়িয়া, ব্রাহ্মণের বেত্র হাতে
বিদ্যমান আড়োহো, আড়োহো ডাক ছাড়ে।
উভ বাহু না যায় তল, ভূমি বৈকুণ্ঠ নীলাচল,
চন্দনের ছড়া পথে পড়ে॥
লবণ সমুদ্র তটে, অক্ষয় বট নিকটে
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পুরী দেখি।
সৌধ ঘর সারি সারি, উপরে সোনার কড়ী,
কাঞ্চনে নির্ম্মিত নানা পাখী॥
সিদ্ধেশ্বর যমেশ্বব, মার্কণ্ডেয় সরোবর
রোহিণীকুণ্ড পাতাল বাসিনী রে।
হংসেশ্বর কপোতাক্ষী, নিকুঞ্জ অলর্ক সাক্ষী,
বিমলা কমলা ভবানী রে॥
চিত্রোৎপলা কণখলা, স্বর্গ দ্বার রত্নমালা,
ব্রহ্মবেদী সুদর্শন রেবতী।
নৃসিংহ বামন রাম বরাহ কচ্ছপ নাম,
চতুর্ভুজ ব্যাস সত্যবতী॥
নানা ফুলে বিরচিত, বনমালা শত শত,
মল্লিকা মালতী জাতি যুথি॥
করবীর আমলকী কেতকী মাধবী লতা ফুলে।
কুন্দ তুলসী দল নীল রাজ উতপল,
নাগেশ্বর চম্পক বকুলে।
নানা ফুলে বিরচিত, বনমালা শতশত
আবির চন্দন চুয়া গন্ধে।
পট্টনা পড়িছা পাত্র মাহাতি ধরে যোগান,
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রে।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গনে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের সন্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। সচল জগন্নাথ আজ অচল জগন্নাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বানুভাবানন্দে মগ্ন আছেন। আপনার রূপে আপনি মুগ্ধ হইয়া কলির ছন্নাবতার প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কলিতে তিনি ভক্তাবতার,—তাই পুনঃ পুনঃ শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গনে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া জগন্নাথদেবকে দণ্ড [পরণাম করিতেছেন,—আর করযোড়ে অতিশয় আর্ত্তি সহকারে আত্ম নিবেদন করিতেছেন। তাঁহার নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ভুজরূপে।
আসনে বসিয়াছেন সিংহাসনে সুখে॥
আপনিই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝিবে ঈশ্বরের শক্তি।

প্রভু ক্রমে প্রাঙ্গণ হইতে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে উঠিলেন। প্রেমানন্দে অতিশয় ব্যাকুলিতভাবে তিনি শ্রীবিগ্রহের সন্মুখীন হইয়া সতৃষ্ণনয়নে দেখিলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব

(১) চৈতন্য গোসাঞির, আগমন শুনিয়া
জগন্নাথ আনন্দে দোলে॥ জং চৈঃ মঃ।

সুভদ্রা ও শ্রীশ্রীসঙ্কর্ষণদেব রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। দর্শন মাত্রই প্রভু প্রেমাবেগে উন্মত্ত হইয়া প্রবল হুঙ্কার গর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীনীলাচলচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া একটী প্রকাণ্ড লম্ফ প্রদান করিলেন। শ্রীজগন্নাথ দেবের পড়িছাবৃন্দ ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া মারিতে আসিলে তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (১)। ভাগ্যক্রমে দৈবাৎ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (২) সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পড়িছাদিগকে * প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হাত দিতে নিষেধ করিয়া প্রভুর উপরি নিজ অঙ্গ রাখিয়া দুই বাহুর দ্বারা আবরণ করিয়া প্রভুর নিকটে বসিলেন।

অজ্ঞ পড়িহারী সব, উঠিল মরিতে।
আথে ব্যথে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে॥ চৈঃ ভাঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবীন সন্ন্যাসীর অপরূপ রূপরাশি এবং অদ্ভুত প্রেমভাব দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন॥

এ শক্তি মানুষের কোন কালে নয়।
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার॥
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার। চৈঃ ভাঃ

তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন এই নবীন সন্ন্যাসীরূপী মহাপুরুষ মানুষ নহেন। ইঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মনে কি এক অভূতপূর্ব্ব ভক্তি ভাবের উদয় হইল। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, ইঁহাকে তাঁহার নিজ গৃহে লইয়া যাইতে হইবে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া ভয়ে পড়িছাবৃন্দ দূরে সরিয়া গেলেন, কারণ তিনি সর্ব্বপ্রধান রাজপণ্ডিত এবং সর্ব্ববিধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রীবিগ্রহ-সেবার তত্ত্বাবধারক। প্রভু প্রেমাবেশে নিশ্চেষ্ট হইয়া জড়বৎ ভূতলে পতিত আছেন। বহু বিলম্বেও তাঁহার চৈতন্যোৎপাদন হইল না দেখিয়া এবং ভোগের সময় উপস্থিত বুঝিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পড়িছাবৃন্দকে আদেশ দিলেন "ভাই পড়িহারিগণ।

"সভে তুলি লহ এই পুরুষরতন।" চৈঃ ভাঃ

উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে ভাগ্যবান শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবকবৃন্দ প্রেমাবেশে নিস্পন্দ শরীর প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া সার্ব্বভৌম-গৃহে লইয়া আসিলেন। এই কার্য্যে সেখানে বহুলোক সংঘট্ট হইল। সকলেই বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি প্রভুকে ধরিয়া লইয়া চলিল। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

পিপীলিকাগণে যেন অন্ন যায় লৈয়া।
এই মত প্রভুকে অনেক লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সভে মহানন্দ করি॥

এইভাবে নীলাচলধামে সর্ব্বপ্রথমে সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভুর বিজয় হইল। একটি পরম পবিত্র সুন্দর ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে এই অদ্ভুত নবীন সন্ন্যাসীটিকে ধীরে ধীরে শয়ন করান হইল। লোক-সংঘট্টের ভয়ে গৃহের বহির্দ্বার বন্ধ হইল। এখনও সমাধিপ্রাপ্ত প্রভুর পূর্ব্ববৎ অজ্ঞানাবস্থা। শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে না,—শরীর নিস্পন্দ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকটে বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাঁহার মনে মনে বিশেষ চিন্তা হইল, ভয়ও হইল। তুলা আনিয়া প্রভুর নাসিকাগ্রভাগে দিয়া দেখিলেন, দেহে জীবন আছে। ইহাতে তাঁহার মনে কিছু সাহস হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—

এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।

১। দেখিমাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝিবে ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥

* সেবক। উড়িয়া ভাষা।

(২) শ্রীপাদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ। তাঁহার সহাধ্যায়ী মহেশ্বর বিশারদ সমুদ্রগড়ের সন্নিকট বিদ্যানগরে বাস করিতেন। তাঁহার দুইপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তাঁহার জামাতার নাম গোপীনাথ আচার্য্য। ইনি প্রভুর একজন প্রিয়ভক্ত।

সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদ্দীপ্ত ভাব হয়॥
অধিরূঢ় ভাব যার তার এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার॥ (১) চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত চূড়ামণি। প্রভুর এইরূপ অপূর্ব্ব ভাব-বিকার দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহার ভগ্নিপতি। ইনি প্রভুর একজন প্রিয়ভক্ত। গোপীনাথ আচার্য্যের মুখে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য শুনিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নামধারী এই সন্ন্যাসীই নদীয়ার অবতার। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নিকটে বসিয়া তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দেখিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন "ইনি কি মানুষ? এত রূপ ত মানুষে সম্ভবে না?"

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা শুনিলেন, 'এক নবীন সন্ন্যাসী আজ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীমন্দিরে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে নিজগৃহে লইয়া গিয়াছেন।" ইহাতে তাঁহারা বুঝিলেন তাঁহাদের প্রভুটিরই এই অদ্ভুত কাণ্ড। সেখানে গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত মুকুন্দের দেখা হইল। তাঁহার নিবাস নবদ্বীপে। মুকুন্দের সহিত পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। তাঁহার মুখেও শুনিলেন প্রভু তাঁহার সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন সকলে গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত প্রভুদর্শনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে চলিলেন। সকলেরই মন প্রভুর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছে। তাঁহারা তখন আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শন করিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং ভক্তবৃন্দ সকলেই গোপীনাথ আচার্য্যকে কহিলেন,—

চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন॥ চৈঃ চঃ

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ শ্রীনীলাচল ধামে আসিয়া অবলীলাক্রমে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র দর্শন লালসা পরিত্যাগ করিলেন। প্রভুর জন্য তাঁহাদের মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারা জানেন নদীয়ার ব্রাহ্মণকুমারটি কে তিনি এবং কি বস্তু। শ্রীনীলাচলচন্দ্র অচল জগন্নাথ, আর শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সচল জগন্নাথ,—ইহাতে তাঁহাদিগের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তিবলেই, এইরূপ ইষ্টে একনিষ্ঠতা গুণেই তাঁহারা প্রভুর নিত্য পার্ষদ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত।

গোপীনাথ আচার্য্য সকলকে লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিলেন। তিনি নদীয়ার ভক্তবৃন্দের আগমন সংবাদে আনন্দিত হইয়া সকলকে সসম্ভ্রমে আদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রভু যে গৃহে আছেন সেই গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার চরণ ধূলি লইলেন।

নিত্যানন্দ দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণ ধূলি করিয়া বিনয়॥ চৈঃ ভাঃ

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুকে তখনও আনন্দ মূর্চ্ছায় মগ্ন দেখিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর অবস্থা সকলি জানেন। এরূপ অবস্থা প্রভুর মধ্যে মধ্যে হয়, এবং ইহাতে ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। একথা তাঁহারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, তাঁহার মন তখন সুস্থির

(১) সুদ্দীপ্ত। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বিকারের গোপন চেষ্টা দ্বিবিধা, ধূমায়িতা ও জ্বলিতা। এক অথবা দুইটি ভাব সহজ ভাবুকের শরীরে ঈষৎ প্রকাশিত হইলে যে ভাবের গোপন সম্ভব পর হয়, সেই ভাবকে ধূমায়িতা বলে,—আর এককালে দুই বা তিন সাত্ত্বিক ভাব-বিকার প্রকাশ হইলে, তাহা অতি কষ্টে সঙ্গোপন সম্ভব হইলে, তাহাকে জ্বলিতা বলে। তিন চারিটি প্রৌঢ়ভাব এককালীন উদয়ে তাহা সম্বরণ করিবার চেষ্টা বিফল হইলে, তাহাকে ভাবজ্ঞগণ দীপ্তা বলেন। এককালে পাঁচটি অথবা সকল ভাব প্রকাশিত হইয়া প্রেমের পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে উদ্দীপ্তা বলে। এই উদ্দিপ্তা ভাবের প্রকার ভেদকেই সুদ্দীপ্তা বলে।

মহাভাব রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে দ্বিবিধ। যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ উদ্দীপ্ত তাহাকে রূঢ়ভাব কহে। রূঢ়তাকে কথিত অনুভাব সমূহ হইতে-সাত্ত্বিক ভাবসমূহ কোন বিশিষ্টতা লাভ করিলে যে অনুভাব লক্ষিত হয় তাহাই অধিরূঢ় ভাবণ

হইল। তিনি তখন নদীয়ার ভক্তবৃন্দের শ্রীজগন্নাথদেব দর্শনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার নিজপুত্র চন্দনেশ্বরকে তাঁহাদিগের সঙ্গে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভক্তগণসঙ্গে শ্রীনীলাচলচন্দ্র দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীমন্দিরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া জগন্নাথ-দেবের পড়িছাগণ যোড়হস্তে নিবেদন করিলেন,—

স্থির হই জগন্নাথ সভেই দেখিবা।
পূর্ব্ব গোসাঞির মত কেহো না করিবা॥
কিরূপ তোমার কিছু না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ তবে যাই দেখাইতে।
যেরূপ তোমরা করিলে একজনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে॥
বিশেষ বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥
এতেক তোমরা সব অচিন্ত্য কথন।
সংবরিয়া দেখিবা করিলুঁ নিবেদন॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন "কোন চিন্তা নাই।" চন্দনেশ্বরের সহিত সকলে মহানন্দে প্রকট পরমানন্দস্বরূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়নের প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইলেন।

দণ্ডপ্রণাম, প্রদক্ষিণ এবং স্তবস্তুতি করিয়া প্রসাদী মাল্য লইয়া তাঁহারা সত্বর সার্ব্বভৌমগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কারণ তাঁহারা প্রভুকে অজ্ঞান অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন। নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সার্ব্বভৌমগৃহে প্রভুকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, এখনও সেই অবস্থায় দেখিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—

"বাহ্য নাহি তিলেক আছেন সেই মতে।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর পাদমূলে বসিয়া আছেন। ভক্তবৃন্দ তখন প্রভুর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তণ—করিতে আরম্ভ করিলেন—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

এক্ষণে বেলা তৃতীয় প্রহর। হরিনাম সংকীর্ত্তণ শুনিয়া প্রভুর চৈতন্য হইল। তিনি হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া 'হরি হরি" ধ্বনি করিতে করিতে উঠিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরমানন্দে প্রভুর পদধূলি লইলেন (১)। "কৃষ্ণে রতিমস্তু" বলিয়া প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখন বুঝিলেন ইনি বৈষ্ণবসন্ন্যাসী। তিনি এই প্রথম নবদ্বীপের উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনিলেন। তাঁহার গৃহে বসিয়া নদীয়ার ভক্তবৃন্দ প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য ভুবনমঙ্গন যে হরিসঙ্কীর্ত্তণ করিলেন, তাহা শুনিয়া বিদ্যাভিমানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ উঠিল॥ পূর্ব্বে তিনি এরূপ মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তণ কখন শুনেন নাই। তিনি ভাবিলেন তাঁহাব গৃহ আজ পবিত্র হইল, তাঁহার জীবন সার্থক হইল।

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল দেখিয়া ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। উচ্চ হরিধ্বনিতে সার্ব্বভৌম-গৃহ মুখরিত হইল। প্রভু তখন স্থির হইয়া সকলের প্রতি করুণ নয়নে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা বল দেখি আজ আমার কি হইয়াছিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মৃদু মধুর হাসিয়া উত্তর করিলেন "প্রভু! তুমি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন মাত্রই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে। ভাগ্যক্রমে দৈবযোগে—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তোমাকে শ্রীমন্দির হইতে তুলিয়া লইয়া নিজ ভবনে আনিয়াছেন এখানে তুমি তিন প্রহর কাল পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়াছিলে। এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যেরব াস ভবন, এবং তিনি তোমাকে এই মাত্র প্রণাম করিয়া ঐ দাঁড়াইয়া-রহিয়াছেন"। এই বলিয়া তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে দেখাইয়া দিলেন। প্রভু সশব্যস্তে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন (২)।

(১) উচ্চকরি করে সবে নাম সঙ্কীর্ত্তণ।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন॥
হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি॥ চৈঃ চঃ

(২) জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা

"আথে ব্যথে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে"।

দৈন্য অবতার প্রভু তখন তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিয়া মধুর বচনে কহিলেন,—

———"জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন যে'বে সার্ব্বভৌমের আলয়॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কিরূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥
কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।
এত বলি সার্ব্বভৌম চাহি প্রভু হাসে॥"

প্রভু তখন মধুর হাসিতে হাসিতে পুনরায় কহিলেন,—

———"শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আমি দেখিলাঙ বিদ্যমান॥
জগন্নাথ দেখি চিত্ত হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষ মাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিল নিকটে।
অতএব রক্ষা হইল এ মহা শঙ্কটে॥
আজি হৈতে আমি এই বলি দড়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ না হব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলুঁ জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমাত।" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর মনে এক্ষণে পূর্ব্ব স্মৃতি সকল উদয় হইয়াছে; তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে তিনি বক্ষে ধরিলে আজ তাঁহার কি বিপদ হইত। জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহার কি দুর্দ্দশা করিতেন। ভাগ্যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাই আজি এই বিষম শঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নিকট দাঁড়াইয়া সকলি শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। তিনি প্রভুর রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, কোন কথাই তাঁহার কর্ণে যাইতেছে না, তিনি অনিমেষ নয়নে প্রভুর অপূর্ব্ব সুন্দর চন্দ্রবদনের প্রতি চাহিয়া আছেন।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দেখিলেন, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। ক্ষুৎপিপাসায় এবং পথশ্রমে সকলেই কাতর। প্রভু স্নানাহার না করিলে কেহই কিছু করিতে পারেন না। তিনি হাসিয়া প্রভুকে কহিলেন "প্রভু! এবার তুমি বড় রক্ষা পাইয়াছ। আর এমন কার্য্য করিও না,একেলা আসার এই ফল; এক্ষণে বেলা আর নাই—চল স্নানে চল।" প্রভু কাতরনয়নে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"শ্রীপাদ! তুমি আমাকে সর্ব্বদা সম্বরণ করিবে, এ দেহ আমি তোমারি হস্তে সমর্পণ করিয়াছি (১)।" এই বলিয়া প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্র-স্নানে চলিলেন। প্রভু স্নান করিয়া আসিলেন; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীজগন্নাথদেবের নানাবিধ প্রসাদ আনাইয়া প্রভুকে সেদিন তাঁহার নিজ ভবনে প্রথম ভিক্ষা করাইলেন। সুবর্ণ পাত্রে উত্তম অন্নব্যঞ্জন, এবং নানাবিধ পীঠাপানা মিষ্টান্ন দিয়া প্রভুকে ভিক্ষা করিতে আহ্বান করিলেন। প্রভু মহাপ্রসাদ দেখিয়া প্রেমানন্দে ধাতুপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ একথা ভুলিয়া গেলেন,—তিনি ভক্তিভরে মহাপ্রসাদকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া কহিলেন "আমাকে লাফ্‌রা ব্যঞ্জন ও শাক প্রভৃতি দেওয়া হউক, আর পীঠাপানা ও ছানাবড়া মিষ্টান্নাদি ইঁহাদিগের

দৈবে সার্ব্বভৌম আছিলেন সেইস্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন ভবনে॥
আনন্দ আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস॥
এই সার্ব্বভৌম নম করেন তোমারে॥ চৈঃ ভাঃ

(১) নিত্যানন্দ বোলে বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকল॥
প্রভু বোলে নিত্যানন্দ সম্বরিবা মোরে।
দেহ আমি এই সমর্পিলাঙ তোমারে॥ চৈঃ ভাঃ

সকলকে দাও (১)"। প্রভু চিরদিন শাক ও ব্যঞ্জন বড় ভাল বাসেন, তাই একথা বলিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—

জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন॥ চৈ: চ:

এই বলিয়া প্রভুকে সকল মহাপ্রসাদই প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন করিতে লগিলেন। ভক্তবৃন্দ সঙ্গে প্রভু পরমানন্দে সার্ব্বভৌম-ভবনে বসিয়া ভিক্ষা করিলেন। সার্ব্বভৌম-গৃহে আজি যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

স্ববর্ণ থালিতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন প্রভু করেন ভোজন॥
সে ভোজনে যতেক প্রেম-রঙ্গ।
ব্যাস বর্ণিবেন তাহা চৈতন্যের সঙ্গ॥

প্রভু ভোজন-বিলাস সমাপন করিয়া ভক্তগণ সহ সার্ব্বভৌম-গৃহে তিনি সেদিন বিশ্রাম করিলেন।

এস্থলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। এই মহাপুরুষের নিবাস ছিল নবদ্বীপের নিকট বিদ্যানগরে। পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ। প্রভুর মাতামহ শ্রীপাদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী এবং মহেশ্বর বিশারদ উভয়ে সতীর্থ ছিলেন। দুই জনের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বিশারদের দুই পুত্র,—বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং মধুসূদন বাচস্পতি। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে যান। তখন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা মিথিলা দেশেই একচেটিয়া ছিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত বুদ্ধিমান লোক তখন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেহ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, যে কোন প্রকারে হউক ন্যায়ের গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিবেন। মিথিলার ন্যায়ের পণ্ডিতগণ এই গ্রন্থ লিখিয়া আনিতে দিতেন না। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল। তিনি যথাকালে মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পাঠ সমাপন করিয়া সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া এই গ্রন্থ লিখিলেন এবং স্বয়ং ন্যায়ের টোল খুলিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া মিথিলার পণ্ডিতগণের তাঁহার প্রতি বড় হিংসার উদ্রেক হইল। তাঁহারা হিংসাবশে ষড়যন্ত্র করিয়া সেখান হইতে পড়ুয়া ছাত্র পাঠাইয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রাণবিনাশের চেষ্টা পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার হননকারী সতীর্থ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অসাধারণ প্রতিভা ও গুণ দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সকল কথা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম টোল খুলিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা এবং যশঃ সৌরভ দিক্‌দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। এই বাসুদেব সার্ব্বভৌম ন্যায়শাস্ত্রের আদি চিন্তামণি গ্রন্থ রচয়িতা বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণির গুরু। তিনি মিথিলায় ন্যায় শাস্ত্রের পাঠ সমাপন করিয়া কাশীধামে বেদ পাঠ করেন। বেদপাঠ সমাপন করিয়া তাহার পর নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল স্থাপন করেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে সমাদর ও যত্ন করিয়া নিজরাজ্যে লইয়া গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সমুদয় সেবাকার্য্যের তত্ত্বাবধারণের ভার তাঁহার উপর দিলেন এবং তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া নিজ রাজসভার সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। এই সূত্রে পুরুষোত্তমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিজ টোল স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার টোলে বেদ বেদান্ত, ন্যায়, শাঙ্খ্য দর্শন প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে ছাত্র আসিয়া তাঁহার এই টোলে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। ইহাদের মধ্যে বহু সন্ন্যাসীও ছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই ছিল।

(১) স্ববর্ণ থালেতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করয়ে ভোজন॥
প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।
পীঠাপানা দেহ তুমি ইহাঁ সভাকারে॥ চৈ: চ:

তিনি দণ্ডীদিগকে বেদ পড়াইতেন, সন্ন্যাসী দিগকে বেদান্ত পড়াইতেন। এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে সেদিন প্রভু ভোজনবিলাস করিয়া বিশ্রাম করিলেন। বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথের আরতি দর্শন করিয়া আসিয়া প্রভু নিজ ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সার্ব্বভৌম-গৃহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে আছেন, সেখানে গোপীনাথ আচার্য্যও আছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই নবীন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীটির পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় জানিতে উৎসুক হইয়া গোপীনাথ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচার্য্য। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম কোথায়? (১) গোপীনাথ আচার্য্য সে সময় শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগ্নিপতির গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তিনি নবদ্বীপ হইতে তীর্থ পরিভ্রমণে নীলাচলে আসিয়াছেন। প্রভুর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি নবদ্বীপ ছাড়িয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর গৃহত্যাগ বৃত্তান্ত তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন না। মুকুন্দের মুখে এখানেই বিস্তারিত শুনিয়াছেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার মন হর্ষ ও বিষাদে মগ্ন হইয়াছে। তিনি প্রভুর একজন প্রিয় ভক্ত। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন,—"এই নবীন সন্ন্যাসীর বাস নবদ্বীপে। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীবিশ্বম্ভর। ইনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্র এবং নদীয়ার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র"। ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আমার পিতার সহাধ্যায়ী পণ্ডিত ছিলেন। মিশ্রপুরন্দরকে আমার পিতৃদেব বহু সম্মান করিতেন। পিতৃসম্বন্ধে তাঁহারা আমার পূজ্য"। (২) এই কথা বলিয়া তিনি নবদ্বীপের সম্বন্ধে প্রভুর প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া সবিনয়ে তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেন,—

"সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস।
অতএব হও তোমার আমি নিজ দাস॥ চৈঃ চঃ

প্রভু এই কথা শুনিয়া দুই কর্ণে হস্ত স্পর্শ করিয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিলেন। দৈন্যাবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তখন অতিশয় বিনীতভাবে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন,—

"তুমি জগদ্গুরু সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা॥
আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিল গুরু করি মানি॥
তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহাঁ আগমন।
সর্ব্ব প্রকারে করিবে আমার পালন।
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি॥ চৈঃ চঃ

রূপমুগ্ধ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মন প্রভুর শ্রীমুখে এরূপ দৈন্যোক্তি শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইল। তিনি সস্নেহে প্রভুর শ্রীবদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"আপনি কদাচ একাকী শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে যাইবেন না। হয় আমায় সঙ্গে যাইবেন, না হয় আমার লোকের সঙ্গে যাইবেন।" প্রভু বিনয়নম্রভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি আর শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে যাইব না, গরুড় স্তম্ভের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিব (১)।" তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গোপীনাথ আচার্য্যের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"আচার্য্য! তুমি গোসাঞিকে সঙ্গে করিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইবে। আমার মাতৃষসার গৃহ অতি নির্জ্জন স্থান। সেই স্থানে আপাতত ইঁহাকে বাসা দাও এবং তুমি ইঁহাকে সর্ব্ব বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া

---

(১) গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাঁহা পূর্ব্বাশ্রম॥ চৈঃ চঃ

(২) সার্ব্বভৌম কহে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি॥
মিশ্র পুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোহেঁ পূজ্য করি মানি॥ চৈঃ চঃ

---

(১) ভট্ট কহে একলে তুমি না যাইও দর্শনে।
আমার সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক সনে॥
প্রভু কহে মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব॥ চৈঃ চঃ

দিবে, যাহাতে ইহাঁর এবং এই সকল ভক্তবৃন্দের কোনরূপ কষ্ট না হয়।" গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর বাসার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। প্রভু ভক্তগণসহ সেই নির্জ্জন বাসাতে গমন করিলেন।

প্রভু শ্রীনীলাচলধামে গিয়া আত্মগোপন করিয়া কিছু দিন রহিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিয়া এবং অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া নীলাচলবাসী সর্ব্বলোকে তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিল; কিন্তু তিনি যে কি বস্তু, কি পরম তত্ত্ব,—তাহা তখন কেহ জানিতে পারিলেন না। শ্রীভগবান যদি স্বয়ং আত্ম প্রকাশ না করেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে প্রকাশ করে?

যদি তিহোঁ ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর বাসায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নিত্য যাতায়াত করেন, প্রভুও তাঁহার ভবনে মধ্যে মধ্যে শুভাগমন করেন। একদিন চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে লইয়া তাঁহার বাসায় এক নিভৃত স্থানে বসিয়া বিনীত বচনে কহিলেন,—

———"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে আমি আপন হৃদয়॥
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাঙ আমি।
উদ্দেশ্য আমার মূল, এথা আছ তুমি॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা।
তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে সর্ব্বথা॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণে প্রেমভক্তি॥
এতেকে তোমারে আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর যেরূপে আমার ভাল হয়॥
কি বিধি করিমু মুঞি থাকিব কিরূপে।
কেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসার কূপে॥
সর্ব্ব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়।"
তোমারি সে আমি ইহা জান সর্ব্বথায়॥ চৈঃ ভাঃ

কপট সন্ন্যাসীর বাক্‌পটুতা এবং শ্রীগৌরভগবানের বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিতাভিমানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসীটিকে কিছু ধর্ম্মশিক্ষা দিতে হইবে। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন —তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বর্ত্তমান দেখিতেছি, তুমি আমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রেমভক্তি দান কর"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের তর্কনিষ্ঠ মন, তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বৈদান্তিক শিরোমণি, মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের গুরু। তিনি প্রেমভক্তির নাম শুনিয়াছেন মাত্র, প্রেমভক্তি যে কি বস্তু তাহা তিনি জানেন না। কৃষ্ণপ্রেমে জীবের হৃদয়ে যে কিরূপ অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, তাহা অনুভব করিবার শক্তি তাঁহার নাই। চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরভগবানের এই চাতুরীজালে পতিত হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তিনি প্রভুকে ভক্তিযোগের জৈবধর্ম্ম শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া কহিলেন,—

————' কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বলিলাঙ আমি॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিল কভু নয়॥
বড়ই কৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে তোমারে।
সবে এক খানি করিয়াছ অব্যবহারে॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার পাশে॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে।
কাহারেও বোল হস্ত যোড় নাহি করে॥
যার পদধূলি লইতে বেদের বিহিত।
হেন জনে নমস্কারে তভু নহে ভীত॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বা বলিব সেহো নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥ চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নিকট ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি ব্যাখা করিলেন।

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল গোখরম্।
প্রবিষ্টো জীব কলয়া তত্রৈব ভগবানিতি॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান জীবরূপ অংশে সকল দেহেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া কুক্কুর চণ্ডাল, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। প্রভু নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সভারে প্রণতি॥
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি॥
শিখাসূত্র ঘুচাইয়া সভে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহা মহা ভাগ॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু একমনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব কথা শুনিতেছেন। তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইতেছে। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদিগের গুরু, পণ্ডিতাভিমানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে ভক্তিযোগের কথা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিতেছে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর প্রতি চাহিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—"সন্ন্যাস ধর্ম্মের এই এক মহৎ দোষের কথা কহিলাম। আর এক সর্ব্বনাশের কথা বলি শুন,—"এই বলিয়া তিনি অতিশয় উত্তেজিতভাবে কহিতে লাগিলেন,—

জীবের স্বভাব ধর্ম্ম ঈশ্বর ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বোলে নারায়ণ॥
গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেক রক্ষা।
যাঁহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা॥
যাঁর দাস্য লাগি শেষ অজ ভব রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় যাঁর দাসে করে।
লাজো নাহি হেন প্রভু বোলে আপনারে॥
নিদ্রা হৈলে আপনে কে ইহাও না জানে।
আপনারে নারায়ণ বোলে হেন জনে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কহে।
পিতারে যে ভক্তি করে সে সুপুত্র হয়ে॥ চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া তিনি গীতার এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

পিতামহস্য জগতো মাতাধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেবচ॥

অর্থাৎ আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্ম্মফল বিধাতা) এবং পিতামহ। আমি জ্ঞেয়, বস্তু, পবিত্র, ওঙ্কার, ঋক্, সাম এবং যজুঃ।

ইহার পর গীতার আর একটি শ্লোক পাঠ করিয়া তিনি প্রভুকে গীতোক্ত সন্ন্যাস লক্ষণ বুঝাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসীচ যোগীচ ন নিরগ্নির্ণচাক্রিয়ঃ॥

অর্থাৎ স্বর্গাদি কর্ম্মফলের কামনা না করিয়া যিনি শাস্ত্রবিহিত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং তিনিই যথার্থ যোগী; অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্মপরিত্যাগী, যতিবেশধারী সন্ন্যাসী নহেন, আর শরীর ধর্ম্ম পরিত্যাগীও যোগী নহেন।

প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আবেগভরে কহিতে লাগিলেন,—

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ ভজন।
তাহারে সে বলি যোগী সন্ন্যাসী লক্ষণ॥
বিষ্ণুক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইলে।
কিছু নহে——সাক্ষাতে এই বেদে বোলে। চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন।

তৎকর্ম্ম পরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ॥

অর্থাৎ যাহা শ্রীহরির সন্তোষ সম্পাদন করে, তাহাই কর্ম্ম। যাহা দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয়, তাহাই বিদ্যা। কেন না শ্রীহরি দেহধারী মাত্রেরই আত্মা ও ঈশ্বর, যেহেতু তিনি স্বয়ং বা স্বতন্ত্ররূপে সকলেরই কারণ স্বরূপ।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অধিকতর উত্তেজনার সহিত কহিতে লাগিলেন,—

তাহারে যে বলি ধর্ম্ম কর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরের যে প্রীতি জন্মে সম্মত সভার॥
তাহারে যে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ পাদপদ্মেতে করায় স্থির মন॥
সভার জীবন কৃষ্ণ জনক সভার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণে প্রেমানন্দে পুলকিতাঙ্গ হইলেন। তাঁহার কমলনয়নদ্বয় দিয়া দরদরিত পুলকাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি প্রেমবিস্ফারিত লোচনে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—"ভট্টাচার্য্য! আপনার মুখে কৃষ্ণভক্তি প্রসঙ্গের কথা শুনিয়া আমার বড়ই মধুর লাগিতেছে। আপনি আরও কিছু বলুন, শুনিয়া আমার পিপাসিত কর্ণ শীতল করি।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কৃপায় আজি মহাশক্তিশালী হইয়াছেন। তিনি প্রেমাবেগে পুনরায় প্রভুকে কহিতে লাগিলেন, "আমি যাহা বলিলাম, আপনি যদি বলেন ইহা শঙ্করাচার্য্যের মত নহে, তাহার উত্তরে আমি বলি তাঁহার অভিপ্রায়,—জীব শ্রীভগবানের দাস, শ্রীভগবানের সহিত জীবের দাস সম্বন্ধ, শ্রীভগবানের দাসত্ব করাই জীবের ধর্ম্ম, একথা শঙ্করাচার্য্য নিজমুখে বলিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি শঙ্করাচার্য্যের কৃত ষট্‌পদী স্তোত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে বুঝাইলেন।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকী নস্তম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

অর্থাৎ জগতে ও তোমাতে ভেদ না থাকিলেও নাথ! আমি জানি, আমি তোমারই অধীন, আমি তোমা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ, তুমি আমার নিকট হইতে সঞ্জাত হও নাই। তরঙ্গ ও তরঙ্গময় সমুদ্রে পরস্পর পার্থক্য না থাকিলেও, ইহা সুনিশ্চিত যে তরঙ্গই সমুদ্রের, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের নহে।

শঙ্করাচার্য্যের শ্লোকের এই অভিপ্রায়। ইহা না বুঝিয়া লোকে মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী কেন হয়, তাহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, একথা তিনি প্রভুকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাবতে—

সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ।
বলিবেক প্রেমভক্তি যোগে অনুক্ষণ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥

এই বলিয়া তিনি প্রভুকে সস্নেহে কহিলেন,—

অতএব তোমারে যে কহিলাম আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥
যদি কৃষ্ণ ভক্তিযোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখাসূত্র ত্যাগে কোন্ লভ্য আর॥
যদি বোল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাঁরাও করিয়াছেন শিখাসূত্র ত্যাগ॥
তথাপিও তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এসময়ে কোনমতে নাই অধিকার॥
সে সব মহান্তগণ ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম্যরস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥
যৌবন প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইল সন্ন্যাসের অধিকার॥
পরমার্থে সন্ন্যাসী কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে॥
যোগেন্দ্রাদি সভের যে দুর্ল্লভ প্রসাদ।
তবে কেন করিয়াছ এমন প্রমাদ॥" চৈঃ ভাঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে প্রকৃত কথাই বলিলেন। তিনি প্রভু অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, গ্রাম সম্পর্কে প্রভু তাঁহার স্নেহভাজন পুত্রতুল্য। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তিনি প্রভুকে বুঝাইলেন, তাঁহার এই নবীন বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করা কোন মতেই সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে ভক্তিযোগের তত্ত্বকথা শুনিয়া প্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিনয় বচনে কহিলেন,—

——————"শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।

কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইলুঁ শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভুর এই দৈন্যোক্তিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মন অধিকতর দ্রব হইল। তিনি কপট সন্ন্যাসী চতুরচূড়ামণি শ্রীগৌরভগবানের বাক্‌চাতুরী-জালে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কি করিয়া ভগবানের মায়া বুঝিবেন? চিরকাল শ্রীভগবান নিজ দাসের সঙ্গে এইরূপ লীলারঙ্গ করিয়া আসিতেছেন। প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখের প্রতি চাহিয়া মৃদুমধুর হাসিতেছেন; কিন্তু তিনি প্রভুর এই হাসির মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না।

হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়ামুগ্ধ হৈয়া॥ চৈঃ ভাঃ

কিছুক্ষণ পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন বুঝিলেন, প্রভু তাঁহাকে অতি স্তুতি করিতেছেন, তখন তাঁহার মনে কিছু লজ্জা হইল। আর বিশেষতঃ প্রভু সন্ন্যাসী, তিনি গৃহী, তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসী বন্দনীয়। এই ভাবিয়া তিনি প্রভুকে কহিলেন—

————"আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি॥
তুমি যে আমারে স্তব কর যুক্ত নহে।
ইহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়ে॥" চৈঃ ভাঃ

চতুর শিরোমণি প্রভু, একথায় ভুলিবার পাত্র নহেন। তিনি এইরূপ লীলারঙ্গে সুনিপুন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হস্ত ধারণ করিয়া প্রভু কাতর বচনে তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি আমার প্রতি এরূপ অকরুণ হইবেন না। আমি আপনার আশ্রিত জন, সর্ব্বতোভাবে আমি আপনার চরণে স্মরণ লইয়াছি; এসকল মায়ার কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাকে আপনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করুন।" (১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একথার আর উত্তর করিতে পারিলেন না। রঙ্গিয়া প্রভুর লীলারঙ্গ বুঝা বড় কঠিন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আর কোনও উত্তর দিবার অবসর না দিয়া চতুর চূড়ামণি প্রভু তাঁহার সঙ্গে আর একটী লীলারঙ্গ করিতে বাসনা করিলেন। শ্রীভগবানের চাতুরী জাল অনন্ত। তিনি তাঁহার অনন্ত চাতুরী-জাল ভক্তগণের সমক্ষে সর্ব্বদাই বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত-ভ্রমরা শ্রীভগবানের এই চাতুরীজালে নিত্যই পতিত হইতেছে; ইহাকে বলে শ্রীভগবানের লীলারঙ্গ। এইরূপ লীলারঙ্গে তিনি দিবানিশি মগ্ন থাকেন।

প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য! আমার একটি মনের বাসনা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। আপনার মুখে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিবার ইচ্ছা আমার মনে বড় প্রবল হইয়াছে। আমার যে যে স্থানে সংশয় আছে, আপনি ভিন্ন অন্য কেহ তাহা মীমাংসা করিতে পারিবে না"। (২) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কথা শুনিয়া হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি সকল বিদ্যায় পারদর্শী। তোমার নাম আমি পূর্ব্বে শুনিয়া ছিলাম। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিতের নাম কে না শুনিয়াছে? তুমি ভাগবতের সকল অর্থই জান। তবে ভক্তি-কথার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে তোমার সংশয়জনক প্রশ্নের উত্তর আমি যথাশক্তি দিব। বল দেখি তোমার কোন্ কোন্ স্থানে সংশয় আছে?"

পূর্ব্বের কথাবার্ত্তা সকলি দুইজনে নিভৃতে বসিয়া হইতেছিল। একণে ভাগবতের শ্লোকার্থ লইয়া বিচার হইবে, তাই প্রভু বলিলেন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য! আমি সময়মত আপনার গৃহে গিয়া এবিষয়ে আমার সকল সংশয়

---

(১) প্রভু বোলে ছাড় মোরে এসকল মায়া।
সর্ব্বভাবে তোমার লইলুঁ মুক্তি ছায়া॥ চৈঃ ভাঃ

(২) প্রভু বোলে মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার শ্রীমুখে শুনিবাঙ ভাগবত॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা বই ঘুচাইব হেন নাহি আর॥ চৈঃ ভাঃ

দূর করিয়া লইব। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, আপনি গৃহে গিয়া বিশ্রাম করুন।" এই বলিয়া প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রেমালিঙ্গন দানে সে দিন বিদায় দিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে পরদিন মুকুন্দ দত্ত আসিলেন। মুকুন্দ এবং গোপীনাথ আচার্য্য দুইজন পরম বন্ধু। মধ্যে মধ্যে মুকুন্দ গোপীনাথ আচার্য্যের সঙ্গ করিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিতেন। সেই সূত্রে আজিও আসিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিতও মুকুন্দের পরিচয় হইয়াছে। সেদিন গোপীনাথ আচার্য্য ও মুকুন্দ বসিয়া আছেন, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সেখানে আসিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুন্দ! তোমাদের এই নবীন সন্ন্যাসীটি দেখিতে বড় সুন্দর। তাঁহার স্বভাবটি অতিশয় মধুর। তাঁহাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত আমার মনে বড় আনন্দ হইয়াছে। ইনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী? ইঁহার নাম কি? ইঁহার গুরু কে? আমি জানিতে ইচ্ছা করি"। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথার উত্তর দিলেন "ইঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। পূজ্যপাদ কেশব ভারতী ঠাকুর ইঁহার সন্ন্যাস গুরু"। ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "ইঁহার নামটি অতি সুন্দর অতি উত্তম। কিন্তু ইনি যে সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা উত্তম নহে, মধ্যম"। (১)

গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর একান্ত ভক্ত। প্রভুকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি নিজ মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! ইনি বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়া ইচ্ছা করিয়া ভারতী সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা নাই। (২)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এ সম্বন্ধে আর কোন কথা না কহিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নবীন বয়সের এই সন্ন্যাসীটি গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার পূর্ণ যৌবন। কি প্রকারে ইঁহার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা হইবে? আমি ইঁহাকে নিরন্তর বেদান্ত শুনাইব এবং বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিব। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, পুনরায় যোগপট্টদিয়া সংস্কার করিয়া ইঁহাকে উত্তম সম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া লইব।" (১)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ ও গোপীনাথ আচার্য্য উভয়েই বড় দুঃখিত হইলেন। কারণ প্রভু যে কি বস্তু,—তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি। তিনি তাঁহার শ্যালকের এই পাণ্ডিত্যাভিমানসূচক কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—

"ভট্টাচার্য্য! তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহ পরম ঈশ্বর।
অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে,—বিজ্ঞের গোচর॥ চৈঃ চঃ

তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী মহাপুরুষই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তুমি ইঁহার মহিমা কি বুঝিবে? অজ্ঞ লোকের নিকট শ্রীভগবান গোচরীভূত

(১) সার্ব্বভৌম কহে ইঁহার নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম॥ চৈঃ চঃ
(২) গোপীনাথ কহে ইঁহার বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায়েতে উপেক্ষা। ঐ

(১) ভট্টাচার্য্য কহে ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈতমার্গে * প্রবেশ করাইব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট † দিয়া।
সংস্কার করিবে উত্তম সম্প্রদায়ে আনিয়া॥ চৈঃ চঃ

* "বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে"—বৈরাগ্য=প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি। অদ্বৈতমার্গ=শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রদর্শিত জীবব্রহ্মের একতা এবং তদিতরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মতবিশেষ।

† যোগপট্ট=সন্ন্যাসীদিগের যে বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ জানু বন্ধন হয় তল্লক্ষণম্—

পৃষ্ঠজান্বো সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্।
পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধস্তু তিষ্ঠেত্তৎ যোগপট্টকম্॥

পৃষ্ঠ ও জানু বলয়ের ন্যায় দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টন করিয়া যে বস্ত্র ঊর্দ্ধে থাকে তাহার নাম যোগপট্ট।

হন নাই। বিজ্ঞ লোকেই তাঁহাকে জানিতে পারে। এই মহাপুরুষের লক্ষণ দেখিলেই ইহাঁকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রতীত হয়।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্যগণ সেখানে সকলেই ছিলেন। তাঁহারাও এই কথা শুনিলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। মানুষকে ভগবান বলায় তাঁহাদের মনে বিষম সন্দেহ হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শিষ্যগণ গোপীনাথ আচার্য্যকে চাপিয়া ধরিলেন "কোন্ প্রমাণে আপনি ইহাঁকে ঈশ্বর বলেন?" গোপীনাথ আচার্য্য উত্তর করিলেন "বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ইহাঁতে ঈশ্বরের সকল লক্ষণই দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া, ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়াছেন।" শিষ্যগণ আচার্য্যের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—"ঈশ্বরতত্ত্ব অনুমানসাধ্য।" (১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের মতে মত দিলেন। ইহা শুনিয়া গোপীনাথ আচার্য্যের মনে অধিকতর দুঃখ ও ক্রোধের উদয় হইল। তিনি প্রথমে শাস্ত্র প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরকে যথাযথ অনুভব অনুমানে হয় না। অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের কেবল অস্তিত্ব মাত্র অনুভূতি হইয়া থাকে; কিন্তু যথাযথ ঈশ্বরজ্ঞান কেবল ঈশ্বরের কৃপায় হয়। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন।

তথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদ লেশানুগৃহীতএব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

অর্থ। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেব! তোমার চরণ কমলদ্বয়ের প্রসাদলেশানুগৃহীত ব্যক্তি তোমার মহিমার তত্ত্ব অবগত হন; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্রবিচার করিয়া তোমাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তোমার তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

তাহার পর গোপীনাথ আচার্য্য সক্রোধে তাঁহার বিদ্যাভিমানী শ্যালকের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

'যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে"॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার ভগ্নিপতির ক্রোধব্যঞ্জক কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই হাসিলেন। মুখে কপট ক্রোধভাব প্রকাশ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, 'আচার্য্য! তুমি সাবধানে কথা কহ। তোমাতে যে ঈশ্বরের কৃপা আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি বল দেখি শুনি"?

সার্ব্বভৌম কহে আচার্য্য কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে॥ চৈঃ চঃ

গোপীনাথ আচার্য্যও পরম পণ্ডিত। তিনি উত্তর করিলেন—,"যে বস্তু যাদৃশ, তদ্বিষয়ে তাদৃশ জ্ঞানের নাম বস্তুতত্ত্বজ্ঞান। যেমন রজ্জুকে রজ্জুরূপে জ্ঞান, শুক্তিকে শুক্তিরূপে জ্ঞান প্রভৃতি। কিন্তু রজ্জুকে সর্প বলিয়া এবং শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞান বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞান নহে। শ্রীভগবানের কৃপাতে বস্তুতত্ত্বজ্ঞান প্রমাণিত হয়। তিনি যাঁহাকে নিজ কৃপা দ্বারা স্বস্বরূপ দেখাইবেন তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুবিষয় ব্যতিত অন্য বিষয় অবলম্বনে বস্তুজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কৃপা ব্যতিত তাঁহার দর্শন বা বস্তুজ্ঞান হয় না। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপাভিক্ষু হইয়াছেন। ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন না। এই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী মহাপুরুষকে তুমি দেখিয়াছ,ইহার শরীরে ঈশ্বরের সর্ব্ববিধ লক্ষণসকল পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। তুমি ইহাঁকে মহা প্রেমাবেশবিহ্বল অবস্থায় দেখিয়াছ, তবুও তোমার মনে ইহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই, ইহা তোমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য। ইহা-

---

(১) শিষ্যগণ কহে ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে।
আচার্য্য কহে বিজ্ঞমত ঈশ্বর লক্ষণে॥
শিষ্যগণ কহে ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে॥ চৈঃ চঃ

কেহ শ্রীভগবানের মায়া বলে। ভক্তিবহির্ম্মুখ জন ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না" । (১) সার্ব্বভৌম ভাচট্টার্য্য এবার আর তাঁহার হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হাসিয়া ভগ্নিপতিকে কহিলেন—

ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্টে কহি কিছু না লইও দোষ॥
মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞি।
এই কলিযুগে বিষ্ণু অবতার নাই॥
অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু নাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান" ॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্পষ্টই বলিলেন "কলিযুগে বিষ্ণুর অবতার নাই. অতএব তোমার চৈতন্য গোসাঞি ঈশ্বর হইতে পারেন না। তিনি পরম ভক্ত, মহাভাগবত,—এই মাত্র জানিও"।

গোপীনাথ আচার্য্য গৌরাঙ্গগত-প্রাণ; প্রভুর ভগবত্তায় তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। বিদ্যাভিমানী শ্যালকের কথা শুনিয়া তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তাঁহারও শাস্ত্রজ্ঞান শ্যালক অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে। তিনি দুঃখিত হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন,—"ভট্টাচার্য্য! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর; কিন্তু তুমি ভাগবত এবং মহাভারত এই দুই প্রধান শাস্ত্রে এবিষয়ে কি লিখিত আছে তাহা তুমি জান না, ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি তোমাকে এই দুই শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কলিযুগের অবতার বিষয়ে প্রমাণ দিতেছি শুন। কলিযুগে শ্রীভগবান লীলাবতার গ্রহণ করেন না, এই জন্যই তাঁহার নাম ত্রিযুগ। কলিযুগে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অবতার। প্রতি যুগেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যুগাবতার গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হন। তোমার মন অতিশয় তর্কনিষ্ঠ। তাই তুমি এসকল তত্ত্ববিচারে অপারগ" (১)। এই বলিয়া গোপীনাথ আচার্য্য ভাগবতীয় ও মহাভারতীয় শ্লোক কয়টি আবৃত্তি করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শুনাইলেন। এই শ্লোক কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১)।

গোপীনাথ আচার্য্য মনে বড় দুঃখিত হইয়াছেন রাগও হইয়াছে। তিনি আর এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করিলেন না। তিনি তাঁহার পণ্ডিতাভিমানী শ্যালককে কহিলেন—

"তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপন॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হইবে।
এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ।
ইহার কি দোষ এই মায়ার প্রসাদ" ॥ চৈঃ চঃ

---

(১) আচার্য্য কহে বস্তুবিষয়ে বস্তুজ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ॥
ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর লক্ষণ।
মহা প্রেমাবেশে তুমি পাঞাছ দর্শন॥
তবুত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়ার এই বলি ব্যবহার॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।" চৈঃ চঃ

(১) শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে॥
ভাগবত ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার।
তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার॥
কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান।
অতএব ত্রিযুগ করি কহি তাঁর নাম॥
প্রতি যুগে করেন কৃষ্ণ যুগ অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার॥ চৈঃ চঃ

(১) আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৯ নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং।
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৫। জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং।
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥
মহাভারতে দানধর্ম্মে নবতিতম শ্লোকঃ।

এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত দুইটি ভাগবতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন।

(১) যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনা বৈ বিবাদসংবাদভুবোভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈনমোহনন্ত গুণায় ভূম্নে॥
শ্রীমদ্ভাগবত ৬। ৪। ১৬

(২) যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটম্॥
শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২২।৩

১ম শ্লোকার্থ। দক্ষ প্রজাপতি শ্রীভগবানকে বলিতেছেন,—যাঁহার শক্তি অর্থাৎ মায়াবৃত্তি সকল তর্কনিষ্ঠবাদি প্রতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তির হেতু হয়, এবং যাহা তাঁহাদিগের বারম্বার আত্ম মোহ করে, সেই অনন্ত গুণসম্পন্ন এবং অপরিচ্ছিন্নিত ও মহামহিমান্বিত ভগবানকে আমি প্রণাম করি।

২য় শ্লোকার্থ। শ্রীভগবান উদ্ধবকে কহিলেন "হে উদ্ধব! ব্রাহ্মণগণ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত নহে। যেহেতু সর্ব্বত্রই সকল তত্ত্ব অন্তর্ভূত আছে, আমার মায়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নহে।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই শ্লোকদ্বয়ও শুনিলেন। ভগ্নিপতির সহিত আর বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া তিনি হাসিয়া কহিলেন "আচার্য্য! এক্ষণে তুমি চৈতন্য গোসাঞির নিকট গিয়া আমার নামে তাঁহাকে স্বগণসহ আমার গৃহে আজি ভিক্ষা করিবার নিমন্ত্রণ করিয়া এস। আর অগ্রে জগন্নাথদেবের প্রসাদ আনিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা করাও, পরে আমাকে এইসকল শিক্ষা দিও, (১) আজ এই পর্য্যন্ত। শ্যালক-ভগ্নিপতিতে এইরূপে হাস্য পরিহাস নিন্দা ও স্তুতি বাক্যে সে দিন তখন উভয়ে উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মুকুন্দ সর্ব্বক্ষণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সকল কথাই শুনিলেন। গোপীনাথ আচার্য্যের সিদ্ধান্তে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন; কিন্তু সার্ব্বভৌমের কথায় তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। তাঁহাকে তিনি কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। দুই জনে একত্রে প্রভুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নামে গোপীনাথ আচার্য্য প্রথমে প্রভুকে স্বগণসহ তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলে দুই জনে মিলিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সকল কথাই প্রভুকে বলিলেন এবং তাঁহার নিন্দাবাদ করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন—

——————"ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ॥
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন কি দোষ ইহাতে॥" চৈঃ চঃ

মুকুন্দ এবং গোপীনাথ আচার্য্য আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

সে দিন প্রভু সার্ব্বভৌম-ভবনে ভক্তগণসহ ভিক্ষা করিলেন। ভোজনান্তে যখন প্রভু নিজ আশ্রমে বিশ্রাম করিতে গেলেন, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মনে মনে ভাবিলেন "এই সন্ন্যাসীটির মহাবংশে জন্ম, ইনি সুপণ্ডিত। নবীন বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নৃত্যকীর্ত্তন নহে। ইঁহাকে বেদান্ত পড়াইতে হইবে। জগন্নাথ যতবার ভোজন করেন, ইনিও ততবার ভোজন করেন। যৌবন কালে এত ভোজন করিলে ইঁহার কামনিবৃত্তি কি করিয়া হইবে? নবীন বয়সে ইনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, গৃহে সুন্দরী ভার্য্যা বর্ত্তমান, গৃহসংসার সর্ব্বদাই ইঁহার মনে পড়ে তাই 'রাধা রাধা" বলিয়া কান্দেন। এই নবীনসন্ন্যাসী বড়ই বিপাকে পড়িয়াছেন। ইঁহাকে পুনরায় সংস্কার করিয়া আশ্রমাচার

---

(১) তবে ভট্টাচার্য্য কহে যাহ গোসাঞির স্থানে।
আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে॥
প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আমারে আসি করাইও শিক্ষা॥ চৈঃ চঃ

শিক্ষা দিতে হইবে"। (১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার মনের ভাব গোপনে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং ছাত্রগণের সম্মুখে তিনি তাঁহার এই মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সকলেই তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু নিজ বাসায় ভক্তগণসঙ্গে কৃষ্ণ-কথা-রঙ্গরসে মত্ত ছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার বদনকমলে হাসি দেখা দিল। সে হাসিতে যেন অমৃতের উৎস উথলিয়া উঠিল। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরভগবান সার্ব্বভৌমের মনভাব বুঝিতে পারিয়া নিজজনসঙ্গে তিনি যেখানে বসিয়া ছাত্রগণকে বেদান্ত পড়াইতেছিলেন, সেই স্থানে গিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চমকিত হইয়া সসম্মানে তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন। প্রভু দিব্যাসনে বসিয়া অতিশয় বিনীতভাবে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন —

"তুমি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান।
অন্তর পুড়িছে তার কহত বিধান॥
সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম্ম না বুঝিয়ে আমি।
সন্ন্যাস করিল বিধি বিচারহ তুমি॥
তুমি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা বেদান্ত বাখান।
কি বিধান আছে কিছু পড়াহ এখন॥
তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
কি বিধান আছে পুন উপবীত কর্ম্ম॥
জগন্নাথ-প্রসাদে মত্ত করাইল মোরে।
কাম শান্তি করিবারে নারি যুবা কালে॥
ঘর মনে পড়ে তেঞি কাঁন্দি রাধা বলি॥
কীর্ত্তনের মাঝে তেঞি করিয়ে বিকলি। চৈঃ মঃ

প্রভুর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন॥ তাঁহার মনে বিষম লজ্জা হইল; তিনি বিশেষ অপ্রতিভ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "কি আশ্চর্য্য! আমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শিষ্যগণ সমক্ষে ইঁহার সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছি, এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী ঠিক সেই সেই কথাই আমাকে বলিলেন। ইনি নিজ বাসায় ছিলেন, আমি আমার গৃহে বসিয়া ইঁহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, তাহা ইনি কি করিয়া জানিলেন? এপর্য্যন্ত এখান হইতে কেহ উঠিয়া যান নাই, তবে কে তাঁহাকে এসকল কথা বলিল? ইনি কি অন্ত-র্য্যামী? ইনি কি মানুষ নহেন?" (১) তিনি লজ্জায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া প্রভুকে আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া সবিনয়ে মধুর বচনে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! আপনি বেদান্ত পাঠ করুন, আমি শ্রবণ করি। আমার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিন"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন, প্রভু নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। তিনি শঙ্কর ভাষ্য বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, প্রভু নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া যান, আর মনে মনে হাসেন, কোন কথাই বলেন না। এইরূপে সাত দিন প্রভু সার্ব্ব-ভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা শুনিলেন।

---

(১) মহা বংশে জন্ম স্বামী সুপণ্ডিত হন।
তরুণ বয়সে নহে সন্ন্যাস করণ॥
এ সময়ে অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
না বুঝিয়া কৈল বিপ্র এত বড় কর্ম্ম॥
পুনরপি সংস্কার করু আপনায়।
বেদান্ত পড়িয়া করু আশ্রম আচার॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে কীর্ত্তন নর্ত্তন।
বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবণ॥
জগন্নাথ যতবার করয়ে ভোজন।
ততবার সন্ন্যাসী যে করয়ে ভক্ষণ॥
যুবাকালে এত ভক্ষণ যে জন করয়।
তার কাম নিবৃত্তি বা কোন উপায়ে হয়।
ঘর মনে পড়ে তেঞি রাধা বলি কান্দে।
বিপাকে পড়িল স্বামী সন্ন্যাসের ফান্দে॥ চৈঃ মঃ

(১) এ বোল শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে সঙ্কোচ মহা গুণয়ে আশ্চর্য্য॥
এখনি কহিল কথা নিজ শিষ্য সনে।
এ সকল কথা স্বামী জানিল কেমনে॥
মনে অনুমান করে লজ্জায় পীড়িত।
কিছু না কহিল হিয়ায় রহিল বিস্মিত॥ চৈঃ মঃ

অষ্টম দিনের দিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি সাতদিন আমার নিকট বেদান্ত শুনিতেছ,—ভাল মন্দ কিছুই বল না, কেবল মৌনী হইয়া থাক; তুমি অর্থ বুঝিতে পার কি না তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তোমার অভিপ্রায় কি বল দেখি? (১)" প্রভু ইহা শুনিয়া অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—

———"মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি॥" চৈঃ চঃ

এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"তোমার যদি এরূপ জ্ঞান থাকে, তবে বুঝিবার জন্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কর না কেন? তুমি মৌনী হইয়া রহিলে তোমার মনে কি আছে, আমি কি করিয়া বুঝিব?" এই কথা শুনিয়া প্রভু বিনীতভাবে যাহা কহিলেন, তাহা পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রবণ করুন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে——

প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥
উপনিষদ্ শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য ব্যাস সূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেইত প্রমাণ॥
জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহা পবিত্র হয়॥
স্বতঃ প্রমান বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃ প্রামাণ্য হানি হয়ে॥
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন॥
বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁকে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥ (১)

তথাহি হয় শীর্ষ পঞ্চরাত্রে———

যা যা শ্রুতির্জ্জল্পতি নির্ব্বিশেষংসা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

(১) অষ্টম দিবসে তারে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।
ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।
বুঝ কিনা বুঝ ইহা জানিতে না পারি॥ চৈঃ চঃ

(১) অর্থাৎ উপনিষদবাক্য সমূহের যে মুখ্য অর্থ মহামতি বেদব্যাস তাহারই নিজকৃত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। সেই মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের অভিধাবৃত্তি ছাড়িয়া যে লক্ষণকরা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও শব্দ এই প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রুতিপ্রমাণ অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ সকলের প্রধান। শ্রুতি বাক্যের যে মুখ্যার্থ তাহাই প্রমাণ। দেখ, পশুদিগের অস্থি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শঙ্খ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক বাক্যের লঙ্ঘন করিতে গেলে, তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃ প্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাস-সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মায়াবাদীগণ স্বকল্পিত ভাষ্যরূপ মেঘ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে, বেদে এবং তদনুগত পুরাণ সমূহে এক মাত্র ব্রহ্মকে নিরূপণ করিয়াছে। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব ধর্ম্ম বশতঃ ঈশ্বর লক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।
অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান বাহু হৈতে যবে কৈল মন।*
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন।
সেকালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন নয়ন।
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র মন॥
ব্রহ্মশব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ ব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

অর্থ। নন্দগোপ ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্র রূপে প্রকট হইয়াছেন।

অপাণিপাদ শ্রুতিবর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতিবচন সমূহে ব্রহ্মে বিশেষত্বই নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু মুখ্য অভিধা বৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা মায়াবাদী নির্ব্বিশেষে মতবাদ স্থাপন করেন। লক্ষণাসিদ্ধ নির্ব্বিশেষত্ব ও বিশেষবাদের অন্যতম একটি পরিচয় মাত্র। উহার উদ্দেশ্য জড়বিশেষ হইতে পার্থক্য স্থাপন মাত্র।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।
যা যা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তিঃ সা বেষ্টিতানৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপ নখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রসংজ্ঞিতা।
সর্ব্ব ভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ (১)

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে,—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ (২)

সৎচিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি।

তাঁহার সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই বৃহৎ ব্রহ্মবস্তু স্বয়ং ভগবান হইয়া পড়ে। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর ইহাঁর ভগবত্তত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান সর্ব্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তাহা নিত্য সবিশেষ। তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। সে সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া বলে, তাহারা কেবল প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষ স্থাপন করে।

(১) শ্লোকার্থ। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা পরা, অবিদ্যা অপরা ও কর্ম্মসংজ্ঞ তৃতীয়া। হে রাজন্! সর্ব্বগা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি অবিদ্যা কর্তৃক আবৃত হইয়া অখিল সংসার তাপ প্রাপ্ত হয়। হে ভূপাল! অবিদ্যা কর্তৃক আবরণ নিমিত্ত জীবশক্তি সর্ব্বভূতে তারতম্যরূপে বর্ত্তমান আছে। বস্তুতঃ জীবগণের অণুচৈতন্য স্বরূপতা নিমিত্ত তারতম্য নাই।

(২) শ্লোকার্থ। হে ভগবান! হ্লাদিনী সন্ধিনী এবং সম্বিৎ এই তিন মুখ্য অব্যভিচারিণী স্বরূপ ভূতশক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং তদুভয় মিশ্রা রাজসী এই ত্রিগুণবর্জ্জিত তোমাতে অবস্থিত করিতে পারে না।

ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস॥
মায়াধীশ, মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (১)
গীতা ৭।৫

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্ব গুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেইত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥ (২)
পরিণামবাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অধিকার॥

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥ (১)
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগত যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র হয়॥
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য॥

এই ভাবে প্রভু শঙ্করাচার্য্যের কৃত বেদান্ত ভাষ্য তাঁহার নিজ সঙ্কল্পিত মত বলিয়া তাহাতে শত শত দোষ দেখাইলেন, নানা শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া নিজমত সমর্থন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু তাঁহার সহিত তর্ক করিতে ছাড়িলেন না। তিনি পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়া সাধ্যানুসারে প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া প্রভুর সহিত রীতিমত তর্কযুদ্ধ করিলেন। স্বরস্বতীপতি শ্রীগৌর ভগবান তাঁহার সকল মতই খণ্ডন করিয়া নিজমত স্থাপন করিলেন (২)। সর্ব্বশেষে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিলেন "শ্রীভগবান,—সম্বন্ধ,—ভক্তি,—অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন; বেদে এই তিন বস্তুর কথাই লিখিত আছে। আর যিনি যাহা কিছু বলিবেন, সকলি কল্পনা মাত্র। বেদবাক্য স্বতঃ প্রামাণ্য। ইহাতে লক্ষণার প্রয়োজন করে না। শঙ্করাচার্য্যের কোন দোষ নাই।

(১) শ্লোকার্থ। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন "হে মহাবাহো! পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা। তাহা হইতে ভিন্ন আর একটি আমার জীবভূত প্রকৃতি (শক্তি) আছে যাহাতে এই জগত ধারণ করিয়া আছে।

(২) ব্যাসদেব কৃত ব্রহ্মসূত্রে শুদ্ধ ভক্তিবাদ আছে। মায়াবাদী আচার্য্য সেই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে পরব্রহ্মের চিন্ময় বিগ্রহ অস্বীকৃত হইয়াছে, এবং জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক সত্তাও অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ ভক্তি-তত্ত্বের অত্যন্ত বিরোধী ভাব। এরূপ ভাষ্য আলোচনা করিলে বা শুনিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়, কারণ জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ বাঞ্ছারূপে যে দুরাশা, তাহাতে হৃদয়ে অভিমানের সৃষ্টি হয় এবং এই অভিমানে শুদ্ধাভক্তি নাশ হয়। ইহার ফলে ঈশ্বরে অমান্য করা হয়। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত।

(১) পরিণামবাদ মানিলে ঈশ্বর বিকারী হইবেন, এবং ব্যাসদেবকে তখন ভ্রান্ত বলিতে হইবে, এই বলিয়া সূত্রের মুখ্যার্থে দোষ দিয়া গৌণার্থ করতঃ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রারম্ভে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের উত্তরে প্রথমেই জন্মাদ্যস্য যতঃ সূত্র। এই সূত্র পরিণামবাদ উদ্দেশ্যে লিখিত। শঙ্করাচার্য্য এই পরিণামবাদ গ্রহণ না করিয়া কাল্পনিক যুক্তি বিস্তার পূর্ব্বক বেদের অংশবিশেষে লিখিত অন্য তাৎপর্য্যজ্ঞাপক বিবর্ত্তবাদই সত্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

(২) এই মত কল্পনা-ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব পক্ষ অপার করিল॥
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল।
সব খণ্ডি প্রভু নিজমত যে স্থাপিল॥ চৈঃ চঃ

ঈশ্বরাজ্ঞাতেই কল্পনা করিয়া এই নাস্তিক শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন (১)। এই কথার প্রমান স্বরূপ প্রভু দুইটি প্রাচীন শাস্ত্রীয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। এই দুইটি শ্লোকই পদ্ম পুরাণের। উহা নিম্নে লিখিত হইল।

১। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তঞ্চ জনান মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ (২)

২। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিণা॥ (৩)

প্রভুর শ্রীমুখে এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বকথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরম বিস্মিত হইলেন, এবং সভাস্থ সকল লোক স্তম্ভিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির হইল না। তিনি জড়বৎ স্তম্ভিত হইয়া প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "ইনি কি মানুষ?"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সভায় যত পণ্ডিত ও শিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন সকলেই প্রভুর শ্রীমুখে জগদ্বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য মহারাজের ভাষ্য সম্বন্ধে এই অদ্ভুত এবং অভিনব কথা শুনিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী এই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব সাহস ও অসীম বিদ্যাবত্তার প্রভূত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এত কাল পর্য্যন্ত শঙ্কর-ভাষ্যের এরূপ দোষ দর্শন, কেহ কখন করেন নাই। প্রভুর শ্রীমুখেই তাঁহারা এই সর্ব্ব প্রথম নূতন কথা, নব ব্যাখ্যা শুনিলেন। তাঁহাদিগের মনের মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগতবিখ্যাত পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ,—তাঁহাদের শিক্ষা গুরু, তাঁহাকে নীরব দেখিয়া শিষ্যগণ বুঝিলেন, এই নবীন সন্ন্যাসীর মত অখণ্ডনীয়। এরূপ শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ তর্কযুদ্ধ, এবং এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারপ্রণালী কেহ কখন ইতিপূর্ব্বে শুনেন নাই। নীলাচলে যখন এইকথা রাষ্ট্র হইল, সর্ব্বত্র হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

প্রভু দেখিলেন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একেবারে নির্ব্বাক হইয়াছেন। তাঁহার আর কথা বলিবার শক্তি নাই। তিনি তখন আসন হইতে উঠিয়া নিকটে গিয়া মৃদু মধুর বচনে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আমার কথায় বিস্মিত হইবেন না। শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। আত্মারাম মুনিগণ পর্য্যন্ত পরম পুরুষ ঈশ্বরের ভজনা করেন। শ্রীভগবানের গুণের এইরূপ অচিন্ত্য শক্তি।" (১) এই বলিয়া প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে বসাইলেন। উভয়ে যখন পুনরায় একত্র হইলেন, তখন প্রভু মধুর হাসিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এখন অন্য কথা থাকুক। আপনার নিকট আমার ভাগবত শুনিবার বড় বাসনা ছিল। একথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি। ভাগবতের এই শ্লোকটি আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট অদ্য ব্যাখ্যা করুন। আমি শুনিয়া কৃতার্থ হই।" এই বলিয়া প্রভু নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন।

---

(১) ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কহে॥
আর যে যে কিছু কহে সকল কল্পনা।
স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্য না করে লক্ষণা॥
আচার্য্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা কৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥ চৈঃ চঃ

(২) শ্লোকার্থ। ভগবান কহিলেন হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত তন্ত্র-দ্বারা মনুষ্য সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর। তাহার দ্বারা এই সৃষ্টি রক্ষা হইবে।

(৩) মহাদেব কহিলেন হে দেবি! মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র যাহাকে সজ্জনে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র বলেন আমিই ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিধান করিয়াছি॥

(১) শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়।
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥ চৈঃ চঃ

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (১)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রভুর কৃপায় এতক্ষণে বাঙ্‌-নিষ্পত্তি হইল। তিনি প্রভুকে সসম্মানে কহিলেন,—"এই শ্লোকের ব্যাখ্যা তুমি কর, আমি শুনি। তোমার শ্রীমুখে এই অপূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে॥" চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌর ভগবান মধুর হাসিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি অগ্রে ইহার ব্যাখ্যা করুন, পরে আমি যাহা কিছু জানি নিবেদন করিব (২)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আর কোনও কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি,—সরস্বতীর বরপুত্র, কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীটি সরস্বতী-পতি। বিদ্যাভিমানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা এখনও বুঝিতে পারেন নাই; প্রভু যে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি নানারূপ তর্কযুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই "আত্মারাম" শ্লোকের নয় প্রকার (৩) ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—

ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়॥" চৈঃ চঃ

অর্থাৎ প্রভু কহিলেন,—"তুমি যাহা ব্যাখ্যা করিলে, সকলি সত্য, সকলি উত্তম, এই ব্যাখ্যায় তোমার পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইল একথা যথার্থ; কিন্তু এই শ্লোকের অভিপ্রায় অন্যবিধ আছে, তাহা তুমি কিছু বলিলে না।" প্রভুর এই কথা শুনিয়া অতিশয় আগ্রহ সহকারে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে এই শ্লোকের অন্যবিধ অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে প্রভু বিশ্লেষণ করিয়া এই ভাগবতীয় উত্তম শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত নববিধ ব্যাখার একটিও তিনি স্পর্শ করিলেন না। তিনি নিজ অভিমতে এই পুণ্য শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন।

প্রথমে প্রভু শ্লোকেটির অন্বয় করিলেন। পরে উহার একাদশটি পদ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে প্রতি পদের অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। "আত্মারাম" শ্লোকের প্রভুকৃত এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত "আত্মারাম" শ্লোকের অষ্টাদশপ্রকার ব্যাখ্যা।

এই শ্লোকে একাদশটি পদ আছে। যথা (১) আত্মারামঃ (২) চ (৩) মুনয়ঃ (৪) নির্গ্রন্থাঃ (৫) অপি (৬) উরুক্রমে (৭) কুর্ব্বন্তি (৮) অহৈতুকীং (৯) ভক্তিং (১০) ইত্থম্ভূতগুণঃ (১১) হরিঃ।

আত্মা শব্দে—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন। এই সাতটিতে যাঁহারা রমণ (অবস্থান) করেন, তাঁহারাই আত্মারাম পদবাচ্য। মুনি শব্দে—মননশীল, তপস্বী, ব্রতী, যতি, ঋষি, মুনি ও মৌনী। নির্গ্রন্থশব্দে—অবিদ্যাদি মায়া গ্রন্থিহীন, বিধি, নিষেধ, জ্ঞান শাস্ত্রাদি হীন। মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, ধনসঞ্চয়ী, বেদশাস্ত্রে জ্ঞানহীন,

---

(১) শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং। অর্থ। আত্মারূপ মুনিগণ নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করেন, এমনি হরির গুণ। অর্থাৎ যাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত বা যাঁহাদিগের অহঙ্কার-গ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মারাম মুনিঋষিগণও অমিত পরাক্রম ভগবানে ফলকামনাশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কেন না শ্রীহরির গুণই এইরূপ।

(২) শুনি ভট্টাচার্য্য কহে শুন মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ মোর শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥
প্রভু কহে তুমি অর্থ কর তাহা শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥

(৩) দুঃখের বিষয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত এই শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যার বিশেষ বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ দেখি নাই। গ্রন্থকার।

শাস্ত্রহীন, নির্ধন ও নিগ্রন্থ প্রভৃতি দ্বাদশজনকে বুঝায়। তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

নির্ণিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্ণির্ম্মাণ নিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহ নেপি চ॥

নিঃ শব্দ—নিশ্চয়ার্থে ক্রমার্থে, নির্ম্মাণার্থে এবং নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়। আর গ্রন্থ শব্দ,—ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণসংগ্রহ অর্থে প্রয়োগ হয়। উরুক্রম শব্দে—বুঝায় যাঁহার বৃহৎ ক্রম। ক্রম শব্দে পাদবিক্ষেপন বুঝায়। শক্তিশব্দে—কল্প, পরিপাটী, যুক্তি ও আক্রমণ বুঝায়।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে,—"ক্রমশক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালন কল্পয়োঃ" ক্রম শব্দে শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্পন বুঝায়। বিষ্ণু চরণ চালনা করিয়া ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছিলেন। যথা—"ইদং বিষ্ণুর্ব্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং মমূলহমস্ত পাংশুরে"। কুর্ব্বন্তি পদ পরস্মৈপদী; যেহেতু ভজনের তাৎপর্য্য, কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত, অর্থাৎ ভজন-ফল ভগবানের হস্তে সমর্পণ। তথাহি পানিনি:—"স্বরিত ঞিতঃ কর্ত্তরভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে"। অর্থাৎ উভয়পদী ধাতুর স্বরিতস্বর ও "ঞ" ইৎ হইলে ক্রিয়া ফল যদি কর্ত্তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই সকল ধাতু আত্মনেপদী হইবে। হৈতু শব্দে,—ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তররহিত। অর্থাৎ ভুক্তির অনন্ত ভোগ,—মুক্তির পঞ্চবিধ ভোগ এবং সিদ্ধির অষ্টবিধ ভোগের বাঞ্ছারহিত। অতএব এই সকল বাঞ্ছাহীন যাহা, তাহার নাম, অহৈতুকী। ভক্তিশব্দের অর্থ দশ প্রকার। এক, নববিধ সাধনভক্তি; অন্য প্রেমভক্তি। রতি-লক্ষণা ও প্রেম-লক্ষণা ইহার অন্তর্ভূত। এক ভাব রূপ লক্ষণা, আর প্রেমরূপ লক্ষণা। শান্ত ভক্তের রতি প্রেম পর্য্যন্ত। দাস্য ভক্তের রতি, রাগ দশা পর্য্যন্ত। সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতামাতার বাৎসল্য রতি, অনুরাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু কান্তাগণের মধুর রতি, মহাভাব পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এই সকল ভক্তি শব্দের অর্থ বলা হইল। এক্ষণে—"ইত্থম্ভূতগুণঃ" শব্দের ব্যাখা শুন। ইত্থং শব্দের ভিন্ন অর্থ। গুণ শব্দের ভিন্ন অর্থ। কিন্তু উভয় শব্দের যোগে 'ইত্থম্ভূতগুণ" শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময়। অর্থাৎ যাহার নিকট ব্রহ্মানন্দও তৃণবৎ তুচ্ছ, ইহাই তাৎপর্য্য। সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহা রসায়ন স্বরূপ কৃষ্ণ, আপনার রূপে আপনিই বিস্মিত। কৃষ্ণের এই স্বভাব, মাধুর্য্যের সার, অলৌকিক গুণসম্পন্ন এবং পূর্ণানন্দময়।

ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পাদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

গুণ শব্দে,—শ্রীকৃষ্ণের সৎচিৎ আনন্দরূপের অনন্ত গুণ, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও কারুণ্যপূর্ণ গুণে স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণও ভক্তবাৎসল্যে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ, গুণ ও অঙ্গ সৌরভে অনেকের মন আকর্ষিত হইত। যেমন শনক মুনির মন সচন্দন তুলসীর মঞ্জরীর সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াছিল। যথা:—

তস্যারবিন্দ নয়নস্য পদারবিন্দ কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেন চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষর
জুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

শুকদেবের মন শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রবণে আকর্ষিত হয়। ঈশ্বররূপী শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলা শ্রবণ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক শুকদেবও শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার লীলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। যথা:—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তম শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকর্ষিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণ বলিতেছেন—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং বতকুণ্ডলশ্রি গণ্ডস্থলাধরসুধং
হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্যবক্ষঃ শ্রিয়ৈক রমণঞ্চ
ভবাম দাস্য॥

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ! তোমার মুখমণ্ডল অলকা দ্বারা বিভূষিত, গণ্ডদ্বয়ে মকর কুণ্ডল বিরাজমান, বিম্বাধর অমৃতপূর্ণ, নেত্রদ্বয়ে সুস্মিত দৃষ্টি, বাহুদ্বয় অভয়প্রদ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর বিলাসনিকেতন। তোমার অঙ্গে এই সকল মনমুগ্ধকর রূপের সমাবেশ দেখিয়া আমরা তোমার

দাসী হইতে সংকল্প করিয়াছি।" শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণ শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী তাঁহাকে পত্র লিখিতেছেন। যথা :—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃন্বতাং তে, নির্ব্বিশ্যকর্ণবিবরৈ-
র্হরতোহঙ্গতাপং।
রূপং দিশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং, ত্বয্যচ্যুতাবিশতি
চিত্তমপত্রপং মে॥

অর্থাৎ "হে ত্রিভুবনেশ্বর! হে অঙ্গ! হে অচ্যুত! তোমার রূপ ও গুণ কর্ণদ্বয় যোগে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত তাপ বিদূরিত করে। তোমায় রূপ দর্শন করিয়া চক্ষুর সার্থকতা লাভ করি। আমার হৃদয় তোমার রূপ ও গুণাবলী শ্রবণ করিয়া নির্লজ্জভাবে তোমাতেই আসক্তি হইতেছে।" শ্রীকৃষ্ণের বংশীস্বরে লক্ষ্মীর মন আকর্ষিত হইয়াছিল, এবং সেই স্বরে মৃগ পক্ষী এবং বৃক্ষ লতাদি আকৃষ্ট হইত। যথা :—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত, সম্মোহতার্য্যচরিতান্ন
চলে ত্রিলোক্যং।
ত্রৈলক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষরূপং যদেগাদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ
পুলকান্যবিভ্রণ্॥

যশোদা ও দৈবকী মাতৃগণের মন বাৎসল্য রসে আকর্ষিত হইত। ফলতঃ "কৃষ্ণ" এই অক্ষর দ্বয়ের এমনিই মোহিনীশক্তি যে পশু, পক্ষী, চেতন, অচেতন সকলেই এই নামের গুণে আকৃষ্ট হয়। যথা কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ যিনি জগতকে আপনাব দিকে আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ।

হরি শব্দের বহু অর্থের মধ্যে দুইটি মুখ্যতম। প্রথম, জীবের সকল অমঙ্গল হরণ করেন যিনি, তিনি হরি; দ্বিতীয় প্রেম ও করুণা দান করিয়া জীবের মন প্রাণ হরণ করেন যিনি, তিনি হরি। ফলতঃ যে কেহ, যে কোন রূপে তাঁহাকে স্মরণ করুক না কেন, তিনি তাহার সমস্ত দুঃখ ও পাপ হরণ করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন যথা,—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোতেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধ বৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

হরি নামের গুণে ভক্তিবাধক অবিদ্যা নষ্ট হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম তাহা দান করে। হরিশব্দের ইহাই মুখ্যার্থ। "অপি" ও "চ" এই দুইটি অব্যয় শব্দ ইহা যেখানে যে অর্থ বর্ত্তে, সেখানে সে অর্থ করিতে হইবে। তথাপি "চ" কারের সাতটি মুখ্যার্থ আছে। তথাহি বিশ্বপ্রকাশে,—

চান্বাচয়ে সমাহারেহন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণে ব্যবধারণে॥

"চ" শব্দ দ্বারা, অন্বচয় (একতর প্রাধান্য) সমূহ, ইতরেতর যোগ, সংযোগ, যত্ন, পাদপূরণ ও অবধারণ অর্থ প্রতীত হয়। অপি শব্দেরও সাতটি মুখ্যার্থ আছে, তথাহি বিশ্বপ্রকাশে'—

অপি সম্ভাবনা প্রশ্ন শঙ্কাগর্হা সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ॥

অপি শব্দের দ্বারা সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সংযোগ উহ্যার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়া নিষ্পত্তি বুঝায়। শ্লোক মধ্যস্থ একাদশটি পদের এই বিভিন্ন অর্থ। এখন্ যাহার যে মর্ম্ম যেখানে বর্ত্তে, সেখানে সেই অর্থ প্রয়োগ করিয়া শ্লোকের যত প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহা বলিতেছি শুন। ব্রহ্ম শব্দে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর ও সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকেই বুঝায়। তথাহি বিষ্ণু পুরাণে "বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ"। যিনি বৃহত্তম ও সর্ব্বব্যাপী, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যিনি সর্ব্বব্যাপী ও মাতা, অর্থাৎ কূঠস্থ সাক্ষী, সেই শ্রীহরি পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা স্বামীতন্ত্রং আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ"। সেই ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহার দ্বিতীয় আর কেহ নাই। অতএব আত্মা শব্দে বৃহত্তম শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপ পরম হরি, বেদে যাঁহাকে ব্রহ্ম, হিরণ্যোপাসক, আত্মা এবং ভক্তগণ,—ভগবান বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ। যথা,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় মাত্র তিনটি। জ্ঞান, যোগ ও

ভক্তি। এই ত্রিবিধ সাধনে ভগবানও, ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান এই ত্রিবিধ রূপে প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম ও আত্মা শব্দে যে কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করে রূঢ়ি বৃত্তিতে জ্ঞানমার্গে তাঁহারই নামান্তর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম (নিরাকার)। যোগ মার্গে অন্তর্য্যামী পুরুষ (বিরাট),—এবং ভক্তের নিকট ভগবান নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তি দুই প্রকার। রাগাত্মিকা ভক্তি ও বিধি ভক্তি। রাগভক্তি সাধকেরা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়; আর বিধিভক্তি সাধকেরা, শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হইয়া ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। ভগবানের উপাসক ত্রিবিধ। অকামী, মোক্ষকামী ও সর্ব্বকামী। যথা,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

আর চতুর্ব্বিধ পুণ্যশীলেরা ভগবানের ভজনা করে। যথা, আর্ত্ত (পীড়িত), জিজ্ঞাসু (শিক্ষার্থী), অর্থার্থী, (অর্থকামী) এবং জ্ঞানী (তত্ত্ববেত্তা)।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

ইহার মধ্যে আর্ত্ত ও অর্থার্থী কামনাশীল। আর জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু মোক্ষকামী। এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশীল ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তত্ত্বৎ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ ভক্তিতে ভগবানের ভজনা করে। ফলতঃ সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণের কৃপা হইলেই লোক দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ভক্তির অধীন হয়। দুঃসঙ্গ শব্দের অর্থ, কৈতব, আত্মবঞ্চনা, এবং কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অন্য কামনাকারী। শ্লোক ব্যাখ্যার নিমিত্ত এই সুদীর্ঘ আভাস স্বরূপ ভূমিকা বর্ণিত হইল। এক্ষণে শ্লোকের মূল অর্থ বিবৃত করিতেছি, মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর।

জ্ঞান মার্গের উপাসক দ্বিবিধ। ব্রহ্মোপাসক, আর মোক্ষাকাঙ্খী। এই ব্রহ্মোপাসকেরাও আবার ত্রিবিধ। সাধক, ব্রহ্মময়প্রাপ্ত ও ব্রহ্মলয়। ভক্তি ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না। কিন্তু যে ভক্তি সাধন করে, সে অনায়াসে ব্রহ্ম লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তির স্বভাবই এই যে সে ব্রহ্মকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। উপাসক যখন ভক্তিবলে ভক্তদেহ প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করেন। অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসক ও লীলাময় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। যথা,—

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"

অপিচ। সৎসঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্তিমানং যশোযস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং॥

শুক সনকাদি মুনিগণ আজন্ম ব্রহ্মময় হইয়াও গুণাকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। ব্যাসনন্দন শুকদেব ব্যাসদেব প্রমুখাৎ কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। যথা।—

হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্য বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥

বেদজ্ঞ নব যোগেন্দ্র (কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, অবিহোত্র, দ্রবিড়, চমস এবং করভাজন, ইহারা ঋষভ রাজার পুত্র এবং রাজা ভরতের সহোদর ভ্রাতা) শিব ও নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলি শ্রবণ করিয়া শ্রীহরির সঙ্গ লাভার্থ পুলকিতচিত্তে প্রেমানন্দ লাভ করিয়া ছিলেন।

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্যগোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতি শিরষাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুর সঙ্গমায় রঙ্গং যোগেন্দ্রাঃ
পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ত্রিবিধ। মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, এবং প্রাপ্ত স্বরূপ। জগন্নিবাসী সংসারাশ্রমীবাই মুমুক্ষু। ইহারা মুক্তির নিমিত্ত ঘোরাকার ভূতপতির আরাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণ কলার আরাধনা করেন।

মুমুক্ষবো ঘোর রূপান্ হিত্বা ভূত পতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

নারদের সঙ্গগুণে যখন সৌনকাদি মুনিগণ কৃষ্ণভজন

আরম্ভ করিলেন, তখন অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায়! এমন ভগবানের এমন চিদৈশ্বর্য্যময় লীলাবিগ্রহ আত্মারামরূপ প্রকটিত থাকিতেও আমরা চিরকাল বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। যথা,—

অস্মিন্ সুখ ঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তেন স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কাল, ॥

জীবন্মুক্ত বহু তন্মধ্যে দুইপ্রকার প্রসিদ্ধ। ভক্তিমান জীবন্মুক্ত ও জ্ঞানাভিমানী জীবন্মুক্ত। ভক্তিমান জীবন্মুক্ত ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, আর জ্ঞানী জীবন্মুক্ত, আপনার শুষ্কজ্ঞান গরিমায় অধঃপতিত হয়। ফলতঃ ভগবানে ভক্তি না থাকায়, তাহাদের বুদ্ধি অপরিশুদ্ধ, অথচ আপনাকে জ্ঞানাভিমানী মুক্ত বলিয়া অভিমান করে। এমন জ্ঞানাভিমানী শুষ্ক জ্ঞানীরা অতি কষ্টে মোক্ষ সন্নিহিত হইয়াও শ্রীভগবানের পাদপদ্ম অবজ্ঞা করায় অধঃপতিত হয় যথা,—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

প্রাপ্ত স্বরূপেবা ভক্তিবলে ভগবানের দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিরোধ ও মুক্তিলাভ করে। জীবের আত্মোপাধির সহিত ভগবানে যে লয় তাহাকে নিরোধ, আর অবিদ্যারোপিত অহংজ্ঞান ত্যাগ করত জীব স্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে মুক্তি বলে। যথা—

বিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তিহিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ॥

জীব মায়াবশে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়, কিন্তু যখন তাহারা ভগবানের ভজনা করিতে আরম্ভ করে, তখন মায়া আপনিই দূরে পলায়ন করে। যথা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

এই ছয়জন আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। এই "অপির" পৃথক্ পৃথক্ "চ" কারের অর্থ। যথা, "আত্মারামশ্চ" "অপি" শ্রীকৃষ্ণকে অহৈতুকী ভক্তি করে। মুনয়ঃ সন্ত "অপি" শ্রীকৃষ্ণমননে আসক্তি, ইতি বুঝায়। কেহ নিগ্রন্থা, কেহ অবিদ্যাহীন, কেহ বা বিধিহীন। ইহার যে শব্দের যে অর্থ যেখানে খাটে, সেই শব্দের সেই অর্থ সেই স্থানেরই অধীন "চ" শব্দের যদি ইতরেতর অর্থ করা যায়, তাহা হইলে আর একটি সুন্দর অর্থ উৎপন্ন হইতে পারে। যথা আত্মারামাশ্চ, আত্মারামাশ্চ, এইরূপ যদি ছয় বার উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে পাঁচ আত্মারাম, এই ছয় "চ" কারে লুপ্ত হইয়া, এক আত্মারাম শব্দ অবশিষ্ট থাকে। অথচ এক আত্মারাম শব্দে ঐ ছয় আত্মারামকেই বুঝাইবে।

তথাহি বিশ্ব প্রকাশে,—

"স্বরূপাণামেকশেষ এক বিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামাশ্চ রামাশ্চ রামাশ্চ রামা ইতিবৎ।

অর্থাৎ কোন বিভক্তিতে পুনঃ পুনঃ এক শব্দের প্রয়োগ হইলে, তাহার এক মাত্র অবশেষ থাকে, আর সে অর্থে প্রয়োগ হয় না। যেমন রাম রাম রাম। এই তিন রামশব্দ উচ্চারিত হইলে, একটি মাত্র রাম শব্দ অবশেষ থাকিবে। এস্থলে যে "চ" কার সে সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইল।

আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রন্থা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। নিগ্রন্থা "অপি", এ অপি সম্ভাবনা অর্থে প্রয়োগ হইল। শ্লোকের এই সাত প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইল।

অন্তর্য্যামী ব্রহ্মোপাসককে আত্মারাম বলে। এই আত্মারাম যোগী দুই প্রকার, সগর্ভ ও নিগর্ভ। কিন্তু উপাসনা ভেদে ইহারাও ছয় প্রকার। ইঁহারা স্বদেহাবস্থিত প্রাদেশ পরিমিত পুরুষকে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী রূপে মনে মনে ধ্যান করেন। যথাঃ—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশ মাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি।

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধ। এই ত্রিবিধ যোগীও উপাসনা ভেদে ছয় প্রকার। যিনি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক, যোগ সাধন পক্ষে তাঁহার কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন। যথা,—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যখন সাধক ভোগে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে বিনিবৃত্ত, এবং সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পবর্জ্জিত হন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলে। যথা :—

যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্ম স্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্প সন্ন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে॥

এই ছয় প্রকার যোগী সাধুসঙ্গহেতু শ্রীকৃষ্ণভজন করেন। "চ" শব্দের ও "অপি" অর্থের ইহাই মুখ্যার্থ। মুনি ও নিগ্রন্থা শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ। উরুক্রমে, অহৈতুকী, এই দুই শব্দের কোথায় কোন অর্থ খাটে, সেখানে সেই অর্থ লাগাইতে হইবে। শ্লোকের পূর্ব্বাপর এই ত্রয়োদশটি অর্থ নিষ্পন্ন হইল।

এই সকল শান্ত উপাসক যখন ভগবানের ভজনা করেন, তখন ইহাঁদের নাম হয় শান্তভক্ত। ইহারা শান্ত রসের অধিকারী। আত্মাশব্দে মন বুঝায়। অতএব যিনি মনে রমণ করেন তিনিও সাধুসঙ্গগুণে শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজনা করেন। স্থূলদর্শী ঋষিগণ, মণিপুরস্থিত ব্রহ্মের আরুণীবা হৃৎপ্রদেশস্থ নাড়ীপথে সূক্ষ্ম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন ; কিন্তু যখন তাঁহারা শিরোদেশে উপস্থিত হন, তখন ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। যথা,—

উদরমুপাসতে ঋষিবর্ত্মসুবয়ঃ কূর্পদৃশঃ
পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে।

এই সকল মহামুনিও নিগ্রর্ন্থা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অহৈতুকী ভক্তি করেন। আত্মা শব্দে যত্ন বুঝায়। মুনয়োঽপি নিগ্রর্ন্থা হইয়া যত্ন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন। যাহা ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়াও পাওয়া যায় না, পণ্ডিতেরা তাহার জন্যই যত্ন করিয়া থাকেন। যথা,—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, নলভ্যতেযদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখ বদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীর রংহসা॥

"চ" শব্দ "অপি" অর্থে। অপি, অবধারণে। অতএব যত্ন ও আগ্রহ ব্যতিত ভক্তি কি প্রেমের উদয় হয় না। আসক্তিহীন হইয়া চিরকাল সাধন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শ্রীভগবানও উহা আশু দেন না। সুতরাং এই দ্বিবিধ কারণে কৃষ্ণভক্তি এত দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যথা—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভাঃ॥

কিন্তু যাঁহারা যত্ন ও আগ্রহপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকেন। যথা—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

আত্মাশব্দে ধৃতি। অতএব যিনি ধৃতিতে রমণ করেন তিনি ধৈর্য্যবন্ত হইয়া ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। মুনি শব্দে, পক্ষী, ভৃঙ্গ, নিগ্রর্ন্থ ও মূর্খলোক। ইহারাও সাধু ও কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ বিহঙ্গমবৃন্দও মুনি হইবার যোগ্য। কারণ ইহারা নব পল্লবাচ্ছাদিত সহকার শাখায় উপবিষ্ট হইয়া যেন কৃষ্ণদর্শন করিতে করিতে কতই আনন্দ চিত্তে প্রমুদিত নেত্রে নীরবে মধুর মুরলীগীত শ্রবণ করিতেছে। যথা—

প্রায়োবতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্রুচির প্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিত দৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

এই ষটপদকুল, হে ভগবান্! তোমারই অখিল লোকপাবন যশোগান করিয়া তোমারই পদানুসরণ করিতেছে। আমি বিবেচনা করি, ইহারা তোমার আরাধনাকারী মুনি ঋষি, আর তুমি ইহাদের অভীষ্ট দেবতা। তুমি গুপ্তভাবে বনবিহারে আসিয়াছ দেখিয়া, ইহারা তোমার অনুসরণ করিতেছে। তোমায় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেছে না। যথা —

এতেঽলিন স্তব যশোঽখিল লোকতীর্থং
গায়ন্ত আদি পুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয় মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেপি ন জহত্যানঘাত্মদৈবং॥

সরোবরস্থ হংসসারসাদি বিহঙ্গম যেন, শ্রীহরির মনোহর সঙ্গীতে হৃতচেতন হইয়া, তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইতেছে, এবং এক মনে, নিমীলিত নেত্রে, নীরবে কৃষ্ণ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে। যথা—

সরসি সারহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরি মুপাসত তে যতচিত্তা হন্ত মীলিত দৃশো/ ধৃতমৌনাঃ॥

কিরাৎ, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি কর্ম্মদোষগ্রস্থ পাপজাতি মনুষ্যগণও শ্রীহরির শরণাগতের শরণ লইয়া পবিত্র হইয়া তাঁহার আরাধনা করে। যথা —

কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা আভীর সুক্ষা যবনা খসাদয়।
যেন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ধৃতিশব্দে পূর্ণজ্ঞান। ত্রিতাপ দুঃখ দূরীভূত হইয়া, ভগবত্তপ্রেম প্রাপ্ত হইলে, যে পূর্ণজ্ঞান জন্মে, তাহার নাম ধৃতি। অতএব ধৃতিমন্ত হইলে নষ্ট, অতীত ও অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য যে শোক, তাহা আর থাকে না। যথা—

ধৃতিস্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানং দুঃখভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীত নষ্টার্থানভি সংশোচনাদিকৃৎ॥

কৃষ্ণভক্তগণ দুঃখ ও বাঞ্ছান্তর বিহীন। অতএব কৃষ্ণপ্রেম ভজনে প্রবীণ এবং পূর্ণানন্দময়. সুতরাং তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রার্থী নহেন। যথা—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতং॥

ফলতঃ যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সমূহ ভগবানে স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছে এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে তাঁহারাই ধৈর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হন। যথা —

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্য মাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

এস্থলে "চ" অবধারণে, আর অপি সমুচ্চয়ে। অতএব পক্ষী এবং মূর্খেরাও ধৃতিমন্ত হইয়া ভগবানের ভজনা করে।

আত্মাশব্দে বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দুই প্রকার। সামান্য বুদ্ধি ও বিশেষ বুদ্ধি। জগতের অধিকাংশ জীবই সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট। স্বল্প সংখ্যক বিশেষ বুদ্ধিমান। সুতরাং বুদ্ধিতে রমণকারী আত্মারামও দুই প্রকার। এক পণ্ডিত মুনিগণ, অপর নিগ্রন্থ মূর্খ জীবগণ। কিন্তু ইহারা যখন সাধুসঙ্গ গুণে "ভগবান সর্ব্ব জীবের উৎপত্তি, দেহ ও সমস্ত বুদ্ধির প্রবর্ত্তক" এইরূপ হৃদয়ে অনুভব করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করে, তখন ইহারাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ লাভ করে। যথা —

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

যদি অদ্ভুতক্রম পরায়ণশীল শিক্ষা প্রভাবে স্ত্রী, শূদ্র হূণাদি পাপজ জাতি এবং গজ সারিকাদি তীর্য্যক জাতিও দেবমায়া পরিজ্ঞাত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে, তবে যাঁহারা ভগবানের স্বরূপাবধারণ করিতে সক্ষম, এমন ভক্তদিগের বিষয়ে আর কি বক্তব্য? যথা—

তে বৈ বিদন্ত্যতি তরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী শূদ্র হূণ শবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুত ক্রমপরায়ণশীল শিক্ষা
স্তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুত ধারণা যে।

যখন জীব বিচারপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভগবানও তাহাকে তদ্রূপ বুদ্ধি প্রদান করেন যাহাতে তাহারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা —

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ভগবতসাধন পক্ষে, সাধুসঙ্গ, ভগবানের আরাধনা, পরিচর্য্যা ভাগবৎ অধ্যয়ন বা শ্রবণ এবং ব্রজধামে বাস, এই পাঁচটি প্রধান অঙ্গ। এই পাঁচটীর মধ্যে যদি কোন একটির অনুষ্ঠান স্বল্পও হয়, তথাপি বুদ্ধিমান ভক্তের কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইয়া থাকে। যথা—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেহস্মিন্ শ্রদ্ধাদূরেহস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোহপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

উদার, মহতী, ও সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধিযুক্ত যে অকামী, মোক্ষকামী ও সর্ব্বকামী, ইহারা যদি তীব্র ভক্তিযোগ সহকারে ভগবানের আরাধনা করেন, তবে ঐ ভক্তিযোগ প্রভাবেই, তাঁহারা কামনা ত্যাগকরতঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হন। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

আত্মা শব্দে, স্বভাব। এই স্বভাবে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবই রমণ করে। সুতরাং ইহারাও আত্মারাম হইয়া ভগবানের ভজনা করে। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান "আমি ঈশ্বরের দাস" এই অভিমান অর্থাৎ তিনি স্রষ্টা পাতা এবং উপাস্য প্রভু, কিন্তু এই বিশুদ্ধ জ্ঞান, দেহাত্ম জ্ঞানে, অর্থাৎ অহং ব্রহ্মরূপ মিথ্যাজ্ঞানে আচ্ছাদিত থাকে। "চ" শব্দের অর্থ এব, আর অপি শব্দ সমুচ্চয়ে। অতএব উহারাও আত্মারূপ এব (আত্মারামের তুল্য) হইয়া কৃষ্ণ ভজনা করে। সনকাদি মুনিগণ হইতে নিগ্রন্থ, মূর্খ, নীচ, স্থাবর এবং জঙ্গম পশুগণ পর্য্যন্ত সকলেই জীব-পদ বাচ্য। তবে ইহার মধ্যে ব্যাস, শুক ও সনকাদি মুনির ভজন সাধন প্রসিদ্ধ। এক্ষণে নিগ্রন্থী স্থাবরাদির ভজন বিবরণ শ্রবণ কর।

যখন শ্রীকৃষ্ণকৃপারূপ কারণ হইতে ইহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের উদয় হয়, তখন কৃষ্ণগুণাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইহারাও তাঁহার ভজন করতঃ ধন্য হয়। অত্র ধরণী ধন্য হইল, অত্রস্থ তৃণ গুল্মাদিও ধন্য হইল, যেহেতু উহারা তোমার পাদস্পর্শ করিতে পাইয়াছে। তৃণ, লতা, সহকারাদিও ধন্য; কারণ তাঁহারা তোমার নখস্পর্শ লাভ করিতে পাইয়াছে। নদী, গিরি, মৃগ এবং পক্ষীরাও ধন্য; কারণ তাহারা তোমার সদয় দর্শন লাভ করিয়াছে। আর আভীর বালারাও ধন্য, কারণ কমলার বিলাস ভবন স্বরূপ তোমার বক্ষঃস্থলে তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা—

ধন্যেয়মদ্যধরণীতৃণবীরুধস্তৎপাদস্পৃশোদ্রুমলতাঃকরজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্গোপ্যোহন্তরেণ ভুজ-
যোহপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

রামকৃষ্ণ মস্তকে গো-পাদ-বন্ধ রজ্জু ও স্কন্ধে পাশ রক্ষা করত মধুর মুরলী ধ্বনি করিতে করিতে গোপবালক-গণের গোষ্ঠে গোচারণ করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদিগের মুরলীর মধুর স্বর শুনিয়া জঙ্গম জীবগণের অস্পন্দন, এবং পাদপাবলীর পুলকোদ্গম হইতেছে।

গা গোপকৈরনুবনংনয়তোরুদার বেণুঃ কলপদৈস্তনুভৃৎ-
সুসখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাংনির্যোগ পাশ
কৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং॥

বৃন্দাবনস্থ তরুলতা যেন ফলভরে অবনত হইয়া কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং কিশলয়দলস্থ শিশিরকণা স্থলে যেন অশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ ভগবানের আরাধনা করিতেছে। যথা—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণত ভার বিটবা মধুধারাঃ প্রেম হৃষ্টতনবো ববৃষুঃস্ম॥

ভট্টাচার্য্য! শ্লোকের পূর্ব্বের ত্রয়োদশ, আর এক্ষণে ছয়, এই সর্ব্বশুদ্ধ উনবিংশতিটি অর্থ সম্পাদিত হইল। অতঃপর আরও বলিতেছি শুন।

আত্মাশব্দে, দেহ। ইহারা চতুর্ব্বিধ। যথা দেহারাম দেহসেবী, দেহোপাধি ও দেহীব্রহ্ম। ইঁহারা যদিও কর্ম্মানুষ্ঠায়ী যাজ্ঞিক, তথাপি সাধুসঙ্গগুণে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করেন। সৌনকপ্রমুখ ঋষিরা বৈষ্ণব চূড়ামণি সূতকে বলিয়াছিলেন "হে সূত! আমরা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা সামাপ্ত হইবে কি না ভরসা নাই। শরীরও যজ্ঞীয় অনল-ধূমে মলিন হইতেছে; অতএব তুমি গোবিন্দপদারবিন্দের যশোরূপ সুধা পান করাইয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর।" যথা—

কর্ম্মণ্যাস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি চ গোবিন্দ পাদপদ্মাসবং মধু॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহধারী আত্মারাম, তাঁহারাও সাধুসঙ্গ গুণে তপ, জপ পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণের উপাসনা করেন। রাজা পৃথুমুনি, ঋষি, সভাসদ এবং প্রজাবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "যাঁহার পাদপদ্ম আরাধনা করিলে ত্রিতাপ সন্তাপিত তপস্বীদিগেরও বহুজন্মসঞ্চিত পাপ বিদূরিত হয়, যাঁহার অঙ্গুষ্ঠমূলে সর্ব্ব পাপবিনাশিনী, ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছেন, তোমরা সেই ভক্তবৎসল ভগবানের আরাধনা কর।"

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষ জন্মোচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,যথা পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃতা সরিৎ।

দেহরামী ও সর্ব্বকাম আত্মরামগণও কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন॥ ধ্রুব সিংহাসন প্রাপ্তির কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেবমুনীন্দ্রবাঞ্ছিত ভগবানের পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন সিংহাসন কামনা ত্যাগ করতঃ ভগবানের শ্রীচরণেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। লোক যেমন কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে বহুমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়,তদ্রূপ ধ্রুবও তুচ্ছ রাজসিংহাসন প্রাপ্তির সুযোগ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীহরিচরণরূপ দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "হে প্রভো! আমি কৃতার্থ হইয়াছি, অন্য বর প্রার্থনা করি না। যথা—

স্থানাভিলাষী তপসী স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবানদেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিনং কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

উপরের চারিটি অর্থসহ, শ্লোকের এই ত্রয়োবিংশতিটি অর্থ সম্পাদিত হইল। অতঃপর সদর্থযুক্ত আরও অর্থ তিনটি বলিতেছি শুন।

"চ" শব্দে, সমুচ্চয়ে আরও অর্থ প্রকাশ করে। যথা,— আত্মারামশ্চ, মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থা হইয়া ভগবানের ভজনা করেন। এস্থলে "অপি" নির্দ্ধারণে। যথা, রামাশ্চ কৃষ্ণশ্চ বনে বিহার করে। হে বটো! ভিক্ষাং অট (গচ্ছ)। গাং আনয়। অর্থাৎ হে বটু! ভিক্ষায় গমন কর, গো আনয়ন কর। কৃষ্ণমননশীল মুনিগণ যে প্রকারে সর্ব্বদা কৃষ্ণভজন করেন, আত্মারাম "অপি" (গৌণার্থে) তদ্রূপ ভজন করেন। "চ" এব অর্থে, মুনয় এব (মুনির ন্যায় হইয়া) কৃষ্ণকে ভজনা করে, আত্মারাম "অপি"। এস্থলে 'অপি" গর্হার্থে (নিন্দার্থে) প্রযুক্ত। নির্গ্রন্থা হইয়া ইহা উভয়েরই বিশেষণ। এক্ষণে সাধুসঙ্গ বিষয়ক আর একটি অর্থ বলিতেছি। নির্গ্রন্থা শব্দে ব্যাধ ও নির্ধন। সাধুসঙ্গগুণে তাহারাও কৃষ্ণভজন করে। কৃষ্ণরামাশ্চ এব, কৃষ্ণমননশীল মুনিগণের ন্যায় ব্যাধও যেরূপে সাধুসঙ্গগুণে কৃষ্ণ ভজন করিয়া জগতপূজ্য মহাভাগবত হইয়াছিলেন তাহা স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে। নারদের সঙ্গগুণে ও কৃপায় এই পশুহিংসক ব্যাধ তাঁহার পশুহনন ও হিংসা বৃত্তি ত্যাগ করিয়া নদীতীরে বসিয়া কৃষ্ণ ভজন করিয়া মহা ভাগবত হইয়াছিল। পর্ব্বত মুনিকে সঙ্গে করিয়া দেবর্ষি নারদ যখন এই ব্যাধের নিকট আসিলেন, তখন দূর হইতে ব্যাধ তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইবার পথে পিপীলিকা বধভয়ে মহা ভীত হইয়া চলিতে পারিতেছিল না। নারদ মুনির সম্মুখে যাইয়া নিজবস্ত্রদ্বারা ভূমি পরিষ্কার করিয়া তবে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, কারণ ভূমিতে যদি কোন পিপীলিকা থাকে, আর যদি তাঁহার দণ্ডবৎ প্রণামে তাহার প্রাণ নাশ হয়। তখন দেবর্ষি নারদ ব্যাধকে বলিলেন,—

এতেন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবা হিংসাদয়োগুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তেস্যুঃ পরতাপিনঃ॥

এই ব্যাধের অপূর্ব্ব হরিভক্তি দেখিয়া পর্ব্বত মুনি নারদ মুনিকে কহিয়াছিলেন, —

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোপ্যুৎ পুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে॥

এক্ষণে শ্লোকের ষড়বিংশতি প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হইল। এই শ্লোকের আরও কতিপয় অর্থ আছে, তাহা স্থূলভাবে বিচার করিলে দুইটি, আর সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বত্রিশটি অর্থ হইতে পারে। ইহা মোটামুটি বলি শুন।

আত্মাশব্দে সর্ব্ববিধ ভগবান। ইনি দুইরূপে

প্রকাশিত। এক স্বয়ং ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ,—অন্য ভগবানাখ্যান ভাগবত। অতএব তাঁহাতে যাঁহারা রমণ করেন, তাঁহারাও আত্মারাম। এই আত্মারামগণ দ্বিবিধরূপে পরিগণিত। এক বিধিভক্ত, অন্য রাগ ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর ভক্তেরা আবার চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া, পারিষদ, সাধন, সিদ্ধি ও সাধক এই চতুর্ব্বিধ নামে অভিহিত হন। রতিভেদে সাধকও দুই ভাগে বিভক্ত। বিধিমার্গে ও রাগমার্গে, চারি চারিটি করিয়া আত্মারাম। যথা, বিধিভক্ত, নিত্যসিদ্ধ, পারিষদ. দাস, সখা, গুরু, সাধক ও কান্তা। উৎপন্নরতি সাধক ভক্ত চারিপ্রকার। অজাতরতি সাধক ভক্তও চারিপ্রকার। বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ প্রকার। রাগমার্গেও ভক্ত ষোড়শ প্রকার। সুতরাং বিধি ও রাগমার্গে সাকুল্যে বত্রিশ প্রকার ভক্ত হইল। অর্থাৎ রস যদিও পাঁচটি, তথাপি শান্তরস সকল রসের আদি, এইজন্য, শান্তরসের সাধক ভক্তশ্রেণীর অন্তর্গত নহেন। সুতরাঃ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর রতিও রসভেদে চারি প্রকার। অতএব ভক্তও চারিপ্রকার; তাহারা যথাক্রমে দাস, সখা, গুরু ও কান্তা। তারপর নিত্যসিদ্ধ সাধনসিদ্ধ, উৎপন্নরতি ও অনুৎপন্নরতি। ইহারা প্রত্যেক উক্ত চারি রসের ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া ষোড়শ প্রকার আত্মারাম হইয়াছে। তাহা হইলে বৈধমার্গে, ষোড়শ, আর রাগানুগামার্গে ষোড়শ, সাকুল্যে এই বত্রিশ জন আত্মারাম হইল।

এক্ষণে "মুনি" ও "নিগ্রন্থ" "চ" ও "অপি" এই চারিটির অর্থ যেখানে যেটি লাগে, সেইখানে সেইটি লাগাও, তাহা হইলে পূর্ব্বে ছাব্বিশ, এবং এক্ষণকার বত্রিশ, সাকুল্যে মিলিয়া শ্লোকের আটান্ন প্রকার অর্থ হইল। এক্ষণে অর্থের রহস্য প্রকাশ স্বরূপ, আর একটি অর্থ বলিতেছি শুন। "ইতরেতর" ও "চ" দিয়া সমাস করত আটান্নবার আত্মারাম শব্দ উচ্চারণ কর। আত্মারামাশ্চ,আত্মারামাশ্চ,আঠান্নবার লইয়া শেষে সমস্ত আত্মারাম লোপ করিয়া এক আত্মারাম শব্দ রাখ। তথাহি পাণিনিঃ। "স্বরূপানেকশেষ এক বিভক্তৌ উক্তার্থ নাম প্রয়োগঃ ইতি।" এখন দেখ পাণিনির উপরের সূত্রানুসারে আটান্নবারে, আটান্ন আত্মারাম লোপ হইয়া এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিল। তথাহি পাণিনি, "অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বট বৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ।" অর্থাৎ অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ এবং আম্রবৃক্ষ। ইতরেতর সমাস করিয়া, মাত্র একটি "বৃক্ষাঃ" শব্দ অবশিষ্ট রহিল। যেমন "অস্মিন্ বনে বৃক্ষা ফলন্তি" অর্থাৎ এইবনে বৃক্ষ জন্মে, তেমনি সমস্ত আত্মারামই শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন। আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে, "চ" কার। মুনয়শ্চ ভক্তি করে নিগ্রন্থা "এব" হইয়া। এস্থলে "অপি" নির্দ্ধারণে। এই শ্লোকের উনষষ্টি প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইল। সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর একটি অর্থ হয় তাহাও শুন। আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রন্থাশ্চ, শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন। "অপি" শব্দ অবধারণে। শেষ চারিবার চারিটি "অপি" শব্দের সহিত "এব" শব্দ উচ্চারণ কর। তাহাতে, উরুক্রম এব, ভক্তিমেব, অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব হইল। এই ষষ্ঠি সংখক অর্থ হইল! এই শ্লোকের আরও একটী সপ্রমাণ অর্থ শুন। আত্মাশব্দে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। আব্রহ্ম কীটানুপর্য্যন্ত এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীব শক্তিমধ্যে গণনীয়। সুতরাং জীব মাত্রেই আত্মারাম। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে "ক্ষেত্রজ্ঞাচ তথা পরা"। তথাচ অমরঃ "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াং"। আত্মা শব্দে, ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতি। যখন ভুমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণীর আত্মাতেই ভগবান রমণ করেন, তখন বৃহত্তম ব্রহ্মা হইতে অতি ক্ষুদ্র কীটানু পর্য্যন্ত সকলেই আত্মারাম হইয়া ভগবানের ভজনা করে। এই ষষ্টি প্রকার অর্থ কেবল শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের উপাসনা বিষয়ক হইল। এক্ষণে ভক্তসঙ্গগুণে আর একটি অর্থ আমার মনে স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহাও বলি শুন।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণতুল্য বিভু ও সর্ব্বাশ্রয়। এই শ্রীগ্রন্থের প্রতি শ্লোকের প্রতি অক্ষরে নানারূপ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করে। বিদ্বানগণের পক্ষে ভাগবতই তাহাদিগের পাণ্ডিত্য পরীক্ষার নিকষ প্রস্তর স্বরূপ। বুধগণ আবহমানকাল হইতে ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা এবং নানারূপ

অর্থ করিয়া আসিতেছেন। অথচ স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন "আমি ভাগবতের অর্থ জ্ঞাত আছি, শুকদেবও জ্ঞাত আছেন, ব্যাসদেব কিছু জ্ঞাত থাকিলেও থাকিতে পারেন। ফলতঃ ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য, টীকা বা প্রতিভা বলে উহার অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। যথা —

অহং বেত্তি, শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥

এক্ষণে এই পরমমঙ্গল ভাগবত গ্রন্থের কথা বলিতেছি শুন। গায়ত্রীতে (ওঁ) প্রণবের যে অর্থ চতুঃশ্লোকীতেও সেই অর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান এই শ্লোকচতুষ্টয় প্রথমে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেন। ব্রহ্মা নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে শিক্ষা দান করেন মহর্ষি বেদব্যাস শ্লোকার্থ শুনিয়া ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত) ভাষ্য স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ মহাগ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। তিনি চতুর্ব্বেদ, উপনিষদ, দর্শন ও নানাবিধ ভক্তিগ্রন্থ হইতে অর্থ ও ভাব সংগ্রহ করতঃ ব্রহ্মসূত্রের যে সূত্রে যে ঋগ্মন্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে ভাগবতেও সেই সূত্রে সেই ঋগ্মন্ত্রে শ্লোকাকাবে নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের চারিটি শ্লোক প্রথমে রচনা করিয়া ছিলেন। কিরূপে চতুঃশ্লোকী প্রচারিত হইয়াছে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলি শুন। ভগবান কোন সময়ে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন "হে ব্রহ্মন্। শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান, ব্রহ্মসত্তার অনুভব, ব্রহ্মে ভক্তি, এবং ব্রহ্মার উপাসনা, তুমি এই চারিটি বিষয় আশ্রয় করিয়া গ্রহণ কর। আমি সবিস্তারে প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণন করিতেছি। ইহা অতীব গোপনীয় ও রহস্যযুক্ত। যথা,—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান সমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

আমার স্বরূপ, সত্বাদি গুণ, সৃষ্টাদি কর্ম্ম এবং আমি যে প্রকারে লীলা করিয়া থাকি, সে সমস্তই আমার অনুগ্রহে তোমার জ্ঞানগম্য হইবে। যথা—

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান মস্তুতে মদনুগ্রহাৎ॥

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলাম। এক্ষণেও সেইরূপ আছি, পরেও আমি সেইরূপ থাকিব এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও আমি। আমিই অনাদি অনন্ত এবং অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমপুরুষ। যথা—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥

যে বস্তু কোন অর্থ ব্যতীত প্রতীয়মান হয়, তাহাই আমার মায়া। যেমন চন্দ্রদ্বয় অর্থ ব্যতীত প্রতীত হয় (যথা প্রতিবিম্ব ও রশ্মি). অথচ অন্ধকার যেমন একটি বস্তু হইয়াও অপ্রকাশিত, তেমনি আমার মায়া কখন কখন আত্মাতে অপ্রকাশাবস্থায় থাকে। যথা—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথাতমঃ॥

উপনিষদের শ্লোকার্থ এবং ভাগবতের শ্লোকার্থ এক। মনু বলিয়াছেন "ত্রিভুবনস্থ সমস্ত পদার্থই ভগবানের সত্বাতে পরিপূর্ণ এবং শুদ্ধচৈতন্যে পরিব্যপ্ত। অতএব ভগবান জীবদিগকে ভোগ জন্য যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ করা কর্ত্তব্য। স্বার্থপর হইয়া অপরের ধন কামনা করিবে না।

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনং॥

ভাগবত মাহাত্ম্যে ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ব, চতুঃশ্লোকীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাঁহার ভগবান, সম্বন্ধ এবং তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত যে সাধন, তাহা, অভিধেয়। আর সাধনের যে ফল, তাহা প্রেম প্রয়োজন নামে অবিহিত। অতএব শ্লোকে যে "অহমেব" "অহমেব" তিনবার নির্দ্ধারণ আছে তদ্দ্বারা পূর্ণৈশ্বর্য্যবান ভগবানের শ্রীবিগ্রকেই লক্ষ্য ও নির্দ্ধারণ করে। যাহারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অস্বীকার করে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবার জন্যই এই "অহমেব" শব্দ তিনবার উচ্চারিত হইয়াছে। যেমন সূর্য্যালোকের নিকট অন্য আলোক কিরণ বিস্তার করিতে পারে না, তেমনি ভগবানের প্রকাশ হৃদয়ে অনুভব করিতে না পারিলে, তাঁহার স্বরূপও বুঝা যায় না; কিন্তু যখন

ভগবানের অনুগ্রহে মায়া দূরীভূত হয়, জীব তখনই তাঁহার সত্বার অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়।

যিনি অন্বয় ব্যতিরেকী কারণ যোগে কার্য্যসমূহে বর্ত্তমান থাকায় এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃজ্ঞানসিদ্ধ, যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে দেবগণেরও মোহকরী বেদত্রয় প্রকাশ করিয়াছেন, আর যেমন তেজ, জল মৃত্তিকার বিনিময়ে দ্রব্যান্তরের ভ্রম জন্মে, তেমনি সত্ব, রজঃ ও তমগুণাক্রান্তা মায়া মিথ্যা হইয়াও যাঁহার সত্বায় সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেই সকল সত্যস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে আমি ধ্যান করি। যথা—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তিযৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্রত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এই ভাগবতে মানবগণের পরধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম কিরূপ? ফলাভিসন্ধি রহিত; অর্থাৎ নিষ্কাম, নিষ্কপট ও মাৎসর্য্যহীন সাধু ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠেয় পরম ধর্ম্ম। আর ইহার দ্বারা জীবের ত্রিতাপ, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় বিনষ্ট হইয়া মঙ্গল দান করে। এই পরমমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ কাহার কৃত? স্বয়ং নারায়ণ ইহা প্রনয়ণ করিয়াছেন। অতএব এমন অপৌরুষেয় গ্রন্থ থাকিতে অন্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন কি? এই ভাগবত শ্রবণাকাঙ্খী পুণ্যাত্মা মানবগণের ভাগবত শ্রবণ সময়ে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করেন। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্ঠাভাবে একাগ্র চিত্ত হইয়া ইহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভুক্তিমুক্তিকামী জীবের ইহাতে অধিকার নাই। যথা,—

ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং;
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্য তেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূভিস্তৎক্ষণাৎ॥

হে রসিকগণ! হে ভাবুকগণ! নিগমকল্প পাদপের ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের পরানন্দপ্রদ রস আমোক্ষ পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত পান কর। এই অপূর্ব্ব ফল শুকদেবের বদন হইতে নির্গত হইয়া অখণ্ডভাবে পৃথিবীতে নিপতিত হইয়াছে। যথা—

নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

যাহা শ্রবণ করিয়া সৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে বলিয়াছিলেন, "হে সূত! পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির মধুর চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। কারণ ভগবানের চরিত রসজ্ঞদিগের পক্ষে মধুর হইতেও সুমধুর। যথা—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃন্বতাং রসজ্ঞানং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

এই ভাগবতের যে অর্থ,—ব্রহ্মসূত্রেরও সেই অর্থ। ইহা মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক অভিধান এবং গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ। ইহা দ্বারা বেদার্থ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যথা—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্য রূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে সমগ্র বেদ ও পুরাণের সারভাগ সংগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ অখিল বেদান্তের সার সংগ্রহই ভাগবত নামে অভিহিত। যাঁহারা ভাগবতের রসামৃত একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আর অন্য রসাস্বাদনে প্রবৃত্তি হয় না। যথা,—

গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ,
সর্ব্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং।
সর্ব্ব বেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে,
তদ্রসা মৃততৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভাস্কর, কিরূপে ভারতাকাশে উদিত হইয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন সময়ে যজ্ঞপ্রবৃত্ত ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে সূত! ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা যোগেশ্বর হরি, নিত্যধামে প্রস্থান

রিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন, তাহা আমাদিগকে লুন" ॥ যথা—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মনি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্ম কং শরণং গতঃ॥

সূত বলিলেন "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদিসহ স্বধামে গালোকে) প্রস্থান করিলে, যখন কলিতে মানবগণের ানেত্র অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তখন ভাস্কররূপ ই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত উদয় হইলেন। যথা—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌনষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

পূর্ব্বে এই "আত্মারাম" শ্লোকের ষাট্ প্রকার অর্থ নিয়াছ, এক্ষণে ভাগবতার্থরূপ আর একটি অর্থ নাইলাম। সর্ব্বসাকুল্যে এই শ্লোকের একষট্টি প্রকার র্থ নিষ্পন্ন হইল।

র্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভিমানী। তিনি ভাবিয়াছিলেন তনি যে এই আত্মারাম শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ বিলেন, মনুষ্যের ইহার অধিক আর ব্যাখ্যা করিবার ক্তি নাই।

তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আরো অর্থ মনুষ্যের শক্তিতে কি হয়॥ চৈঃ ভাঃ

কিন্তু প্রভু যখন এই শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ যাখ্যা করিলেন, অথচ তাঁহার কৃত ব্যাখ্যার একটিও র্শ করিলেন না, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে স্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে াগিলেন "ইনি ত নিশ্চয়ই মনুষ্য নহেন। ইনিই াক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। ছলনা করিয়া নবীন সন্ন্যাসী র্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। দ্যামদে প্রমত্ত হইয়া না জানিয়া ইহাঁর নিকট আমি কি ষম অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে ইহাঁর শ্রীচরণাশ্রয় ন্ন আমার আর গতি নাই।"

ইহোঁ ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া। চৈঃ চঃ

এই ভাবিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে বিষম আত্ম গ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি আত্মগ্লানি-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দারুণ মনঃকষ্টে অধোমুখে প্রভুর শ্রীচরণের প্রতি সতৃষ্ণ ও সজলনয়নে চাহিয়া রহিলেন। অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান, তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করিলেন। চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান প্রথমে তাঁহাকে তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীর স্থানে তিনি দেখিতেছেন,—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পর মৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, দ্বিভুজ মুরলীধর পরম সুন্দর শ্যামসুন্দর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি।

দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌর ভগবানের ইচ্ছায় কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার আনন্দ-মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি তখন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীগৌরভগবানের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে নিজকৃত শত শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুর স্তুতি বন্দনা করিলেন। প্রভুর কৃপায় তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব সকলি তৎক্ষণাৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইল। একদণ্ড কালের মধ্যে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর তত্ত্বপূর্ণ ও মহিমাসূচক শত শ্লোকপূর্ণ স্তব পাঠ করিয়া তাঁহার বন্দনা করিলেন (১)। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি দেবও এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়া স্তব করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

শত শ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর কৃপায় তাঁহার জিহ্বাগ্রে শুদ্ধা সরস্বতীর অবির্ভাব হইল। তাঁহার মনে সর্ব্ব তত্ত্বের পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইল।

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আদি বর্ণের মহত্ত্ব॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরভগবান সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত এই স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ

(১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত সুশ্লোক শতক গ্রন্থ।

ভগবানের অনুগ্রহে মায়া দূরীভূত হয়, জীব তখনই তাঁহার সত্তার অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়।

যিনি অন্বয় ব্যতিরেকী কারণ যোগে কার্য্যসমূহে বর্ত্তমান থাকায় এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃজ্ঞানসিদ্ধ, যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে দেবগণেরও মোহকরী বেদত্রয় প্রকাশ করিয়াছেন, আর যেমন তেজ, জল মৃত্তিকার বিনিময়ে দ্রব্যান্তরের ভ্রম জন্মে, তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণাক্রান্তা মায়া মিথ্যা হইয়াও যাঁহার সত্তায় সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেই সকল সত্যস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে আমি ধ্যান করি। যথা—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এই ভাগবতে মানবগণের পরধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম কিরূপ? ফলাভিসন্ধি রহিত; অর্থাৎ নিষ্কাম, নিষ্কপট ও মাৎসর্য্যহীন সাধু ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠেয় পরম ধর্ম্ম। আর ইহার দ্বারা জীবের ত্রিতাপ, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় বিনষ্ট হইয়া মঙ্গল দান করে। এই পরমমঙ্গল শ্রীগ্রন্থ কাহার কৃত? স্বয়ং নারায়ণ ইহা প্রণয়ণ করিয়াছেন। অতএব এমন অপৌরুষেয় গ্রন্থ থাকিতে অন্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন কি? এই ভাগবত শ্রবণাকাঙ্খী পুণ্যাত্মা মানবগণের ভাগবত শ্রবণ সময়ে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থিরভাবে অধিষ্ঠান করেন। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্ঠাভাবে একাগ্র চিত্ত হইয়া ইহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভুক্তিমুক্তিকামী জীবের ইহাতে অধিকার নাই। যথা,—

ধর্ম্ম প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং;
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ।
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্য তেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

হে রসিকগণ! হে ভাবুকগণ! নিগমকল্প পাদপের ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের পরানন্দপ্রদ রস আমোক্ষ পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত পান কর। এই অপূর্ব্ব ফল শুকদেবের বদন হইতে নির্গত হইয়া অখণ্ডভাবে পৃথিবীতে নিপতিত হইয়াছে। যথা —

নিগমকল্প তরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

যাহা শ্রবণ করিয়া সৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে বলিয়াছিলেন, "হে সূত! পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির মধুর চরিত্র শ্রবণ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। কারণ ভগবানের চরিত রসজ্ঞদিগের পক্ষে মধুর হইতেও সুমধুর। যথা—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃন্বতাং রসজ্ঞানং স্বাদু স্বাদু পদে পদে॥

এই ভাগবতের যে অর্থ,—ব্রহ্মসূত্রেরও সেই অর্থ। ইহা মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক অভিধান এবং গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ। ইহা দ্বারা বেদার্থ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যথা—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্য রূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে সমগ্র বেদ ও পুরাণের সারভাগ সংগৃহীত হইয়াছে। ফলতঃ অখিল বেদান্তের সার সংগ্রহই ভাগবত নামে অভিহিত। যাঁহারা ভাগবতের রসামৃত একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আর অন্য রসাস্বাদনে প্রবৃত্তি হয় না। যথা,—

গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ,
সর্ব্ব বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং।
সর্ব্ব বেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে,
তদ্রসা মৃততৃপ্তস্য নান্যত্রস্যাদ্রতিঃ কচিৎ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভাস্কর, কিরূপে ভারতাকাশে উদিত হইয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন সময়ে যজ্ঞপ্রবৃত্ত ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে সূত! ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা যোগেশ্বর হরি, নিত্যধামে প্রস্থান

করিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন"॥ যথা—

ব্রুহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মনি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্ম কং শরণং গতঃ॥

সূত বলিলেন "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদিসহ স্বধামে (গোলোকে) প্রস্থান করিলে, যখন কলিতে মানবগণের জ্ঞাননেত্র অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তখন ভাস্বরূপ এই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত উদয় হইলেন। যথা—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌনষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোহধুনোদিতঃ॥

পূর্ব্বে এই "আত্মারাম" শ্লোকের ষাট্ প্রকার অর্থ শুনিয়াছ, এক্ষণে ভাগবতার্থরূপ আর একটি অর্থ শুনাইলাম। সর্ব্বসাকুল্যে এই শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হইল।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভিমানী। তিনি ভাবিয়াছিলেন তিনি যে এই আত্মারাম শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন, মনুষ্যের ইহার অধিক আর ব্যাখ্যা করিবার শক্তি নাই।

তখনে বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আরো অর্থ মনুষ্যের শক্তিতে কি হয়॥ চৈঃ ভাঃ

কিন্তু প্রভু যখন এই শ্লোকের একষট্টি প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিলেন, অথচ তাঁহার কৃত ব্যাখ্যার একটিও স্পর্শ করিলেন না, তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "ইনি ত নিশ্চয়ই মনুষ্য নহেন। ইনিই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। ছলনা করিয়া নবীন সন্ন্যাসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। বিদ্যামদে প্রমত্ত হইয়া না জানিয়া ইহাঁর নিকট আমি কি বিষম অপরাধী হইয়াছি। এক্ষণে ইহাঁর শ্রীচরণাশ্রয় ভিন্ন আমার আর গতি নাই।"

ইহোঁ ত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া। চৈঃ চঃ

এই ভাবিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি আত্মগ্লানি-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দারুণ মনঃকষ্টে অধোমুখে প্রভুর শ্রীচরণের প্রতি সতৃষ্ণ ও সজলনয়নে চাহিয়া রহিলেন। অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান, তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করিলেন। চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান প্রথমে তাঁহাকে তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলেন। নবীন সন্ন্যাসীর স্থানে তিনি দেখিতেছেন,—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পর মৈশ্বর্য্যময় শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি। তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, দ্বিভুজ মুরলীধর পরম সুন্দর শ্যামসুন্দর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি।

দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌর ভগবানের ইচ্ছায় কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার আনন্দ-মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি তখন প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীগৌরভগবানের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে নিজকৃত শত শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভুর স্তুতি বন্দনা করিলেন। প্রভুর কৃপায় তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব সকলি তৎক্ষণাৎ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইল। একদণ্ড কালের মধ্যে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর তত্ত্বপূর্ণ ও মহিমাসূচক শত শ্লোকপূর্ণ স্তব পাঠ করিয়া তাঁহার বন্দনা করিলেন (১)। সাক্ষাৎ বৃহস্পতি দেবও এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়া স্তব করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

শত শ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে কহিতে॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর কৃপায় তাঁহার জিহ্বাগ্রে শুদ্ধা সরস্বতীর অবির্ভাব হইল। তাঁহার মনে সর্ব্ব তত্ত্বের পরিপূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইল।

প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আদি বর্ণের মহত্ত্ব॥ চৈঃ চঃ

শ্রীগৌরভগবান সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত এই স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ

(১) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত সুশ্লোক শতক গ্রন্থ।

করিলেন,—প্রমাবেশে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহারসর্ব্বঅঙ্গে অষ্টসাত্বিক ভাবের উদয় দৃষ্টি হইল। তাঁহার নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা পতিত হইতেছে,—সর্ব্ব অঙ্গে পুলকাবলী দৃষ্ট হইতেছে,—কখন তিনি থরহরি কাঁপিতেছেন, তাঁহার সর্ব্বশরীরে স্বেদ নির্গত হইতেছে,—কখন তিনি কান্দিয়া আকুল হইতেছেন,—কখন হাসিতেছেন,—কখন মধুর নৃত্য করিতে করিতে গীত গাইতেছেন,—আর প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বঅঙ্গ যেন প্রেমভরে টলমল করিতেছে (১)। সেখানে সকলই উপস্থিত, প্রভুর ভক্তগণ এবং ভট্টাচার্য্যের ছাত্রগণ উভয় দলই সেখানে আছেন। গোপীনাথ আচার্য্য এবং প্রভুর অন্যান্য ভক্তগণ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এইরূপ প্রেম-বিহ্বলভাবে নৃত্য দেখিয়া হাসিতেছেন। ভট্টাচার্য্যের ছাত্রগণ তাঁহাদিগের অধ্যাপক-গুরুর অকস্মাৎ এইরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইয়াছেন। ইহার ভিতরে কি আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। প্রভুর ভক্তগণ তাঁহার নিত্য দাস। তাঁহারা সকলি বুঝিয়াছেন, তাই হাসিতেছেন। "ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ"। এই সভায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রোতারূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রেমানন্দে অধীর হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া কি বলিলেন শুনুন,—

> অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
> স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
> সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
> তোমার নিশ্বাসে বেদ হয় প্রবর্ত্তন॥
> তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ।
> তোমা বিনা অর্থ জানিতে নাহিত সমর্থ॥ চৈঃ চঃ

গোপীনাথ আচার্য্যের মনে আজ বড় আনন্দ। তিনি করযোড়ে প্রভুর নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন "প্রভু হে! তুমি সর্ব্বগুণনিধি, তুমি অগতির গতি, জ্ঞানগর্ব্বী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আজ তুমি একি গতি করিলে? (২) তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণিপাত।" এই বলিয়া তিনি প্রভুর চরণকমলতলে নিপতিত হইয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন। প্রভু তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন,—

> ———"তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
> জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে॥" চৈঃ চঃ

প্রভু আমার চিরদিনই দৈন্যের অবতার। তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তের সম্মান বাড়াইতে তিনি শতমুখ হইতেন। দয়াময় প্রভুর কথায় গোপীনাথ আচার্য্য কিন্তু লজ্জিত হইলেন। ভক্তগণ আত্মপ্রশংসা শুনিলে কুণ্ঠিত হন। প্রভু তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে সুস্থির করিলেন, তাঁহার পদ্মহস্ত ভট্টাচার্য্যের অঙ্গে দিয়া তাঁহাকে মধুর বচনে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! রাত্রি অধিক হইয়াছে। আমি এক্ষণে বাসায় যাই, আমাকে বিদায় দিন।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণকমলে নিপতিত হইয়া কেবল কান্দিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি করযোড়ে সর্ব্বসমক্ষে প্রভুর শ্রীচরণ ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন করিলেন,—

> জগত নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য।
> আমা উদ্ধারিলে তুমি এশক্তি আশ্চর্য্য॥
> তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ পিণ্ড।
> আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥ চৈঃ চঃ

এই সময়ে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার আর একটী ঐশ্বর্য্য ভাব দেখাইলেন। প্রভু তাঁহারঅপূর্ব্ব ষড়ভুজ রূপ তাঁহাকে দর্শন করাইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি শ্রীগৌরভগবানের অপার কৃপা। তিনি পূর্ব্বে প্রভুর চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, এবং দ্বিভুজ মুরলীধর মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিও দেখিয়াছেন; এখন দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে নবীন সন্ন্যাসিটি আর নাই। তাঁহার স্থানে একটি অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার ষড়ভুজ মূর্ত্তি। ঊর্দ্ধে দুইবাহু নবদূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ। তাহাতে তিনি ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছেন। মধ্য দুই বাহু নীলকান্তমণির ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ, তাহা দ্বারা মোহন মুরলী ধারণ করিয়া আছেন। নিম্নের দুই বাহু কষিত সুবর্ণ বর্ণ, তাহা দ্বারা দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়াছেন।

---

(১) শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি॥ চৈঃ চঃ

(২) গোপীনাথ আচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি॥ চৈঃ চঃ

শ্রীমূর্ত্তির কম্বকণ্ঠে বনমালা, মস্তকে শিখিচূড়া, শ্রীমুখে মধুর হাস্য। মুরলী রন্ধ্র পক্কবিম্বাধর চুম্বিত। এই অপূর্ব্ব কোটি সূর্য্যসম তেজময় ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন (১)।

অপূর্ব্ব ষড়ভূজ মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥ চৈঃ ভাঃ

দয়াময় প্রভু পুনরায় তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত স্পর্শ করিয়া চেতনা সম্পাদন করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন, তাঁহার ভগ্নিপতি গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহাকে এই নবীন সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য। প্রভু এই সময়ে তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া যাইয়া দুই একটি ঐশ্বর্য্য ভাবের কথা কহিলেন। শ্রীগৌর ভগবান ঐশ্বর্য্যভাবে আবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—

———"সার্ব্বভৌম! কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে কি আমার নাহিক অধিকার॥
সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা মুঞি হইলুঁ উদয়॥
বহু জন্মে মোর প্রেমে ত্যজিলে জীবন।
অতএব তোরে মুঞি দিলুঁ দরশন॥
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে এই মোর অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বই নাহি আর॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ প্রেম-দাস।
অতএব তোমারে মুঞি হইলুঁ প্রকাশ॥
সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর, পড় মোর স্তব"॥ চৈঃ ভাঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ-কৃত শ্রীশচী সুতাষ্টক স্তব পাঠ করিলেন। যথা,—

উজ্জ্বল বরণ গৌরবরদেহং বিলসতি নিরবধি ভাববিদেহং।
ত্রিভুবনপালন কৃপয়া লেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
গদগদ অন্তর ভাব বিকারং, দুর্জ্জন-তর্জ্জন-গর্জ্জন বিশালং।
ভবভয় ভঞ্জন কারণকরুণং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
অরুণাম্বরধর সুচারু কপোলং,ইন্দুবিনিন্দিত নখচয় রুচিরং।
জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
বিগলিত নয়নকমল-জলধারং, ভূষণ নবরস ভাববিকারং।
গতি অতি মন্থর নৃত্যবিলাসং,তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
চঞ্চল চারু চরণ গতিরুচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরং।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
ধৃতকটিডোর কমণ্ডলু দণ্ডং, দিব্য কলেবর মুণ্ডিত মুণ্ডং।
দুর্জ্জন-কল্মষ খণ্ডন-দণ্ডং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
ভূষণ ভূরজ অলকাবলিতং, কম্পিত বিম্বাধর বর রুচিরং।
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং,তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
নিন্দিত অরুণ কমলদলনয়নং,আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলং।
কলেবর কৈশোর নর্ত্তকবেশং,তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই স্তবটি প্রভুর সন্ন্যাস মূর্ত্তির। তিনি নদীয়ানাগর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের রত্নালঙ্কার ভূষিত ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত অপূর্ব্ব কেশদামপরিশোভিত সুন্দর বদনচন্দ্র দর্শন লাভের সৌভাগ্য পান নাই, তাই এই স্তবটিতে তিনি প্রভুর নদীয়ানাগরভাব বর্ণনে অসমর্থ হইলেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ নবনটবর নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মাধুর্য্যপূর্ণ প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তি নদীয়ার ভক্তবৃন্দের মনে নিত্যই স্ফূর্ত্তি হইত। প্রভুর এই স্তব শুনিয়া তাঁহারা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সৌভাগ্য দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যদি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নবদ্বীপলীলা দর্শন করিয়া নদীয়ানাগরভাবের ভাবুক হইবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাহা হইলে তিনি অতি সুন্দর "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভাষ্টক" লিখিতেন। করুণাময় প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কিভাবে কৃপা করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন, তাহা শুনুন,—

করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয় উপর॥ চৈঃ ভাঃ

---

(১) হেনই সময়ে প্রভু ষড়ভুজ শরীর।
দেখিয়া ত সার্ব্বভৌম আনন্দে অস্থির॥
ঊর্দ্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হাথে ধরে মুরলী অধর॥
নম্র দুই করে ধরে দণ্ড কমণ্ডলু।
দেখি সার্ব্বভৌম হৈলা প্রেমায় বিহ্বল॥ চৈঃ মঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যখন প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বালকের মত কান্দিয়া আকুল হইলেন, তখন শ্রীগৌরভগবান তাঁহার অজভববাঞ্ছিত শ্রীচরণ দুখানি ধীরেধীরে সার্ব্বভৌমের হৃদয়দেশে রাখিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরানন্দলাভ করিয়া দৃঢ়ভাবে প্রভুর রাতুল পাদপদ্ম দুখানি বক্ষে ধারণ করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে একমাত্র বুলি "আজি আমি আমার চিত-চোরকে পাইলাম"। এই কথা পুনঃ পুনঃ বলেন আর কান্দেন। (১) প্রভুর শিববিরিঞ্চিবাঞ্ছিত পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া তিনি তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্বধন চিত-চোরের চরণ কমলে আত্মনিবেদন করিতে লাগিলেন,—

"প্রভুরে! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু! কর দৃষ্টিপাত॥
তোমারে যে মুঞি পাপী শিখাইলুঁ ধর্ম্ম।
না জানিঞা তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ কর্ম্ম॥
হেন কেবা আছে প্রভু! তোমার মায়ায়।
মহাযোগেশ্বর আদি মোহ নাহি পায়॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবা কোন্ শক্তি।
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেমভক্তি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয় জয় বেদ বিপ্র সাধু ধর্ম্মত্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধ সত্বরূপ ন্যাসীবর॥ চৈঃ ভাঃ

শ্রীশ্রীগৌরভগবানের এক্ষণে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যভাব। তিনি ভগবানভাবে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বক্ষে তাঁহার পাদপদ্ম ধারণ করিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার পিতার সমবয়স্ক,—পরম পূজ্য। তিনি তাঁহার হৃদয়ে শ্রীচরণ ধারণ করিয়াছেন। আর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া আর্ত্তিপূর্ণ আত্মনিবেদন করিতেছেন, স্তবস্তুতি করিতেছেন,—ইহা শ্রীগৌরভগবানের মহামহিমাময় ঐশ্বর্য্য লীলা। নবদ্বীপলীলায় তিনি ভগবানভাবে আত্মপ্রকাশ-করিয়াছিলেন,—এখানেও তাঁহাই করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আছেন। তাঁহার আত্মনিবেদন এখনও শেষ হয় নাই। তিনি সচল শ্রীনীলাচন্দ্রের দর্শন পাইয়াছেন, প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তিনি তাঁহার অভীষ্টদেবের চরণকমলে একে একে মনের সকল কথাই নিবেদন করিলেন। তিনি কান্দিতে কান্দিতে পুনরায় কহিলেন,—

পতিত তারিতে'সে তোমার অবতার।
মুঞি পতিতেরে প্রভু! করহ উদ্ধার॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে, তোমা জানিব কেমনে।
এবে এই কৃপা কর সর্ব্বজীবনাথ।
অহর্নিশ চিত্ত যেন রহয়ে তোমাত॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু! তোমার বিহার।
তুমি না জানাইলে জানিতে শক্তি কার॥
আপনিই দারুব্রহ্ম রূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতূহলে॥
আপন প্রসাদ কর আপনে ভোজন।
আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন॥
আপনে আপনা দেখি হও মহা মত্ত!
এতেক কে বুঝে প্রভু! তোমার মহত্ব॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র॥
মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজভব দেবগণে॥ চৈঃ ভাঃ

দর্পহারী প্রভুর কৃপায় বিদ্যাভিমানী তর্কনিষ্ঠ শুষ্কহৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের তখন সকল পাণ্ডিত্যাভিমান দূর হইয়াছে, ধনের অহঙ্কার, কুলের গর্ব্ব সকলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। তিনি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত, সর্ব্বলোক পূজ্য, সন্ন্যাসীদিগের

(১) পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দ প্রেমময়॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরে প্রেমফাঁন্দে।
আজি সে পাইনু চিত চোর বলি কান্দে॥ চৈঃ ভাঃ

শিক্ষাগুরু, সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁহার তুল্য সম্মানার্হ পণ্ডিত আর দ্বিতীয় নাই। তিনি প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন 'মুঞি পতিতেরে প্রভু করহ উদ্ধার"। তিনি এক্ষণে দীনাতিদীন পথের ভিখারীর মত প্রভুর চরণে ভক্তি ভিক্ষার জন্য লালায়িত। তাঁহার বিদ্যাভিমান, ধনাভিমান, কুলগৌরব সকলি ভগবতপ্রেম-বন্যার অতল জলে ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি এক্ষণে ভক্তিভিক্ষু ও প্রেমভিখারী। শ্রীগৌরভগবান তাঁহাকে কৃপা করিয়া চরণে স্থান দিয়াছেন, তিনি তাঁহার অভয় পদ লাভ করিয়াছেন।

প্রভুর ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শনে সার্ব্বভৌমের মনে অপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছে। শ্রীগৌরভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে একদিনেই তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্যই দেখাইলেন। প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে দ্বিভুজ মুরলীধর, তৎপরে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন দানে প্রভু তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের স্তবস্তুতি ও আর্ত্তিপূর্ণ কাকুবাদে তুষ্ট হইয়া পরিশেষে প্রভু তাঁহাকে মধুর হাসিয়া কহিলেন,—

"শুন সার্ব্বভৌম! তুমি আমার পার্ষদ।
এতেক দেখিলা তুমি এতেক সম্পদ॥
তোমার নিমিত্তে মোর হেথা আগমন।
অনেক করিয়াছ তুমি মোর আরাধন॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
যতেক কহিলা তুমি, সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা॥
শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন।
যে জন করয়ে ইহা শ্রবণ পঠন॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
সার্ব্বভৌম-শতক বলি লোকে যেন কয়॥
যে কিছু দেখিলে তুমি প্রকাশ আমার।
সঙ্গোপ করিবা পাছে জানে কেহো আর॥
যতেক দিবস মুঞি থাকো পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈছু কাহারে কহিতে॥
আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দচন্দ্র।
ভক্তিকরি সেবিহ তাঁহার পদদ্বন্দ্ব॥
পরম নিগূঢ় তিহোঁ কেহো নাহি জানে।
আমি যারে জানাই সেই সে জানে তানে॥ চৈঃ ভাঃ

এই যে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য লীলারঙ্গ দেখাইলেন, ইহা আর কেহ দেখিলেন না। সার্ব্বভৌমের সভায় তাঁহার নিজ শিষ্যগণ ছিলেন। অপরাপর পণ্ডিতগণ ছিলেন, প্রভুর ভক্তবৃন্দও ছিলেন। তাঁহারা কেহ কিছুই দেখিলেন না। কেবল একমাত্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দেখিলেন। নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার। যখনই তিনি কিছু ঐশ্বর্য্যলীলারঙ্গ দেখাইয়াছেন, তৎপরক্ষণেই আত্মগোপন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শ্রীগৌরভগবান সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে এই কথা বলিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব সম্বরণ করিলেন। তিনি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সে রাত্রি আর নিদ্রা গেলেন না। একাকী তাঁহার শয়ন-প্রকোষ্ঠে বসিয়া শ্রীগৌরভগবানের এই সকল অদ্ভুত লীলারঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে লাগিলেন। তিনি ভক্তিপথের পথিক নহেন। প্রভুর কৃপায় একদিনেই তিনি ভক্তিমার্গের পথিক হইলেন। শ্রীগৌরভগবানের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ষড়ভুজরূপ দর্শনে তাঁহার বিচার ও তর্কবুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইল, ভক্তিপথের কণ্টকগুলি তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র হইতে একেবারে উন্মূলিত হইল। তিনি বিচার তর্ক ছাড়িয়া দিয়া, অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তিনি নয়নজলে তাঁহার হৃদয়মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তির অভিষেক করিলেন। নয়ন-জলে তাঁহার তর্কনিষ্ঠ কঠিন হৃদয় দ্রব হইয়া ভক্তিসাধনোপযোগী হইল। রাত্রি শেষে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিদ্রাকর্ষণ হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার শয্যার উপা-

ধান নয়নজলে সিক্ত হইয়াছিল। সেই অশ্রুসিক্ত উপাধানে মস্তক রাখিয়া তিনি নিদ্রা গেলেন।

প্রভুর বাসায় সে দিন মহানন্দে ভক্তবৃন্দ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য এই আনন্দোৎসবের প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা। তাঁহার মনে আজ বড় আনন্দ। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আজ প্রভুর কৃপায় ভক্তিপথের পথিক হইয়াছেন। প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া চিনিয়াছেন, তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া স্তবস্তুতি করিয়াছেন; এ সংবাদ নীলাচলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী এক নবীন সন্ন্যাসী অদ্বিতীয় পণ্ডিত; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় পরাজিত করিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, তিনি সেই অপূর্ব্ব রূপরাশিসম্পন্ন নবীন সন্ন্যাসীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন, এসব কথা নীলাচলবাসী সকলেই শুনিলেন। প্রভুর একান্ত ভক্ত গোপীনাথ আচার্য্য আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে এ সংবাদ নীলাচলে গৃহে গৃহে প্রচার করিলেন। সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-বার্ত্তা তিনিই নীলাচলে ঢাক বাজাইলেন। এসকল কথা লোকমুখে দেশবিদেশেও প্রচারিত হইল। প্রভু রাত্রিতে ভক্তবৃন্দসহ নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া নিদ্রা গেলেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শয্যোত্থান লীলা দর্শন করিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। সঙ্গে গোপীনাথ আচার্য্য আছেন, তিনি প্রভুকে সঙ্গে লইয়া প্রতিদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করান। প্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেছেন। তখনও কিঞ্চিৎ রাত্রি আছে। অন্ধকার দূর হয় নাই। গোপীনাথ আচার্য্য প্রভুর নিকটে যাইয়া কহিলেন "প্রভু! ঐ দেখুন রজনী শেষে শ্রীমন্দিরের সুদৃঢ় কবাটাবলীর উদ্ঘাটন হেতু মন্দিরাভ্যান্তর হইতে অপূর্ব্ব সুগন্ধি নির্গত হইতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রদেবের নিদ্রাভঙ্গজনিত আলস্যে উচ্চরবে জৃম্ভন ও অপূর্ব্ব সৌরভযুক্ত উদ্গার ধ্বনি হইতেছে। আরও দেখুন, কি আশ্চর্য্য! দীপাভাবে ঘনতর অন্ধকারাবৃত এই গভীর গম্ভীরিকার মধ্যে শয্যোত্থিত লক্ষ্মীপতির উজ্জ্বল নয়ন দুইটি কালিন্দীর সলিলে প্রবল পবনবেগে বিঘূর্ণিত ও উন্মত্ত ভ্রমরযুগলে পরিশোভিত পদ্মযুগলের ন্যায় শোভা পাইতেছে" (১)। প্রভু নিবিষ্টচিত্তে গোপীনাথ আচার্য্যের কথাগুলি শুনিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নির্নিমেষ নয়নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় যেন শ্রীনীলাচলচন্দ্রের বদনচন্দ্রে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ বোধ হইতেছে। প্রেমাশ্রু-জলধারে প্রভুর প্রসর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। গোপীনাথ আচার্য্য পুনরায় প্রভুকে কহিলেন, "প্রভু! ঐ দেখুন, শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র শ্রীবদন প্রক্ষালন করিলেন, তাহার পর তাঁহার সেবকগণ তাঁহাকে সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করিয়া সুবাসিত সলিলে স্নান করাইয়া দিলেন, ঐ দেখুন তিনি শ্রীঅঙ্গে রত্নালঙ্কার পরিধান করিতেছেন। ঐ দেখুন তাঁহার বালভোগের উদ্যোগ হইতেছে। ঐ দেখুন শ্রীনীলাচলচন্দ্রের বালভোগ-লীলা সম্পন্ন হইল। ইহার পর ঐ দেখুন তাঁহার হরিবল্লভ ভোগ হইল। এক্ষণে তাঁহার মঙ্গল ধূপ আরতি

গোপীনাথাচার্য্য।—তথা কৃত্বা ভগবন্নিত ইতঃ ইতি প্রবেশং নাটয়িত্বা জগন্মোহনমাসাদ্য দেব পশ্য॥

তৎকালীন কবাট বাট নিবিড়োদ্ঘাটে বিনিষ্ক্রামতা
গন্ধাগার গরিষ্ঠ সৌরভভরেণামোদ মভ্যূহমন্।
নিদ্রাভঙ্গজৃম্ভালসো মুখমিব ব্যাদায় শেষে নিশো
জৃম্ভারম্ভমিবাত নোতি সর্ব্বং প্রসাদ এষ প্রভোঃ॥

অপিচ। দেব আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যং।

দীপাভাব ঘনান্ধকার গহনে গম্ভীর গম্ভীরিকা
কুক্ষৌত্থিত উত্থিতস্য জয়তো লক্ষ্মীপতের্লোচনে।
কালিন্দী সলিলোদরে বিজয়িনী বাতেন ঘূর্ণায়িতে
প্রোন্মত্ত ভ্রমরাবলীঢ় জঠরে সৎপুণ্ডরীকে ইব॥ চৈঃ চঃ নাটক

হইবে (১)। প্রভু পরানন্দময় হইয়াছেন, তিনি জড়বৎ দাঁড়াইয়া ভোগ আরতি দর্শন করিতেছেন। তাঁহার কমল নয়নদ্বয় নিমেষশূন্য।

ঠাকুরের ভোগ আরতি সমাপ্ত হইলে দুইজন শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক প্রভুর নিকটে আসিয়া এক জন তাঁহাকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিলেন, অপর সেবক প্রভুকে কিছু প্রসাদান্ন দিলেন। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া প্রথমে মাল্যচন্দন গ্রহণ করিলেন, পরে তাঁহার বহির্ব্বাস প্রসারণ করিয়া তাহাতে প্রসাদান্ন বান্ধিয়া লইলেন (২)। তাহার পর প্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অকস্মাৎ সিংহগতিতে শ্রীমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি আর তখন ভক্তবৃন্দের অপেক্ষা করিলেন না, ইহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইয়া পলায়মান্ প্রেমোন্মত্ত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। কিন্তু তাঁহার লাগ পাইলেন না। ভক্তবৃন্দ দেখিলেন, প্রভু বাসার পথ ছাড়িয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর পথের দিকে তীরবেগে ছুটিতেছেন। ভক্তবৃন্দও সেই পথে চলিলেন।

গোপীনাথ আচার্য্য সকলকে বলিলেন "ওহে! প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে, এতদিন ভট্টাচার্য্যের সৌভাগ্য তরু ফলবান হইয়াছে"(৩) এই বলিয়া তিনি মুকুন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে প্রভু মত্তসিংহগতিতে সার্ব্বভৌমভবনের বহিরাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। নীলাচলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড় লোক; তাঁহার নিজবাস প্রকাণ্ড তিন মহলা দ্বিতল অট্টালিকা। তিনি তৃতীয় মহলে, নিজ শয়নগৃহে নিদ্রিত আছেন। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শেষ রাত্রিতে তাঁহার একটু গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছে। দ্বিতীয় কক্ষের দ্বারদেশে একটি ব্রাহ্মণবালক শয়ন করিয়া আছে। প্রভু দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া "ভট্টাচার্য্য ভট্টাচার্য্য" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ-কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি প্রভুকে চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিলেন। তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহাকে বলিলেন "সেই নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন।" তিনি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শয্যা হইতে উঠিয়াই "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া হাই তুলিলেন। প্রভু ইহা স্বকর্ণে শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণ নাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা॥ চৈঃ চঃ

পূর্ব্বে তিনি এরূপ করিতেন না। প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ নামে তাঁহার রতি হইয়াছে। তাঁহার সৌভাগ্য দেখিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর শুভাগমন বার্ত্তা শুনিয়াই সশব্যস্তে গৃহের বাহিরে আসিয়াই তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন, প্রভু তাহাতে বসিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহার চরণতলে বসিলেন। প্রাতঃকাল হইয়াছে, কিন্তু তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। প্রভু আসনে বসিয়া নিজ বহির্বাস হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন খুলিয়া সহাস্য বদনে সার্ব্বভৌমকে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণ কর, আমি অতি যত্ন করিয়া তোমার জন্য অঞ্চলে বান্ধিয়া এই অন্ন-প্রসাদ আনিয়াছি, গ্রহণ কর।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অতিশয় নিষ্ঠাবান

(১) গোপীনাথাচার্য্য।—পশ্য পশ্য।
অম্বুবদন প্রক্ষালনসভাঙ্গস্নান ভূষণাদ্যমথ।
অনুবাল ভোগলীলা হরিবল্লভ ভোগ এবতৎপশ্চাৎ॥
দৃশ্যতামধুনা প্রাতর্ধূপাখ্যঃ পূজা বিশেষঃ॥
ভগবান।—আনন্দস্তিমিত এব সপুলকাশ্রুং পশ্যত্যেব। চৈঃ চঃ নাটক

(২)। প্রবিশ্য পার্ষদৌ। কৃষ্ণচৈতন্য সমীপমুপসর্পতঃ।
ভগবান।—উপসৃত্য মূর্দ্ধানমবনমতি॥ একো মালাং প্রযচ্ছতি।
ভগবান।—বহির্বাসোঽঞ্চলং প্রসারয়তি। অপরঃ প্রসাদান্নং প্রযচ্ছতি।
ভগবান।—অকলে কৃত্বা শ্রীজগন্নাথং প্রণম্যৈব সিংহবত্ত্বরিতগতি নিষ্ক্রান্তঃ।
চৈঃ চঃ নাটক।

(৩) গোপীনাথাচার্য্য।—সার্ব্বভৌমালয়ং প্রতি দেবঃ প্রস্থিতবান তৎফলিতং ভট্টাচার্য্যস্য সুকৃতি ক্রমেন। চৈঃ চঃ নাটক।

ব্রাহ্মণ, তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন পর্য্যন্ত করেন নাই। স্নান, সন্ধ্যা, আহ্নিক ত দূরের কথা। চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহার প্রসাদে ভক্তি পরীক্ষা করিতে, এই প্রসাদ লইয়া অতি প্রত্যুষে ভট্টাচার্য্যের নিকট আসিয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মনে প্রভুর কৃপায় এখন আর সেরূপ ভাব নাই। তাঁহার অন্তর শোধন হইয়াছে, তাঁহার হৃদয় কোমল হইয়াছে। প্রসাদে তাঁহার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তিনি মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক প্রভুর শ্রীহস্ত হইতে প্রাসাদান্ন লইয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন (১)। তিনি পণ্ডিত, শাস্ত্রবেত্তা, অভ্যাস দোষে প্রভুর সম্মুখে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিলেন (২)। ভক্তবৎসল প্রভু ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসির মর্ম্ম সার্ব্বভৌম বুঝিলেন না। সাক্ষাৎ ভগবান যখন কৃপা করিয়া স্বহস্তে তাঁহারই প্রসাদ দিতেছেন, তখন আর শাস্ত্রবিধি উঠাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। পণ্ডিতগণ সকল কার্য্যেই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তবে কার্য্য করেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অভ্যাসদোষে তাহাই করিলেন। প্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে কুলধর্ম্ম ছাড়িয়া, মানাপমান ও লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, অতি প্রত্যুষে দন্ত ধাবন পর্য্যন্ত না করিয়া অম্লানবদনে প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিলেন, ইহাতেই, প্রভুর আনন্দ। প্রেমানন্দে প্রভুভৃত্যে দুই জনে সেই গৃহাভ্যন্তরে হাত-ধরাধরি করিয়া আনন্দ-নৃত্যারম্ভ করিলেন। উভয়ে উভয়ের অঙ্গস্পর্শে পুলকিতাঙ্গ হইলেন। অশ্রু, কম্প স্বেদ প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাববিকারে দুই জনেই প্রেমানন্দে অভিভূত হইলেন (১)। ভক্ত-ভগবানের এই অপূর্ব্ব মিলনে সার্ব্বভৌম গৃহে সেদিন যে প্রেমানন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহাতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার গোষ্ঠী সুদ্ধ লোক প্রেমভাবে প্রমত্ত হইয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ভৃত্যবর্গ ইহা দেখিয়া অবাক হইল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত যে এমন কার্য্য করিবেন, তাহা তাহারা স্বপ্নেও জানিতেন না। তাহারা আজ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের মনে বিষম একটা খট্‌কা লাগিল। দুইজন ভৃত্য বাহিরে আসিয়া বলাবলি করিতে লাগিল "এই নবীন সন্ন্যাসী কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র জানে, তাহাতেই ভট্টাচার্য্যকে গ্রহগ্রস্থের মত করিয়াছে" (২)। মুকুন্দ ও গোপীনাথ আচার্য্য ভৃত্যদিগের মুখে সকল কথাই শুনিলেন; শুনিয়া সকলি বুঝিলেন। পরে সেখানে দামোদর এবং জগদানন্দ পণ্ডিত গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে দামোদর পণ্ডিতও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভৃত্যের মুখে এসকল কথা শুনিয়াছেন। তিনি আসিয়াই গোপীনাথ আচার্য্যের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—

---

(১) বসিতে আসন দিয়া দুহেঁত বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাতে দিল॥
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল।
স্নান সন্ধ্যা দন্ত ধাবন যদ্যপি না কৈল॥
চৈতন্ত প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল॥ চৈঃ চঃ

(১) শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেন ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥ পদ্মপুরাণ।
তত্রৈব—ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ ঐ

(১) দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুই জনে ধরি দুঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু ভৃত্যে দুঁহার স্পর্শে দুঁহার ফুলে মন॥ চৈঃ চঃ

(২) একঃ ভৃত্য। জনে এসে সন্ন্যাসী কংপি মোহণগণ্ডং
জানাদি জদো ভট্টাচালিএ ইমিনা গহগ্গত্থে বি অ কিদে। চৈঃ চঃ নাঃ

শ্লোকার্থ। আহা! মদমত্ত বক্রহস্তী বায়ী (গজবন্ধিনী) ব্যতিরেকেই বদ্ধ হইল, কিম্বা বজ্রজনের হৃদয়দাহক অনল জল সেক ব্যতিরেকেই নির্ব্বাণ হইল। কারণ পণ্ডিতাগ্রগণ্য এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বজ্র হইতেও অতি কঠিন হৃদয়কে ভাগ্যবশতঃ ভগবান অমৃতের স্তায় সরস করিয়াছেন।

বিনা বারীং বন্ধো বনমদকরীন্দ্রো ভগবতা
বিনা সেকং স্বেষাং শমিতইব হৃত্তাপ দহনঃ।
যদৃচ্ছা যোগেন ব্যরচি যদিদং পণ্ডিত পতেঃ
কঠোরং বজ্রাদপ্যমৃতমিব চেতোঃহস্য সবসং। (১)

চৈঃ চঃ নাটক

সকল ভক্তগণ তখন সার্ব্বভৌমগৃহে একত্রিত হইয়াছেন। সকলেই শুনিলেন প্রভু যে শ্রীমন্দির হইতে প্রসাদান্ন বহির্ব্বাসের অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন উহা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জন্য। তিনি অতি প্রত্যূষে প্রভুর হস্তে সেই প্রসাদ পাইয়াছেন! প্রসাদে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে দেখিয়া প্রভু প্রেমানন্দে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া তাঁহার সহিত অপূর্ব্ব নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুর সহিত আনন্দনৃত্য করিতেছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহাদিগের মনে বড় আনন্দ হইল। সার্ব্বভৌমের নৃত্য দেখিতে মনে বড় সাধ হইল। তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত বহির্বাটিতে প্রভুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শয়ন কক্ষে তাঁহার সহিত আনন্দোৎসবে মত্ত আছেন। প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কহিলেন,—

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস। চৈঃ চঃ

পরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি করুণাময় প্রভু করুণনয়নে চাহিয়া কহিলেন,—

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়
কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হইলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥ চৈঃ চঃ

এই বলিয়া প্রভু নিম্নলিখিত ভাগবতের শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

যেষাং স এষ ভগবান দয়য়েদনন্তঃ।
সর্ব্বাত্মনাশ্রিত পদো যদি নির্ব্যলীকং॥
তে দুস্তরানতিতরন্তি চ দেবমায়াং।
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে॥ (১)

শ্রীমদ্‌ভাগবত ২।৭।৪১

প্রভু ও ভৃত্যে প্রেম-নৃত্য তখন পর্য্যন্ত চলিতেছিল। ক্রমে তাঁহারা উভয়েই প্রেমাবেশে মধুর নৃত্য করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জীবনে এই প্রথম নৃত্য। প্রভুর ভক্তগণ তাঁহার নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন প্রসাদান্ন ভোজনগুণে ভট্টাচার্য্যের আজ অপূর্ব্ব প্রেমভাব হইয়াছে। তিনি উন্মত্ত হইয়া 'হরে কৃষ্ণ" "হরে কৃষ্ণ" বলিতেছেন, আর উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন। তাঁহার মনের সকল জড়তা আজ দূর হইয়াছে। প্রভুর কৃপা হইলে সকলি সম্ভব হয়।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সার্ব্বভৌমের নৃত্য দেখিয়া হাসিতেছেন। গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহার বৈষ্ণবতা দেখিয়া "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন।

গোপীনাথাচার্য্য তাঁহার বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া॥ চৈঃ চঃ

তাঁহার সহিত সার্ব্বভৌমের শ্যালক-ভগ্নিপতি সম্বন্ধ। তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া কানে কানে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তুমি এ কি করিতেছ? তুমি জগতমান্য পণ্ডিত, তোমার

(১) শ্লোকার্থ পূর্ব্বপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১) শ্লোকার্থ। পরন্তু সেই ভগবান যাহাদিগের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা যদি কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পাদপদ্মের আশ্রিত হন, তবেই তাঁহার দুরন্ত মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং তাঁহার মায়াবিভবও জানিতে পারেন, আর কুক্কুর শৃগাদির ভক্ষ্য এই দেহেতেও তাঁহাদের "আমি আমার" এরূপ বুদ্ধি থাকে না।

কি এরূপ নৃত্যকীর্ত্তন শোভা পায়? লোকে তোমাকে কি বলিবে? তোমার মান গৌরব, লজ্জা সরম সকলি যে গেল দেখিতেছি"। এ কথাগুলি গোপীনাথ আচার্য্যের আন্তরিক কথা নহে, তাহা কৃপাময় পাঠকবৃন্দ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি কৌতুক করিয়া পণ্ডিত শিরোমণি শ্যালকের ভক্তি পরীক্ষা করিতেছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখনও প্রেমোন্মত্ত। তিনি ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতে করিতে উত্তর করিলেন "ওহে আচার্য্য! মুখর লোকে যেখানে সেখানে আমার নিন্দা করে করুক, আমার মানগৌরব যায় যাউক, আমি আর সে সকল কথায় কর্ণপাত করিব না, অপরের কথার বিচার করিব না। আমি প্রভুর নিকট যে হরিরস-মদিরা পাইয়াছি, তাহাতেই মত্ত হইয়া নাচিব গাইব এবং ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া কৃতার্থ হইব" (১)। গোপীনাথ আচার্য্যের পরীক্ষায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইলেন দেখিয়া চতুরচূড়ামনি প্রভু ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসির মর্ম্ম গোপীনাথ আচার্য্য বুঝিলেন। ভক্তবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নদীয়ার ভক্তবৃন্দকে দেখিয়া প্রেমানন্দে অধিকতর উৎসাহের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। প্রভু এতক্ষণ সার্ব্বভৌমের সঙ্গে নৃত্য করিতেছিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল বদনে আজি আর হাসি ধরে না। প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে তিনি ভক্তগণ সঙ্গে নিজ বাসায় আসিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গৃহে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি প্রাতঃকৃত্য করিয়া প্রত্যহ এই সময়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে গমন করেন। আজ তিনি একটি ভৃত্য সঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া শ্রীমন্দিরের পথে না গিয়া বরাবর প্রভুর নিকট চলিয়া আসিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

"জগন্নাথ না দেখিয়া আইলা প্রভু স্থানে"।

সঙ্গের ভৃত্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিতেছে, "জগন্না দেবের শ্রীমন্দিরের এ পথ নয়" (১)। কে তাহার কথা কর্ণপাত করে? সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রেমোন্মত্ত হইয় তাঁহার মনচোরের নিকট চলিয়াছেন, কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদিনী ব্রজগোপীকার ন্যায় তিনি তাঁহার প্রাণকৃষ্ণান্বেষণে যে অভিসারে চলিয়াছেন। কে তাঁহার গতি রো করিবে? তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন নীলাচলের দারু ব্রহ্ম অচল জগন্নাথ,—নদীয়ার অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সচল জগন্নাথ। তাই তিনি আজ অচল জগন্নাথকে ছাড়িয় সচল জগন্নাথকে দেখিতে চলিয়াছেন। পথে তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন "গোপীনাথ আচার্য্যে যাহা কহিয়াছেন, তাহা ধ্রুব সত্য। এই নবীন সন্ন্যাসীটি যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ অদ্ভুত শক্তি মানুষে সম্ভবে না" (২)। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রভুর গৃহদ্বারে গোপীনাথ আচার্য্যকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সভক্তি নমস্কার করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভু কি করিতেছেন? এখন কি তাঁহার দর্শন পাইব"? গোপীনাথ আচার্য্য হাসিয়া কহিলেন "প্রভু বসিয়া আছেন, তুমি এস" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া প্রভুর নিকটে লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে কহিলেন,—

নানালীলা রসবশতয়া কুর্ব্বতো লোকলীলাং।
সাক্ষাৎকারেঽপি চ ভগবতো নৈব তত্ত্ববোধঃ।

(১) পরিবদতু জনো যথা তথায়ং
নমু মুখরোঽহং ন বিচারয়ামঃ।
হরিরস-মদিরা মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ। চৈতন্যচরিত।

(১) ভৃত্য। স্বামিন্ নায়ং পন্থাঃ শ্রীজগন্নাথালয়োপসর্পণায়।
চৈঃ চঃ নাটক।

(১) সার্ব্বভৌম। স্বগতং অহো অবিতথমেবাহ গোপীনাথাচার্য্যঃ কমপি চেতো যদীদৃশ মজনি তদয়মীশ্বর এবেতি সোৎকণ্ঠং পরিক্রম্য অহো ইদমস্মাকৃবস্তু: পুরং তদ্যাবৎ প্রবিশামীতি প্রবেশং নাটয়তি।
চৈঃ চঃ নাটক।

জ্ঞাতুং শক্তোত্যহহ ন পুমান্ দর্শনাৎ স্পর্শরত্নং
যাবৎ স্পর্শাজ্জনয়তি তরাং লোহমাত্রং ন হেম॥

অপিচ।

স্বজন হৃদয় সদ্মা নাথ পদ্মাধিনাথো
ভুবি চরসি যতীন্দ্রচ্ছদ্মনা পদ্মনাভঃ।
কথমিহ পশুকল্পাস্থা মনস্থানুভাবং
প্রকট মহুভবামোহন্ত বামোবিধি র্নঃ॥ (১) চৈঃ চঃ নাঃ

সার্ব্বভৌমের সার্ব্বভৌমত্ব একেবারে প্রভু হরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে যেন দীনাতিদীন ভিখারির ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁহার বিদ্যাভিমান, কুলগর্ব্ব সকলি গিয়াছে। তিনি প্রভুকে অকপটে প্রাণের কথাটি বলিলেন। তিনি বলিলেন "প্রভু হে! তুমি বড় দয়াময়! তোমার দয়ার অবধি নাই। আমি বড় অধম, তাই তোমাকে তর্ক-বিচারে জয় করিব মনে করিয়াছিলাম। আমার মত হতভাগ্য জীব জগতে দ্বিতীয় নাই। আমার মন বড়ই তর্কনিষ্ঠ, কারণ আমি পণ্ডিত, বিদ্যাচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছি। আমি তর্ক বিচার করিয়া তোমাকে জানিতে চাহিলাম, তুমি ভক্তবৎসল, তাই আমার মন বুঝিয়া তর্কযুদ্ধে আমাকে পরাজয় করিয়া আমার নিকট স্বরূপে প্রকট হইলে। প্রভু! তোমাকে আর আমি কি বলিব। আমি বড়ই দুর্ভাগা। আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজ গুণে তুমি আমাকে কৃপা করিয়াছ। তোমার দয়াময় নামের আমি পূর্ণ পরিচয় পাইয়া তোমার চরণকমলে আশ্রয় লইয়াছি, আমাকে তোমার অভয়, পদাশ্রয় দিয়া রক্ষা কর"।

(১) শ্লোকার্থ শ্রীভগবান বিবিধ লীলাবশে লৌকিকী লীলারম্ভ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিলেও কেহই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন না। যেমন স্পর্শমণি যে পর্য্যন্ত লৌহকে স্বর্ণ না করে, সেই অবধি তাহাকে দেখিলেও কেহ চিনিতে পারে না। হে পদ্মনাভ! হে রমাপতে! তুমি তোমার প্রিয়জনের হৃদয় চুরি করিয়া কপট সন্ন্যাসীবেশে ভূতলে পরিভ্রমন করিতেছ। হে নাথ! আমি পশুতুল্য। তোমার অসামান্য প্রভাব কিরূপে বুঝিব? বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ।

প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কথা শুনিয়া দুই কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তুমি একি বিপর্য্যয় কথা বলিতেছ? (১)। আমি তোমার স্নেহের পাত্র, পুত্র-বৎ, আমাকে কোথায় উপদেশ দিবে, না তুমি আমাকে আত্মস্তুতি শুনাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতেছ"! সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আর কথা কহিতে না দিয়া, চতুর-শিরোমণি প্রভু হরিকথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে "হরের্নাম হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাই-লেন (২)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর শ্রীমুখের ব্যাখ্যা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া গোপীনাথ আচার্য্যের প্রতি সজল-লোচনে চাহিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য তখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—

——————"আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন ভট্টাচার্য্য তোমার সেইত হইল॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কান্দিতে কান্দিতে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অতিশয় বিনয়নম্র বচনে তখন কহিলেন,—

'তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে।
তুমি মহা ভাগবত আমি তর্ক অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈলে মোরে তোমার সম্বন্ধে"॥ চৈঃ চঃ

অর্থাৎ "আচার্য্য! তুমিই মূলাধার! তুমি প্রভুর পরম ভক্ত। তোমার সঙ্গগুণেই আমি প্রভুর এই কৃপা লাভ করিলাম। আমি তর্কশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান-

(১) ভগবান্। কর্ণৌ পিধায় ভট্টাচার্য্য ভবত্বাৎসল্য পাত্রমেবাস্মি তৎ কিমিদমুচ্যতে। চৈঃ চঃ নাটক।

(২) টীকা। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম এব কলৌ কেবলং গতিঃ, অন্যথা হরিনামাশ্রয়ং বিনা কলৌ গতির্নাস্ত্যেবনাস্ত্যেবনাস্ত্যেব। পূর্ব্বত্র হরের্নামেতি ত্রিরুক্তো সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগীয় ধর্ম্মানাং ধ্যান যজ্ঞ পরিচর্য্যা রূপানাং ফল প্রাপ্তি। হরিনামামৃত এবভবেদিতি সূচিতং। পরত্রনাস্ত্যেবেতি ত্রিরুক্তা হরিনামাশ্রয়ং বিনা ধ্যানাদিকং সর্ব্বং বিফল মিতি সূচিতম্। অর্থ।—কলিকালে কেবল হরিনাম গতি। হরিনামা-শ্রয়ে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম ধ্যানযজ্ঞ পরিচর্য্যার ফল প্রাপ্ত হয় এবং হরি নামাশ্রয় ব্যতীত ধ্যান যজ্ঞ পরিচর্য্যা বিফল হয়॥

হীন হইয়াছিলাম। আমার হৃদয় লৌহপিণ্ডবৎ কঠিন ছিল। তোমার সঙ্গলাভে আমি সকলি পাইলাম। আর আমার কোন আশাই নাই। তোমাকে আমি নমস্কার করি"। প্রভু উভয়ের কথা বার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দৈন্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। মধুর বচনে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন 'ভট্টাচার্য্য! যাও, এখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া এস"।

বিনয় শুনি তুষ্ট প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল করহ যাঞা ঈশ্বর দরশন॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর সহিত কতক্ষণ কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক এবং গোপীনাথ আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত জগদানন্দ ও দামোদরের সহিত জগন্নাথ দর্শন করিয়া নিজ গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া প্রভুর জন্য উত্তম উত্তম প্রসাদ দুইটি বিপ্রের হস্তে দিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন এবং তালপত্রে দুইটি শ্লোক লিখিয়া জগদানন্দ পণ্ডিতের হস্তে দিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত। ইহা প্রভুকে দিও" (১)। জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিত প্রসাদ ও সার্ব্বভৌমের পত্র লইয়া প্রভুর বাসায় আসিলেন। তাল পত্র খানি মুকুন্দ দত্তের হাতে পড়িলে, তিনি শ্লোক দুইটি বাহির দেওয়ালের ভিতে লিখিয়া রাখিলেন। তাহার পর জগদানন্দ পণ্ডিত প্রভুর হস্তে সেই পত্র দিলেন। প্রভু পত্র পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন (২)। ভাগ্যে মুকুন্দ দত্ত বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাই প্রভুর ভক্তগণ দেওয়ালের ভিতে লিখিত এই শ্লোকদ্বয় কণ্ঠস্থ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। নচেৎ এই অপূর্ব্ব শ্লোক রত্নদ্বয় গৌরভক্তবৃন্দের চক্ষের গোচরীভূত হইত না। সেই শ্লোকরত্ন দুইটি এই,—

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥(১)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠ-মনি হার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কা বাদ্যকার॥

এখন হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর একান্ত ভক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভিন্ন তিনি আর কিছু জানেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সার্ব্বভৌম হইলা প্রভুর ভক্ত এক তান।
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন্॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম॥

ইহাকেই বলে ইষ্টে গাঢ় একনিষ্ঠতা। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতা দেখিয়া নীলাচলবাসী সর্ব্বলোক বিস্মিত হইলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কর্ণে একথা গেল। নীলাচলে প্রভুর একাধিপত্য বিস্তার হইল।

---

(১) জগদানন্দ দামোদর দুইসঙ্গে লঞা।
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজ বিপ্র হাতে দুই জনার সঙ্গে দিলা॥
নিজ কৃত দুই শ্লোক লিখিল তাল পাতে।
প্রভুকে দিও বলি দিলা জগদানন্দ হাতে॥ চৈঃ চঃ

(২) প্রভুস্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ পত্রী লঞা।
মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা॥
দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল॥
প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল।
ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥ চৈঃ চঃ

(১) বৈরাগ্য বিদ্যা ও নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপধারী একটি সনাতন পুরুষ, যিনি সর্ব্বদাই কৃপা সমুদ্ররূপে বিরাজমান, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই। কালে নিজ ভক্তিযোগকে বিনষ্ট প্রায় দেখিয়া যে কৃষ্ণচৈতন্যনামা পরম পুরুষ পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

"জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়" রবে দিগন্ত কম্পিত হইল। অচল জগন্নাথ সচল জগন্নাথের নিকট নিষ্প্রভ হইলেন। করুণাবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু এইরূপে ভারতবর্ষের তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতশিরোমণি শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কেশে ধরিয়া উদ্ধার করিলেন,—

কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-পাশ হইতে হয় বিমোচন।
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ॥

আর একটি অপূর্ব্ব লীলাকথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব। ইহার পর এক দিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে দণ্ড প্রণাম ও বন্দনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন যথা,—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভিবিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥ (১)

এই শ্লোকটি পাঠকালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য "মুক্তিপদের" স্থানে "ভক্তিপদে" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। চতুর চূড়ামণি প্রভু এই ভ্রম সংশোধন উদ্দেশে তাঁহাকে কহিলেন,—

———————"মুক্তি পদে ইহা পাঠ হয়।
ভক্তি পদে কেন পড়, কি তোমার আশয়॥" চৈঃ চঃ

প্রভুর এই প্রশ্নের উত্তর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যাহা বলিলেন তাহা পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় শ্রবণ করুণ। যথা,—

ভট্টাচার্য্য কহে ভক্তি সম নহে মুক্তি ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য করি মানে।
যেই নিন্দা যুদ্ধাধিক করে তাঁর সনে॥
সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে যেই করে ভক্তি॥
যদ্যপি মুক্তি হয়ে এই পঞ্চ প্রকার।
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি সাযুজ্য আর॥
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার॥
সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুইত প্রকার।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার॥ (১)

এই বলিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন, যথা,—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্ব-মপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনং॥

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই সকল ভক্তি-বিষয়ক কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "ওহে ভট্টাচার্য্য! মুক্তি পদের অন্যরূপ মর্ম্ম আছে। যাঁহার চরণে মুক্তি আছে তিনি মুক্তিপদ অর্থাৎ দশম পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ। অথবা নবম যে মুক্তি তাহা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ" (২) অতএব শ্লোকের পাঠ পরিবর্ত্তনের কোনও প্রয়োজন নাই।

প্রভুর শ্রীমুখে মুক্তিপদের এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিয়া ও ভক্তপ্রবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভক্তিনিষ্ঠা মন সুস্থির হইল না। তিনি পুনরায় করযোড়ে প্রভুর চরণ কমলে নিবেদন করিলেন,—

---

(১) শ্লোকার্থ। যিনি তোমার অনুকম্পা লাভের আশায় স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে মন বাক্য ও শরীর দ্বারা তোমাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন।

(১) সাযুজ্য দুই প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বরসাযুজ্য। মায়াবাদী বেদান্তিকের মতে জীবের চরম ফল ব্রহ্মসাযুজ্য। পাতঞ্জল মতে কৈবল্য অবস্থায় ঈশ্বরসাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর সাযুজ্য অধিকতর নিন্দনীয় এবং ঘৃণার্হ।

(২) প্রভু কহে মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ অর্থে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যার সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥ চৈঃ চঃ

"যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কহে।
তথাপি আশ্লিষ্য দোষে (১) কহন না যায়॥
যদ্যপিহ মুক্তি শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
রূঢ়ি বৃত্ত্যে কহে তভু সাযুজ্যে প্রতীতি॥
মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয়েত উল্লাস॥ চৈঃ চঃ

চতুর চুড়ামণি শ্রীগৌরভগবান তাঁহার ভক্তকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। ভক্তপ্রবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন দেখিয়া প্রভু হাসিয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন (২)। উপস্থিত সকলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতা দেখিয়া প্রভুকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ চৈঃ চঃ

ইহার পর রাজগুরু কাশীমিশ্র প্রভৃতি বড় বড় নীলাচলবাসী পণ্ডিত আসিয়া প্রভুর চরণাশ্রয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বেশ্বর প্রভু আমার নীলাচলে গিয়া অত্যল্প কালের মধ্যেই স্বপ্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া সর্ব্বলোকের মন হরণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:*:—

নীলাচলে প্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দের মিলন।

——:•:——

এইমত অল্পে অল্পে যত ভক্তগণ।
নীলাচলে আসি সভে হইলা মিলন।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

প্রভু নীলাচলে আসিয়া ভাবিয়াছিলেন তিনি গোপনে থাকিবেন। তিনি ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আসিয়াছেন। চৈত্র মাসে তিনি সার্ব্বভৌম উদ্ধার কার্য্য সমাধা করিলেন। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে নীলাচলবাসী সকলেই জানেন। তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসীদিগের বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা গুরু, মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাপরিচর্য্যার সমুদয় ভার রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সম্মান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি যখন নদীয়ার ব্রাহ্মণকুমারটিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন। সুধু স্বীকার করা নয়, তাঁহাকে সচল জগন্নাথ বলিয়া স্তবস্তুতি পূজা প্রভৃতি করিতে লাগিলেন, তখন অন্যান্য লোকে যে তাঁহার প্রদর্শিত পথানুসরণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সার্ব্বভৌম উদ্ধারের পর প্রভু নৃত্যকীর্ত্তনরসে মগ্ন হইলেন। ভক্তগণ সঙ্গে তিনি নীলাচলে নিত্য কীর্ত্তনবিহার করিতে লাগিলেন। প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া তিনি দিবানিশি হরিসঙ্কীর্ত্তনরসে মত্ত থাকেন। কোথা দিয়া রাত্রি দিন চলিয়া যায় তাহা তিনি জানেন না (১)। প্রভু যখন নীলাচলের পথে কীর্ত্তন-রণরঙ্গে মত্ত থাকেন, তখন তাঁহার অপরূপ রূপকান্তি দেখিয়া নীলাচলবাসী নরনারীবৃন্দ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার জয় গান করেন। সকলেই তাঁহাকে "সচল জগন্নাথ" বলেন। এমন লোক নাই যে তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও অদ্ভুত প্রেম-নৃত্যকীর্ত্তন দেখিয়া মুগ্ধ না হন। সংসার আশ্রম ভুলিয়া তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ প্রভুর সঙ্গে থাকেন এবং তাঁহার চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণ শীতল করেন।

এইত সচল জগন্নাথ সভে বোলে।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে॥ চৈঃ ভাঃ

---

(১) আশ্লিষ্য দোষ=যাহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ইহাতে মুখ্য অর্থের কিছু হানি, এই দোষ সহজ নহে।

(২) শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভুর দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ চৈঃ চঃ

(১) হেন মতে করি সার্ব্বভৌমের উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন বিহার।
নিরবধি নৃত্যগীত আনন্দ আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন প্রভু প্রেমরসে। চৈঃ ভাঃ

যে পথ দিয়া প্রভু চলিয়া যান, সেইদিকে নিরন্তর হরিধ্বনি শ্রুত হয়। যেস্থলে প্রভু পদবিক্ষেপ করেন, সর্ব্বলোকে সেই পরম পবিত্র স্থানের ধূলি উঠাইয়া লয়। প্রভুর শ্রীচরণরজের সেখানে লুট হয় (১)। যিনি এক কণামাত্র প্রভুর চরণধূলি পাইলেন, তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। প্রভু কিরূপ উন্মত্তভাবে নীলাচলের পথে চলেন তাহা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিম্নলিখিত বর্ণনাতে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়।

কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপাম।
দেখিতে সভার চিত্ত হয়ে অবিরাম॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে।
"হরে কৃষ্ণ" নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে॥
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর।
মত্ত সিংহ জিনি গতি পরম সুন্দর॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাই।
ভক্তিরসে বিহরেন চৈতন্য গোসাঞি॥

এইরূপ প্রেমানন্দে প্রভু নীলাচলে আছেন; ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে লইয়া পরমানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন-রসে দিবানিশি মগ্ন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানের দক্ষিণ হস্ত; একদণ্ড শ্রীনিতাইচাঁদ নবীন সন্ন্যাসীর সঙ্গ ছাড়েন না। নীলাচলের লোক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বড় ভাই বলিয়া জানেন। তিনি অবধূতবেশে বাল্যভাবে সর্ব্বলোকের সঙ্গে মধুর লীলারঙ্গ করেন। গৌরপ্রেমে তিনি দিবানিশি মত্ত থাকেন। একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি পরম চঞ্চলের মত সদাসর্ব্বদা সকলের সঙ্গেই হাস্যকৌতুক ও ক্রীড়ারঙ্গ করেন। তিনি যখন জগন্নাথ দর্শনে গমন করেন, তখন তাঁহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। তিনি লম্ফ দিয়া শ্রীবিগ্রহ ধরিতে যান। একদিন তিনি সুবর্ণ সিংহাসনে উঠিয়া বলরামকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীজগন্নাথদেবের পড়িহারীগণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। অমনি শ্রীনিতাইচাঁদ মত্ত সিংহবিক্রমে তাঁহাদিগকে ধরিয়া পাঁচ সাত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা ভয়ে আর তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিলেন না। শ্রীনিতাইচাঁদ বলরামের গলদেশ হইতে চন্দনমালা লইয়া আপনার গলদেশে পরিধান করিয়া গজেন্দ্রগমনে শ্রীমন্দির হইতে হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিলেন। পড়িহারিগণ তাঁহার এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন.—

এ অবধূতের কভু মানুষী শক্তি নয়।
বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রয়॥
মত্ত হস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
মুঞি ধরিলেহ কি মনুষ্য যাইতে পারে॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলুঁ।
তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িলুঁ॥ চৈঃ ভাঃ

সেই হইতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দেখিলেই পড়িহারীগণ বিনয়নম্র বচনে তাঁহার সহিত কথা বলেন, আর সদানন্দ বালস্বভাব নিতাইচাঁদ পরম অনুরাগ ভরে তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করেন।

তিনমাস কাল মাত্র প্রভু গৃহত্যাগ করিয়াছেন, নদীয়ার পাঁচ সাত জন মাত্র একান্ত ভক্ত তাঁহার সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছেন। এক্ষণে একে একে অন্যান্য ভক্তগণ দেশ বিদেশ হইতে প্রভু দর্শনে নীলাচলে আসিতে আরম্ভ করিলেন। উৎকলের ভক্তগণও শ্রীক্ষেত্রে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। কে কে আসিলেন তাহাদের নাম শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় (১)। সকলেই নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ কমল

(১) যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর॥
যেখানে পড়েন প্রভুর চরণ যুগল।
সেস্থানের ধূলি লুট করেন সকল॥ চৈঃ ভাঃ

(১) মিলিলা প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রেমের শরীর।
পরমানন্দ, রামানন্দ দুই মহাবীর॥
দামোদর পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত।
কথোদিনে আসিয়া হইলা উপনীত॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস।
যাঁহার শরীরে শ্রীনৃসিংহ পরকাশ।

দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদিগের সর্ব্বদুঃখ দূর হইল।

কিছু দিন পরে শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীগোসাঞি প্রভু-দর্শনে নীলাচলে আসিলেন। তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়াছেন। পরমানন্দ পুরী গোসাঞি কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী-গোসাঞির প্রিয় শিষ্য। গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া পরম সন্তোষের সহিত প্রেম আবাহন করিলেন। তাঁহাকে পাইয়া প্রেমানন্দে প্রভু আজানুলম্বিত-বাহুযুগল তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য করিতে লাগিলেন। আজ প্রভুর আনন্দের আর অবধি নাই। তিনি প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছেন "আর বলিতেছেন—

দেখিলাম নয়নে পরমানন্দ পুরী।
আজি ধন্য লোচন, সফল আজি জন্ম ॥
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্বকর্ম্ম।
————আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে করিল প্রকাশ ॥" চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া প্রভু পরমানন্দ পুরী গোসাঞিকে একে-বারে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। তাঁহার নয়নজলে পুরী গোসাঞির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইল (২)। পরমানন্দ পুরী প্রভুর চন্দ্রবদনের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তিনি আত্মহারা হইয়া প্রভুর অপরূপ রূপরাশি দেখিতে ছেন। প্রভু যে কি বলিলেন তাহা শুনিতে পাইলেন না। তিনি একেবারে পরমানন্দময় হইয়াছেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে তিনি প্রেমময় তনু হইয়া জড়বৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছেন। মনে মনে বুঝিয়াছেন এই নবীন সন্ন্যাসীটিই তাঁহার অভীষ্ট দেব। সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শ্রীনীলাচলে আসিয়া তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইল। তিনি নীলাচলে প্রভুর চরণসেবায় নিযুক্ত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে নিজ পার্ষদ করিয়া রাখিলেন (১)।

তাঁহার পর কাশীধাম হইতে স্বরূপ দামোদর গোসাঞি আসিলেন। এখানে এই মহাপুরুষের পরিচয় কিছু দিব। কেহ বলেন প্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে স্বরূপদামোদর গোসাঞি তাঁহার সহিত নীলাচলে মিলিত হন। কেহ বলেন তিনি পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। নীলাগ্রন্থে এ বিষয়ের বিচার নিষ্প্রয়োজন।

প্রভু যখন নদীয়ায় আত্মপ্রকাশ করিয়া কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত,—প্রেমমন্দাকিনীর স্রোতে যখন সর্ব্ব নদীয়া টলমল, পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নামক একটী সুন্দর নবীন পড়ুয়া নবদ্বীপে বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন। তিনি নিমাই পণ্ডিতের অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য-প্রতিভা এবং অপরূপ রূপচ্ছটা দেখিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গচরণে আকৃষ্ট হইয়া তিনি নবদ্বীপে থাকিয়া প্রভুর কৃপাবলে সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। নদীয়াবাসী ভক্তবৃন্দের তিনি অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি রূপবান এবং গুণবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত মধুকণ্ঠ নবদ্বীপে কেহ ছিল না (২)। তাঁহার মধুকণ্ঠের কৃষ্ণসঙ্গীত শুনিতে সকলেই আগ্রহ করিতেন। প্রভুর সঙ্গে তিনি লজ্জায় কথা কহিতে পারিতেন না। গোপনে তাঁহাকে কেবল মাত্র নয়ন ভরিয়া দর্শন করিতেন। প্রভুকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে তিনি অস্থির হইতেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন।

কীর্ত্তনবিহারী নরসিংহ স্বামীরূপে।
জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে ॥
ভগবান আচার্য্য আইলা মহাশয়।
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয় ॥ চৈঃ ভাঃ

(২) এত বলি প্রিয়ভক্ত লই প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার পদ্মনেত্র জলে ॥ চৈঃ ভাঃ

(১) পরম সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥
নিজ প্রভু চিনিয়া পরমানন্দ পুরী।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি ॥ চৈঃ ভাঃ

(২) সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥ চৈঃ চঃ

প্রভু যখন গৃহত্যাগ করিয়া নদীয়াবাসীর বুকে শেল মারিলেন,—সেই শেল পুরুষোত্তমের বুকেও দৃঢ়তর বিদ্ধ হইল। প্রভুর অদর্শনে নবীন যুবক পুরুষোত্তম একেবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল, অধ্যায়ন বন্ধ হইল, এত সাধের নবদ্বীপবাস তাঁহার আর ভাল লাগিল না, এত আদরের গ্রন্থরাজিতে তাঁহার আর মন ভুলিল না,—তিনি গৌরশূন্য নদীয়ায় আর এক দণ্ডও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। প্রভুর উপর তাঁহার বড় রাগ হইল, কারণ তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া, সকলের মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, অভিমান হইল,—কারণ তিনি না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন, তাহা পুরুষোত্তম জানেন না। পুরুষোত্তমের সংসার-বাসনা দূর হইল,—নবদ্বীপের বাস উঠিল। তিনিও নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গোপনে কাশীধামে গমন করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন (১)। তিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এই সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইল "স্বরূপ দামোদর ব্রহ্মচারী।"

কাশীধামে বসিয়া স্বরূপ দামোদর শুনিলেন তাঁহার অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র নীলাচলে প্রকট হইয়াছেন। শুনিবামাত্র অতিশয় ব্যাকুলভাবে প্রভু দর্শনে তিনি নীলাচলাভিমুখে ছুটিলেন। দিবারাত্রি জ্ঞান নাই, এই নবীন সন্ন্যাসী পদব্রজে সুদীর্ঘ পথ চলিতেছেন। মত্তসিংহ গতিতে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয়ের প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে, বদনে অবিরাম কৃষ্ণনাম,—পথে যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই প্রেমগদগদ কণ্ঠে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কোথায় থাকেন?" শ্রীনীলাচলধামে সন্ন্যাসীর অভাব নাই। কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর বাসায় চলিল। প্রভু আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, স্বরূপ দামোদর প্রেম গদগদ কণ্ঠে তাঁহার নিজকৃত নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া মহা অপরাধীর ন্যায় প্রভুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তবদয়াভূয়াদ্ মন্দোদয়া॥ (১)

প্রভু তাঁহার শ্রীকরকমল প্রসারণ করিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করিলেন। উভয়েই প্রেমানন্দার্ণবে ডুবিলেন। ভক্তবৃন্দ এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইলেন। প্রভু কতক্ষণে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন—

"তুমি যে আসিবা আমি স্বপ্নেহ দেখিল।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল॥ চৈঃ চঃ

স্বরূপ দামোদর এইকথা শুনিয়া প্রেমানন্দে কান্দিয়া আকুল হইলেন। প্রভুর কৃপাবাক্য শুনিয়া তিনি তাঁহার রাঙ্গাচরণ দুঃখানি বক্ষে ধারণ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে গদগদকণ্ঠে উত্তর করিলেন—

———"প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু করিনু প্রমাদ॥"
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ॥
মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা॥
কৃপারজ্জু গলে বান্ধি চরণে আনিলা॥ চৈঃ চঃ

প্রভু ও ভৃত্যে এইরূপে সস্নেহ প্রেমালাপ হইলে শ্রীগৌরভগবান তাঁহার নীলাচলস্থ ভক্তবৃন্দের সহিত স্বরূপ

(১) প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারানসী গিয়া॥ চৈঃ চঃ

(১) শ্লোকার্থ। হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তোমার দয়াতে অতি সহজেই লোকের সর্ব্বদুঃখ দূর হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং হৃদয়ে প্রেমানন্দের বিকাশ হয়। তোমার দয়ার শাস্ত্রাদির বিবাদ বিসম্বাদ প্রশমিত হয়, এবং উহা চিত্তে গাঢ়রস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ় মত্ততার সৃষ্টি করে। ইহা হইতেই নিরন্তর ভক্তি সুখলাভ এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন লাভ হয়; ইহা সকল মাধুর্য্যের সার। প্রভু! তুমি কৃপা করিয়া এ অধমের প্রতি কৃপা প্রকাশ কর।

দামোদরের মিলন করিয়া দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে স্বরূপ দামোদর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অভিবাদন ও বন্দনা করিলে দয়াল নিতাইচাঁদ তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। একে একে সকল ভক্তগণের সহিত তাঁহার মিলন হইল। কৃপাময় প্রভু তাঁহাকে অন্তরঙ্গ পার্ষদ করিয়া লইলেন। পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে স্বরূপ দামোদরের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

কৃষ্ণরসতত্ত্ব বেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ॥

নীলাচলে আসিয়া স্বরূপদামোদর গোসাঞি প্রভু-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। এখানে তাঁহার সহিত পরম ভাগবত ভগবান আচার্য্যের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। ভগবান আচার্য্যও এইসময়ে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষেরও এখানে একটু পরিচয় দিব। শ্রীচৈতন্য-চরিতমৃতে লিখিত আছে—

পুরুষোত্তমে প্রভু পাশে ভগবান আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিহেঁ। সুপণ্ডিত আর্য্য।
তাঁর পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান।
বিষয় বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্য প্রধান॥

শতানন্দখান বড় লোক,—বিষয়ী; তাঁহার দুই পুত্র ভগবান ও গোপাল। শতানন্দ খান বাদশাহের চাকরী করিতেন, সেইজন্য খান উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ, উচ্চবংশসম্ভূত। তাঁহার প্রথম পুত্র ভগবান বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্য-বিলাসের ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়াও অতি অল্প বয়সে বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকট বিষয়-বৈরাগ্য দেখিয়া স্বরূপ দামোদরগোসাঞি তাঁহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। শুধু তাহাই নহে,—তিনি একান্ত গৌরভক্ত। তিনি গৌরাঙ্গচরণ ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতেন না। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"একান্ত ভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্য চরণ"

প্রভুকে ভগবান আচার্য্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার কুটীরে লইয়া গিয়া মনের সাধে ভিক্ষা করাইতেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মত তিনি প্রভুকে উত্তম করিয়া ভোজন করাইয়া বড় সুখ পাইতেন। প্রভুও, তাঁহার কুটীরে নিঃসঙ্কোচে ভিক্ষা করিতেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল কাশীধাম হইতে বেদান্তপাঠ সম্পূর্ণ করিয়া নীলাচলে অগ্রজের নিকট আসিলে, তিনি তাঁহার প্রিয় সখা স্বরূপদামোদর গোসাঞিকে একদিন বলিলেন, "ভাই, গোপালের মুখে বেদান্তভাষ্য শুনিবে?" এই কথায় স্বরূপগোসাঞির বড় রাগ হইল। তিনি তাঁহার বন্ধুবরকে কহিলেন, 'বন্ধু! তুমি কি পাগল হইয়াছ? তোমার জ্ঞানবুদ্ধি কি একেবারে লোপ পাইয়াছে? মায়াবাদ শঙ্করভাষ্য শুনিতে তোমার প্রবৃত্তি হইল কেন? উহা বৈষ্ণবের কর্ণে প্রবেশ করিলে, বৈষ্ণবতা দূর হয়, মায়াবাদীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ মানে না, অতএব উহা বৈষ্ণবের শ্রোতব্য নহে।" ভগবান আচার্য্য আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি স্বরূপগোস্বামীর প্রিয়তম সখা ছিলেন।

প্রভুর ভক্তবৃন্দ সকলে নানাদেশ হইতে একে একে তাঁহার সহিত নীলাচলে মিলিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাদিগের সহিত কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ নিত্যদাসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যখন নীলাচলের পথে কীর্ত্তন-রণরঙ্গে বাহির হইতেন, তখন নীলাচলবাসীদিগের আর আনন্দের অবধি থাকিত না। গৃহকর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম সব ভুলিয়া তাঁহারা মহাসঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। কীর্ত্তন-রণবীর প্রভু যখন প্রবল হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া তাঁহার আজানুলম্বিত সুবলিত বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া হরিহরি ধ্বনি করিতেন, তখন সমগ্র নীলাচলধাম যেন প্রকম্পিত হইত। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্র স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া আপনা আপনিই দুলিতেন। সর্ব্বলোকে প্রভুর জয়গান করিত; অতি অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র নীলাচলের লোক গৌরভক্ত হইয়া

উঠিল। প্রভুর বাসায় আর লোক ধরে না। রাত্রি দিন নানাদেশ হইতে অগণিত লোক প্রভুদর্শনে আসে। প্রভু কিন্তু নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন। লোকে তাহা বুঝিবে কেন? এইভাবে আরও কিছুদিন গেল। প্রভু স্বেচ্ছায় সমুদ্রকূলে বাসা করিলেন।

> তবে কথো দিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
> সমুদ্রকূলেতে আসি করিলা বসতি॥ চৈঃ ভাঃ

এই সমুদ্রকূলে একটী রম্যস্থানে ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু দিবানিশি কীর্ত্তনরঙ্গে মত্ত থাকেন। ঠাকুর শ্রীলবৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

> সিন্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।
> দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর॥
> চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
> বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন॥
> সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
> নিরবধি হরেকৃষ্ণ বোলে শ্রীবদনে॥
> মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর।
> চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর।
> সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
> হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥
> গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
> এবে তাহা পাইলেন সিন্ধু মহাশয়॥
> হেন মতে সিন্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
> বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর।
> সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধুতীরে পরম বিরলে॥
> কীর্ত্তন করেন প্রভু মহাকুতুহলে॥

গদাধর পণ্ডিত সর্ব্বদা প্রভুর নিকটে থাকেন। একদণ্ডকালও তিনি গৌরবিরহ সহ্য করিতে পারেন না (১)।

> কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
> গদাধর প্রভুরে সেবেন সর্ব্বক্ষণে॥ চৈঃ ভাঃ

গদাধরপণ্ডিত প্রভুকে ভাগবত পাঠ করিয়া শুনান। গদাধরের মুখে ভাগবত শুনিয়া প্রভু প্রেমানন্দে মত্ত হন। গদাধরপণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়তম। তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রভুর বড় আনন্দ হয়। তিনি যেখানেই যান, গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যান। গৌরগদাধরের এই অপূর্ব্ব প্রেমভাব দেখিয়া ভক্তগণের মনে বড় আনন্দ হয়। গদাধরের সর্ব্বদা সলজ্জভাব, তিনি মুখ তুলিয়া প্রভুর সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারেন না। প্রভু তাঁহার এই সলজ্জভাবটি বড় ভালবাসেন, এবং ইহা লইয়া তাঁহার সহিত খুটিনাটি করেন। ফলতঃ গৌর-গদাধর যখন একত্রে অবস্থান করেন ভক্তগণ মনে করেন যেন দুইটি শ্রীবিগ্রহই একীভূত অপূর্ব্ব ভাবসমষ্টি, একের ভাব অঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভাবনিধি শ্রীগৌর-ভগবান ভাবময় গদাধরের সহিত ভাবসমুদ্রে ডুবিয়া থাকেন, সেরূপ অপূর্ব্ব প্রেমভাব কেহ কখন দেখে নাই। মধুর রসের ভজনানন্দী অধিকারী রসিক ভক্তবৃন্দই গৌরগদাধর লীলারঙ্গ বুঝিবার একমাত্র অধিকারী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরী গোসাঞির সহিত প্রভুর বিশেষ সম্প্রীতি। তিনি সমুদ্রতীরে একটী কুটীরে বাসা লইয়াছেন। প্রভু তাঁহার বাসায় গিয়া কৃষ্ণকথারঙ্গে বহুক্ষণ অতিবাহিত করেন। পুরী গোসাঞিও একদণ্ডকালও প্রভুর সঙ্গ ছাড়েন না।

> "নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে।"

পুরী গোসাঞি তাঁহার কুটীরে একটী কূপ খনন করিয়াছেন। তাহাতে জল ভাল হয় নাই। সেজন্য তিনি বড় দুঃখিত। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিলেন। তিনি তাঁহার বাসায় গিয়া একদিন কথায় কথায় পুরী গোসাঞিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কূপে কেমন জল হইয়াছে বল দেখি?" তিনি অতিশয় দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন—

---

(১) নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কভি॥ চৈঃ ভাঃ

————"প্রভু! বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোর কর্দ্দমের রূপ॥" চৈঃ ভাঃ

প্রভু ইহা শুনিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। তিনি পুরী গোসাঞিকে ইহার কারণ বুঝাইয়া দিয়া কহিলেন—

— ——"জগন্নাথ কৃপণ হইলা।
পুরীর কূপের জল পরশিল যে।
সর্ব্বপাপ থাকিতেও তারিবেক সে॥
অতএব জগন্নাথ দেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল যেন কেহ নাহি খায়॥ চৈঃ ভাঃ

এই বলিয়া প্রভু গাত্রোত্থান করিয়া সেই কূপের নিকটে তাঁহার সেই আজানুলম্বিত ভুজযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কহিলেন—

"মহাপ্রভু জগন্নাথ! মোরে এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক্ এই কূপের ভিতর॥
ভোগবতী গঙ্গা যেন বহে পাতালেতে।
তারে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে॥ চৈঃ ভাঃ

ভক্তবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন, পুরী গোসাঞি আনন্দে অধীর হইয়া প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিতেছেন সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব যেন তাঁহার কুটীরে আসিয়াছেন। তিনি, ভাবিতেছেন, আজি তাঁহার বড় শুভদিন; ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং তাঁহার দুঃখ দূর করিতে আসিয়াছেন!

কিছুক্ষণ পরে পুরী গোসাঞিকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া শ্রীগৌরভগবান নিজ বাসায় চলিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এসকল কথা সন্ধ্যার প্রাক্কালে হইল। রাত্রিকালে সকলেই শয়ন করিলেন। গঙ্গাদেবী প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পুরী গোসাঞির কূপ মধ্যে সেই রাত্রিতেই আবির্ভূতা হইলেন। প্রাতে উঠিয়া সকলে দেখিলেন অতি নির্ম্মল জলে কূপ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সকলেই পরমানন্দে হরি হরি ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পুরী গোসাঞি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইলেন (১)। সকলেই সেই পবিত্র কূপ প্রদক্ষিণ করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রভু এই সংবাদ পাইয়া ভক্তগণ সঙ্গে সেখানে পুনরায় আসিলেন। কূপে নির্ম্মল জল দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি সকলকে ডাকিয়া কহিলেন,—

————"শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে কৈলে স্নান বা ভক্ষণ॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাস্নান ফল।
কৃষ্ণে ভক্তি হৈব তার পরম নির্ম্মল॥ চৈঃ ভাঃ

প্রভুর শ্রীমুখের এই মধুর বাক্য শুনিয়া প্রেমানন্দে সর্ব্ব ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পুরী গোসাঞির মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ভক্তের ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভক্ত দুঃখ দূর করিলেন। পুরী গোসাঞির মনস্তুষ্টির জন্য প্রভু সেই কূপের জল পান করিতেন এবং তাহাতে স্নান করিতেন॥

পুরী গোসাঞি প্রীতে সেই দিব্য জলে।
স্নান পান করে প্রভু মহা কুতুহলে॥ চৈঃ ভাঃ

তিনি ভক্তগণকে বলিতেন,—

————আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে॥
পুরী গোসাঞির আমি নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেই আমি বিকাই সর্ব্বথা॥
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেহো হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র"॥ চৈঃ ভাঃ

পুরী গোসাঞির কূপের জল নির্ম্মল করিয়া প্রভু তাঁহার ঐশ্বর্য্য লীলারঙ্গ দেখাইলেন। নীলাচলে এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। এই লীলারঙ্গে শ্রীগৌরভগবান তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের পূর্ণ পরিচয় দিলেন। ভক্তদুঃখহারী

(১) সেই ক্ষণে গঙ্গাদেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে দেখেন অদ্ভুত।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥ চৈঃ ভাঃ

ভক্তের ভগবান পরম ভক্ত পুরী গোসাঞির মনোদুঃখ দূর করিলেন।

এই পরমানন্দ পুরীগোসাঞি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, প্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর গুরুভাই। তিনি নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর নাম শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া ছিলেন। তিনি নবদ্বীপেও গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে আছেন, তাই তিনি এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুর অগ্রজ শ্রীশ্রীমদ্বিশ্বরূপ প্রভুর শক্তি ইঁহাতে নিহিত ছিল। এ সকল কথা পরে বলিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

—০—

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, প্রভু ও রাজা প্রতাপরুদ্র।

প্রভুর দক্ষিণ দেশ যাত্রার উদ্যোগ।

চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন।
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে কৈল মন॥

নীলাচলে প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দোলযাত্রা দেখিলেন। জগন্নাথদেবের শুভ পুষ্পদোল দেখিবার জন্যই তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই দৌড়িতে দৌড়িতে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইয়াছে। সার্ব্বভৌম-উদ্ধার-কার্য্য শেষ হইল। অধিকাংশ ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন হইল। নীলাচলে যুগধর্ম্ম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন হইল। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র হরিনাম ধ্বনিতে মুখরিত হইল। এই সময়ে (১) একদিন করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু ভক্তবৃন্দকে নিজ মন্দিরে ডাকিয়া পরম স্নেহভরে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন,—

"তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি।
প্রাণ ছাড়া যায় তোমা ছাড়িতে না পারি॥
তুমি সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে॥
এবে সবা স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সবে মেলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥" চৈঃ চঃ

প্রভুর শ্রীমুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ভক্তবৃন্দের বদন শুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহাদিগের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মনে মর্ম্মান্তিক ব্যাথা পাইয়া প্রভুকে কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি দুঃখে নীলাচল ধাম ছাড়িবে? দক্ষিণ দেশে কেন যাইবে? তুমি যে বলিয়াছিলে নীলাচলে বাস করিবে।" প্রভু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মনদুঃখ বুঝিলেন। কিন্তু তিনি আনন্দলীলারসময় বিগ্রহ। লীলার প্রকটন করিতেই তাঁহার এই ধরাধামে আবির্ভাব। তিনি লীলাময়,—লীলাময়ের লীলারঙ্গ-রহস্য কে বুঝিবে? প্রভু একটু গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"আমি আমার অগ্রজ শ্রীমদ্বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করিতে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে যাইব, এতদিন আমি সংসারে আবদ্ধ ছিলাম, তিনি বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারি নাই, এই দুঃখে আমি মর্ম্মে মরিয়া আছি। এক্ষণে আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই পালন করিব। আমি

(১) তখন বৈশাখ মাস। যথা—
তার পরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে॥ গোঃ কঃ

একাকী যাইব, কাহাকেও সঙ্গে লইব না (১)।" প্রভুর কথা শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হতবুদ্ধি হইলেন। তাঁহার শেষ কথাটি বড়ই আশঙ্কাজনক। প্রভু বলিলেন, তিনি একাকী যাইবেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জানেন, প্রভু যাহা বলিবেন,—তাহা তিনি করিবেনই। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছাময়। কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে? তথাপি শ্রীনিতাইচাঁদ মনে মনে একটা মতলব আঁটিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রভুকে একাকী পাঠাইলে বড় বিপদ। আত্মপ্রেমে আত্মহারা, উন্মাদের ন্যায় তিনি পথে চলিবেন কে তাঁহার করঙ্গ কৌপীন বহির্ব্বাস লইয়া যাইবে? কে তাঁহাকে ভিক্ষা করাইবে? কে তাঁহার সেবা সুশ্রূষা করিবে? এই ভাবিয়া তিনি প্রভুকে সস্নেহ বচনে বিনয় করিয়া কহিলেন "প্রভু হে! তুমি একাকী যাইবে, বলিতেছ, ইহা ত কোন কাজের কথা নহে। পথে তোমাকে কে দেখিবে? দুই একজন তোমার ভক্ত তোমার সঙ্গে যাইবেই যাইবে। তুমি যাহাকে কহিবে সেই যাইবে (২)। প্রভু মাথা নাড়িয়া সাঙ্কেতিক উত্তর করিলেন না"। অবধূত শ্রীনিতাইচাঁদের তখন বড় রাগ হইল। কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করিলেন না। মনের রাগ মনের মধ্যে রাখিয়া প্রভুকে বিনয় করিয়া কহিলেন "প্রভু হে! এসকল কাজে জিদ্ করিতে নাই। তুমি পথে কষ্ট পাইবে, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। আমি দক্ষিণ দেশের সকল তীর্থের পথই জানি। তুমি কৃপা করিয়া আজ্ঞা দাও, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

দক্ষিণের তীর্থ পথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি॥ চৈঃ চঃ

চতুর চূড়ামণি প্রভু তখন ছল ধরিলেন। তিনি তাঁহার অগ্রজের সিদ্ধি প্রাপ্তি সংবাদ সকলি জানেন। তিনি দক্ষিণদেশে উদ্ধার করিতে যাইবেন। অগ্রজের অনুসন্ধান করিবেন সেটি তাঁহার ছল মাত্র (১)। তিনি বলিলেন "আমি একাকী যাইব কাহাকেও সঙ্গে লইব না।" শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন,—তাঁহার একাকী যাওয়া হইবে না, সঙ্গে দুই একজনকে লইতেই হইবে। অন্য কাহাকেও সঙ্গে না লউন, তিনি যাইবেন, কারণ তিনি দক্ষিণ দেশের তীর্থপথ জানেন। চতুর শিরোমণি প্রভু অমনি ছল ধরিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বদনের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া কহিলেন,—

——— আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধর।
তুমি যৈছে নাচাও তৈছে নর্ত্তন আমার॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত-ভবন॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা সবার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্যভণ্ড॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর শ্রীমুখের এই কথাগুলির একটু বিচার করিব। সর্ব্ব প্রথমেই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব প্রচার করিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন, "আমি নর্ত্তক তুমি সূত্রধর।" ইহাতে প্রভু বুঝাইলেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্বটি ভাল করিয়া ভক্তগণকে বুঝাইলেন। তিনি সন্ন্যাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। কাজেই প্রভু তাঁহার হস্তে কলের পুতুল। আর নীলাচলের পথে আসিতে প্রভুর সর্ব্বস্ব ধন সন্ন্যাশ্রমের দণ্ডটি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু নির্ব্বিবাদে ভঙ্গ করিয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, "বাঁশ খান্ ভাঙ্গিয়াছি, তাহাতে আর কি হইয়াছে! উহা বহন করিতে তোমার কষ্ট হইত, তাই

(১) বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥ চৈঃ চঃ

(২) নিত্যানন্দ প্রভু কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥
একে দুয়ে সঙ্গে চলুক না পড় হঠ রঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥ চৈঃ চঃ

(১) বিশ্বরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল॥ চৈঃ চঃ

ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলাম।" এ কথা যে প্রগাঢ় স্নেহের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে প্রভুর অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; তাই তিনি প্রশংসাচ্ছলে কহিলেন, "তোমা সবার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড।" প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি ইচ্ছাময়। তিনি ইচ্ছা করিয়া নিজ দণ্ড শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দ্বারা ভঙ্গ করাইলেন। কেন ভঙ্গ করাইলেন তাহা প্রভুর নবদ্বীপলীলায় আভাস দিয়াছি। এক্ষণে এই কার্য্যের জন্য প্রভু তাঁহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে দোষ দিতেছেন, দোষ-দৃষ্টি ছলমাত্র,—তিনি পরম দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদের গুণই গাইতেছেন। তাঁহার স্নেহরজ্জুতে প্রভু কিরূপ আবদ্ধ আছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি এই সকল কথা তুলিলেন। ইহাতে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গুণকীর্ত্তনই করা হইল। অথচ বলা হইল, প্রভুর কার্য্য ভণ্ড করিতে তিনি এক জন। কাজেই তিনি তাঁহাকে দক্ষিণদেশ যাত্রার সঙ্গী করিতে চাহেন না। প্রভু তাঁহার অগ্রজ শ্রীমদ্বিশ্বরূপ প্রভুর অনুসন্ধান করিতে যাইতেছেন,—ইহা বড় নিগূঢ় কার্য্য। পাছে শ্রীনিতাইচাঁদ প্রভুকে ভুলাইয়া অন্য কার্য্যে ব্রতী করেন, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে আরও একটি নিগূঢ় কথা আছে। শ্রীমদ্বিশ্বরূপ ও শ্রীনিত্যানন্দ অভেদতত্ত্ব তাহা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর অবিদিত নাই। শ্রীমদ্বিশ্বরূপ প্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীগোসাঞিকে নিজ শক্তি দান করিয়া অন্তর্হিত হন। পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুর তীর্থে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি অন্তর্দ্ধান হন। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী যখন অন্তর্দ্ধান হন, শ্রীশ্রীমদ্বিশ্বরূপের শক্তি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শরীরে প্রবেশ করেন (১)। প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদকে সঙ্গে লইলেন না, কারণ তাঁহার অগ্রজের অনুসন্ধান একটি ছলমাত্র। তাঁহার অগ্রজ ত তাঁহার নিকটে,—তাঁহার সঙ্গ ছাড়া নহেন। আর এক কথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে নীলাচলে না রাখিলে তাঁহার গুণ গাইবে কে? তিনি প্রতিশ্রুত আছেন শ্রীনীলাচলধামে বাস করিবেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই এইজন্য গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহার নিকট নীলাচলে আসিয়াছেন; তাঁহার অদর্শনে তাঁহারা প্রাণে মরিবেন। শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ভক্তবৃন্দ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। শ্রীশ্রীগৌরনিতাই যে অভেদতত্ত্ব, তাহা প্রভুই কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যাইবেন, শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীক্ষেত্রে থাকিবেন;—ভক্তবৃন্দের গৌরবিরহজ্বালা নিবারণ করিতে দয়াল শ্রীনিতাইচাঁদ ভিন্ন আর কে আছে। তাই প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি তোমাকে সঙ্গে লইব না।" তাঁহার দোষ দিলেন, "তোমাদের ভালবাসাতেই আমার সকল কার্য্য পণ্ড হইল।"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু একথার উত্তর আর কি দিবেন। তিনি অধোবদনে রহিলেন। তাঁহার দুঃখ তিনিই জানেন। প্রভু একাকী দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে যাইবেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইবেন না, পথে তাঁহাকে কে দেখিবে, প্রেমোন্মত্ত হইয়া যখন তিনি ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহাকে কে ধরিবে? শচীমাতার অনুরোধ তিনি কি করিয়া রক্ষা করিবেন, এই দুঃখে তিনি মরমে মরিয়া রহিলেন।

প্রভুর তখন ঐশ্বর্য্যভাব। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, ইহা বুঝাইবার জন্য এই লীলারঙ্গটি প্রকট করিলেন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন, "শ্রীপাদ তুমি যে বলিলে, আমার সঙ্গে লোক দিবে, আমি কাহাকে সঙ্গে লইব? এই যে জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর প্রভৃতি, যাঁহারা আমার বড় নিজজন; উহাঁদের মুখের উপর বলিতেছি, উহাঁদের সঙ্গে লইলে আমার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। তোমার মত উহাঁরা আমার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া আমার

(১) [illegible] অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ যতি।
দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈলা যতি ॥
শ্রীমান ঈশ্বর পুরীতে নিজশক্তি।
অর্পি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি ॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে শক্তি সঞ্চারিলা।
ভক্তগণ মধ্যে তেজপুঞ্জ রূপ হৈলা ॥
সহস্র সূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা ॥ ভঃ মাঃ

সকল কার্য্যই পণ্ড করেন। এই যে জগদানন্দ পণ্ডিত ইঁহার কথা বলি শুন,—

"জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে ভয়ে সেই চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা॥ চৈঃ চঃ

ইঁহাকে আমি সঙ্গে লইয়া কি করিব? ইঁহার ক্রোধ এবং অভিমান সম্বরণ করাইতে আমার সমস্ত দিন যাইবে। আমার নিজ কার্য্য পণ্ড হইবে। ঐ যে মুকুন্দ দত্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন উঁহার কথাও বলি শুন,—

"মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাস ধরম।
তিন বার শীতে স্নান ভূমিতে শয়ন॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কথা মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে॥ চৈঃ চঃ

আমি সন্ন্যাসী, আমার ধর্ম্মই দুঃখ সহন,—আমি ভিখারী, আমার ধর্ম্মই ভিক্ষা বৃত্তি। ইহাতে দুঃখ করিলে কি করিয়া চলিবে? মুকুন্দের দুঃখ দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়, সে চুপ করিয়া থাকে, কোন কথা বলে না, কিন্তু তাঁহার মলিন ও বিষণ্ণ বদন দেখিলেই তাহার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারি। তাহার বিষণ্ণ-বদন দেখিলে আমি ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি ভুলিয়া যাই। উহাকে সঙ্গে লইয়া আমি বিব্রত হইব মাত্র। তাহার পর এই যে দেখিতেছ দামোদর ব্রহ্মচারী, ইহার কথা বলি শুন—

"আমি ত সন্ন্যাসী দামোদর ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ড ধরি॥
ইহঁার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইহার না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে॥
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে॥ চৈঃ চঃ

এই যে দামোদরপণ্ডিত ইনি আমার প্রতি দণ্ড ধরিয়াই আছেন। আমি সম্প্রতি সন্ন্যাসী হইয়াছি,—ছিলাম বিষয়ী গৃহস্থ, সকল নিয়ম পালন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যথাসাধ্য নিয়ম পালন করি, যদি কখন কোন ত্রুটি হয়, ইনি আমার উপর খড়্গহস্ত হন। ইহঁার উদ্দেশ্য অতি উত্তম,—তাহা আমি জানি, কিন্তু এত নিয়মের মধ্যে আমি বাঁধাবাঁধি থাকিতে পারি না। ইহা উহঁার ভাল লাগে না। ইনি আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম কিসে রক্ষা হয়, তাহার জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন। ইঁহার বাক্যদণ্ড আমাকে ধর্ম্ম-পথে ঠিক রাখিয়াছে তাহা আমি সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি, কিন্তু এত কঠিন নিয়মে আমি থাকিতে পারি না। কৃষ্ণের কৃপায় ইঁহার লোকাপেক্ষা একেবারে নাই। আমি কিন্তু তাহা ছাড়িতে পারি না। কাজেকাজেই ইহাকে সঙ্গে লইলে আমার নিজ-কার্য্য হইবে না (১)।

নদীয়ার ভক্তবৃন্দ সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুখের এই সকল কৃপাবাণী শুনিয়া সকলেই দুঃখে ও লজ্জায় বদন অবনত করিলেন। সকলেরই নয়নে দরদরিত নয়নাশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দপণ্ডিত, দামোদরপণ্ডিত ও মুকুন্দ ত মাথায় হাত দিয়া একেবারে বসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন প্রভুর চরণে তাঁহারা অপরাধী হইয়াছেন, এপ্রাণ আর রাখিবেন না। বিশেষতঃ অভিমানী জগদানন্দের বড়ই রাগ হইল। তিনি বদন ফিরাইয়া ভূমিতলে বসিয়া নখাগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতেছেন। তাঁহার নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন, "আমি কি করিব? প্রভুত আমার কথা শুনিবেন না। সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকে দিয়া একবার অনুরোধ করিয়া দেখি, যদি প্রভু আমাকে সঙ্গে লইয়া যান। প্রভুকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা করাইবে কে? রাত্রিকালে তাঁহার নিকটে শয়ন করিবে কে? জগদানন্দ প্রভুর অভিমানী ভক্ত। তিনি সত্যভামার অবতার। প্রভুর সহিত তাঁহার অতি নিগূঢ় লীলাকথা যথাস্থানে বলিব। দামোদর পণ্ডিত চাহেন নবীন সন্ন্যাসী প্রভুর সন্ন্যাসধর্ম্ম কিসে রক্ষা হয়। তিনি অতিশয় নিরপেক্ষ লোক। কাজেই প্রভুর ধর্ম্মরক্ষার জন্য তিনি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বাক্য দণ্ড দেন। দামোদর পণ্ডিতের বাক্য-দণ্ড-লীলা-কথাও পরে বলিব।

এই চারিজনে মিলিয়া প্রভুকে বহু মিনতি করিলেন,

(১) এই সকল লীলাকথা বিস্তারিতভাবে যথাস্থানে ব্যাখ্যাত হইবে।

কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীগৌরভগবান কিছুতেই তাঁহাদিগের অনুরোধ রাখিলেন না। তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ছল ছল নয়নে প্রভুকে কহিলেন—

———————"সে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যেই হউক সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম গননে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস রহিবে কেমনে॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এসব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইহাঁ সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন॥
জলপাত্র বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা কর কিছু না বলিবে॥" চৈঃ চঃ

শেষ কথাটি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বড় দুঃখেই বলিলেন। তিনি বলিলেন "কৃষ্ণদাস সরল ব্রাহ্মণ। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন। তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তিনি তাহাতে কোন কথাই কহিবেন না।" প্রভু তাঁহার বিরহসন্তপ্ত ভক্তবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে অঙ্গীকার করিলেন। প্রভুর এই কার্য্যে ভক্তবৃন্দের মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। প্রভুর দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসের এখানে একটু সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

এই কৃষ্ণদাসকে লোকে কালা কৃষ্ণদাস বলিয়া ডাকিত; কারণ তিনি কর্ণে বেশ একটু কম শুনিতেন। তিনি বিশুদ্ধ বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান শ্রীপাট কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী আকাইহাট গ্রামে যথা বৈষ্ণব বন্দনায় "আকাই হাটের বন্দো কৃষ্ণদাস ঠাকুর।" এই মহাপুরুষ শ্রীনিতাইচাঁদের শ্রীপদপঙ্কজ ভিন্ন তিনি আর কিছু জানিতেন না।

কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনে নাহি জানে আন॥ চৈঃ চঃ

তিনি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেবা কার্য্যে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। এই জন্য শ্রীনিতাইচাঁদ তাঁহাকে দক্ষিণদেশ ভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী নির্ব্বাচিত করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিতেন;—শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

প্রসিদ্ধ কালা কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে॥

কালাকৃষ্ণদাস ঠাকুর অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মত সরলপ্রাণ বিপ্র নীলাচলে আর কেহ ছিল না। তাঁহার মনে কোনপ্রকার বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হইত না। যে তাঁহাকে যাহা বলিত সরলবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন। ইহাতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে বিপদ হইত। প্রভুর সঙ্গে নীলাচলের পথেও তাঁহার বিপদ হইয়াছিল। সে সকল নানা কথা যথাস্থানে বলিব।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলার দ্বাদশগোপালের মধ্যে কালা কৃষ্ণদাস ঠাকুরের নাম দেখিতে পাই। তিনি পূর্ব্বলীলায় ব্রজের লবঙ্গ সখা ছিলেন। যথা শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকায়—

"কালা কৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গ সখা ব্রজে।"

এই মহাপুরুষের বংশাবলী এক্ষণে পাবনা জেলার বেড়া সোনাতলি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁর উপযুক্ত বংশধর পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিজয় গোবিন্দ গোস্বামী ঠাকুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কিছু বংশ পরিচয় আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কথায় কালা কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া যাইবার অঙ্গীকার করিয়া ভক্তবৃন্দ সঙ্গে প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ সর্ব্বাগ্রে গিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর দক্ষিণযাত্রার সংবাদ দিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি কৃপা করিয়া প্রভুকে বলিবেন যাহাতে তিনি আমাকে সঙ্গে লয়েন। তিনি বলিয়াছেন একাকী যাইবেন। কাহাকেও

সঙ্গী লইবেন না।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগদানন্দের এ কথার উত্তর দিলেন না। তিনি প্রভুর অদর্শনে কি করিয়া জীবন ধরিবেন, তাই ভাবিয়া আকুল হইলেন। এমন সময়ে প্রভু স্বজন সঙ্গে হরেকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বসিতে দিব্য আসন দিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। প্রভু প্রথমে কৃষ্ণকথা তুলিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বদন বিষণ্ণ দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জগদানন্দের প্রতি একবার চাহিলেন। জগদানন্দ অধোবদনে বসিয়া আছেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরভগবান সকলি জানেন। তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! আমার অগ্রজের অনুসন্ধান করিতে আমি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিব মনস্থ করিয়াছি। তোমার অনুমতি লইতে আসিয়াছি। তুমি ভাল মনে আমাকে অনুমতি দিলে আমি স্বচ্ছন্দ শরীরে পুনর্ব্বার নীলাচলে ফিরিয়া আসিব" (১)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত পড়িল। তিনি কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ জড়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। পরে প্রভুর কৃপায় আত্মসম্বরণ করিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন (২)।

"বহু জন্মের পুণ্য ফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ॥
শিরে বাজ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি তোমার বিচ্ছেদ সহন না হয়॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কথো রহ দেখি তোমার চরণ॥ চৈঃ চঃ

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর। তিনি অবলীলাক্রমে প্রভুকে বলিলেন "যদি আমার চন্দনেশ্বর মরিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ আমার পক্ষে অসহ্য হইবে"। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেম-জালে আবদ্ধ হইয়া তিনি দুর্জ্জয় পুত্র শোককেতৃণজ্ঞান করিলেন। ইহা অপেক্ষা গৌরাঙ্গৈকনিষ্ঠতার উৎকৃষ্ট পরিচয় আর কোথায় পাওয়া যাইবে? ধন্য সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য! ধন্য তোমার অপূর্ব্ব গৌরানুরাগ! তোমার চরণের রেণুকণা প্রার্থী অধম অকৃতী গ্রন্থকারের প্রতি একটিবার কৃপা দৃষ্টিপাত কর। তোমার কৃপা হইলে প্রভুর কৃপালাভ হইবে,—ইহা ধ্রুব সত্য। তুমি গৌরভক্ত চূড়ামণি,—গৌরাঙ্গ চরণে তোমার একনিষ্ঠা ভক্তি। তাহার প্রমাণ নানা গ্রন্থে পদে পদে পাইয়াছি। আমরা সে সকল অপূর্ব্ব লীলাকথা যথাস্থানে অনুশীলন ও আস্বাদন করিয়া আত্মশোধন করিব।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দুঃখকথা শুনিয়া করুণাময় প্রভুর কোমল হৃদয় দ্রব হইল। তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভক্তদুঃখ-কাতর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সস্নেহে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অঙ্গে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তুমি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। এই সামান্য কারণে তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? আমি এখন দিনকতক এখানে রহিব, সর্ব্বদা তোমার সঙ্গলাভে সুখী হইব। কিছুদিনের জন্য আমি দক্ষিণ দেশে যাইতেছি। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইব; তোমাদের আশীর্ব্বাদে ও কৃষ্ণের কৃপায় শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। তুমি চিন্তা দূর কর"। এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া এবং প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া সেদিন বাসায় ফিরিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কান্দিতে কান্দিতে তাঁহার চরণে নিবেদন

---

(১) নানা কৃষ্ণ বার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঁই আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে॥
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে সুখে লেউটি আসিব॥ চৈঃ চঃ

(২) কথং মমাভূন্নহি পুত্র শোকঃ কথং মমা ভূন্নহি দেহপাতঃ।
বিলোক্য যুষ্মচ্চরণাব্জযুগ্মং সোঢ়ুং ন শক্তোঽস্মি ভবদ্বিয়োগং॥
শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য।

করিলেন "প্রভু! তোমার চরণে একটী আমার নিবেদন আছে। যে কয়দিন তুমি এখানে থাকিবে আমার এই কুটীরে ভিক্ষা করিবে"। ভক্তবৎসল প্রভু হাসিয়া কহিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে।" সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর কৃপা-বাক্যে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া অন্তঃপুরে যাইয়া ষাঠির মাতাকে (তাঁহার কন্যার নাম ষাঠি) এই শুভ সংবাদ দিলেন। নিজ গৃহে স্বহস্তে নানাবিধ উত্তম উত্তম ব্যঞ্জন ও ভোজন দ্রব্য প্রস্তত করিয়া, স্ত্রীপুরুষে উভয়ে মিলিয়া পাক করিয়া প্রভুকে কয়েক দিন যাবৎ নিত্য ভিক্ষা করাইলেন (১) এসকল লীলাকথা বিস্তারিত-ভাবে যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রবল প্রতাপান্বিত উড়িষ্যা-প্রদেশের তাৎকালিক স্বাধীন নরপতি গজপতিপ্রতাপ-রুদ্রের সভাপণ্ডিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পরিচর্য্যা বিষয়ে তিনি রাজার প্রধান পরামর্শদাতা। প্রতাপরুদ্র ভক্তিমান রাজা। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। তিনি তাঁহাকে গুরুতুল্য সম্মান করেন।

মহারাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র তখন নীলাচলে ছিলেন না। প্রভু যখন শ্রীনীলাচলে শুভবিজয় করেন, সে সময় রাজা প্রতাপরুদ্র যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দক্ষিণদেশে বিজয়নগরে গমন করিয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—

> যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
> তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
> যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে॥

তিনি রাজমন্ত্রীর পত্রে এবং লোকমুখে প্রভুর নীলাচলে শুভাগমন সংবাদ পাইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি কখন প্রভুর নামও শুনেন নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী অপূর্ব্ব নবীন-সন্ন্যাসীর নাম শুনিবামাত্রই রাজার সর্ব্বাঙ্গ যেন প্রেমরসে সিঞ্চিত হইল। তিনি মনে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। শীঘ্র যুদ্ধকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে প্রভুসম্বন্ধে পত্র লিখিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর মহামহিমাময় নাম শুনিয়াই তাঁহার প্রেমে পাগল হইয়া রাজধানী কটক হইতে নীলাচলে আসিলেন। নীলাচলে আসিয়াই একদিন গজপতি মহারাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে রাজবাটিতে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী নবীন সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্র দক্ষিণদেশ যাত্রা করিবেন। তাহাও শুনিয়াছেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা প্রতাপরুদ্র সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দিব্যাসনে বসিতে দিলেন। সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য রাজাকে অভিবাদন ও যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন দুইজনে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইল।

রাজা। ভট্টাচার্য্য! আমি শুনিয়াছি একজন মহাপ্রভাবশালী পরম কারুণিক নবীন যতীন্দ্র গৌড়দেশ হইতে সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। আমার বড় ইচ্ছা আমি তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। কি উপায়ে আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়, আপনি তাহা আমাকে বলুন।

সার্ব্বভৌম। মহারাজ! এই কার্য্যটি অতীব দুর্ঘট। কারণ এই অপূর্ব্ব নবীন সন্ন্যাসী অতি গূঢ়ভাবে থাকেন। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারেন। তিনি শীঘ্রই দক্ষিণদেশ যাত্রা করিবেন।

রাজা। পুণ্যধাম পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণ ছাড়িয়া তিনি কেন দক্ষিণদেশে যাইবেন?

সার্ব্বভৌম। সাধুদিগের এই স্বভাব যে তাঁহারা নিজহৃদয়ে গদাধর শ্রীভগবানকে ধারণ করিয়া তীর্থ-

---

(১) ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন॥
তাহার ব্রাহ্মণী তার নাম ষাঠির মাতা।
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিহোঁ আশ্চর্য্য তাঁর কথা॥ চৈঃ চঃ

যাত্রাচ্ছলে তীর্থসকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন। কিন্তু ইনিত স্বয়ং ভগবান (১)।

রাজা প্রতাপরুদ্র এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! আপনি যখন কহিতেছেন তিনি স্বয়ং ভগবান তবে কেন যত্ন পূর্ব্বক, তাঁহাকে এখানে রাখিলেন না?

সার্ব্বভৌম। মহারাজ! ব্রহ্মাদি লোকপালগণ যাঁহার ভ্রূভঙ্গ মাত্রে কম্পিত হন, সেই সর্ব্বভূতপালক শ্রীভগবান নিজ করুণা ভিন্ন অন্যের বশীভূত হন না। তথাপি আমি সাধ্যমত, কাকুবাদ, স্তুতিবাক্য, চরণধারণ অবশেষে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া বহু রোদন করিলেও তিনি নিজসঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। মহারাজ! স্বাভাবিক মহৎ ও সাধুব্যাক্তিদিগের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়েই তুল্য (২)।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র এইকথা শুনিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তিনি পুনর্ব্বার এখানে ফিরিয়া আসিবেন ত?"

ভট্টাচার্য্য। তিনি এখানেই আসিবেন, কারণ তাঁহার ভক্তগণ সকলেই এখানে রহিলেন। তিনি কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না।

রাজা। তিনি একাকী যাইবেন কেন? তাঁহার সঙ্গে উপযুক্ত লোকজন দিবেন।

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার সঙ্গে একটিমাত্র বিপ্র যাইবেন এবং তাঁহার একটি দাস যাইবে। আমি কয়েকটি শিষ্যকেও গুপ্তভাবে পাঠাইব। তাঁহারা গোদাবরী পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইবেন।

রাজা! গোদাবরী পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগকে কেন পাঠাইবেন, তাঁহারা সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যাইবেন না কেন?

ভট্টাচার্য্য। প্রভুর অনুমতি নাই। রামানন্দরায়ের সহিত প্রভু মিলিবেন। আমার বিশেষ অনুরোধে তিনি রামানন্দরায়ের সহিত মিলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

রাজা। রামানন্দ রায়ের এরূপ সৌভাগ্য কি প্রকারে হইল?

ভট্টাচার্য্য। মহারাজ! তিনি একজন পরম বৈষ্ণব এবং ভগবদ্ভক্ত। পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া কত উপহাস করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছি; তিনি একজন পরম কৃষ্ণপ্রেমিক রসিক ভক্ত। মহা ভাগবত বৈষ্ণব চূড়ামণি (১)।

রাজা। ভট্টাচার্য্য! আপনার প্রতি এই নবীন সন্ন্যাসীর অনুগ্রহের কথা আমি শুনিয়াছি। আপনি পরম ভাগ্যবান। আপনার ভাগ্য দেখিয়া আমার হিংসা হয়। আমার মত বিষয়ীকে কি তিনি কৃপা করিবেন? এই বলিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র কিছু অন্যমনস্ক হইলেন। সার্ব্বভৌম উত্তর করিলেন "মহারাজ! ভগবানের অলৌকিক প্রভাব আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিজগুণে তিনি আমাকে কৃপাডোরে তাঁহার চরণকমলে বান্ধিয়াছেন। আপনারও এই সৌভাগ্য অচিরে উদয় হইবে"।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই

---

(১) তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃ স্থেন গদাভৃতাঃ ইতি সামান্যানামেব মহতামযং নিসর্গঃ অয়ন্তু ভগবানেব স্বয়ং॥ চৈঃ চঃ নাটক।

(২) সার্ব্বভৌম। মহারাজ!

ব্রহ্মাদয়ো লোকপালা যদ্ভ্রূভঙ্গ ভয়ান্বিনঃ।
বিনা স্বকরুণা দেবীং পারতন্ত্র্যং ন সোঽইতি॥

তথাপি—

কতি ন বিহিতং স্তোত্রং কাকুঃ কতীহ ন কল্পিতা
কতি ন রচিতং প্রাণত্যাগাদিকং ভয়দর্শনং!
কতি ন রুদিতং ধৃত্বাং পাদৌ তথাপি স জগ্মিবান্।
প্রকৃতি মহতাং তুল্যৌ খ্যাতাবনুগ্রহনিগ্রহৌ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক

(১) ভট্টাচার্য্য। মহারাজ স খলু সহজ বৈষ্ণবো ভবতি। পূর্ব্বময়মস্মাকমুপহাসপাত্রমাসীৎ সংপ্রতি ভগবদনুগৃহে জাতে তন্মহিমজ্ঞতা নো জাতা। চৈঃ চঃ নাটক।

রাজা। অতোঽস্তি ময্যপি যাদৃশ তস্যানুগ্রহো জাতঃ।
ভট্টাচার্য্য। ভগবৎ প্রভাবোহি স্বতঃপ্রকাশী॥ চৈঃ চঃ নাটক

আশীর্ব্বাদ-বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সে দিনের মত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"মহারাজ! ইহাতেই দয়াময় প্রভু আপনাকে উদ্ধার করিবেন। করুণাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দয়ার সাগর। তাঁহার পবিত্র নাম করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কান্দিবেন, তাহা হইলেই তিনি কৃপা করিবেন। কলির ভজনই রোদন। শ্রীভগবানের নামে হৃদয় দ্রব হইয়া যাঁহার নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হয়, তিনিই ভাগ্যবান। এই নয়নের জলেই অন্তর প্রকৃতভাবে শোধিত হয়, হৃদয় নির্ম্মল হয়, তবে উহা শ্রীভগবানের বাসস্থানের উপযুক্ত হয়"। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মনে মনে একথা বলিলেন। তিনি শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন,—তাঁহার অন্তর শুষ্ক ছিল, হৃদয় কঠিন ছিল; কিন্তু করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কৃপায় তিনি এক্ষণে কান্দিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার নীরস হৃদয় সরস হইয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন শ্রীভগবানের প্রেম কি বস্তু।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজসভা হইতে গৃহে আসিলেন। তাহার পরদিন প্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিবেন। আজ পাঁচ দিন তিনি সার্ব্বভৌম-ভবনে ভিক্ষা করিতেছেন। পরদিন প্রাতে প্রভু তাঁহার নিকট বিদায় চাহিলেন (১)। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কান্দিতে কান্দিতে প্রভুকে বিদায় দিলেন। প্রভু তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গেলেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে প্রভু বিভোর হইলেন প্রেমাবেশে শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গনে বহুবার গড়াগড়ি দিলেন, বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। পুজারি ঠাকুর মালাপ্রসাদ আনিয়া প্রভুকে দিলেন। আজ্ঞা-মালা পাইয়া প্রভু প্রেমভরে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ দেশ যাত্রা করিলেন। তিনি সমুদ্র তীরে তীরে আলালনাথের পথে চলিলেন। ভক্তবৃন্দ সকলেই সঙ্গে আছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুর সঙ্গে আছেন। তিনি গোপীনাথ আচার্য্যকে কহিলেন "আচার্য্য! গৃহে প্রভুর জন্য চারিখানি কৌপীন ও বহির্ব্বাস রাখিয়াছি। প্রসাদও রাখিয়াছি। তুমি শীঘ্র গিয়া তাহা লইয়া আইস"। গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের গৃহের দিকে ছুটিলেন; প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে আলালনাথের পথের দিকে চলিলেন। এই অবসরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর চরণে একটি নিবেদন করিলেন। সেটি এই,—

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে ॥ (১)
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো এক জন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহেঁর তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর কেমন মহত্ত্ব ॥ চৈঃ চঃ

প্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন "ভট্টাচার্য্য! তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এই কথা বলিয়া দিলে ইহাতে আমি কৃতার্থ হইলাম। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার রামানন্দসঙ্গ লাভ হইবে, ইহাতে আমি ধন্য হইব"। এইকথা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া বলিলেন "ভট্টাচার্য্য! তুমি গৃহে বসিয়া কৃষ্ণ ভজন কর, আর আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি তোমার কৃপায় পুনরায় শ্রীনীলাচল ধামে ফিরিয়া আসি" (২)। এই বলিয়া করুণাময় প্রভু তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত

(১) পাঁচ দিন রহি প্রভু ভট্টাচার্য্যের স্থানে।
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥ চৈঃ চঃ

(১) বিদ্যানগর রাজমহেন্দ্রি প্রদেশে অবস্থিত। অধিকারী—শাসন কর্ত্তা।

(২) ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে ॥ চৈঃ চঃ

হইলেন; প্রভু আর ফিরিয়া চাহিলেন না। বহু ভক্তবৃন্দ প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে উঠাইয়া তাঁহাকে সুস্থির করিয়া লোকসঙ্গে গৃহে পাঠাইলেন। তিনি গৌরাঙ্গ-বিরহে মৃতপ্রায় হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণটি প্রভুর চরণে রাখিয়া শুধু দেহমাত্র লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কৌপীন, বহির্ব্বাস এবং প্রসাদান্ন লইয়া গোপীনাথ আচার্য্য তখন আসিতেছেন। তাঁহাকে পথে দেখিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কান্দিয়া আকুল হইলেন। বালকের ন্যায় কান্দিতে কান্দিতে তিনি পথের ধুলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত একত্রে তিনি প্রসাদ ও বস্ত্রসহ আলালনাথে আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

আলালনাথকে দেখিয়া ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বহুক্ষণ নয়নরঞ্জন নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার মধুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া,—

যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার॥
কেহ নাচে কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণগোপাল।
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী বৃদ্ধ যুবা বাল॥ চৈঃ চঃ

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু গৌরাঙ্গ-বিরহসন্তপ্ত ভক্তবৃন্দকে ডাকিয়া প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—

"এইরূপে আগে নৃত্য হৈবে গ্রামে গ্রামে"।

লোক জন প্রভুকে আর ছাড়িতে চায় না। বেলা অধিক হইল দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরভগবানকে লইয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে গেলেন। তাঁহার আজ্ঞায় শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ হইল। প্রভুর নিজ জন সকলে তাঁহার সঙ্গে রহিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদান্ন দিয়া প্রভুকে সেদিন উত্তম করিয়া ভিক্ষা করাইলেন। প্রভুর অধরামৃত প্রসাদ সকলে বাঁটিয়া খাইলেন (১)।

এদিকে শ্রীমন্দিরের বহির্দ্বারে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। ভীষণ লোকসংঘট্ট কেবল ঘন ঘন হরিধ্বনি করিতেছে। ইহা শুনিয়া কৃপানিধি প্রভু শ্রীমন্দিরের দ্বার খুলিতে আজ্ঞা দিলেন।

তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন॥ চৈঃ চঃ

প্রভু শ্রীমন্দিরের আঙ্গিনায় বসিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা, প্রসর ললাটে উজ্জ্বল তিলকরেখা শোভা পাইতেছে। প্রসন্ন বদনে "হরেকৃষ্ণ" নাম লইতেছেন,—আর মৃদু মধুর হাসিতেছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গের কষিত কাঞ্চন-নিন্দিত বর্ণ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার পরিধানে অরুণ বসন। সর্ব্বলোক তাঁহার জয়ধ্বনি করিতেছে। "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়" শব্দে গগনমণ্ডল প্রকম্পিত হইতেছে। এই প্রকারে সেদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলালনাথের শ্রীমন্দিরে বহুলোক যাতায়াত করিল। সে রাত্রি প্রভু আলালনাথে ভক্তগণসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে এবং নৃত্য কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিলেন (১)।

পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া প্রভু আলালনাথ হইতে দক্ষিণ দেশ যাত্রা করিলেন। জনে জনে ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন দানে এবং মধুর বাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। প্রভুর বিরহে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীগৌরভগবান তাঁহাদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না; কিন্তু তাঁহার মনের ব্যথা তিনিই জানেন। শ্রীভগবানের বিরহে ভক্তের যেমন দুঃখ, ভক্ত-বিরহে ভগবানেরও তদ্রূপ দুঃখ। কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ করেন না। প্রভু ভক্তদুঃখে দুঃখিতান্তঃকরণে ব্যাকুল হইয়া পথে ছুটিয়াছেন। তাঁহার পশ্চাৎ

---

(১) তবে গোপীনাথ প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল॥ চৈঃ চঃ

(১) সমুদ্রতীর দিয়া দক্ষিণ যাইতে শ্রীক্ষেত্র হইতে চারি ক্রোশ পরে আলালনাথ গ্রাম। আলালনাথ চতুর্ভুজ বাসুদেব বিগ্রহ। বন মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার মন্দির।

কৃষ্ণদাস বহির্বাস ও জলপাত্র লইয়া চলিয়াছেন (১)। প্রভুর সঙ্গে আর একটি ভৃত্য চলিলেন। তিনি কর্ম্মকার গোবিন্দ দাস (২) ইহাঁর একখানি অতি প্রাচীন পয়ার ছন্দে লিখিত সুন্দর করচা আছে। তাহাতে প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। এই গোবিন্দ দাসের পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রেরিত দুইজন বিপ্রও প্রভুর সহিত গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন।

প্রভুকে বিদায় দিয়া ভক্তবৃন্দের যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রভুকে বিদায় দিয়া সে দিন তাঁহারা সকলেই আলালনাথে উপবাসী রহিলেন, পরদিন কান্দিতে কান্দিতে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। নীলাচল হইতে আলালনাথ বহুদূর নহে। ভক্তবৃন্দ চারি দণ্ডের পথ তিন প্রহরে আসিলেন। তাঁহাদিগের চরণ আর উঠিতেছে না। প্রভুর বিরহে তাহারা জীবন্মৃত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মন প্রাণ প্রভুর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে কেবল দেহ মাত্র পড়িয়া আছে। গদাধর ও নরহরি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন, জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিত মরমে মরিয়া আছেন। মুকুন্দ আর মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত কথা কহেন না। গোপীনাথ আচার্য্য মৌনী হইয়াছেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের মুখে "হা গৌরাঙ্গ! কি করিলে" ইহা ভিন্ন অন্য কথা নাই। পরমানন্দ পুরীগোসাঞি সর্ব্বদাই বলেন "কৃষ্ণ! তোমারই ইচ্ছা"। শ্রীনিতাইচাঁদের আর সে উদ্দাম বাল্যভাব নাই। তিনি এখন পরম গম্ভীর হইয়াছেন। নীলাচলের সর্ব্বত্র প্রভুর বিরহানল জ্বলিয়াছে। সদানন্দময় শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের বদনচন্দ্র মলিন বোধ হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই নিরানন্দ। এই নিরানন্দের মধ্যে একটি আনন্দের আশা ভক্তবৃন্দের প্রাণ রাখিয়াছে। সেটী এই— "প্রভু আবার নীলাচলে আসিবেন"। কবে যে সেই শুভ দিনটি আবার আসিবে এই ভাবিয়াই তাঁহারা আকুল হইয়াছেন। গৌরাঙ্গ-বিরহ রূপ ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এই একটি মাত্র আশার প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে; ইহাতেই ভক্তবৃন্দের হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইতেছে। এই আশাতেই তাঁহারা জীবন ধরিয়া রহিয়াছেন।

প্রভু আলালনাথ হইতে মত্তসিংহ গতিতে প্রেমাবেশে নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের বাক্য সর্ব্ব জগতপ্রাণীকে অভয় দান করিতেছে। প্রভুর শ্রীমুখের সেই অভয় কীর্ত্তন-বাণীটি এই,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

পঞ্চম অধ্যায়।

—:*:—

প্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ।

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

---

(১) মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় মাত্র বস্ত্র লঞা॥ চৈঃ চঃ

(২) গঙ্গাপার, হৈয়া আগে রৈলা নিত্যানন্দ।
শুনিয়া আনন্দময় হৈলা গৌরচন্দ্র॥
মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইস কাটোয়া গঙ্গাপার॥ জঃ চৈঃ মঃ

এই গোবিন্দ কর্ম্মকার প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে ছিলেন, এবং সেখান হইতে তাঁহার সহিত দক্ষিণ দেশ ভ্রমনে যাত্রা করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

নানা মত গ্রহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্য জনদ্বিপান।
কৃপারিনা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে চ স বৈষ্ণবান্॥

অর্থাৎ জ্ঞানী কর্ম্মী ও পাষণ্ডীদিগের নানা মত রূপ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত দাক্ষিণাত্যজন রূপ হস্তিগণকে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃপাচক্র দ্বারা সেই সমুদায় গ্রহ হইতে তাহাদিগকে মোচন করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ দেশবাসী নানা মতাবলম্বী লোকদিগকে জগত গুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু একাকী যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, গৌড়মণ্ডলে তাঁহার সে শক্তি প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি একটিবার দর্শনমাত্রেই, তাঁহার শ্রীমুখে একটিবার মধুর হরিনাম শ্রবণ মাত্রেই দক্ষিণ দেশবাসী সর্ব্বসম্প্রদায় ভুক্ত লোকই তাঁহার চরণকমলে আত্ম সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সকলেই কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। এসকল কথা বিস্তারিত করিয়া পরে বলিব। প্রভুর শ্রীমুখের বাণী,—

সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহোর অবতার।
উদ্ধার করিমুঁ সর্ব্ব পতিত সংসার॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে।
এ যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে॥
যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল॥
হেন ভক্তি যোগ দিমু এ যুগে সবারে।
সুর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্রে সঞ্চার হইবে মোর নাম॥

এই ভবিষ্য বাণীর সফলতা করিবার জন্যই প্রভুর দক্ষিণ দেশ যাত্রা। তাঁহার উদ্দেশ্য তীর্থ ভ্রমণ নহে,—অগ্রজ শ্রীমদ্বিশ্বরূপপ্রভুর অনুসন্ধান নহে,—তাঁহার উদ্দেশ্য জীবোদ্ধার। এই কার্য্যটি শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য এবং নিজস্ব কার্য্য। এই জন্যই তাঁহার নাম পতিতপাবন। দক্ষিণদেশবাসী নরনারী তৎকালে নানাবিধ ধর্ম্মবিপ্লবে পতিত হইয়া ঘোর অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করিতেছিল। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদলের কুহকে পড়িয়া ভক্তিমার্গ হইতে তাহারা একেবারে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। আসুরিকভাবে তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এক কথায় তাহারা কর্ম্মজড় হইয়া একেবারে ভক্তিবিহীন হইয়াছিল। তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল। সেই সকল লোকের কঠিন হৃদয় দ্রব করিয়া ভক্তিপথের পথিক এবং যুগানুবর্ত্তী ভজনোপযোগী করিতে হইলে সবিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন। ভারতের সমগ্র দক্ষিণ-দেশবাসীদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। বিপুল আয়োজনের প্রয়োজন। কারণ ইহা সামান্য কার্য্য নহে। আর অতি অল্পকালের মধ্যে এই মহৎ কার্য্যটি সুসম্পন্ন করা চাই। এইজন্য পতিতপাবন, দয়ার অবতার করুণাসিন্ধু স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র কলিহতজীবের দুর্দ্দশায় কাতর হইয়া স্বয়ং এই কঠিন কার্য্যটির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। শ্রীভগবান যখন স্বয়ং কোন কার্য্য করেন, তাঁহার প্রভাব স্বতন্ত্র, এবং তাঁহার নিত্য পরিকরবৃন্দের দ্বারা যাহা করান, তাহার প্রভাব স্বতন্ত্র। এই যে নানাধর্ম্মাবলম্বী বহুলোকপূর্ণ সুবৃহৎ দক্ষিণদেশ উদ্ধার কার্য্য,—ইহাতে নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর ভগবত্তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়,—তাঁহার অলৌকিক-শক্তির পূর্ণ প্রভাব দৃষ্ট হয়, নদীয়ার সেই ব্রাহ্মণকুমারটির অমানুষিক এবং অলৌকিক লীলারঙ্গ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি নবদ্বীপে যে শক্তি প্রকাশ না করিয়াছিলেন, দক্ষিণদেশ উদ্ধার কার্য্যে সেই গুপ্তশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার যথার্থই লিখিয়াছেন,—

নবদ্বীপে যে শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে॥

কলির প্রচ্ছন্ন অবতারের এই প্রচ্ছন্নশক্তি যে কি বস্তু এবং সেই শক্তির কি অপূর্ব্ব প্রভাব তাহা পরে বলিতেছি। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রচ্ছন্ন অবতার শ্রীগৌরভগবানের স্বরূপ-শক্তি। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি

স্বরূপিণী। মূর্ত্তিমতী ভক্তিদেবীই গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। এই সিদ্ধান্ত প্রভুর কৃপাসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীপাদ কবিকর্ণপুরগোস্বামী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেমভক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাহায্যে প্রভুর নাম প্রেম প্রচারলীলা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এসকল কথা অতি নিগূঢ় কথা। এই পরম গুহ্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব বুঝিতে কোটীর মধ্যে একজন অধিকারী কি না সন্দেহ। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার স্বরূপ-শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। প্রেমভক্তিতত্ত্ব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং প্রভুর দক্ষিণদেশোদ্ধার কার্য্যে এই পূর্ণতমা স্বরূপশক্তির পূর্ণ আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। কিরূপে, কিভাবে এই শক্তির সাহায্যে প্রভু দক্ষিণদেশবাসীদিগকে বৈষ্ণব করেন, হরিনামামৃত-বন্যায় সমগ্র দক্ষিণদেশ একেবারে ভাসাইয়া দেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার অতি সরল অথচ সুস্পষ্টভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। প্রভুর অপরূপ রূপ দেখিয়া, তাঁহার শ্রীমুখে একটিবার মধুর হরিনামকীর্ত্তন শুনিয়া দক্ষিণদেশবাসীদিগের কিরূপ অবস্থা হইল তাহা একটু স্থিরভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় শ্রীগৌরভগবান যে শক্তির সাহায্যে এই জীবোদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন করিলেন সেই বিশ্ববিজয়িনী ভক্তিরূপিণী মহাশক্তির প্রভাব কত,—সেই জগজ্জীবোদ্ধারকারিণী পরমা চমৎ-কারিণী ভক্তিরূপা মহাশক্তির মাহাত্ম্য কিরূপ, তাহা কবিরাজ-গোস্বামীর ভাষায় শুনুন, যথা—

> আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইলা দেখিবারে।
> প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে॥
> দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণ হরি।
> প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধ বাহু করি॥
> কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
> সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম॥
> এইমত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল।
> কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল।

পূজ্যপাদ কবিরাজগোস্বামী ইহারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রভু যখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!" এই শ্লোক পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া পথে চলেন, তখন সর্ব্বলোকে হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলে। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

> এই শ্লোক পথে পড়ি চলে গৌরহরি।
> লোক দেখি পথে কহে বল হরি হরি॥
> সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরেকৃষ্ণ।
> প্রভুর পাছে পাছে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
> কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
> বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
> সেইজন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
> কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
> যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম।
> এইমত বৈষ্ণব হৈল সব নিজগ্রাম॥
> গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইল যত জন।
> তাঁর দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম॥
> সেই যায় গ্রামের লোক বৈষ্ণব করায়।
> অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়॥
> সেই যাই অন্যগ্রামে করে উপদেশ।
> এইমতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥
> এইমত পথে যাইতে শত শতজন।
> বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
> যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
> সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
> প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
> সে সব আচার্য্য হৈঞা তারিল জগত॥
> এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
> সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে॥

শ্রীধামবৃন্দাবনে বাসকালীন প্রভুর মধুর লীলাকথার রসাস্বাদন করিবার জন্য শ্রীধামবাসী ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম। প্রভুর কৃপায় জীবাধম গ্রন্থকারের এই সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল। একদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

নিম্নলিখিত পয়ার শ্লোকটি লইয়া আমাদের বিচার আরম্ভ হইল।

শ্রীচৈতন্যলীলা হয় অমৃতের সিন্ধু।
জগত ভাসাইতে পারে যায় **এক বিন্দু**॥

এক বিন্দুতে কি করিয়া জগত ভাসাইতে পারে? এই কথা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ বিচার চলিল, সকলেই নিজ নিজ ভাবানুযায়ী প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন "শ্রীগৌরভগবানের অলৌকিক লীলায় সকলি সম্ভব। একবিন্দু প্রেমে জগত ভাসান শ্রীভগবানের পক্ষে কিছু অসম্ভব কার্য্য নহে। তাঁহার অলৌকিক লীলায় সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই।"

অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥

এই সকল কথার বিচার ও বিশ্লেষণ হওয়ার পর আমার পরম শ্রদ্ধের বন্ধুবর বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ-পদ দাস বাবাজী মহাশয় প্রভুর এই দক্ষিণ দেশোদ্ধার-লীলা কথাটি উত্থাপন করিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত মধুর হরিনাম ও কৃষ্ণনাম একটিবার মাত্র শুনিয়া যেমন দক্ষিণ দেশবাসী লোকসকল অপূর্ব্ব বৈষ্ণবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই নামব্রহ্ম জন হইতে জনান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে প্রচার করিয়া সমগ্র দক্ষিণ দেশবাসী পতিত পাষণ্ডীকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন (১) সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামৃতসিন্ধুর এক বিন্দুর স্পর্শে সমগ্র জগত ব্রহ্মাণ্ড একেবারে ভাসিয়া যাইতে পারে। আমরা সকলে উক্ত বাবাজী মহাশয়ের এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইহাতে আমাদের মনে বড় আনন্দ হইল। শ্রীগৌরভগবানকে যিনি ভজনা করেন, তাঁহার নাম রূপ গুণ ও লীলারসাস্বাদন যিনি করেন, তিনি তাঁহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করেন। তাঁহার কৃপাবলেই এই সকল অলৌকিক লীলারহস্য সাধক ভক্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। অন্য লোকের এই সকল লীলারহস্য প্রসঙ্গে প্রবেশাধিকার নাই।

প্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিয়া প্রথমে কূর্ম্মক্ষেত্র তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (১) এই স্থানে কূর্ম্মদেবের শ্রীবিগ্রহ আছেন। এখানে বহুলোকের বাস। প্রভু কূর্ম্মদেবকে যথাবিধি প্রণাম ও স্তবস্তুতি করিয়া প্রেমাবেশে সেই স্থানে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন (২)। সেখানে বহু লোকসংঘট্ট হইল। প্রভুর অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইল। তাহারা কখন এত রূপের মানুষ পূর্ব্বে দেখে নাই। প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমনৃত্য দেখিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখের মধুর হরি সংকীর্ত্তন শুনিয়া তাহারা প্রেমোন্মত্ত হইল। দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া "হরি হরি" বলিয়া তাহারাও প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। করুণাময় শ্রীগৌরভগবান তাহাদিগের প্রতি শুভদৃষ্টিপাত করিলেন। কূর্ম্মদেবের সেবকবৃন্দ প্রভুর বহু সম্মান করিলেন। সেই গ্রামে কূর্ম্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরম ভাগবত ছিলেন। অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন। ভক্তবশী শ্রীগৌরভগবান চিরদিন ভক্তির বশ। অকপট ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে

---

(১) দৃষ্ট্বা চিরং তংস নিজাবস্তায়ং পুনর্নমস্কৃত্য কৃতী কৃতজ্ঞঃ।
তৎকর্ম্মমাধ্যন্দিনমস্তমানং চকার শিক্ষাগুরুতামুপেতঃ।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য।

(১) কূর্ম্মস্থান বেঙ্গল নাগপুর রেলের গঞ্জাম জেলার চিকাকোল রোড রেলষ্টেসন হইতে আট মাইল পূর্ব্বে। তথায় শ্রীভগবানের কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। প্রপন্নামৃতে কথিত আছে, শ্রীরামানুজ যে কালে একাদশ শক শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন এই কূর্ম্মমূর্ত্তিকে শিবমূর্ত্তি জ্ঞানে তৎকালে তিনি উপবাস করেন, পরে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন।
চৈঃ চঃ মধুভাষ্য।

(৩) মত্তসিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন। প্রেমাবেশে যায় করি নাম সঙ্কীর্ত্তন
এই শ্লোক পথে পড়ি চলিলা গৌরহরি। লোক দেখি পথে কহে বল হরিহরি
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি কৃষ্ণ। প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন সতৃষ্ণ
কতক্ষণে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া। বিদায় করিল তাহে শক্তি সঞ্চারিয়া
সেই জন নিজগ্রামে করিয়া গমন। কৃষ্ণবোলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ।
যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণনাম। এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম।
চৈঃ চঃ

ডাকিলেই তিনি পরমানন্দে ভক্তগৃহে গমন করেন। ভক্তবিপ্র কূর্ম্ম প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গিয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্বহস্তে তাঁহার শ্রীচরণকমলযুগল ধৌত করিয়া দিলেন (১) প্রভুর পাদোদক সগোষ্ঠী পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পাদধৌত করাইয়া দিব্যাসনে প্রভুকে উপবেশন করাইয়া কূর্ম্ম করযোড়ে এইরূপে আত্মনিবেদন করিলেন—

যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হইল জন্ম কুলধর্ম্ম॥ চৈ: চ:

প্রভু এই পরম ভাগ্যবান বিপ্রগৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ব্রাহ্মণ অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়া সগোষ্ঠী তাঁহার অধরামৃত প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া কৃতার্থ হইলেন (২)। প্রভু যখন বিদায় লইয়া সেখান হইতে চলিলেন, তখন সেই ভাগ্যবান বিপ্র কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন,—

"কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে।
সহিতে না পারোঁ দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে॥" চৈ: চ:

প্রভুর কৃপায় এই বিপ্রের মনে তৎক্ষণাৎ বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহার সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। তাই প্রভুর চরণে ধরিয়া এইরূপ আত্ম-নিবেদন করিতে পারিলেন। শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভে যদি এইরূপ সৌভাগ্যোদয় না হইবে তবে আর কিসে হইবে? কৃপাসিদ্ধ বিপ্র প্রভুর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। আর তাঁহার তিলার্দ্ধকালও সংসারে মন তিষ্ঠিতেছে না, তাহার মন গৃহসংসার ছাড়িয়া প্রভুর সঙ্গে যাইতে চাহিতেছে। গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া ধর্ম্ম-রক্ষক প্রভু বিপ্রকে উপদেশ দিলেন; যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর নিবা॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥(১)
কভু না বান্ধিবে তোমায় বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাই পাবে মোর সঙ্গ॥

এই গৃহস্থ বিপ্রকে প্রভু প্রকৃত গার্হস্থ্যধর্ম্ম উপদেশ দিলেন। যাঁহারা মনে করেন গৃহত্যাগেই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ সিদ্ধ হয়, তাঁহারা প্রভুর এই উপদেশ স্মরণ রাখিবেন। প্রভুর কৃপায় এই ভাগ্যবান বিপ্র আচার্য্য উপাধি লাভ করিয়া কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া বহু শিষ্য প্রশিষ্য করিলেন। তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যের দ্বারা সেই দেশ উদ্ধার হইল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

এই মত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে তারে করায় এই শিক্ষা॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যার ঘরে ভিক্ষা করে সেই মহাজনে॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্ব ঠাঁঞি।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি॥ চৈ: চ:

এইভাবে প্রভু দক্ষিণদেশে মোহান্ত গুরুবংশ সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত মহাজনগণ

---

(১) স কূর্ম্মনামা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্যো বাহু প্রকার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জঃ।
বিধৃত্য পাদৌ স্বগৃহং নিনায় প্রক্ষালয়ামাস চ তৌ পয়োভিঃ॥
শ্রীচৈতন্যচরিত কাব্য।

(২) ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ প্রক্ষালন।
সেই জল সবংশ সহিত করিল ভক্ষণ॥
অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির শেষান্ন সবংশে খাইল॥ চৈ: চ:

(১) যে সকল গৌরাঙ্গ ভক্ত সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবা করিতে কৃতসংকল্প হন, স্বয়ং ভগবান পরম নারায়ণ তাহাদিগের সেবা স্বীকার করিয়া এইরূপ শিক্ষাই দেন। গৃহবাস উৎকট ভজন নহে। গৃহবাসে ভগবতসেবাবুদ্ধি অধিকতর বলবতী হয়, এবং শিষ্যাদি অনুগত জনের দীক্ষা শিক্ষাদি কার্য্যে সহায়তা করে। গৃহবাসে, ভজন বিঘ্ন হয়, শিষ্য না করা, প্রভৃতি ভজনাভিমান দুর করিয়া শুদ্ধ গৌরাঙ্গদাসগণ প্রভুর এই অমূল্য উপদেশ স্মরণ রাখিবেন। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ প্রভুর বড় প্রিয়, ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছিলেন,—

"গৃহস্থ বৈষ্ণবের কথা শুনরে পামর।
পদ্মপুষ্প ভাসে যেন জলের উপর॥

আচার্য্যরূপে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম দক্ষিণ দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট তিনি আত্ম পরিচয় প্রদান করেন নাই। বিপ্র কূর্ম্মকে বিদায় দিয়া প্রভু চলিলেন। কীয়দ্দূর যাইয়া প্রভু পুনরায় ফিরিলেন। কারণ এই ভাগ্যবান বিপ্র কূর্ম্মের গৃহে বাসুদেব নামক একটি গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্থ ব্রাহ্মণ প্রভুর অনুসন্ধানে অতি কষ্টে নীলাচল হইতে এই দূর দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; তিনি আসিয়াই শুনিলেন শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র কূর্ম্ম গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। ভক্তবৎসল অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরভগবান এই বিপ্রের মনোদুঃখ জানিতে পারিয়াই পুনরায় কূর্ম্মগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভুর পুনর্ব্বার শুভাগমন দেখিয়া বিপ্র কূর্ম্ম আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ইহাকেই বলে অযাচিত কৃপা।

এই গলিত কুষ্ঠগ্রস্থ বিপ্রের বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ লিখিত আছে—

বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ তাতে কীড়াময়॥
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁই॥
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন॥

এই যে ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে। ইনি একজন মহাশয় ব্যক্তি। কবিরাজগোস্বামী এই বিপ্রকে "মহাশয়" আখ্যা দিয়াছেন। ইহার কারণ আছে,—গলিতকুষ্ঠব্যাধিতে ইনি আক্রান্ত হইয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গ ইহার ক্ষতময়। সেই ক্ষতের মধ্যে ২ অসংখ্য কীট হইয়াছে। যখন তাঁহার শরীর হইতে কীটগুলি ভূমিতলে পতিত হয়, তখন এই মহাত্মা জীবহিংসাভয়ে তাঁহাদিগকে উঠাইয়া পুনরায় নিজদেহের ক্ষতস্থানে স্থাপনকরেন,—নিজদেহের রক্তমাংস দিয়া ইহাদিগকে পোষণ করেন। ইহাদিগের দংশন কষ্টকে তিনি কষ্ট বলিয়া মনে করেন না। শ্রীগৌরভগবান এই মহাপুরুষকে এই গুণেই কৃপা করিলেন। দয়াময় প্রভু পুনরায় কূর্ম্মগৃহে ফিরিয়া আসিয়াই একেবারে তাঁহার সুকোমল-বাহুযুগল দ্বারা এই মহাভাগ্যবান বিপ্রকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বিপ্র তৎক্ষণাৎ দিব্য দেহপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চেতনা হইল। তিনি প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন (১)।

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ?
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (২)॥

স্তবান্তে এই ভাগ্যবান বিপ্র কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণে কিরূপ দৈন্যপূর্ণ আত্মনিবেদন করিলেন, তাহা শুনুন। বাসুদেব করযোড়ে কহিলেন,—

—— ————"শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি,—তোমাতেই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥ চৈঃ চঃ

বাসুদেবের শেষকথাটি প্রকৃত বৈষ্ণবের কথা, বড়

---

(১) শ্বিত্রেন শশ্বদ্‌গলদঙ্গযষ্টি মহাশয়োঽসৌ সুমহাতুরোঽপি।
তৎকূর্ম্ম নাম্নো দ্বিজপুঙ্গবস্তু জগাম গেহং মহিতানুভাবঃ॥
গত্বা চ পপ্রচ্ছ মহাপ্রভুং তং তং কূর্ম্মনামানমুপেত্য ধীরঃ।
সোপ্যেত্তদূচে সুমহাশয়ায় তস্মৈ সমস্তং করুণালয়স্তু॥
ইহৈব দেবঃ সমুবাস ভিক্ষাং চকার মাদৃশ্য করোৎকৃপাঞ্চ।
যস্মাগমিষ্যঃ ক্ষণমাত্র শীঘ্রং তদাবলোকয্য ইহৈব নাথং॥
নিশম্য সোঽয়ং সকলং মহাত্মা গতঃ স ইত্যাকুলমেব ভূমৌ।
পপাত মূর্চ্ছামধিগম্য তত্র নিবৃত্য ভূয়ঃ প্রভুরাজগাম॥
আগত্য দোর্ভ্যাং পরিরভ্য বিপ্রং কুষ্ঠৈঃ সমং মোহমপাচকার।
সচেতনাং চারুতরাং তনুঞ্চ প্রাপ্যানমত্তং ধৃতহর্ষশোকঃ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্য।

(২) শ্লোকার্থ। সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন "আহা! কোথায় আমি এই নীচ দরিদ্র, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ। আমি ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া তিনি আমাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন।

মধুর। উত্তম দেহপ্রাপ্তে তাঁহার মনে দেহাভিমান জন্মিবে এই ভয়েই ভক্তবর বাসুদেব অস্থির হইলেন। ভক্ত শরীরের ব্যাধিকে ভয় করেন না। দেহ অভিমানের সামগ্রী, সুন্দর দেহ, কমনীয়কান্তি, স্বরূপ, এসকলকে ভক্তগণ অভিমানের ঝুলি মনে করেন; কিন্তু কৃপানিধিপ্রভু ভক্তের মনোভাব বুঝিয়াই হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

————"কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশে কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥" চৈঃ চঃ

এই কথা বলিয়াই প্রভু সে স্থান হইতে পুনরায় চলিলেন। কূর্ম্ম ও বাসুদেব দুই ব্রাহ্মণে মিলিয়া প্রভুর রূপ গুণ স্মরণ করিয়া গলা জড়াজড়ি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন (১)। প্রভু-বিরহে দুই জনেই বিশেষ কাতর হইলেন। কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বাসুদেব বিপ্রকে এই রূপে উদ্ধার করিয়া প্রভুর নাম হইল "বাসুদেবামৃত পদ"। দক্ষিণ যাত্রায় প্রভুর প্রথম কার্য্য কূর্ম্মদেব দর্শন আর বাসুদেবোদ্ধার। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলাকথা উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন,—

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিপুষ্টং চকার যঃ॥

এই লীলা রঙ্গটিতে প্রভু কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন। তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বিপ্র বাসুদেবকে দিব্য দেহ দান করিলেন, ইহা অলৌকিক লীলা হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে। কারণ যোগীগণও যোগবলে এরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু প্রভু যে গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত রোগীকে নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন দান করিলেন, ইহাতে ব্যাধিক্লিষ্ট জীবের প্রতি তাঁহার অপার দয়ার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গেল। মানুষে ইহা করিতে পারে না। যোগীগণও এরূপ করেন না। বাসুদেবের মুখ দিয়া প্রভু এই কথা বলাইয়াছিলেন (১)। মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রভুর এই অপূর্ব্ব লীলাকথাটি শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে কহিয়াছিলেন,—"ভট্টাচার্য্য! যথার্থই ইনি ঈশ্বর। নতুবা জীবগণের প্রতি তাঁহার এত করুণা কেন? তিনি কুষ্ঠ রোগ দূর করিয়াছেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু যোগীগণও ইহা করিতে পারেন; কিন্তু কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিয়াছেন ইহাই পরম বিস্ময়ের কথা। (২)

পথে প্রভু চলিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণদাস এবং গোবিন্দ। প্রভুর শ্রীবদনে কেবল,—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ পাহি নঃ॥

বজ্রগম্ভীর মেঘনাদে প্রভু নিরন্তর এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে পথে নৃত্যাবেশে চলিয়াছেন। যাঁহার কর্ণে প্রভুর এই শ্রীবদননিঃসৃত মধুর কৃষ্ণনাম প্রবেশ করিতেছে তাঁহারই মনপ্রাণ ও চিত্ত অপহৃত হইতেছে (৩)। তিনিই প্রভুর নিকট কৃষ্ণনাম উপদেশ পাইয়া কৃপাসিন্ধু সাধুপদবাচ্য হইতেছেন। তাঁহার দ্বারা অন্যান্য বহুলোক উদ্ধার হইতেছে।

এইরূপে দক্ষিণ দেশবাসী সর্ব্ব জীবকে উদ্ধার করিতে করিতে প্রভু জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে (৪) আসিয়া উপস্থিত

(১) এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে॥
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান।
বাসুদেবামৃত-পদ হৈল প্রভুর নাম॥ চৈঃ চঃ

(১) বহু স্তুতি করে কহে শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয়॥ চৈঃ চঃ

(২) রাজা। ভট্টাচার্য্য। সত্যমেবায়মীশ্বরঃ অন্যথা ঈদৃক্করুণা জীবস্থ ন ঘটতে কুষ্ঠহারিত্বস্থ যোগীশ্রস্যাপি সংগচ্ছতে। চৈঃ চঃ নাটক।

(৩) ইত্থমমুং বিকবর স্বর স্নিগ্ধ মুগ্ধ বচনামৃতদ্রবৈঃ।
হ্লাদয়ন শ্রুতিমতাং শ্রুতিদ্বয়ং চিত্তমপ্যপহরণ স জগ্মিবান্।
চৈঃ চঃ নাটক।

(৪) জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র। ভিজিগাপটম বা বিশাখাপত্তনের নিকট ৫ মাইল মধ্যে সিংহাচল নামক স্থান। এখানে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। নৃসিংহদেবের শ্রীমন্দির পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে। বিজয় মূর্ত্তি আলোকে এবং মূল নৃসিংহ মূর্ত্তি মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজমান। রামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই নৃসিংহদেবের সেবাইত।

হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি নৃসিংহদেবকে দণ্ডবত স্তুতিনতি করিয়া বহুক্ষণ প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তিনি নৃসিংহদেবের স্তব করিলেন,—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥ ভাগবত।
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ! জয় পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গ॥

নৃসিংহদেবের সেবকবৃন্দ প্রভুর গলদেশে মালাপ্রসাদ পরাইয়া দিলেন। এক সৌভাগ্যবান্ বিপ্র তাঁহাকে ভিক্ষা করাইলেন। সে রাত্রিতে প্রভু সেখানে রহিলেন। নৃসিংহ দেবের সেবকবৃন্দ প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। গোবিন্দ ও কৃষ্ণদাস তাঁহার সঙ্গেই আছে। প্রেমাবেশে প্রভু জীয়ড়নৃসিংহদেবের পূর্ব্বকাহিনী সকল বলিতে লাগিলেন। এই ভক্তিকাহিনীর বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর, আর শ্রোতা নৃসিংহদেবের সেবকবৃন্দ (১)। প্রভু কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন আর শ্রোতাবর্গ নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন। প্রভু হাসিয়া কহিলেন,—"এই গ্রামে পূর্ব্বকালে পুঁড়া নামে এক গোপ বাস করিত। তাহার জাতি ব্যবসা ছিল কৃষিকর্ম্ম। তাহার গৃহের নিকট একখণ্ড ভূমিতে সসার চাষ করিয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমানে সসা উৎপন্ন হইয়াছিল। পুঁড়া রাত্রি দিন আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া তাহার ক্ষেতের সসা রক্ষা করিত। গৃহে যাইবার আর অবসর পায় না। কাহার উপর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া সে গৃহে যাইতে পারে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইল। কারণ গৃহে তাহার অন্যান্য কাজকর্ম্মও আছে। একদিন মনে মনে বিচার করিল এই কার্য্যের ভার শ্রীকৃষ্ণকে দিব। এই বলিয়া পুঁড়া শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিয়া কহিল "হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সসার ক্ষেত রক্ষা করিবে। তোমার নামে আমি বৈষ্ণবদিগকে কিছু ফল দিব"। এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের উপর ভার দিয়া ক্ষেত্রস্বামী নিশ্চিন্ত আছে; একদিন পুঁড়া ক্ষেতে আসিয়া দেখিল কিসে তাহার ক্ষেতের সসা খাইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। সে তখন শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিল "কৃষ্ণ! তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈলা"। এই বলিয়া সে কান্দিতে লাগিল। কান্দিতে কান্দিতে পুনরায় কহিল,—

——————"শুন নারায়ণ।
কে মোর খাইল খন্দ দেখিব নয়ন"॥ চৈঃ মঃ

এই বলিয়া সে তাহার পর্ণকুটীরে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল। তিন প্রহর রাত্রিতে সে দেখিল, এক প্রকাণ্ড বরাহ আসিয়া তাহার ক্ষেতের গাছ পাতা ছিঁড়িতে লাগিল এবং ফল খাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পুঁড়া তাহার ধনুকে বাণ দিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বাণবিদ্ধ করিল। বরাহ বাণবিদ্ধ হইবা মাত্র "রাম রাম" শব্দ করিয়া কাতর ডাকে পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ করিল। পুঁড়া এই পশুর মুখে রাম নাম শুনিয়া বিস্মিত হইয়া মনে করিল "ইহা ত বরাহ নহে, ইনিই সেই ভগবান"। এই ভাবিয়া তাহার মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। সে সেই পর্ব্বত গহ্বরের নিকট গিয়া তিন দিন উপবাস করিয়া পড়িয়া রহিল। কেবল সে বলে "কে তুমি? কে তুমি"। কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া বড় কাতর হইল। তখন ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি আকাশবাণী দ্বারা কহিলেন "আমিই ভগবান! তোমার ক্ষেত্রফল নষ্ট করিয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলে। তাহাতে কোন চিন্তা নাই। তুমি গৃহে আগমন কর" (১)। পুঁড়া ভক্ত। শ্রীভগবানের এই কথা শুনিয়া তাহার মনে দারুণ ব্যথা লাগিল। সে অধিক-

---

(১) স্মরণ হইল পূর্ব্ব রহস্য-কাহিনী।
প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি॥
শুন শুন মর্ত্ত্যলোক রহস্য আনন্দ।
যেন মতে অবতার জীয়ড় নৃসিংহ॥ চৈঃ মঃ

(১) দয়া উপজিল প্রভু করুণানিধান।
আকাশে কহেন কথা আমি ভগবান॥
আমারে মারিলি তোর কৈনু অপচয়।
চিন্তা না করিহ যাহ আপন আলয়॥ চৈঃ মঃ

তর কাতর হইয়া মনে মনে স্থির করিল "আমি বড় পাপী। আমি ভগবানকে বাণবিদ্ধ করিয়াছি। আর এ পাপদেহ রাখিব না। উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।"

"উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর"।

এই বলিয়া সে সেই নির্জ্জন পর্ব্বত-গহ্বরে অনাহারে পড়িয়া রহিল। সে অনেক উপবাস করিল। তাহার দেহ ক্ষীণ হইল। এই রূপে কয়েকদিন গেল। হঠাৎ পুনরায় দৈববাণী শুনিতে পাইল,—

"কেন রে অবোধ পুঁড়া মর অকারণ।
অপরাধ নাহি যাহ আপন ভবন॥" চৈঃ মঃ

পুঁড়া কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিল,—

"তোমারে মারিলুঁ বাণ কি কাজ জীবনে?
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষ আমার।
এ দোষ উচিত হয় যমের প্রহার॥
শুদ্ধ হৈব আর আমি কোন প্রতিকারে।
সবে একমাত্র বাণ মারিল তোমারে॥
এ কোমল গায়ে তোর ব্যথা এত দিল।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর তোমারে কহিল॥
মোর পিতৃলোক প্রভু গেল নরকেরে।
আর লোক নরক যাবে দেখিবে যে মোরে।" চৈঃ মঃ

ভক্তবৎসল শ্রীভগবান দুঃখার্ত্ত ভক্তের মনব্যথা বুঝিয়া পুনরায় দৈববাণী দ্বারা উত্তর দিলেন,—

"নাহি অপরাধ তুষ্ট হইল অপার।
পূর্ব্বজন্মে যত অপরাধ কৈলে তুমি।
এহো কালে তোর পাপ সব লৈলাঙ আমি॥
তোর দেহে মোর দেহ জানিহ সর্ব্বথা।
নিশ্চয় আমারে তুমি নাহি দেহ ব্যথা"॥ চৈঃ মঃ

পুঁড়ার মন একেবারে গলিয়া গেল। সে কৃপানিধি শ্রীভগবানের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া কান্দিয়া আকুল হইল। তাহার মনের মধ্যে কত ভাবের যে উদয় হইতেছে তাহা ভগবানই জানেন। সে দুই হাত জুড়িয়া ভগবানের চরণে কান্দিতে কান্দিতে প্রাণ খুলিয়া নিবেদন করিল "প্রভু! তুমি অভয় দিয়াছ বলিয়াই বলিতেছি, আমি কি করিয়া জানিব তুমি আমার দোষ ক্ষমা করিলে? তুমি যদি সাক্ষাৎ দর্শন দান কর তবে বুঝিতে পারি। তুমি যদি বল, আমি একথা রাজার গোচর করি। আমাকে তুমি যাহা বলিলে, তুমি যদি তাহা রাজার নিকটে বল, তাহা হইলে আমি বড় সুখী হইব"। পুঁড়ার এই কথা শুনিয়া শ্রীভগবান আকাশবাণী দ্বারা কহিলেন,—

"যে বলিলা সেই হ'বে পাইলে তুমি বর"।

পুঁড়া মহা আনন্দিত হইয়া একেবারে রাজবাড়ী গিয়া হাজির হইল। দ্বারবানকে বলিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। করযোড়ে দরিদ্র ভক্ত গোপ পুঁড়া রাজাকে আদ্যোপান্ত সকল কথা নিবেদন করিল। রাজা বড় ধর্ম্ম-প্রাণ ছিলেন। পুঁড়ার কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন "এসকল কথা সত্য ত"? পুঁড়া উত্তর করিল "মহারাজ! আপনি আমার সঙ্গে চলুন, ঠাকুর আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আপনাকেও সেই আজ্ঞা করিবেন"। রাজা মহা সন্তুষ্ট চিত্তে সগোষ্ঠী পদব্রজে সেই পর্ব্বত গহ্বরের নিকট গিয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে ঠাকুরের নিকট আত্মনিবেদন করিলেন। অম্নি দৈববাণী হইল,—

"মিথ্যা নহে শুন রাজা পুঁড়ার বচনে।
তুমি সাক্ষী হইলে পুঁড়া হইল আমার।
ইহা সনে নাহি আর যম অধিকার"॥ চৈঃ মঃ

শ্রীভগবানের শ্রীমুখের মধুময় বাণী শ্রবণ করিয়া রাজা প্রেমানন্দে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই ভাগ্যবান গোপনন্দনের চরণে পতিত হইলেন। তাঁহার মহিষীগণও পুঁড়ার চরণতলে পতিত হইয়া প্রেমানন্দে কান্দিতে লাগিলেন। রাজা পুঁড়াকে কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন,

তুমি মোর গুরু হঞা কৃষ্ণ মিলাইলা।
কৃষ্ণের শ্রীমুখ-কথা তুমি শুনাইলা॥ চৈঃ মঃ

রাজার ঈদৃশ আর্ত্তি ও দৈন্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে তাঁহার প্রতি দয়া উদয় হইল। পুনরায় তিনি দৈববাণী দ্বারা রাজাকে কহিলেন,—

"মোর ভক্তে জাতিবুদ্ধি না করিলে তুমি।
তোরে দেখা দিব রাজা কহিলা ত আমি॥
দুগ্ধ সেচন তুমি কর এই স্থানে।
দুগ্ধের সেচনে আমা পাবে বিদ্যমানে॥ চৈঃ মঃ

রাজা শ্রীভগবানের এই আদেশবাণী শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নগরে ঘোষণা করিয়া কলসে কলসে দুগ্ধ আনাইয়া সেই পর্ব্বতগহ্বরে ঢালাইতে লাগিলেন। সেখানে দুগ্ধের নদী প্রবাহিত হইল। ক্রমে সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের ময়ুরপুচ্ছ চূড়া দৃষ্ট হইল। মহানন্দে রাজা হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন সেখানে অনেক লোক সংঘট্ট হইয়াছে। নানাবিধ মঙ্গল বাদ্য বাজিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে উচ্চ হরিধ্বনিতে মুখরিত হইল। সর্ব্বলোক দুই বাহু তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। যত দুগ্ধ ঢালিতে লাগিল, ততই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শালা শ্রীঅঙ্গ উপরে উঠিতে লাগিল। জানুদেশ পর্য্যন্ত উঠিলে পুনরায় আকাশবাণী হইল, "আর দুগ্ধ ঢালিও না। আমি আর উঠিব না, আমার চরণ দর্শন হইবে না"। (১) ইহা শুনিয়া রাজার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি সেখানে ঠাকুর মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন, মহোৎসব ও সেবা-ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এক দিন রাজা পুঁড়াকে কহিলেন "পুঁড়া! তুমি রাজা হও, আমার আর রাজ্যে প্রয়োজন নাই। তোমার এই কৃষ্ণমূর্ত্তিটি আমাকে দাও। আমি ইহার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করি' পুঁড়া রাজাকে বলিল "রাজা! তুমি অজ্ঞানের মত কথা কহিতেছ। আমি তোমার রাজ্য চাহি না। আমরা দুইজনে মিলিয়া প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবা করিব"। রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া পুঁড়ার সঙ্গে একত্রে শ্রীবিগ্রহসেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গেল।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এখানে প্রকট হইয়াছেন, এসংবাদ রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচার হইল। সকলেই শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিতেছে। বহুলোক নিত্য সেখানে আসিয়া থাকে। একদিন নৌকা করিয়া এক গৃহস্থ সাধু দুই পরমাসুন্দরী স্ত্রী সঙ্গে লইয়া শ্রীবিগ্রহ-দর্শনে আসিলেন। লজ্জায় সাধু স্ত্রী সঙ্গে করিয়া বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাঁহার দুই ভক্তিমতি স্ত্রী কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহারা পতির চরণ ধরিয়া কহিলেন,—

তুমি গুরু সঙ্গে করি কৃষ্ণেরে দেখাও।
মো সভার ভাগ্যতত্ত্ব তুমি না ঘুচাও॥ চৈঃ মঃ

সাধু বলিলেন "তাহা হইবে না, তোমাদের জন্য প্রসাদ আনিব"। তাঁহার স্ত্রীদ্বয় কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। তখন সাধুর মনে ক্রোধ হইল। তিনি ক্রোধ ভরে কহিলেন,—

"তোরা কৃষ্ণ দেখ গিয়া আমি থাকি ঘরে"।

ইহা শুনিয়া দুই রমণীতে যুক্তি করিলেন "পতিদেবতাকে ত্যাগ করিয়াই আমরা কৃষ্ণ দর্শনে যাইব। কৃষ্ণ ভজনে পতিত্যাগ দূষণীয় নহে"। এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দুই রমণীতে একত্রে শ্রীবিগ্রহ দর্শনে গেলেন। পতি গৃহে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে বড় ধিক্কার হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রীদ্বয়ের ঐকান্তিক কৃষ্ণানুরাগ দেখিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে বিষম অনুতাপ হইল "কেন আমি ইহাদিগকে অসম্মান করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনে বাধা দিয়াছিলাম"? সাধু তখন তাঁহার পরমা ভাগ্যবতী পত্নীদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন "তোমরা ধন্য। তোমাদের কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণানুরাগ জগতে অতুলনীয়। আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি চল"। রমণীদ্বয় মহানন্দে স্বামীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে চলিলেন। এই গৃহস্থ সাধু সওদাগরের

(১) যত দুগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শরীর।
উঠিল শরীর দেখে এনাভি গম্ভীর॥
অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ অন্তর হরিষে।
প্রভু সব অবয়ব দেখিবার আশে॥
উঠিল শরীর জানু দেখে বিদ্যমান।
না ঢালিহ দুগ্ধ আজ্ঞা ভেল পরিমান॥
তবঁহু ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
পদতল দুই খানি না উঠিল শেষে॥
হেন কালে আজ্ঞাবাণী উঠিল গগনে।
না উঠিবে পদ আর না কর যতনে॥ চৈঃ মঃ

ব্যবসা করিতেন। শ্রীমন্দিরে গিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সস্ত্রীক পূজা ভোগ দিয়া তিনি মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার সঙ্গে পত্নীদ্বয় নাই, আর শ্রীমন্দিরের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়ছে। তিনি বিস্মিত হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন শ্রীবিগ্রহের মন্দিরাভ্যন্তরে তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত কথা কহিতেছেন। তিনি সাধু, ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার আর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। তিনি তাঁহার ভাগ্যবতী পত্নীদ্বয়ের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত কৃপার কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে গদ-গদ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান সাধুর স্তবে সন্তুষ্ট হইলেন। হঠাৎ শ্রীমন্দির দ্বার আপনা আপনিই খুলিয়া গেল। সাধু দেখিলেন অপূর্ব্ব দৃশ্য। তাঁহার দুই পরমা ভাগ্যবতী পত্নী পাষাণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন (১)। সাধু তাঁহার পত্নীদ্বয়ের সৌভাগ্য দেখিয়া প্রেমানন্দে অধীর হইয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

> পতি ছাড়ি কৃষ্ণ-পতি দেখিবারে গেল।
> তে কারণে কৃষ্ণ পতি সুদৃঢ় পাইল॥ চৈঃ মঃ

সাধু শ্রীবিগ্রহ-চরণে পতিত হইয়া বহু নতিস্তুতি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। সাধু করযোড়ে কহিলেন "প্রভু! আমার পিতা মাতা আমার নাম রাখিয়াছিলেন "জীয়ড়"। আমার এই প্রার্থনা, যেন আমার নামে আপনার এই শ্রীবিগ্রহের নামকরণ হয়"। শ্রীকৃষ্ণভগবান হাসিয়া বলিলেন "তথাস্তু"। এই জন্য শ্রীবিগ্রহের নাম হইল "জীয়ড় নৃসিংহ",।

> চরণে পড়িয়া সাধু করে পরণাম।
> বর মাগোঁ মোর নামে হউ তোর নাম॥
> মা বাপে থুইল মোর এ নাম জীয়ড়।
> আপনার নামে প্রভু নাম মাগে বর॥
> জীয়ড় নৃসিংহ নাম তেঞি পরকাশ।
> আনন্দে কহয়ে গুণ এ লোচনদাস॥ চৈঃ মঃ

এই ভক্তি-কাহিনীটির বক্তা মহাপ্রভু স্বয়ং। তিনি প্রেমাবেশে আবিষ্টভাবে প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে নৃসিংহ দেবের সেবকবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া এই কাহিনীটি কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রোতাগণের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাঁহাদিগের নেত্র প্রভুর শ্রীবদনচন্দ্র হইতে আর উঠাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা দেহধর্ম্ম ভুলিয়া আত্মহারা হইয়া প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সুধামাখা কৃষ্ণকথা শুনিতেছিলেন। কথা শেষ হইবামাত্র প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" শব্দে দিগন্ত কম্পিত করিয়া তিনি পথে বাহির হইলেন। গ্রামবাসী লোকবৃন্দ হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ছুটিল। মত্ত সিংহগতিতে প্রভু নিমেষের মধ্যে তাহাদের চক্ষুর অন্তরাল হইলেন। কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ বহু কষ্টে দৌড়িয়া তাঁহার লাগ পাইলেন। প্রভু প্রভাতে জীয়ড় নৃসিংহক্ষেত্র হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার রাত্রি দিন জ্ঞান নাই, দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই।

> প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
> দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি জ্ঞান রাত্রি আর দিবসে॥ চৈঃ চঃ

প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রভু পথ চলিতেছেন। যে দেশ যে গ্রামের মধ্য দিয়া তিনি চলিতেছেন, সে সকল দেশের লোককেই পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করিতেছেন। এইভাবে দক্ষিণ দেশবাসীদিগকে উদ্ধার করিতে করিতে জগতগুরু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু গোদাবরীনদী তীরে আসিয়া উপস্থিত

---

(১) ঠাকুর দেখিতে সেই আইলা সওদাগর।
দুই নারী লঞা গেলা মন্দির ভিতর॥
প্রভু নমস্করি সাধু ভৈগেল বাহিরে।
সাধু বাহির হৈলা দ্বার লাগিল মন্দিরে॥
লেউটিয়া দেখে দুই নারী নাই পাশে।
মন্দির ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে॥
বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে উচ্চনাদে।
দ্রবিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে॥
ঘুচিল মন্দির দ্বার দেখে দুইজন।
পাষাণ হইয়া প্রভুর পাঞাছে চরণ॥ চৈঃ ম

হইলেন। পবিত্রসলিলা গোদাবরীকে দেখিয়া প্রভুর শ্রীযমুনা মনে পড়িল। নদী তীরস্থ সুরম্য কানন দেখিয়া তাঁহার মনে শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতি উদয় হইল (১)। তিনি বহুক্ষণ প্রেমানন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করিয়া নদী পার হইয়া স্নান করিলেন। স্নানান্তে নদীতীরে কিছু দূরে বসিয়া প্রেমাবেশে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিদ্যানগরের রাজপ্রতিনিধি রামানন্দ রায় বাদ্যভাণ্ড-সহ মনুষ্যযানে আরোহণ করিয়া বহু লোকজন সঙ্গে নদী-স্নান করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাজ প্রতিনিধিদিগের রাজপথে বাহির হইবার সময় বাদ্যাদির অনুষ্ঠান করা রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল (১) রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সহস্রাধিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা নদীতীরে বসিয়া যথাবিধি পূজা পাঠ তর্পনাদি করিতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু চিনিলেন ইনিই রাম রায়। রাম রায়ের সহিত মিলিবার জন্ম প্রভুর মন উৎকণ্ঠিত হইল; কিন্তু তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বসিয়া কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অপরূপ রূপ-রাশি এবং অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গজ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া রামানন্দ রায় আপনা আপনিই প্রভুর সন্নিকটে আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রামানন্দ রায় এই নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। শ্রীচৈতন্ম চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

সূর্য্যশত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবত নমস্কার॥

প্রভু প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া নদীতীরে বসিয়া ছিলেন। রামানন্দ রায়কে দেখিয়া প্রেমভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রেমাশ্রুবিগলিত নয়নে কহিলেন "উঠ, কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ"। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে সমুৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি রামানন্দ রায়?" রামানন্দ রায় করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন, "আমিই শূদ্রাধম তোমার চরণের দাস রামানন্দ।" অমনি প্রভু প্রেমানন্দে অধীর হইয়া ভাগ্যবান্ ভক্ত-প্রবর রামানন্দ রায়কে দুই বাহুদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রেমা-লিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। প্রেমাবেশে প্রভু ও দাসে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন (১)। ভক্ত ও ভগবানের এই মধুমিলনে উভয়েরই আনন্দ। উভয়েরই নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল। উভয়েরই অঙ্গে অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। উভয়েরই উভয়ের প্রতি স্বাভাবিক প্রেমভাব উদয় হইল। উভয়েই প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছেন। বেদজ্ঞ বিপ্রগণ স্নানাহ্নিক তর্পনাদি করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী ও রাজপ্রতিনিধি রামানন্দ রায়ের এইরূপ অদ্ভুত প্রীতি-মিলন দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বিচার করিতে লাগিলেন "এই নবীন সন্ন্যাসী চির অপূর্ব্ব ব্রহ্মতেজ দেখিতেছি, তিনি শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া এত কান্দেন কেন? এই যে রাজপ্রতিনিধি রামানন্দ রায়, ইনিও পরম গম্ভীর স্বভাব। এই নবীন সন্ন্যাসীর অঙ্গস্পর্শে এমন উন্মত্ত হইলেন কেন?" বিপ্রগণ এইরূপ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা উভয়ের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। প্রভু দেখিলেন ইহারা বহিরঙ্গ লোক, অমনি নিজভাব সম্বরণ করিলেন।

এই মত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥ চৈঃ চঃ

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু ও রামানন্দ-মিলনে উভয়েরই

(১) গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ।
তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন॥ চৈঃ চঃ

(১) হেন কালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥ চৈঃ চঃ

(১) উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তিঁহ কহে সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্যে দোঁহে অচেতন॥ চৈঃ চঃ

প্রতি স্বাভাবিক প্রেমভাব দৃষ্ট হইল। ইহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রায় রামানন্দ পূর্ব্বাবতারে ব্রজের বিশাখা সখি এবং প্রভু সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। উভয়ের মিলনে ব্রজসুন্দরীগণের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে যে স্বাভাবিক প্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবনিতাগণে যে সহজ প্রেম, কলিযুগে তাহা ভক্তভাব অঙ্গীকার বশতঃ উভয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকিলেও, এই মধু মিলনকালে সেই পূর্ব্ব স্বভাবসিদ্ধ ভাবের পুনরুদয় হইল। বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রেমভাব স্বতঃই সঙ্কুচিত হয়। প্রভু দেখিলেন এই সকল পণ্ডিতাভিমানী বেদজ্ঞ বিপ্রগণ বিজাতীয় লোক, অর্থাৎ ব্রজপ্রেমভাব-বিরুদ্ধ লোক। অতএব ইহাদিগের নিকট ভাব সম্বরণ করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই জনেই প্রেমালিঙ্গন-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া চিত্ত স্থির করিলেন। উভয়ে তখন নদীতীরে একটি নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিলেন। প্রভু হাসিতে হাসিতে রায় রামানন্দকে কহিলেন,—

> সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন তোমার গুণে।
> তোমারে মিলিতে মোরে কহিল যতনে ॥
> তোমা মিলিবারে মোর হেথা আগমন।
> ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন ॥ চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ করযোড়ে প্রেমানন্দে গদগদ হইয়া প্রেমাশ্রুনয়নে প্রভুর সুন্দর বদনচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—

> "মোরে সার্ব্বভৌম করেন ভৃত্যজ্ঞান।
> পরোক্ষেও মোর হিতে হন সাবধান ॥
> তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
> আজি সফল হইল মোর মনুষ্য জনম ॥
> সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তা'র এই চিহ্ন।
> অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা কৃপায় অধীন ॥
> কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
> কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
> মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়।
> মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয় ॥
> তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
> সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥
> আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
> পরম দয়ালু তুমি পতিত পাবন ॥
> মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর।
> নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর ॥ (১)
> আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
> তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥
> কৃষ্ণ হরিনাম শুনি সবার বদনে।
> সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে।
> আকৃতে প্রকৃতে তোমার ঈশ্বর লক্ষণ ॥
> জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥ চৈঃ চঃ

রামানন্দ রায় প্রভুর তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাই তাঁহার মনের কথা গুলি খুলিয়া বলিলেন। তিনি প্রভুকে স্পষ্টই বলিলেন "তুমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। জীবে এত রূপ ও গুণ সম্ভবে না।" রামানন্দ রায় একটি বিষয় বড় আশ্চর্য্য দেখিলেন। তাঁহার সহিত পণ্ডিতাভিমানী বেদজ্ঞ কর্ম্মজড় প্রায় সহস্র বিপ্র ছিলেন। তাঁহারা প্রথমে প্রভুর কার্য্যে কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তর্ক বিচার করিয়া তাঁহার এই অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। এই সকল বিপ্র প্রভুর কৃপায় অকস্মাৎ ভক্তিপথের পথিক হইলেন। স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদিগের শুষ্ক হৃদয় সরস হইল, তর্কনিষ্ঠ মন দ্রব হইল, নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইল; অঙ্গে পুলকাবলী দৃষ্ট হইল। সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিতেছেন। উপস্থিত সর্ব্বলোক এক তিলার্দ্ধকাল মধ্যে বৈষ্ণব হইল। এ সকল বড় দুরূহ কার্য্য। মানুষের দ্বারা ইহা কখনই হইতে পারে না। তাই রায় রামানন্দ প্রভুকে কহিলেন—

> "জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ"

তিনি আরও দেখিলেন প্রভু বিরক্ত সন্ন্যাসী। তাঁহার

(১) মহদ্বিচলনং নৃনাং গৃহিনাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৪

পক্ষে বিষয়ী লোকের সংস্রব একেবারে নিষিদ্ধ। ইহ বেদাজ্ঞা। প্রভু বেদাজ্ঞায় ভয় না করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। ইহা সাধারণ সন্ন্যাসীর কার্য্য নহে। এই সকল বিচার করিয়া পরম পণ্ডিত এবং পরম ভাগবত রায় রামানন্দ প্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মনে করিলেন; কিন্তু প্রভু কলির প্রচ্ছন্ন অবতার এবং চতুর চূড়ামণি। তিনি সততই আত্মগোপন করিতে তৎপর। আত্মপ্রকাশ করিয়াও তিনি আত্মগোপনে তৎপর হইতেন। প্রভু রামানন্দ রায়ের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

——— "তুমি মহা ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন॥
অন্যের কি কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥
এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥" চৈঃ ভাঃ

চতুর চূড়ামণি শ্রীগৌরভগবান ভক্তের মান বাড়াইতে চিরদিন তৎপর। তিনি রায় রামানন্দের কথা উল্টাইয়া লইয়া তাঁহাকে যাহা বলিলেন তাহাতে ভক্তচূড়ামণি রায় মহাশয়ের আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। শ্রীভগবানের স্তবস্তুতি করিয়া ভক্তের যে আনন্দ, ভক্তের গুণানুবাদ করিয়া ভগবানেরও তদ্রূপ আনন্দ বোধ হয়। ভগবানের গুণকীর্ত্তন ভক্তের পক্ষে যেমন প্রীতিপ্রদ,—ভক্তের সম্মানবর্দ্ধন শ্রীভগবানের পক্ষে তদপেক্ষা প্রীতিজনক। কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—

এই মত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণ।
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মন॥

ইতি মধ্যে এক বিষ্ণুভক্ত বেদজ্ঞ বিপ্র আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া প্রভু রামানন্দ রায়ের প্রতি করুণনয়নে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—

তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি তোমার যেন পাই দরশন॥ চৈঃ চঃ

রামানন্দ রায় অতিশয় লজ্জিত হইয়া করযোড়ে প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কহিলেন—

———আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শন মাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিতে॥
দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন॥ চৈঃ চঃ

এই কথা শুনিয়া করুণাময় প্রভু ঈষৎ হাসিলেন। সে হাসির মর্ম্ম রামানন্দ রায় বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার দ্বারা শ্রীগৌরভগবান নিজ কার্য্য সাধিবেন, এই আনন্দে প্রভু হাসিলেন। রামানন্দ রায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তখনকার মত প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। উভয়েই উভয়ের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। ক্রমে দিবা অবসান হইল। সন্ধ্যাদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু গোদাবরীতটে একটী নিভৃত স্থানে আসিয়া বসিয়াছেন, সুস্নিগ্ধ সান্ধ্যসমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে, স্বচ্ছসলিলা গোদাবরী কুল কুলনিনাদে প্রভুর গুণ গাহিতেছেন। আজ তাঁহার মনে বড় আনন্দ। তিনি আজ শ্রীযমুনার ভাগ্য পাইয়া প্রেমানন্দে তরঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনের স্মৃতির উদয় হইয়াছে। তিনি নদীতীরস্থ সুরম্য উপবনের শোভা সন্দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতেছেন। এমন সময়ে একটি মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া রায় রামানন্দ প্রচ্ছন্নবেশে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রভু গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। ইহার পর প্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের যে সকল তত্ত্ব-কথা হইল, তাহা স্বতন্ত্র ও বিস্তারিতভাবে পর অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

বিদ্যানগরে রায় রামানন্দকে কৃপা করিয়া প্রভু গোদাবরীতীরস্থ পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শ্রীবদননিঃসৃত—

রাম রাঘব রাম রাঘব, রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

শ্লোকের উচ্চরবে পঞ্চবটীবন প্রকম্পিত হইল। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত রামনামে উন্মত্ত হইল। প্রভুর মনে পূর্ব্বস্মৃতি উদয় হইল। প্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি শ্রীরাম লক্ষ্মণের নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন ডাকিতে লাগিলেন, আর এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—

এইখানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিলা লক্ষ্মণ।
মৃগী মারিবারে রাম করিলা গমন॥
শ্রীরাম উদ্দেশে পাছে চলিলা লক্ষ্মণ।
এইখানে সীতা হরি লইল রাবণ॥ চৈঃ মঃ

তাহার পর হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া সিংহনাদে "মার মার ধর ধর" শব্দ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। কখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে "লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ" বলিয়া ডাকেন, কখনও বা সীতার নাম করিয়া অঝোরনয়নে ঝুরেন (১)। তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ। তাঁহারা প্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন। ভক্তদুঃখহারী প্রভু কিছুক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিলেন।

দক্ষিণদেশবাসী লোক সকল নানামতাবলম্বী। যাঁহারা বৈষ্ণব তাঁহারা শ্রীরাম উপাসক। কেহ কর্ম্মজড়, কেহ বা তত্ত্ববাদী, বহু লোক শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব। জ্ঞান-মার্গাবলম্বী বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতও অনেক আছেন। উপধর্ম্মযাজী পাষণ্ডী অসংখ্য। জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দর্শন করিয়া,—তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিনাম মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়া, এই সকল ভিন্নমতাবলম্বী লোকসকল শ্রীকৃষ্ণোপাসক পরম বৈষ্ণব হইল এবং সকলেই কৃষ্ণনাম লইতে লাগিলেন (২)।

পঞ্চবটীবন দর্শন করিয়া প্রভু গৌতমী গঙ্গাস্নান করিলেন। তাহার পর মল্লিকার্জ্জুন যাইয়া মহেশ দর্শন করিলেন। সেখানে দাসরাম মহাদেব আছেন। প্রভু তাঁহাকেও দর্শন করিলেন। ইহার পর অতোবল নৃসিংহ দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শনে বড় আনন্দ পাইলেন। শ্রীমন্দিরে আনন্দ-নৃত্য করিলেন। তৎপরে সিদ্ধবটে যাইয়া সীতাপতি শ্রীরঘুনাথের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি পরানন্দে মগ্ন হইলেন। এইস্থানে রামভক্ত এক বিপ্র প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহার গৃহে ভিক্ষা করিলেন। এই বিপ্র রাম নাম ভিন্ন মুখে অন্য কথা কহেন না। নিরন্তর তাঁহার বদনে রাম নাম। প্রভু এই রামভক্ত বিপ্রকে কৃপা করিয়া স্কন্দক্ষেত্রে (১) যাইয়া শ্রীকার্ত্তিকের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর তিনি ত্রিমল্লনগরে আসিয়া ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এই সকল তীর্থ-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া প্রভু সিদ্ধবটে সেই রামভক্ত বিপ্রের গৃহে আসিলেন। কবিরাজগোস্বামী লিখিয়াছেন,—

তীর্থযাত্রায় তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণধামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি।
অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম (২)॥

---

(১) ইহা বলি কান্দে প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
মার মার বোলে প্রভু বোলে ধর ধর॥
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ডাকে উভরায়।
সীতা সঙরিয়া কান্দে অবশ হিয়ায়॥ চৈঃ মঃ

(২) দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী পাষণ্ডী অপার॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হৈলা বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব॥
সে সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণ নামে॥ চৈঃ চঃ

(১) হায়দ্রাবাদের মধ্যে।

(২) কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে তীর্থযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ভৌগলিক ক্রম নাই, তাহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকার কৃত করচায় যে বর্ণনা আছে তাহাতে কিছু কিছু ভৌগলিক ক্রম নির্দ্দেশ দৃষ্ট হয়। কৃপাময় পাঠকবর্গকে এই করচাখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থ মতে রাজমাহেন্দ্রী হইতে মহাপ্রভু ত্রিমন্দ গিয়াছিলেন, এবং সেখান হইতে ঢুণ্ডিরাম তীর্থ গিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের লীলাগ্রন্থ ইতিহাস নহে। লীলাকথার ক্রম অনুক্রম নাই। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও লিখিয়াছেন,—

এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥

প্রভু কেন সেই রামভক্ত বিপ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন? ইহার কিছু রহস্য আছে। প্রভু আসিয়া দেখিলেন সেই রামভক্ত বিপ্র নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইতেছেন, আর রাম নাম করেন না। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সকলি জানেন, তথাপি সেই ভাগ্যবান্ বিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কহ বিপ্র এই তোমার কোন দশা হৈল।
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর কহিতে রাম নাম।
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম॥ চৈঃ চঃ

এই বিপ্রের অকস্মাৎ আজন্মকালের স্বভাব পরিবর্ত্তনের কারণ, তাঁহারই মুখ দিয়া প্রভু প্রকাশ করিলেন। বিপ্র করযোড়ে প্রভুর প্রশ্নে নিম্নলিখিত শাস্ত্রসম্মত উত্তর দিলেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাব।
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাব॥
বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে রামনাম দূরে গেল॥
বাল্যকাল হইতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়॥

এই বলিয়া রামভক্ত বিপ্র প্রথমে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। সেটি এই,—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দেচিদাত্মনি।
ইতি রাম পদে নাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ (১)

পরে মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন,—

কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে (২)॥

ইহার পর পদ্মপুরাণের আর একটি শ্লোক পাঠ করিলেন। পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেবের উক্তি—

রামে রামেতি রামেতি রমে! রামে! মনোরমে!
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে (৩)॥

সর্ব্বশেষে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত একটি শ্লোক পাঠ করিয়া কৃষ্ণনামের মহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে শুনাইলেন। সে উত্তম শ্লোকটি এই,—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামেকং তৎ প্রযচ্ছতি (৪)॥

রামভক্ত বিপ্র শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি প্রভুকে কহিলেন,—

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার॥
ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা সেই নাম রাত্রিদিন গাই॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা এই মনেতে লাগিল।
সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল॥

এই বলিয়া সেই ভাগ্যবান্ বিপ্র প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। সে দিন তাঁহার গৃহে প্রভু ভিক্ষা করিলেন। বিপ্র সগোষ্ঠি প্রভুর অধরামৃত প্রসাদ পাইয়া মানবজীবন সফল করিলেন।

প্রভু এই লীলারঙ্গস্থলে বুঝাইলেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং", আর অন্যান্য অবতার সকল তাঁহার অংশ-

---

(১) শ্লোকার্থ। সত্য আনন্দ ও চিৎস্বরূপ আত্মায় যোগীগণ রমণ করেন, এই হেতু রাম শব্দে পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

(২) কৃষি ভূ বাচক অর্থাৎ সত্তাবাচক শব্দ ণ নিবৃত্তিবাক্ শব্দ কৃষ ধাতুর উত্তর ন প্রত্যয় যোগে কৃষ্ণ হয়, ইহাই পরম ব্রহ্ম বাচক বলিয়া অভিহিত হয়েন।

(৩) মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন হে মনোরমে। তুমি রাম এই নাম শ্রবণ কর। হে বরাননে! সহস্র নামের তুল্য এক রাম নাম।

(৪) পবিত্র সহস্র নামের তিন বার পাঠে যে ফল হয়, কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধীয় যে কোন নাম একবার মাত্র পাঠে সেই ফল প্রদান করে॥

কলা। আর সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গ। নাম ও নামী অভেদতত্ত্ব। প্রভুর শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শুনিয়া রামভক্ত বিপ্রের মনে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইল, প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান হইল। বিপ্রের ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার (১)। যখন পূর্ণব্রহ্মসনাতন স্বয়ং ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি ও নাম রামভক্ত বিপ্রের মনে স্ফূর্ত্তি হইল, তখন তাঁহার জিহ্বায় রাম নামের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ নামের অধিষ্ঠান হইল। তিনি তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণনামের গুণে পরম কৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন পাইয়া ধন্য হইলেন। তাহা তিনি প্রভুর চরণে অকপটে নিবেদন করিলেন,—

"সেই কৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ইহা নির্দ্ধারিল।"

পর দিন প্রভাতে প্রভু সিদ্ধবট হইতে যাত্রা করিয়া বৃদ্ধকাশী (২) আসিয়া শিবদর্শন করিলেন। সেখান হইতে বহু ব্রাহ্মণের বাস একটি গ্রামে আসিলেন। সেখানে বহু লোকের সংঘট্ট হইল। চতুর্দ্দিকের গ্রামস্থ লোক আসিয়া প্রভুর সঙ্গ লইল। তাঁহার অপরূপ রূপ সর্ব্বচিত্তা-কর্ষক, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির প্রভাব অতিশয় বিস্ময়জনক। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে নাহিক গণনে॥

তার্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ, সকলেই আসিলেন। বেদবেদান্ত, সাংখ্যদর্শন পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রভুর সহিত তর্ক বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইলেন।

সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহো না পারে খণ্ডিতে॥
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ
এইমত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥ চৈ: চঃ

এইপ্রকারে জীবোদ্ধার করিতে করিতে প্রভু দক্ষিণ পথে চলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখের একটি বাণীতে, তাঁহার কমলনয়নের একটি শুভদৃষ্টিতে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের বাতাসে সর্ব্বজীব উদ্ধার হইল। তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কৃষ্ণনামে সর্ব্বলোক উন্মত্ত হইল। তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেমাবিষ্ট ভাব দেখিয়া দক্ষিণ দেশবাসী নরনারীবৃন্দ একেবারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গ লইল। সকলেই বৈষ্ণব হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে লাগিল। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

গোঁসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশ।
সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বদেশ।

প্রভু এক্ষণে ত্রিমন্দ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিমন্দ নগরের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। এখানে বহুবৌদ্ধ বাস করেন। বৌদ্ধাচার্য্য মহা মহা পণ্ডিতগণ আছেন। রাজসভার পণ্ডিতগণ একত্র হইয়া স্থির করিলেন প্রভুর সহিত বিচার করিতে হইবে। রাজা মধ্যস্থ হইলেন। প্রচণ্ড তর্কবিচার-যুদ্ধ চলিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণ নবপ্রস্থা-নের তর্ক উঠাইলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র তর্কপ্রধান শাস্ত্র। বুদ্ধদেবের প্রবচনই বৌদ্ধদিগের প্রস্থান অর্থাৎ মতনিরূপক গ্রন্থ। বুদ্ধদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীগুলি তাঁহার শিষ্যগণ তালপত্রে লিখেন,তাহার দ্বারা তিনটি পেটিকা অর্থাৎ সিন্দুক পূর্ণ হইয়াছিল। এই জন্য ইহার নাম "ত্রিপেটক"। উহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই সকল শাস্ত্রবিৎ বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁহারা সকলেই প্রভুর নিকট তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। বৌদ্ধ রাজা মহা লজ্জিত হইলেন। সকল লোকে বৌদ্ধদিগকে দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিল। প্রভুর উপর তাঁহাদিগের ক্রোধ হইল। গৃহে যাইয়া এই সকল পাষণ্ডী পণ্ডিতগণ কুমন্ত্রণা করিয়া এক থাল অপবিত্র অন্ন বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া লোক দ্বারা

(১) রামাদি মূর্ত্তিষু কলা নিয়মেন তিষ্ঠন্।
নানাবতার মকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণ স্বয়ং সমভবৎ পরম পুমান যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্রহ্মসংহিতা

(২) কেহ কেহ কালহস্তিপুরকে বৃদ্ধকাশী বলেন।

প্রভুর ভিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিল। কারণ তাহারা প্রভুকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিতে পারিল॥ প্রভুর সম্মুখে যখন অন্নপ্রসাদের থালি রাখা হইল, এক মহাকায় পক্ষী অকস্মাৎ সেখানে আসিয়া অন্নপ্রসাদসহ থালি তাহার চঞ্চুপুটে উঠাইয়া লইয়া কুমন্ত্রণাকারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে অন্ন-গুলি ছড়াইয়া দিল এবং থালিখানি বৌদ্ধাচার্য্য রামগিরির মস্তকে নিক্ষেপ করিল। তেরছভাবে পড়িয়া থালিখানি দ্বারা তাঁহার মাথা কাটিয়া রক্তপাত হইল। তিনি অচৈ-তন্য হইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শিষ্যগণ হাহাকার করিয়া কান্দিতে লাগিল (১)। তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া তাহাদের আচার্য্যকে অচৈতন্যাবস্থায় তাঁহার চরণকমলে সমর্পণ করিয়া কহিল—

"তুমিই ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ।
জীয়াহ আমার গুরু করহ প্রসাদ" ॥ চৈঃ চঃ

প্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন—

———————সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি॥
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি কর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ॥" চৈঃ চঃ

বৌদ্ধগণ সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে প্রেমোন্মত্ত হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য রামগিরির কর্ণের নিকট যাইয়া মধুর "হরে কৃষ্ণ রাম" নাম শুনা-ইলেন। রামগিরি চেতনা পাইয়া হরি নাম করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন। প্রভুকে সম্মুখে দেখিয়া কর-যোড়ে কান্দিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে, কারণ তিনি প্রভুর সহিত কপট ও কুব্যবহার করিয়াছেন। লজ্জায় তিনি প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারিতেছেন না। অতিশয় আর্ত্তি সহকারে বিনয়নম্রবচনে তিনি কিছুক্ষণ পরে প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—

তুমি ত মানুষ নহ নবীন সন্ন্যাসী।
থাকিতে তোমার সহ বড় ভালবাসি॥
পাষণ্ডের শিরোমণি ছিলাম সংসারে।
কৃপা করি ভক্তিমার্গ দেখাও আমারে॥ গোঃ করচা

প্রভু দৈন্যের অবতার। তাঁহার দৈন্য শত্রুমিত্র সকলের নিকট সমান। তিনি রামগিরিকে হস্তে ধরিয়া উঠাইয়া কহিলেন "রামগিরি রায়! তুমি আমার মাথার ঠাকুর। যিনি একবার মাত্র হরিনাম লন, আমি তাঁহাকে মাথায় করিয়া রাখি. তুমি হরিনাম গ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি আমার মাথার ঠাকুর" (১)। প্রভুর শ্রীমুখের এই সকরুণ মধুময় দৈন্যবাণী শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধাচার্য্য রামগিরি অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমিতে পড়িয়া শ্রীগৌরভগবানের দুই খানি রাঙ্গা চরণকমল দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কহিলেন—

"নরাধমে কি বলিলে তুমি দয়াময়।
সর্ব্বজীবে থাকি তুমি দেখিছ সকল।"
কৃপা করি রাঙ্গা পায় দেহ মোরে স্থল॥" গোঃ কঃ

করুণানিধি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু রামগিরিকে পুনরায় উঠা-ইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। সেই দিন হইতে কুতর্কপরায়ণ কর্কশ হৃদয় বৌদ্ধাচার্য্য রামগিরি ভক্তি পথের পথিক হইলেন; প্রভুর কৃপায় ভক্তিরসে তাঁহার

(১) প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেলা।
সর্ব্ববৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈলা॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া।
প্রভু আগে আনিল বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া।
হেন কালে মহাকায় এক পক্ষী আইলা।
ঠোঁটে করি অন্নসহ থালি লয়ে গেলা॥
বৌদ্ধগণের উপর অন্ন পড়ে অমেধ্য হইয়া।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথার থালি পড়িল বাজিয়া॥
তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটা গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল॥ চৈঃ চঃ

(১) হাসিয়া চৈতন্যপ্রভু কৃপা করি কয়।
মাথার ঠাকুর তুমি রামগিরি রায়॥
হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সেই এইত সাধন॥ গোঃ করচা।

কঠিন হৃদয় সরস হইল। ইহাতে প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল।

রামগিরি পাষণ্ডের ভক্তি উপজিল।
ইহা হেরি প্রভু মোর আনন্দে পুরিল॥ গোঃ কঃ

বৌদ্ধাচার্য্য রামগিরি যে পথে গমন করিলেন তাঁহার শিষ্যগণও সেই পথানুগমন করিল। বৌদ্ধরাজা প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হইলেন। ত্রিমন্দ নগরের সর্ব্ব লোককে এইভাবে বৈষ্ণব করিয়া প্রভু সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। রামগিরি তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু তাঁহাকে সঙ্গে লইলেন না।

ত্রিমন্দ হইতে প্রভু ত্রিমল্ল নগর হইয়া ত্রিপদী (১) তীর্থে আসিয়া পৌছিলেন। এই দুই স্থানে চতুর্ভুজ বিষ্ণু এবং শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর পানা-নরসিংহ (২) তীর্থে আসিয়া প্রেমাবেশে নৃসিংহ দেবকে বহু স্তুতিনতি করিলেন। সেখান হইতে শিবকাঞ্চী (৩) তীর্থে আসিয়া প্রভু শিবদর্শন করিলেন। তাহার পর প্রভু বিষ্ণুকাঞ্চী (৪) তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি আছেন। প্রভু এই পরম সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। এই স্থানে প্রভু দুই দিন ছিলেন। প্রভুর কৃপায় বহু শৈব সন্ন্যাসী বৈষ্ণব হইলেন। সে প্রদেশের সর্ব্ব লোককে বৈষ্ণব করিয়া তিনি ত্রিমল্ল নগর (৫) দিয়া ত্রিকালহস্তি গমন করিলেন। এই তীর্থে প্রসিদ্ধ মহাদেব মূর্ত্তি আছেন। প্রভু মহাদেবকে স্তুতিনতি করিয়া পক্ষীতীর্থে আসিলেন। এখানেও শিবমূর্ত্তি আছেন। শিবদর্শন করিয়া তিনি বৃদ্ধকোল (২) তীর্থে গমন করিলেন। বৃদ্ধকোলতীর্থে শ্বেতবরাহ মূর্ত্তি আছেন। শ্রীভগবানের বরাহমূর্ত্তিকে স্তুতিনতি করিয়া প্রভু পীতাম্বর শিবলিঙ্গ দর্শনে যাইলেন। সেখানে শিয়ালী (৩) ভৈরবী দেবীর শ্রীমন্দির আছে। প্রভু দেবীকে দর্শন করিলেন। তাহার পর কাবেরী নদীতীরে আসিয়া গো-সমাজ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। পরে বেদাবনে আসিয়া অমৃতলিঙ্গ শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। প্রভু যে যে শিবালয়ে গমন করিলেন সেই সেই স্থানে শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সব শিবালয়ে শৈব করিল বৈষ্ণব"।

হরিনাম মহামন্ত্রের প্রভাবে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর সকলেই পরম বৈষ্ণব হইলেন। ইহার পর প্রভু দেবস্থানে আসিয়া শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। এইস্থানে শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। এখানে কুম্ভকর্ণ কপালের (৪) সরোবর দেখিলেন। পাপনাশন তীর্থে আসিয়া স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে (৫) রঙ্গনাথ দর্শন করিলেন। সেখানে প্রভু পরমানন্দে প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। প্রভু যেখানেই যান তাঁহার সঙ্গে বহুলোক অনুগমন করে। সুবলিত আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহুযুগল ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া যখন প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে পথে চলেন, তাঁহাকে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্ব

(১) ত্রিপদী=উত্তর আর্কট। এখানে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। বেঙ্কটাচল পর্ব্বতের উপত্যকায় অবস্থিত। তিরুমল্লয় ত্রিপদীর নামান্তর।

(২) পানা নৃসিংহ=কৃষ্ণাজিলায় অবস্থিত।

(৩) শিবকাঞ্চী=কঞ্জিভিরাম। এখানে অনেক শিবমন্দির আছেন, কৈলাশনাথের মন্দির অতি প্রাচীন।

(৪) বিষ্ণুকাঞ্চী=কঞ্জিভিরাম। এখানে বরোদারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহ আছেন। অনন্ত সরোবর আছেন।

(৫) ত্রিমল্ল=তাঞ্জোর।

(২) ত্রিকাল হস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকোল, চিঙ্গলীপট্ট জেলায় অবস্থিত।

(৩) শিয়ালি=তোঞ্জোর জেলায়। তথা হইতে ত্রিচিনপল্লী জিলায় কাবেরী নদীতীরে আসিলেন।

(৪) কুম্ভকর্ণ কপালে অর্থাৎ কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে যে সরোবর হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিলেন। কুম্ভকর্ণ পাল,=বর্ত্তমান কম্বাকোনাম্ জিলা।

(৫) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র=ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী বা কেলিরণ নদীর উপর শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত। শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির ভারতীয় যাবতীয় মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ।

লোক তাঁহার সঙ্গে "কৃষ্ণ হে!" করিতে করিতে করিতে ছুটিয়া চলে। সে দৃশ্য অতি মনোরম। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কৃষ্ণনামের প্রবলতরঙ্গে দক্ষিণ দেশ ভাসাইয়া দিয়া চলিয়াছেন। হরিনামের অভূতপূর্ব্ব বন্যা আসিয়া যেন অকস্মাৎ সমগ্র দক্ষিণ দেশকে একেবারে প্লাবিত করিল। এই প্রবল বন্যার স্রোতে না ডুবিল এমন লোক নাই। সাধ করিয়া কি পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন —

"সবে কৃষ্ণ কহে বৈষ্ণব হৈল সব দেশ"।

এইরূপে দক্ষিণ দেশে জীবোদ্ধার করিতে করিতে জগতগুরু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু তুঙ্গভদ্রার নিকট ঢুণ্ডিরাম তীর্থে আসিলেন। এখানে ঢুণ্ডিরাম স্বামী নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ আলোকিত ছিল। তিনি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া শুষ্ক তর্কবিচারে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় পাণ্ডিত্যাভিমানী ছিলেন। প্রভু যখন তুঙ্গভদ্রায় যাইলেন, ঢুণ্ডিরাম গোস্বামী তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া জগতগুরু শ্রীগৌরাঙ্গ পদে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভুর পাণ্ডিত্যপ্রতিভা ও দীনতা দেখিয়া এই পণ্ডিতশিরোমণি বিশেদ লজ্জিত হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিলেন। কৃপানিধি শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন "হরিদাস"(১)। সেই হইতে ঢুণ্ডিরাম স্বামী ভক্তি পথের পথিক হইলেন এবং প্রভুদত্ত "হরিদাস" নামের সার্থকতা করিলেন।

ইহার পর প্রভু অক্ষয়বট নামক তীর্থস্থানে আসিয়া বটেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। সেদিন অনাহারে সেখানে শিবমন্দিরে রজনী যাপন করিলেন। এই স্থানে তীর্থরাম নামে এক ধনী সত্যবাঈ ও লক্ষ্মীবাঈ নামে দুই সুন্দরী বেশ্যা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রভুর অপরূপ রূপলাবণ্য এবং উৎকট বৈরাগ্য দর্শনে তীর্থরামের মনে তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার বাসনা প্রভুই উদয় করিয়া দিলেন। তীর্থরাম দুই বেশ্যাকে দিয়া প্রভুকে নানাভাবে পরীক্ষা করিলেন। সে সকল কথা গোবিন্দ দাস তাঁহার করচায় বিস্তারিত লিখিয়াছেন। নির্ব্বিকার প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমচেষ্টাতে তাহাদিগের সকল ভ্রম দর হইল। প্রভু বেশ্যাদ্বয়কে জননী বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদিগের হৃদয় শোধিত করিলেন। তাহাদিগের সর্ব্বপাপ বিধৌত হইয়া গেল,—হৃদয় নির্ম্মল হইল। তখন তাহারা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কৃপাময় জগতগুরু শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাশ্রয় করিলা। প্রেমাবেশে প্রভু সেখানে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া উচ্চ হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার পরিধানের কৌপীন ও বহির্বাস খসিয়া পড়িল। কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভু ঘনঘন ভূমিতলে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে অদ্ভুত তেজ নির্গত হইতেছে। ধনী তীর্থরাম চমৎকৃত হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইলে কৃপাময় প্রভু তাঁহাকে চরণে দলিত করিয়া কৃপা করিলেন।

ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল ॥
চরণে দলেন তাঁরে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
হরি বলে বাহুতুলে নাচে আগুয়ান ॥ গোঃ করচা।

এরূপ সৌভাগ্য আর কাহার হয়? তীর্থরাম প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া বহু আর্ত্তি করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। বেশ্যাদ্বয়ের বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তাহারাও প্রভুর চরণে শরণ লইল। ভাবনিধি প্রভুর কমল-নয়নদ্বয় দিয়া পিচ্‌কারীর ন্যায় জল ছুটিতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রেমভরে থরথর কাঁপিতেছে। তীর্থরাম ইহা দেখিয়া কান্দিয়া আকুল হইয়া দুই হস্তে প্রভুর চরণ দ্বয় দৃঢ় ধারণ করিয়া কহিল,—

(১) ঢুণ্ডিরাম হরিদাস নামে খ্যাত হয়।
কানাকানি পাষণ্ডেরা কত কথা কয় ॥ গোঃ করচা।

বড়ই পাষণ্ড মুঞি পাপী তীর্থরাম।
কৃপা করি মোরে প্রভু দেহ হরিনাম॥ গোঃ কঃ।

করুণাময় প্রভু তাহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। দৈন্যাবতার শ্রীগৌর-ভগবান তীর্থরামকে কহিলেন "তীর্থরাম! তুমি সাধু পুরুষ। তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি আজ পবিত্র হইলাম। তুমি ভক্তোত্তম" (১)। তীর্থরামের হৃদয়ে অনুতাপানল ধূধূ জ্বলিতেছে। তাহার উপর প্রভুর এই কৃপা-বাক্যবান শেলের মত বিদ্ধ হইয়া তাহার হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল। তাঁহার সর্ব্বপাপ ভস্মীভূত হইল। হৃদয়ে নির্ম্মল প্রেমভক্তি উদয় হইল। তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া প্রভুর চরণতলে পুনঃপুনঃ পড়িতে লাগিলেন। প্রভুও তাঁহাকে প্রেমভরে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া পুনঃপুনঃ প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। পরে তীর্থরাম প্রভুর কৃপায় সুস্থির হইলে শ্রীগৌরভগবান তাঁহাকে বহু উপদেশপূর্ণ কথা বলিলেন। তাঁহাকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেন। প্রভুর কয়েকটি উপদেশমাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

প্রভু কহে তৃণ সম গণহ বৈভবে।
ভক্তিধন অমূল্য রতন পাবে তবে॥
ঈশ্বরে বিশ্বাস ঈশ্বর আনিয়া মিলায়।
আর কিছু প্রমাণ ত কহনে না যায়॥
বহু শাস্ত্র আলাপনে কিবা প্রয়োজন।
বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ করহ ভজন॥ গোঃ কঃ

প্রভুর উপদেশে তীর্থরামের তৎক্ষণাৎ বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া ছিন্ন কৌপীন পরিধান করিয়া তিলক মালা গ্রহণ করিলেন। প্রভুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া হরিনাম গানে উন্মত্ত হইলেন। অতি দীনহীন কাঙ্গালের ন্যায় ভিখারীর বেশে তিনি দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া পরমানন্দে উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন (১)। ইহা দেখিয়া তাঁহার পরমা সুন্দরী স্ত্রী কমলকুমারী স্বামীর চরণ ধারণ করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। তীর্থরাম হাসিয়া গৃহিণীকে কহিলেন—

নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি॥ গোঃ করচা।

কমলকুমারী এই কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি পতিব্রতা রমণী। পতি-পদে আত্মসমর্পণ করিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। ভক্তিমান স্বামীও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রীকে কৃপা করিতে কৃপণতা করিলেন না। তীর্থরাম কমলকুমারীকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। কমল কুমারী তীর্থ হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বামীর বিষয় সম্পত্তি সকল দান করিয়া ভিখারিণীর বেশে হরিনাম ভজন করিতে লাগিলেন (২)। বটেশ্বরে প্রভু সাতদিন থাকিয়া এইরূপে সর্ব্বলোক উদ্ধার করিয়া দশক্রোশব্যাপী এক ভীষণ হিংস্র-জন্তুসঙ্কুলিত বিশাল অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রভুর শ্রীমুখে কেবল সেই উত্তম শ্লোক—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্॥

ভীষণ অরণ্যানীর জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা প্রভৃতি সকলেই প্রভুর শ্রীমুখের মধুর কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া উদ্ধার হইল। গোবিন্দ ও কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গে আছেন। ভীষণ অরণ্য দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইলেন। প্রভুর কৃপায় কিন্তু একটী হিংস্র জন্তুও তাঁহাদের সম্মুখে

---

(১) তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন।
প্রভু বোলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন॥
পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।
তুমিত প্রধান ভক্ত কহে বারে বারে॥ গোঃ করচা।

(১) তীর্থরাম তৃণসম বিষয় ছাড়িয়া।
হরি বলি নাচে দুই বাহু পসারিয়া॥
সর্ব্বাঙ্গে তিলক ধরে পরণে কৌপীন।
ভক্তিতে করিলা তারে অতি দীনহীন॥ গোঃ করচা

(২) কমলের মায়াজাল দেখে তীর্থরাম।
ঈষৎ হাসিয়া বোলে কর হরি নাম॥
কান্দিতে কান্দিতে তবে কমলকুমারী।
ফিরে গিয়া তীর্থ হলো পথের ভিখারী॥ গোঃ করচা

পড়িল না। প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহারা নির্ভয়ে এই বৃহৎ অরণ্য পার হইয়া মুন্না নগরে আসিয়া পৌছিলেন। এই মুন্না নগরে অনেক লোকের বাস। প্রভু একটি বৃক্ষ-তলে বসিয়া বিশ্রাম করিলেন। নগরের লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ মনে করিল। এমন অপরূপ রূপবান নবীন সন্ন্যাসী তাহারা কখনও চক্ষে দেখে নাই। কুলনারীবৃন্দ পর্য্যন্ত প্রভুর অপরূপ রূপ-রাশিতে মুগ্ধ হইয়া বৃক্ষতলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া হৃদয় ও মন নির্ম্মল করিল। প্রভু এইস্থানে অদ্ভুত নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। ইহা দেখিতে বহুলোকের সংঘট্ট হইল। সমগ্র নগরবাসীকে হরিনামে মত্ত করিয়া তিনি সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন। বিদায় কালীন নগর বাসী বহুলোক ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি রাশীকৃত করিয়া প্রভুর সেবার জন্য দিতে আসিলেন, প্রভু বৃক্ষতলবাসিনী একটি বৃদ্ধা ভিখারিণীকে সে সকল দিতে বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলেন (১)। মুন্নাবাসী নরনারীবৃন্দ প্রভুর দয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক গেল, কিন্তু তাঁহার লাগ পাইল না।

প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের (২) কিছুদিন ছিলেন। শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রে কাবেরী নদীতীরে অবস্থিত সুন্দর নগর। এখানে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির আছে, এইজন্যই ইহার নাম শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্র। দক্ষিণ প্রদেশে ইহা একটি প্রধান তীর্থস্থান। শ্রীরঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমানন্দে অধীর হইয়া বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী সর্ব্ব-লোক প্রভুর অপরূপ রূপ দেখিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইল। এই গ্রামে এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠের নাম বেঙ্কট ভট্ট, মধ্যমের নাম ত্রিমল্ল ভট্ট, কনিষ্ঠের নাম প্রকাশ নাই। কথিত আছে এই কনিষ্ঠ পুত্রই কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইহারা শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য স্বরূপ ছিলেন। শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে প্রভুর সহিত প্রথমে এই ভট্টবংশের ত্রিমল্ল ভট্টের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ত্রিমল্ল ভট্ট প্রভুকে কিরূপ দেখিলেন ঠাকুর লোচন দাস তাহা শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন যথা—

তথায় ত্রিমল্ল ভট্ট ঠাকুর দেখিয়া।
নিরীখয়ে গৌরদেহ বিস্মিত হইয়া॥
দেহের কিরণ আর প্রেমার আরম্ভ।
কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব॥
সর্ব্বলোক জিনি তনু যেনক সুমেরু।
প্রেম ফল ফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু॥
হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে।
দেখিয়া চৌদিক ভরি সব লোক কাঁদে॥
ঐছন দেখিয়া সে ত্রিমল্ল ভট্টাচার্য্য॥
কৌতুকে সকল কথা জানিল আচার্য্য।
এই সেই ভগবান কভু নহে আন।
নিশ্চয় জানিল এই সর্ব্বজন প্রাণ॥
এতেক জানিঞা সে ত্রিমল্ল ভট্ট রায়।
আপন আশ্রমে সে প্রভুরে লঞা যায়॥

এই ভট্টগোস্বামী পরম বৈষ্ণব। তাঁহারা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ উপাসক। বেঙ্কট ভট্ট এই ভক্তগোষ্ঠীর কর্ত্তা। ত্রিমল্ল ভট্ট তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা। ত্রিমল্লভট্ট প্রভুকে মহা

---

(১) প্রভু কহে শুন শুন মুন্নাবাসীগণ।
তোমাদের ভিক্ষা আমি করিনু গ্রহণ॥
বৃক্ষতলে এই যে দুঃখিনী বসে আছে।
এই সব অন্ন বস্ত্র দাও তার কাছে॥ গোঃ করচা

(২) শ্রীরঙ্গক্ষেত্র ত্রিচিনপল্লীর নিকট কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড় সুবৃহৎ মন্দির আর কোথাও নাই। চোলরাজ আদি কুলোত্তুঙ্গের পূর্ব্বে রাজা মহেন্দ্র রাজ্য করেন। যামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, সুদর্শনাচার্য্য, প্রভৃতি শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় প্রধান অধ্যক্ষতা করেন। সুদর্শনাচার্য্যের অধ্যক্ষতাকালে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির আক্রমণ করিয়া দ্বাদশসহস্র বৈষ্ণবকে হত্যা করে। শ্রীরঙ্গনাথকে তিরুপতিতে স্থানান্তরিত করিতে হয়। বিজয়নগর রাজ্যের শাসনকর্ত্তা গোপ্পানার্য্য বৈষ্ণবগণের প্রার্থনা মতে শ্রীরঙ্গনাথদেবকে তিরুপিত হইতে আনয়ন করিয়া তিনবৎসরকাল নিজ অধিকারে রক্ষা করেন পরে ১২৯৩ শকাব্দে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। বেঙ্কট-ভট্ট প্রভুকে দর্শন করিয়া স্তুতি বন্দনা করিয়া স্বয়ং তাঁহার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিলেন এবং সেই অজভববাঞ্ছিত পাদোদক সর্ব্বগোষ্ঠী মিলিয়া পান করিলেন (১)। পরে মহাসমাদরে প্রভুকে সে দিন গৃহে ভিক্ষা করাইলেন। ভোজনান্তে প্রভু সুস্থির হইয়া বসিলে, বেঙ্কটভট্ট করযোড়ে নিবেদন করিলেন,"ঠাকুর! চাতুর্মাস্যের শুভকাল উপস্থিত। কৃপা করিয়া আমার এই কুটীরে আপনি চাতুর্মাস্য করুন, আর কৃষ্ণকথা কহিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন (২)। প্রভু ভট্টগোষ্ঠীর এই প্রীতি-নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে চারি মাস রহিলেন। প্রতিদিন প্রভু কাবেরী স্নান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করেন এবং প্রেমানন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী সর্ব্বলোক প্রভুর একান্ত অনুরক্ত হইল। চতুর্দ্দিকের লোক এই অপূর্ব্ব নবীন-সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রেমচেষ্টার কথা শুনিল। লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া সর্ব্ব দুঃখ শোক জ্বালা ভুলিয়া হরিনাম গানে মত্ত হইল। সকলেই কৃষ্ণভক্ত হইল। কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

> লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে।
> সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুরে দেখিতে॥
> কৃষ্ণনাম বিনে কেহো নাহি বোলে আর।
> সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল লোকে চমৎকার॥

রঙ্গক্ষেত্রের যত বিপ্র সকলেই প্রভুকে এক একদিন করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার চাতুর্মাস্য পূর্ণ হইল। অনেকে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার আর সময় না পাইয় মহা দুঃখিত হইলেন। প্রভু বেঙ্কটভট্টের গৃহে থাকিয়া এইরূপে চাতুর্মাস্য করিলেন। বেঙ্কটভট্টের দশম বর্ষীয় পুত্র গোপালভট্ট প্রভুর নিকটে সর্ব্বদা থাকিতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন। প্রভু তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিতেন। এই অল্পবয়স্ক বালক গোপাল পরম বিনয়ী ছিলেন, এবং শাস্ত্রপাঠে অনুরক্ত ছিলেন। কৃপানিধি প্রভু তাঁহাকে কিরূপ ভাবে কৃপা করিয়া ছয় গোস্বামীর এক গোস্বামী নির্দ্দিষ্ট করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়াছিলেন,—সে সকল কথা পরে বলিব।

প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে থাকিতে অনেক লীলারঙ্গ করিয়াছিলেন। একদিবস প্রভু দেখিলেন দেবালয়ে বসিয়া একটি ব্রাহ্মণ আপন মনে গীতা পাঠ করিতেছেন। তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেছিলেন। প্রেমাবেশে তিনি গীতা পাঠ করিতেছেন,—শ্লোক সকল অশুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছিল। লোকে তাহা শুনিয়া উপহাস করিতেছিল। কেহ হাসিতেছিল, কেহ নিন্দা করিতেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি প্রেমাবিষ্ট হইয়া গীতা পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উদ্গম দেখিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। প্রভু সেই দেবালয়ে বসিয়া গীতা-পাঠ শুনিতেছিলেন। বিপ্রের পাঠ শেষ হইলে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহাকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি গীতা পাঠ করিতেছিলেন, আর প্রেমানন্দে কান্দিতেছিলেন। আমি জানিতে ইচ্ছা করি, কোন্ শ্লোকার্থ জানিয়া আপনার মনে এত আনন্দ হয়। কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলিয়া কৃতার্থ করুন।" কৃষ্ণভক্ত বিপ্র প্রভুর বিনয়নম্র-বচনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মনের কথাটি তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

> বিপ্র কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
> শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি।
> অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর।
> বসিয়াছে হাতে তোত্র (১) শ্যামল সুন্দর॥

(১) নিজ ঘরে লৈঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল সবংশেতে করিল ভক্ষণ॥ চৈঃ চঃ

(২) ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপপন্ন॥
চাতুর্মাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহে কৃপায় নিস্তার আমারে॥ চৈঃ চঃ

(১) তোত্র—চাবুক।

অর্জ্জুনে কহিতে আছেন হিত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন॥

বিপ্রের সরল কথায় প্রভু আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া কহিলেন—"তুমিই যথার্থ গীতাপাঠের অধিকারী। গীতার সার মর্ম্ম ও অর্থ তুমিই বুঝিয়াছ" (১)। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বিপ্রের সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইল। তিনি প্রভুর কৃপাবলে তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। প্রভুকে দেখিয়া তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া প্রেমানন্দে কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন করিলেন—

"তোমা দেখি তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি হেন মোর মনে লয়॥" চৈঃ চঃ

প্রভু তখন সেই ভাগ্যবান বিপ্রকে নিভৃতে লইয়া যাইয়া নিজ মন্ত্র ভজনোপদেশ দিয়া কহিলেন "এসকল কথা গোপন রাখিবে"।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত কাঁহা না করিবে প্রকাশন॥ চৈঃ চঃ

সেই দিন হইতে সেই ভাগ্যবান বিপ্র প্রভুর পরম ভক্ত হইলেন। এক তিলার্দ্ধকালও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। চারি মাস কাল প্রভুর সেবাকার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট ভজন-তত্ত্ব শিখিলেন।

প্রভুর এই লীলারহস্যটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পণ্ডিতাভিমানী স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানের লীলাগ্রন্থ-বর্ণিত লীলারহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা শ্লোকার্থ, অন্বয়, ব্যাখ্যা, টীকা, শুদ্ধাশুদ্ধ, উচ্চারণ এই সকল বহিরঙ্গ ভাব লইয়াই ব্যস্ত। লীলাগ্রন্থের অন্তরঙ্গ ভাবটি বড় মধুর। সেই ভাবটিই প্রকৃত ভক্ত গ্রহণ করিবেন। পণ্ডিতগণের ইহা বুঝিবার অধিকার ভগবানই দেন নাই। বিদ্যাগর্ব্ব, পাণ্ডিত্যাভিমান প্রভৃতি প্রকৃত ভক্তিলাভের প্রধান অন্তরায়। শ্রীভগবান ভাবগ্রাহী। "নম বিষ্ণায়" বলিয়া তাঁহার চরণকমলে গঙ্গাজল ও তুলসী দিলে তিনি যেরূপ তুষ্ট হইয়া গ্রহণ করেন "শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া দিলেও সেই ফল হয় (১)। এই যে বিপ্র কর্ত্তৃক অশুদ্ধভাবে গীতা পাঠ এবং অশুদ্ধভাবে শ্লোক উচ্চারণ, ইহাতে প্রকৃত ভজনের কোন বিঘ্নই হয় না। মূল ভজন ভাব লইয়া। ভাবগ্রাহী শ্রীগৌরভগবান স্বয়ং ভাবনিধি। ভাবসমুদ্রে তিনি দিন রাত ডুবিয়া আছেন। গীতা-পাঠক বিপ্রের মনের ভাব বুঝিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া নিজতত্ত্ব জানিতে দিলেন। ভাবের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভাবাবিষ্ট গীতা-পাঠক ভাগ্যবান মূর্খ বিপ্রকে যেরূপ ভাবে কৃপা করিলেন, শাস্ত্রব্যবসায়ী সদাচারনিষ্ঠ পণ্ডিতকে তিনি সে রূপ কৃপা করেন নাই।

প্রভু এখনও বেঙ্কট ভট্টের গৃহে আছেন। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব। পরকীয়া ভাবে মধুর ভজন প্রভুর নিজস্ব ধন। বেঙ্কট ভট্টের সহিত প্রভুর সখ্যভাব। তাঁহার সহিত কৃষ্ণকথারঙ্গে প্রভু আনন্দে আছেন। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণে বেঙ্কট ভট্টের প্রগাঢ় ভক্তিনিষ্ঠা দেখিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ। একদিন হাস্যপরিহাস করিতে রঙ্গিয়া রসিক চূড়ামণি প্রভু বেঙ্কট ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

——"ভট্ট! তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
কান্ত বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ গোচারণ।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম॥
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল।
ব্রতনিয়ম করি তপ করিল অপার॥" চৈঃ চঃ

---

(১) প্রভু কহে গীতা পাঠে তোমার অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার॥ চৈঃ চঃ

(১) মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥ প্রাচীন শ্লোক।

এই বলিয়া প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব ! বিদ্মহে তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা (১)

বেঙ্কট ভট্টও পরম শাস্ত্রজ্ঞ ; তিনি প্রভুর এই উপহাস-বাণী শুনিয়া উত্তর দিলেন ; যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ভট্ট কহে কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদগ্ধ্যাদি রূপ॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম॥
কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয়ে কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ কেন কর পরিহাস॥

প্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন "ইহাতে দোষ নাই, তাহা আমি বুঝি, কিন্তু শাস্ত্রে যে বলে লক্ষ্মীদেবী রাসলীলা দেখিতে পান নাই, রাসোৎসবে যোগ দিতে পারেন নাই, ইহার কারণ কি বল দেখি ? শ্রুতিগণই বা কি তপস্যা করিয়া রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ পাইলেন ?" এই বলিয়া প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্য্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥ (২)

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ (১)

বেঙ্কট ভট্ট প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন "আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব। এই সকল কোটীসমুদ্রগম্ভীর শ্রীভগবানের লীলারহস্যে আমার মন প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তোমার লীলারহস্য তুমিই জান, এবং কৃপা করিয়া যাহাকে জানাও সেই ইহা জানিতে পারে"।

তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জান নিজ কর্ম্ম।
যাবে জানাহ সেই জানে তোমার লীলা মর্ম্ম॥ চৈঃ চঃ

ভট্টের কথা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ মধুর হাসিলেন। ভট্ট সে হাসির মর্ম্ম বুঝিলেন না। কারণ তিনি ব্রজরসের রসিক নহেন, ব্রজভাবের ভাবুক নহেন। প্রভু কৃপা করিয়া এক্ষণে ভট্টকে ব্রজের মধুর ভজনতত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক বেঙ্কট ভট্টকে প্রভু ব্রজের মাধুর্য্য-ভজনতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। প্রভু বলিলেন যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

(১) শ্লোকার্থ। নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন "হে দেব ! এই মহা নীচ কালীয় নাগের নন্দপুত্ররূপ তোমার চরণ রেণুর স্পর্শে যে অধিকার দেখিতেছি, তাহা তপঃ প্রভৃতি সর্ব্ব সুকৃতি দুর্লভ ; যেহেতু ব্রহ্মাদি সকল ভক্ত হইতে অধিক প্রিয়তমা লক্ষ্মী, নারায়ণরূপ তোমার ললনা হইয়াও গোপালরূপ তোমার চরণ স্পর্শ কামনায় তপস্যা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হন নাই। আর এই নীচ কালীয় নাগ নিজ মস্তকে তোমার চরণদ্বয় কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ স্পর্শানুভব করিতেছে, ইহার মহিমা আর কি বলিব ?

(২) শ্লোকার্থ। রাসোৎসবে যাঁহাদিগের কণ্ঠ শ্রীভগবানের ভুজদণ্ড-দ্বারা গৃহীত হইয়াছিল, সেই ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি যে প্রকার ভগবৎ-প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাদৃশ প্রেম-প্রসাদ শ্রীনারায়ণদেবের বক্ষঃস্থল-স্থিতা নিতান্তরতি লক্ষ্মীদেবী প্রতিও উদয় হয় নাই। তখন স্বর্য্যোষিত অর্থাৎ উপেন্দ্রাদি পত্নীগণের প্রতি কিরূপে হইবে ? সুতরাং অন্যাবতার পত্নীগণের কা কথা।

(১) শ্রুতিগণ কহিলেন প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক সুদৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ যাহা হৃদয়ে উপাসনা করেন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় তোমাকে স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয় এবং অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শনপূর্ব্বক ভুজগেন্দ্র দেহ সদৃশ তোমার ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি ব্রজসুন্দরীগণ তোমার শ্রীচরণের স্পর্শ মাধুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতারূপ আমরা কায় ব্যূহদ্বারা তৎ সদৃশ হইয়া তাঁহাদিগের আনুগত্য লাভ করিয়া তোমার শ্রীচরণস্পর্শমাধুরী প্রাপ্ত হইব।

প্রভু কহে কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে করে সদা সর্ব্ব আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাই তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদূখলে বান্ধে।
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চড়ে তাঁর কান্ধে॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাবে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

এই বলিয়া প্রভু ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ (১)

পরে প্রভু ভট্টকে গোপীভজন বুঝাইতে লাগিলেন—

শ্রুতি সব গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপ জাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা অনুগা হঞা না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএবং "নায়ং" শ্লোক কহে বেদব্যাস॥ চৈ চঃ

গোপীদেহ ব্যতিত অন্য দেহে রাসবিলাস অর্থাৎ রাসবিলাসোপলক্ষিত ব্রজধামের মধুর রসময়ী লীলা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অর্থাৎ ব্রজলীলা পরিকরত্ব লাভ হয় না। ব্রজগোপীবৃন্দের অনুগা হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলে তবে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ লাভ হয়। লক্ষ্মীদেবী ব্রজগোপিকাগণের অনুগা হইয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ভজনা করিতে চান নাই, তাই তাঁহার ভাগ্যে রাসোৎসবে যোগদান ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি রাসবিহারী ব্রজেন্দ্র নন্দনের অঙ্গসঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। প্রভু এই সকল নিগূঢ় ব্রজরসতত্ত্বকথা বেঙ্কট ভট্টকে বুঝাইয়া দিলেন। ভট্টের মনে বড় অভিমান ছিল শ্রীশ্রীনারায়ণদেব স্বয়ং ভগবান, তিনি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক, অতএব তাঁহার এই যে সনাতন বৈষ্ণবীয় ভজন, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বেঙ্কট ভট্টের এই ভজনাভিমান এবং সাধনগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য সর্ব্বদর্পহারী শ্রীগৌরভগবান উপহাসচ্ছলে এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বকথা উঠাইলেন। প্রভুর শ্রীমুখে এই সকল নিগূঢ় ভজনতত্ত্বকথা শুনিয়া ভট্ট বিস্মিত হইয়া তাঁহার বদনচন্দ্রের প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু স্পষ্টই দেখিলেন, যেন তাঁহার মনে এখনও কিছু সংশয় রহিয়াছে। তখন তিনি পুনরায় ভট্টকে বুঝাইতে লাগিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে ভট্ট তুমি না কর সংশয়।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের এই স্বভাব হয়॥
কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী আদির হরে তেঁহ মন॥

এই বলিয়া প্রভু ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥ (১)

পরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন -

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ॥

(১) গোপীকানন্দন শ্রীকৃষ্ণভগবান ভক্তিমান্ জনগণের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমানী আত্মভূত জ্ঞানীদিগেরও সেরূপ সুলভ নহেন।

(১) শ্রীসূত কহিলেন পূর্ব্বে যে সকল অবতারের নামোল্লেখ হইয়াছে, এবং যাঁহাদের হয় নাই তাঁহারা পরম পুরুষের কেহ অংশ কেহ কলা, কিন্তু এই সকল অবতার মধ্যে বিংশতি তম অবতাররূপে কথিত হইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বয়ং ভগবান। অবতারগণ অসুরোপদ্রুত লোক সকলকে যুগে যুগে সুখী করেন।

তুমি যে পড়িলে শ্লোক সেই পরমাণ। (১)
সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥
নারায়ণের কা কথা শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপীকারে হাস্য করি হয় নারায়ণে॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপীগণ আগে।
সেই কৃষ্ণে গোপীকার নহে অনুরাগে॥

প্রভুর এই কথার পোষকতায় কবিরাজ গোস্বামীও ললিত-মাধব নাটকের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপিতনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি॥ (২)

প্রভু বেঙ্কট ভট্টকে ব্রজরসতত্ত্ব উপহাসচ্ছলে বুঝাইলেন। তাঁহার অভিমান খর্ব্ব করিলেন। ভট্ট শাস্ত্রবেত্তা। তিনি গোপীতত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। তাঁহার সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবের ভজন-ন্যূনতার কথা শুনিয়া মনে তাঁহার সুখ হইল না। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া লইয়া হাসিয়া ভট্টকে পুনরায় কহিলেন—

দুঃখ না মানিহ ভট্ট! কৈল পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস॥
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ॥
গোপী দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥ (১)

বেঙ্কটভট্ট প্রভুর কৃপায় এক্ষণে স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে বড় অনান্দ হইল। তিনি করযোড়ে প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন,—

অগাধ ঈশ্বরলীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইল তোমার চরণ দর্শন॥
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপগুণৈশ্বর্য্যের কেহো না পায় সীমা॥
এবে সে জানিল কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়া কৃপা করি॥

প্রভু তাঁহার কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রেমানন্দে তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের মধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য। তাঁহার ভজনাভিমান বড় ছিল, তাহা প্রভু কৃপা করিয়া নষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি এক্ষণে পরম কৃষ্ণভক্ত হইলেন, এবং ব্রজরসানন্দে বিভোর হইলেন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। তাঁহাদিগকে প্রভুর উপদেশ বুঝাইয়া দিলেন।

---

(১) সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণ স্বরূপযোঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতি॥ ভঃ রঃ

শ্লোকার্থ। যদিও শ্রীনাথ এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই কিন্তু কেবল প্রেমময় রসনিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ লক্ষিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক প্রেমেরও এইরূপ স্বভাব যে তাহা অবলম্বনকে (আশ্রয়কে) উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করে।

(২) শ্লোকার্থ। মাথুর-বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীরাধা মোহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযমুনার খেলা তীর্থে আত্ম নিক্ষেপ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন। তখন তাঁহাকে অত্যন্ত বিরহবিধুরা দেখিয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য সূর্য্য পত্নী সংজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণের বর্ণাদি সমতা নিমিত্ত সূর্য্যমণ্ডলস্থ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দেখাইতে উদ্যত হইলে বিশাখা বলিলেন "হে দেবি। গোপিকাগণের শ্রীনন্দনন্দননিষ্ঠ এবং দুরূহপথসঞ্চারি ভাবের প্রক্রিয়া কোন্ কৃতি অবগত হইতে সমর্থ হয়? যেহেতু শ্রীনন্দনন্দনই যদি শ্রীনারায়ণ তনু আবিষ্কার করেন, তবে সেই তনুতে চতুর্ভুজ দেখিয়া যাঁহাদের রাগোদয় ‍চিত হয়।

---

(১) মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যান ভেদা তথাচ্যুতঃ॥ লঘুভাগবতামৃত

শ্লোকার্থ। নানা ছবিবিশিষ্ট অর্থাৎ বহুরূপ বৈদূর্য্য মণি যেমন রূপান্তর ধারণ করিলেও মণিকে ন্যূন করে না, এইরূপ ভক্তের ধ্যান ভেদে রূপভেদে প্রাপ্ত হইলেও অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ন্যূন করেন না।

তাঁহারাও এই পরম নিগূঢ় ব্রজরসতত্ত্ব বিচারে নিপুণ হইলেন। প্রভুর কৃপায় সকলেই উচ্চাধিকারী কৃষ্ণভক্ত হইলেন।

বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট তখন শ্রীমদ্ভাগবত পড়েন। এই পরম কৃতিবান বালককেও প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজরসতত্ত্বোপদেশ দিলেন। যথা প্রেমবিলাসে—

গোপাল ভট্ট পড়ে তখন শ্রীভাগবত।
প্রভু তাঁরে কহিলেন নিজ অভিমত॥

গোপাল ভট্ট প্রভুর সেবা করিয়া তাঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে প্রভু যখন ভট্টগোষ্ঠীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন সকলেই প্রভু-বিরহে বিষম কাতর হইলেন। বেঙ্কটভট্ট মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। প্রভুর কৃপায় কিছুক্ষণ পরে তাঁহার চেতনা হইল। তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অনেক কষ্টে প্রভু তাঁহাকে নিবৃত্তি করিলেন। বালক গোপালও প্রভুর সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। সে কান্দিয়া আকুল হইল। তাহাকে প্রভু নিকটে ডাকিয়া স্নেহভরে কহিলেন, "তুমি গৃহে থাকিয়া কিছুদিন পিতামাতার সেবা সুশ্রূষা কর; পিতামাতার বিয়োগান্তে তুমি শ্রীবৃন্দাবন যাইবে। সেথানে তুমি বিমলানন্দ পাইবে" (১)।

প্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্র তীর্থ হইতে যাত্রা করিয়া ঋষভ পর্ব্বতে (২) আসিয়া শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তুতি-নতি করিলেন। এইস্থানে শ্রীপাদ পরমানন্দপুরীগোসাঞির সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল। তিনিও সেথানে চাতুর্ম্মাস্য করিতেছিলেন। প্রভু পুরীগোসাঞিকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন। প্রেমভরে তাঁহার চরণবন্দন করিলেন; তিনি প্রভুকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে সুখী করিলেন (৩)।

নীলাচল হইতে প্রভু দক্ষিণদেশ যাত্রা করিলে পুরী-গোসাঞিও তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। তীর্থপর্য্যটন করিয়া তিনি এই ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিন দিবস প্রভু ঋষভ পর্ব্বতে পরমানন্দ পুরীগোসাঞির সহিত কৃষ্ণকথা-রসরঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। পুরীগোসাঞি প্রভুকে কহিলেন তিনি পুনবায় শ্রীপুরুষোত্তম যাইবেন এবং তথা হইতে তিনি একবার গৌড়দেশে যাইবেন। প্রভু বলিলেন, "আমিও সেতুবন্ধ হইতে নীলাচলে ফিরিব, সেখানে যাইয়া যেন আপনাকে দেখিতে পাই। আপনার সঙ্গসুখ আমি সদাসর্ব্বদা বাঞ্ছা করি; কৃপা করিয়া আপনি অবশ্য অবশ্য নীলাচলে আসিবেন।"

এই বলিয়া প্রভু পুরী গোসাঞির নিকট বিদায় লইয়া শ্রীশৈলে (১) আসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর বেশে শিবদুর্গা অধিষ্ঠান করিতেছেন। প্রভুকে দেখিয়া তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহিল না। তিন দিন প্রভুকে এই শিবদুর্গারূপী ব্রাহ্মণদম্পতি ভিক্ষা করাইয়া কৃতার্থ হইলেন। নিভৃতে বসিয়া দুইজনে প্রভুর সহিত অনেক গুপ্ত কথা কহিলেন, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। শ্রীগৌর-ভগবান শিবদুর্গার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা লইয়া কামকোষ্ঠী পুরী হইয়া দক্ষিণ মথুরাতে আসিলেন (২)। এইস্থানে এক রামভক্ত বিরক্ত বিপ্রের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ আশ্রমে লইয়া যাইলেন। এই বিপ্রের নাম রামদাস। বিপ্র কিছুই পাকের আয়োজন করিলেন না দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মধ্যাহ্নকাল

(১) তারে কহে গৃহে তুমি রহিবে কথোদিন।
মাতাপিতা বিয়োগে যাইবা বৃন্দাবন॥
তাঁহা বহু সুখ পাবে কহিল তোমারে। প্রেমবিলাস

(২) ঋষভ পর্ব্বত=দক্ষিণ কর্ণাটে কুটকাচলের উপবনে, যেস্থানে ঋষভদেব দাবানল দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন।

(৩) পুরী গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তারে কৈল আলিঙ্গন॥ চৈঃ চঃ

(১) শ্রীপর্ব্বতে মহাদেবো দেব্যাঃ সহ মহাদ্যুতিঃ।
ন্যবসৎ পরম প্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ॥ মহাভারত।

(২) দক্ষিণ মথুরা=বর্ত্তমানে ইহাকে মাদুরা বলে। এখানে রামেশ্বর, সুন্দরেশ্বর মহাদের ও মীনাক্ষী দেবী আছেন। ইহা শৈবক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইস্থানে সুবৃহৎ মন্দির আছে। পাণ্ডাবংশীয় রাজাগণের শাসনাধীনে এই নগরী বহুকাল ছিল। রাজা কুলশেখর এই পুরী নির্ম্মাণ করেন।

উত্তীর্ণ হইতে চলিল, আপনি পাক করিতেছেন না কেন ?" রামভক্ত বিপ্র উত্তর করিলেন,—

——————"প্রভু মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি॥
বন্য অন্ন ফল শাক আনিবে লক্ষণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥ চৈঃ চঃ

প্রভু তাঁহার ভজন-তত্ত্ব বুঝিয়া পরম তুষ্ট হইলেন। পরে সেই রামভক্ত বিপ্র যথাকালে বনের শাক ফলমূল আনিয়া পাক করিয়া প্রভুকে ভক্ষণ করাইলেন। সেদিন প্রভু বেলা তৃতীয় প্রহরে ভোজন করিলেন। বিপ্র কিন্তু উপবাস করিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে বিনয় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিপ্র! তুমি উপবাস কর কেন ?" বিপ্র বিষম উত্তেজিত হইয়া উন্মাদের ন্যায় কান্দিতে কান্দিতে উত্তর করিলেন,—

——"এ জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল৷ তাঁরে ইহা কর্ণে শুনি।
এশরীর ধরিবারে কভু না জুয়ায়।
এই দুঃখে জলে দেহ প্রাণ নাহি যায়॥" চৈঃ চঃ

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু রামভক্ত বিপ্রের মনের দুঃখ বুঝিলেন। দুখহারী শ্রীগৌরগভবান ভক্তদুঃখ দূর করিতে তখন বদ্ধ-পরিকর হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন ; যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে,—

প্রভু কহে এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হইয়া কেন না কর বিচার॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবারে কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥

প্রভুর কথায় রামভক্ত বিপ্রের বিশ্বাস হইল। তাঁহার অশান্ত মনে শান্তি আসিল। তিনি তখন ভোজন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সেখান হইতে কৃতমালায় স্নান করিয়া দুর্ব্বেসন তীর্থ (১) আসিলেন। এখানে শ্রীরঘুনাথ বিগ্রহ দর্শন করিয়া মহেন্দ্র শৈলে যাইয়া পরশুরাম বিগ্রহ দর্শন করিয়া প্রভু স্তুতি বন্দনা করিলেন। প্রভু যেখানে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ছুটিতেছে। কৃষ্ণ-নামে সর্ব্বলোককে উন্মত্ত করিয়া প্রভু দক্ষিণদেশবাসীদিগকে উদ্ধার করিতেছেন। এই জন্যই তাঁহার দক্ষিণদেশ যাত্রা। সমগ্র দক্ষিণদেশ তিনি এইরূপে কৃষ্ণনামে বিজয় করিলেন।

এতদিন পরে তিনি সেতুবন্ধে আসিয়া পৌছিলেন। ধনুস্তীর্থে স্নান করিয়া প্রভু শ্রীরামেশ্বর বিগ্রহ দর্শন করিয়া বহুক্ষণ প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। সকলেই রামভক্ত বৈষ্ণব। দেবালয়ে একদিন কূর্ম্মপুরাণ পাঠ হইতেছিল; প্রভু শুনিতেছিলেন। সেদিন পতিব্রতার উপাখ্যানে মায়া-সীতাহরণলীলাকথা ব্যাখ্যা হইতেছিল। কূর্ম্ম পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টির ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভুর মনে বড় আনন্দ হইল। রামদাস বিপ্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল। সেই শ্লোক কয়টি এই—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষা সময়ে বহ্নিঃ ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥ (২)

(১) দুর্ব্বেশন=তিনিভেলির নিকট এই পর্ব্বতের প্রান্তে ত্রিচেন গুডি নগর। রামায়ণে মহেন্দ্রশৈলের উল্লেখ আছে।

(২) শ্লোকার্থ। শ্রীসীতাদেবী অগ্নিদেবের আরাধনা করিলে অগ্নি-দেব এক ছায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, রাবণ তাহাই হরণ করিয়া-ছিলেন। প্রকৃত সীতা বহ্নিপুরে গমন করিয়াছিলেন। পরীক্ষা গ্রহণ সময়ে ছায়াসীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে অগ্নি স্বীয় ধাম হইতে সীতা দেবীকে আনয়ন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

প্রভু পুরাণপাঠক বিপ্রের নিকট যাইয়া পুঁথির এই পত্র খানি ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন; নূতন একখানি পাতা লিখাইয়া দিয়া প্রভু সেই পুরাতন পাতা খানি লইয়া সেখান হইতে চলিলেন। দক্ষিণ মথুরার সেই রামভক্ত বিপ্রের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ভক্তবৎসল প্রভু এত কষ্ট করিলেন। নূতন পাতা লেখার পুঁথিতে তাঁহার যদি প্রতীতি না হয়, এই জন্য দয়াময় প্রভু এত কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতীতির জন্য এইরূপ করিলেন। প্রভু পুনরায় কাম-কোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরায় আসিয়া সেই ভাগ্যবান্ বিপ্রের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বিপ্র প্রভুকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। প্রভু হাসিয়া বিপ্রের হস্তে সেই পুঁথির পাতাখানি দিয়া শ্লোক দুইটি পাঠ করিতে বলিলেন। রামভক্ত বিপ্র শ্লোকপাঠে আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া কাতর কণ্ঠে কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন করিলেন।

———"তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে কর ভিক্ষা অঙ্গীকার॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিলা সে দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে॥

চৈঃ চঃ।

বিপ্র পরমানন্দে সে দিন উত্তম করিয়া রন্ধন করিয়া মনের সাধে প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু সে দিন রাত্রিতে সেখানে রহিলেন।

ইহার পর প্রভু বেঙ্কট নগরে যাইয়া ঘরে ঘরে যাচিয়া যাচিয়া হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়া সে দেশের সর্ব্ব-লোক উদ্ধার করিলেন। এখানে প্রভু শুনিলেন নিকটস্থ বনে পন্থভীল নামে এক পাপাচারী দস্যু আছে। তাহার দলে অনেক অত্যাচারী লোক আছে। তাহারা না করে এমন পাপ নাই। পতিতপাবন প্রভু এই পন্থভীলকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। সকল লোকে নিষেধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। বগুলা নামক বনে এই দস্যুর বাস। প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে" রবে বনভূমি প্রকম্পিত করিয়া এই গভীর বনপ্রদেশে প্রবেশ করিলেন। বন মধ্যে পন্থভীলের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হইল। দস্যুপতির গৃহে পতিত-পাবন শ্রীগৌর ভগবান অতিথি হইলেন। তিন দিন পন্থ-ভীল প্রভুকে ভিক্ষা করাইল। দিবানিশি প্রভু হরিনাম গানে মত্ত,—কদম্ব কেশর জিনিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে পুলকাবলী, তাঁহার দিব্য শ্রীঅঙ্গ-জ্যোতিতে বনদেশ আলোকিত হইল। পন্থভীল ও তাহার দলস্থ দস্যুগণ প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমফাঁদে পড়িলেন। প্রভু দস্যুপতিকে সম্বোধন করিয়া বিনীত-ভাবে মধুর বচনে কহিলেন।

———পন্থ! তুমি সাধু মহাশয়।
তোমারে দেখিয়া সব পাপ হৈল ক্ষয়॥
গৃহস্থের ন্যায় তুমি নহ গৃহবাসী।
তুমি ত পরম সাধু বিরক্ত সন্ন্যাসী॥
বিষয়ের কীট নহ গৃহস্থের ন্যায়।
যাতে তাতে তুষ্ট দেখি তোমার হৃদয়॥
পুত্র নাই কন্যা নাই নাহি তব জায়া।
বিষয়েতে মত্ত নহ নাহি কোন মায়া॥
ধন্য পন্থরাজ তুমি সাধু শিরোমণি।
তোমারে দেখিয়া সুখী হইল পরাণি॥
তৃণতুল্য জ্ঞান করি বিষয় বিভব।
এখনি ত্যজিতে পার যত আছে সব॥
রমণীর সঙ্গে তুমি নাহি কর বাস।
তাই আইলাম এখন মিটাইতে আশ॥
শিষ্যগণে থাক তুমি সদাই বেষ্টিত।
তোমাকে দেখিলে চিত্ত হয় পুলকিত॥
মায়া মোহে বদ্ধ তুমি নহ মহাশয়।
তুমিই সাধুর শ্রেষ্ঠ এই মনে লয়॥ গোঃ করচা

চতুরচূড়ামণি প্রভুর শ্রীমুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া দস্যু-পতি পন্থভীলের মনে দারুণ আত্মগ্লানির উদয় হইল। আত্ম-গ্লানি যে কি বস্তু, তাহা সে উত্তম করিয়া জানে। এ পর্য্যন্ত

এজগতে কেহ তাঁহাকে একটি ভাল কথা বলে নাই, একটি প্রসংশাবাদও করে নাই। প্রভুর শ্রীমুখে এই সর্ব্বপ্রথম দস্যুপতি পন্থভীল ভাল কথা শুনিল। ইহাতে তাহার মন দ্রব হইল। নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহার মনে এক নব ভাবের উদয় হইয়াছিল। সেই ভাবতরঙ্গ সে মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল। এখন তাঁহার হৃদি সমুদ্র উথলিয়া উঠিল, তাহাতে ভাবতরঙ্গ উচ্ছসিত হইল। দস্যুপতি কান্দিতে কান্দিতে অকপটে নিজকৃত সমস্ত পাপ স্বীকার করিয়া পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অভয় চরণকমলে শরণ লইল। অমনি প্রভু কৃপা করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া হরিনাম মহামন্ত্র দান করিলেন।

লোটায়ে পড়িল ভীল প্রভুর চরণে।
কোলে করি প্রভু নাম দিলেন শ্রবণে॥ গোঃ কঃ

পন্থভীলের দলস্থ সকল লোককে প্রভু হরিনামে মত্ত করিলেন। ভীষণ দস্যুকুল একদণ্ডের মধ্যে প্রভুর কৃপায় সাধু হইল, তাহারা সকলে মিলিয়া প্রভুর সহিত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিল। দস্যুভয়-পূর্ণ ভীষণ কানন, আনন্দ-কাননে পরিণত হইল। পন্থভীল সেই দিনই কৌপীন পরিধান করিল, হরিনামের জপমালা লইল, প্রেমানন্দে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মধুর হরিনাম একটি বার উচ্চারণ মাত্রে তাহার নয়নে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল (১) এইরূপে পতিতপাবন শ্রীগৌর-ভগবান দস্যুপতি পন্থভীলকে উদ্ধার করিয়া বনপ্রদেশ হইতে পুনরায় পথে চলিলেন। পথশ্রান্ত হইয়া প্রভুর শরীর শীর্ণ হইয়াছে, পথ চলিতে দারুণ কষ্ট বোধ হইতেছে তথাপিও পতিত পাবন প্রভু পতিতোদ্ধার কার্য্য ছাড়িবেন না। গোবিন্দদাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন,—

পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া।
চলে মোর ধর্ম্মধীর আনন্দে ভাসিয়া॥
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে।
তবু প্রভু হরিনাম দেন ঘরে ঘরে॥

* * * *

ত্রি রাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়।
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥
বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রুধারা।
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা॥
কভু গড়াগড়ি দেন উলঙ্গ হইয়া।
কোলে তুলি লই মুঞি যতন করিয়া॥

কলিজীব-উদ্ধার-কার্য্যে নদীয়ার অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু যেরূপ কষ্টস্বীকার করিয়াছিলেন কোন অবতারে শ্রীভগবান এরূপ করেন নাই। জীবের মঙ্গল কামনায় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর কাঙ্গালের বেশে পথে পথে ধূলি ধুসরিত অঙ্গে যাচিয়া যাচিয়া পতিত অধমকে কোলে করিয়া মধুর হরিনামামৃত পান করাইয়া তাহাদের নীরস হৃদয় সরস করাইয়াছিলেন, তাহাদের পাপনিষ্ঠ মনকে ভক্তিনিষ্ঠ করিয়াছিলেন। এমন দয়ার অবতার, করুণার অবতার, অধমতারণ দীনশরণ, পতিতপাবন মহাপ্রভুর নামে জীবাধম গ্রন্থকারের রুচি হইল না, এই দুঃখে মরমে মরিয়া আছি। বহু সুকৃতিফলে শ্রীগৌরাঙ্গ-নামে রতি মতি হয়। কোটির মধ্যে একজন গৌরভক্ত দেখা যায়। এক এক জন গৌর-ভক্ত এক একটি ধ্রুব প্রহ্লাদ। সাধ করিয়া কি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

অরে মূঢ়াগূঢ়াংবিচিনুত হরির্ভক্তি পদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্টাপ্য পরিচিত পূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ॥

(১) সেইদিন হৈতে পন্থ পরিল কৌপীন।
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ॥
পাপ কর্ম্ম ছাড়ি পন্থ প্রভুর কৃপায়।
হরিনাম করি সদা নাচিয়া বেড়ায়॥
লইতে হরির নাম অশ্রুপড়ে আসি।
আনন্দে মাতিল সেই নবীন সন্ন্যাসী॥
যত দস্যু ছিল বনে সকলে মিলিয়া।
হরিহরি ধ্বনি করে কুকর্ম্ম ছাড়িয়া॥ গোঃ করচা।

ন বিশ্রম্ভশ্চিত্তে যদি যদি চ দৌলভ্যমিব তৎ
পরিত্যজ্য শেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণং ॥ (১)

প্রভু তিনদিন উপবাসের পর চতুর্থ দিবসে কিছু দুগ্ধ ও আটা ভিক্ষা করিলেন।

চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।
আতিথ্য করিলা তবে আটা চুনা দিয়া॥
আর এক বৃদ্ধানারী দুগ্ধ আনি দিল।
আটাদুগ্ধে গুলি প্রভু ভোগ লাগাইল॥ গোঃ কঃ

এইরূপে ভিক্ষা করিয়া প্রভু পুনরায় পথে চলিলেন। এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে গিরীশ্বর শিবমন্দির! প্রভু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই শিবমন্দির লোকে বিশ্বকর্ম্মার নিৰ্ম্মিত বলিত, কারণ এরূপ কারুকার্য্য-খচিত মন্দির দক্ষিণপ্রদেশে আর ছিল না। মন্দিরের নিকটে একটি বড় বিল্ববৃক্ষ একপোয়া পথ বিস্তীর্ণ ভূমি লইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছিল। সেখানকার লোকে প্রভুকে বলিল এই বৃক্ষে কখন ফল হয় না। শিবমন্দিরের তিন দিক পর্ব্বত শোভা পাইতেছিল। প্রভু স্বহস্তে বিল্বপত্র চয়ন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গিরীশ্বর শিবলিঙ্গকে অঞ্জলি দিলেন। প্রেমাবেশে মন্দিরে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। প্রভু সেখানে দুইদিন বাস করিলেন। তৃতীয় দিবসে পর্ব্বতশিখরে প্রভু এক মৌনী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। এই সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে স্তুতিনতি করিয়া তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিলেন। আরও দুইজন বিরক্ত সন্ন্যাসী আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুকে তাঁহারা পরচা নামক এক অত্যুৎকৃষ্ট রসাল বনফল দ্বারা ভিক্ষা করাইলেন। প্রভু হরিনামসংকীর্ত্তনে এই শুষ্কপ্রাণ বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগকে একেবারে মত্ত করিয়া তুলিলেন। মৌনী-সন্ন্যাসীর মৌন ভঙ্গ করিলেন। ভক্তিরসে সকলেই আপ্লুত হইলেন। তাঁহারা প্রভুর চরণ ধরিয়া প্রেমানন্দে কান্দিতে লাগিলেন। প্রভুকে তাঁহারা সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন (১) প্রেমাবতার শ্রীগৌরভগবান এইসকল শুষ্ক-জ্ঞানী সন্ন্যাসীদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়া সেখান হইতে ত্রিপদীনগরে আসিলেন। এই ত্রিপদীনগরে শ্রীরামচন্দ্রের পরমসুন্দর এক শ্রীমূর্ত্তি আছেন। প্রভু তাহা দর্শন করিলেন। এখানে বহু রামাইত বৈষ্ণবের বাস। মথুরানামে এক তার্কিক রামাইত পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে তর্কবিচার করিতে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে কহিলেন :—

মথুরাঠাকুর! মুঞি বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি॥
শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোসাঞি।
তোমারে ভজিলে কত তত্ত্বকথা পাই॥ গোঃ কঃ

এইকথা বলিতে বলিতে প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া হরিনাম কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। প্রেমানন্দে তিনি বিহ্বল হইয়া বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার প্রেমোন্মত্তভাব দেখিয়া রামাইত বৈষ্ণবগণ, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। মথুরাপণ্ডিতের তর্কবিচার বুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি সশিষ্যগণ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই পণ্ডিতশিরোমণি প্রভুর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। ঈষৎ হাসিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া পানা নরসিংহতীর্থাভিমুখে ছুটিলেন।

পিছে পিছে কতদূর মথুরা ধাইলা।
হাসিয়া মথুরানাথে বিদায় করিলা। গোঃ কঃ

পানা নরসিংহতীর্থে শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্ত্তি আছেন। তাঁহার ভোগে নিত্য চিনিরপানা দেওয়া হয়। এইজন্য তাঁহার নাম পানানরসিংহ। এখানকার প্রধান পাণ্ডা

---

(১) শ্লোকার্থ। অরে মূঢ় সকল! অতিগূঢ় এবংদূরবর্ত্তী অদৃষ্টবশতঃ ব্যাসাদি মুনিজন কর্ত্তৃক পূর্ব্বে অপরিচিত হরির যে ভক্তিমার্গ তোমরা তাহা অনুসন্ধান কর। সেই দুর্লভ বস্তু কি প্রকারে লাভ হইবে? এরূপ যদি তোমাদের চিত্তে অবিশ্বাস হয়, তাহার উপায় বলি শ্রবণ কর। সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সেই অনাথশরণ শ্রীগৌর হরির শ্রীচরণাশ্রয় কর।

(১) প্রভুকে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর।
সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত।
বার বার বলে জ্ঞানী ছাড় ইহ বাত॥ গোঃ করচা।

মাধবেন্দ্রভূক্তা প্রভুকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া প্রসাদী চিনিপানা আনিয়া প্রভুর শ্রীহস্তে দিলেন। প্রসাদীমালা ও প্রসাদ পাইয়া প্রভু প্রেমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। সে স্থানের সর্ব্বলোক প্রভুর শ্রীমুখে মধুর হরিনামকীর্ত্তন শুনিয়া বৈষ্ণব হইলেন।

তাহার পর প্রভু বিষ্ণুকাঞ্চীধামে আসিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ দর্শন করিলেন। এখানকার প্রধান সেবাইত ভবভূতি নামে এক শেঠী বড়ই লক্ষ্মীনারায়ণসেবাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী সহস্তে নিত্য শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতেন। নিত্য দুই মন দুগ্ধের পায়সান্ন ঠাকুরের ভোগ হইত। বহু অতিথিভোজন হইত। প্রভু শ্রীবিগ্রহ দেখিয়া মহানন্দে বহু স্তুতিনতি করিলেন। এস্থান হইতে ছয়ক্রোশ দূরে একটি নির্জ্জন প্রান্তরে ত্রিকালেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার চারি হস্ত পরিমিত গৌরীপট্ট। প্রভু সেখানে যাইয়া এই অপূর্ব্ব শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। তাহার পর তিনি ভদ্রানদীতীরস্থ পক্ষগিরি তীর্থে আসিলেন। সেখানে একরাত্রি প্রভু বৃক্ষতলে বাস করিলেন। রাত্রিকালে এক ভীষণ শার্দ্দূল আসিল। প্রভু হরিনাম করিতেছেন; তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। ব্যাঘ্র প্রভুকে একবার দর্শন করিয়া লেজগুটাইয়া প্রণামচ্ছলে মস্তক নত করিল। পরে কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া, লম্ফ দিয়া বনে প্রবেশ করিল। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,—

আশ্চর্য্য প্রভাব মুঞি স্বচক্ষে হেরিয়া।
সেই পদরজ মাথে লইনু তুলিয়া॥

সেখান হইতে পঞ্চ ক্রোশ দূরে কালতীর্থে যাইয়া প্রভু বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ইহার পর তিনি সন্ধিতীর্থে গমন করিলেন। এখানে নন্দা ও ভদ্রা নদীর সঙ্গম স্থল। প্রভু এই পুণ্য তীর্থে স্নান করিলেন। এই তীর্থস্বামীর নাম সদানন্দ পুরী। তিনি অদ্বৈতবাদী। তাঁহাকে প্রভু তর্কে পরাজয় করিয়া প্রেমভক্তি দানে কৃতার্থ করিলেন। সেই দিন হইতে সদানন্দ পুরী ভক্তি-মার্গের পথিক হইলেন এবং প্রভুর পরম ভক্ত হইলেন।

ইহার পর প্রভু চাঁইপল্লী তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থবাসী লোকেরা বড় সদাচারী। এই স্থানে এক শত বর্ষ বয়স্কা অতি তেজস্বিনী সিদ্ধেশ্বরী নামে এক ভৈরবী বিল্ব বৃক্ষমূলে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। তাঁহার অস্থি চর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি জপে সিদ্ধা হইয়াছেন। বহুলোক তাঁহার দর্শনে সেখানে যায়। প্রভু তাঁহাকে দর্শন করিলেন। তাহার সন্নিকটে নদী তীরে শৃগালী ভৈরবী নামে এক প্রচণ্ডা দেবী মূর্ত্তি আছেন। প্রভু ভক্তি পূর্ব্বক এই দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর নাগর নগরে আসিয়া প্রভু শ্রীরামলক্ষণ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এই নাগর নগরে বহু লোকের বাস। এই স্থানে প্রভু তিন দিন থাকিয়া হরিনাম প্রচার করিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তন রঙ্গে প্রভু এখানে দিবানিশি মত্ত হইলেন। নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা প্রভুর শ্রীমুখের হরিনাম শুনিয়া প্রেমোন্মত্ত হইল। সমগ্র নগরে মধুর হরিনাম প্রচার হইল। চতুর্দ্দিকের গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া প্রভুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিল।

দশ ক্রোশ হৈতে লোক আসিয়া জুটিল।
একে একে সবে প্রভু হরিনাম দিল॥ গোঃ কঃ

এই নাগর নগরে এক হরিনামদ্বেষী দুরাত্মা ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার একটি দল ছিল। সেই দলবল লইয়া প্রভুকে এক দিন আক্রমণ করিতে আসিল। তাহারা প্রভুকে কপট সন্ন্যাসী বলিয়া বহু নিন্দাবাদ করিল; কুবাক্য বলিয়া গালি দিল। প্রভু সকলি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি এই ব্রাহ্মণকে নিকটে ডাকাইলেন। দুরাত্মা বিপ্র প্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে দয়াময় প্রভু তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া মধুর বিনীত বচনে কহিলেন, "ভাই! আমাকে তুমি মার, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু একবার মুখে মধুর হরিনাম করিয়া আমাকে চিরদিনের জন্য কিনিয়া লহ (১)। দুরাত্মা বিপ্রের প্রভুর প্রতি এই কদাচার দেখিয়া সকল লোকে তাহাকে মারিতে

(১) ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গোসাঞি।
বলে মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই॥ গোঃ কঃ

উদাত হইলে প্রভু তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। পরে বি র প্র্তি করুণনয়নে চাহিয়া মধুরভাবে উপদেশ-বাণী কহিলেন। যথা—

শুন ওহে দয়াময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
হরি হরি বল সুখ পাইবে প্রচুর॥
অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই।
হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই॥
জড়পিণ্ড এই দেহ মরণ সময়।
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই ত নিশ্চয়॥
ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কার নয়।
সবে বস্ত্র অলঙ্কার অর্থদাস হয়॥
শৃগাল কুকুরে খাবে অনিত্য শরীর।
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে।
যাইতে হবে না আর সমন সদনে॥
দারা বল পুত্র বল বেদিয়ার খেলা।
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা॥
খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার।
ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার॥
গলে দিয়া প্রেম ফাঁসী নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্ত্তা মরেন পরাণে॥
মুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ।
অর্থ না পাইলে হাতে করে খিশখিশ॥
যেতে নাহি দেয় কদাচন তত্ত্বপথে।
বন্ধনে ফেলিয়া ধ্বংস করে মনোরথে॥
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান।
অমৃত বলিয়া তাহা মূর্খ করে পান॥
মৃত্যুকালে পুত্রকন্যা নিকটে আসিয়া।
বলে বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া॥
এই সব মনে করি সাধু বিপ্র ভাই।
ভক্তিভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥
আমারে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণ ভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥
ভক্তিভরে হরি বল নাম সঙ্গে যাবে।
তাহাতে অনন্ত কাল নিত্যসুখ পাবে॥ গোঃ করচা

প্রভুর এই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত লোক-বৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল এবং সেই পাষণ্ড বিপ্রকে বহুবিধ তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিল। প্রভুর কৃপায় বিপ্রের মনে আত্মগ্লানি উদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইল। তিনিও সকলের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই নয়ন দিয়া দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তিনি কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণতলে নিপতিত হইয়া দুই হস্তে তাঁহার রাতুল পাদপদ্ম দু'খানি ধারণ করিয়া ক্ষমা ও কৃপা ভিক্ষা করিলেন। কৃপানিধি প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিয়া সেস্থান হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বদনের উচ্চ হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণে সর্ব্ব জীব উদ্ধার হইল। এখান হইতে সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঞ্জোর নগরে আসিয়া প্রভু একটি কৃষ্ণভক্ত বিপ্রের গৃহে অতিথি হইলেন। ইঁহার নাম ধনেশ্বর। ইঁহার গৃহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি নিত্য পূজিত ও সেবিত হইতেন। বহু লোক সেখানে যাতায়াত করিত। মন্দিরের আঙ্গিনায় একটি প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল; তাহার তলে প্রভু প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে প্রভু চণ্ডালু গিরি প্রদেশে গমন করিলেন। এখানে বহু সন্ন্যাসী যোগী তপস্যা করেন। প্রতি গোফ্‌ফায় প্রভু ভস্মমাখা সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন। এই রম্যস্থানে ভট্টনামক এক বিপ্রগৃহে প্রভু ভিক্ষা করিলেন। প্রভু এই বিপ্রবরকে কৃপা করিয়া হরিনাম মহামন্ত্র দান করিলেন। ভট্ট হরিনামে মত্ত হইলেন।

হরিনামে সদা মত্ত ভট্ট মহাশয়।
লইতে কৃষ্ণের নাম অশ্রুপাত হয়॥ গোঃ কঃ

প্রেমাবেশে প্রভু এই ভাগ্যবান বিপ্রগৃহে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। বিপ্র আনন্দে অধীর হইয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন।

এই স্থানটি অতি মনোরম দেখিয়া প্রভু কয়েকদিন এখানে রহিলেন। প্রধান সন্ন্যাসী সুরেশ্বর পুরী এখানকার সন্ন্যাসীর রাজা। তিনি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী এবং হরিসেবা-পরায়ণ। প্রভু তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমচেষ্টা ও নৃত্যকীর্ত্তন দেখিয়া এই ন্যাসী শিরোমণি তাঁহার সহিত প্রেমানন্দে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কেহ কখন নৃত্য করিতে দেখে নাই। প্রভুর সঙ্গে তিনি এক্ষণে অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী করিয়া প্রেমনৃত্য করিতে লাগিলেন (১)। সকলে ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। প্রভু তাঁহাকে প্রেমদান করিয়া তাঁহার দ্বারা সেই স্থানের সন্ন্যাসীদিগকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিলেন। সেই দিন হইতে চণ্ডালু গিরি প্রদেশস্থ সন্ন্যাসাশ্রমে কৃষ্ণভক্তির তরঙ্গ উঠিল। মধুর হরিনামে গিরিকন্দর সমূহ মুখরিত হইল। এই মনোরম পুণ্যস্থানটি মহারাজ জয়সিংহের অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি সন্ন্যাসীদিগের নিকট কোন কর লইতেন না।

ইহার পর প্রভু পদ্মকোট তীর্থে গমন করিলেন। এখানে অষ্টভূজা ভগবতী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রভু বহু স্তুতিনতি করিলেন। এই দেবীমন্দিরে বসিয়া প্রভু সর্ব্বলোককে তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। সহস্র সহস্র লোক আসিয়া প্রভুকে বেষ্টন করিয়া বসিল। প্রভুর উপদেশবাণী আকাশভেদ করিয়া স্বর্গে উঠিল। অষ্টভূজা দেবীপ্রতিমা যেন কাঁপিতে লাগিলেন। বালবৃদ্ধ যুবা সকলেই প্রভুর শ্রীমুখের হরিনামগানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে পদ্মগন্ধ বায়ু বহিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ প্রভুর শ্রীমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন (২)। কুলনারীবৃন্দও প্রভুর শ্রীঅঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবীমন্দিরে বৈকুণ্ঠের পতির আবির্ভাব হইয়াছে। দেবীর আজ আনন্দের অবধি নাই। এখানে শক্তি-উপাসক সকলেই বৈষ্ণব হইলেন। শ্রীগৌরভগবান এখানে কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন। এই আনন্দোৎসব দেখিতে একটি জন্মান্ধ বিপ্র আসিয়াছিলেন। প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে তাঁহার বড় সাধ হইল। রাত্রিতে দেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়াছেন, "অদ্য জগতপতি সন্ন্যাসীবেশে এখানে আসিবেন, তিনি তোমাকে চক্ষুদান করিবেন।" এই আসায় বুক বাঁধিয়া অন্ধ ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণকমলে শরণ লইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া দিব্যচক্ষু দান করিলেন। ভাগ্যবান্ জন্মান্ধ বিপ্র কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই অনিত্যদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন। প্রভু এই মহাভাগ্যবান্ বিপ্রের মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া হরিনামকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাকে স্বহস্তে সেই দেবীমন্দিরের আঙ্গিনায় মহাসমারোহে সমাধি দিলেন।

বাহু পাশরিয়া গোরা অন্ধে আলিঙ্গিল।
প্রভুর পরশে অন্ধ শিহরি উঠিল॥
বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র নয়ন মেলিয়া।
কৃতার্থ হইল অন্ধ প্রভুকে দেখিয়া॥
যেই দণ্ডে হেরিলেক মোর ধর্ম্মবীর।
অমনি পড়িল অন্ধ ত্যজিল শরীর।
হরিবোল বলি প্রভু অন্ধকে বেড়িয়া।
নাচিতে লাগিলা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া॥
অন্ধের সমাধি সেই আঙ্গিনাতে দিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পদ্মকোট তেয়াগিয়া॥ গোঃ করচা।

ইহার পর প্রভু ত্রিপাত্রনগরে আসিলেন। এখানে চণ্ডেশ্বর শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এখানে একজন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ। উহার নাম ভর্গদেব। প্রভু এই অন্ধ ভর্গদেব পণ্ডিতকে বিশেষভাবে কৃপা করিলেন। ভর্গদেব প্রভুর কৃপায় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর মদনমোহন

(১) আশ্চর্য্য মানিয়া তবে সুরেশ্বর ন্যাসী।
প্রভুর সহিতে নাচে প্রেমনীরে ভাসি॥ গোঃ কঃ

(২) চৈতন্য প্রভুর মুখে শুনি হরিধ্বনি।
চারিদিকে প্রতিধ্বনি হইল অমনি॥
বালক বালিকা যুবা ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভূজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিলা বহিতে।
সেইখানে পুষ্প বৃষ্টি হৈলা আচম্বিতে। গোঃ করচা।

রূপ দেখিলেন। তিনি প্রেমাবেগে কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর চরণ ধরিয়া নিবেদন করিলেন—

——-"শুন শুন চৈতন্য গোঁসাঞি।
বৃদ্ধ ব'লে কৃপা কর এই ভিক্ষা চাই॥
ভজন সাধন মুঞি কিছুই না জানি।
বিরক্ত সন্ন্যাসী বলি সদা অভিমানী॥
তার কাছে গিয়া প্রভু কর ভারিভুরি।
যে জন না বুঝিয়াছে লীলার চাতুরী॥
যে তোমারে না চিনেছে তার কাছে গিয়া।
ঝাথহ কোশলে নিজ রূপ লুকাইয়া।
বৃদ্ধ বলি চক্ষুদোষে দৃষ্টি মোর ঘোর।
সেই লাগি দেখিতেছি শ্যামল কিশোর॥
সোনার মতন বর্ণ তব লোকে বলে।
অভাগা হেরিছে কাল অদৃষ্টের ফলে॥ গোঃ কঃ

বৃদ্ধ ভার্গবের বড় ইচ্ছা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত তনু বেদোক্ত রুক্মাঙ্গপুরুষ পরম নারায়ণ শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। কিন্তু তিনি অন্ধ; অন্তদৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন না। তাই বহির্দৃষ্টির জন্য প্রভুর চরণে আর্ত্তিপূর্ব্বক কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন করিলেন,—

কৃপা করি দেহ প্রভু মোরে চক্ষুদান।
দয়া করি কর তুমি মোরে ভাগ্যবান॥
কৃপা করি যদি দেখা দিলে অধমেরে।
চরণ তুলিয়া দেহ মাথার উপরে॥ গোঃ কঃ

প্রভু দশনে জিহ্বা কাটিয়া দশ হাত দূরে পলায়ন করি-করিলেন। বহু ভাগ্যে শ্রীগৌরগোবিন্দ মূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়। প্রভু তাঁহাকে বাহ্যদৃষ্টি দিলেন না, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল। সাত দিন প্রভু এখানে রহিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিনামগান শ্রবণ করিয়া সর্ব্বলোক বৈষ্ণব হইল(১)। সে দেশ উদ্ধার করিয়া প্রভু পুনরায় এক গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। তাহার নাম ঝারিবন। পঞ্চাশৎ যোজন বিস্তৃত সেই প্রকাণ্ড বনস্থলী, প্রভু এক পক্ষ কালের মধ্যে পার হইলেন। তাহার পর শ্রীরঙ্গধাম। এখানে অতি সুন্দর নরসিংহ দেবের শ্রীবিগ্রহ আছেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন। নরসিংহ দেব দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিতেছেন। প্রভু এই শ্রীবিগ্রহ দর্শনে প্রেমানন্দে অধীর হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বলোক প্রভুর অদ্ভুত নৃত্যবিলাস দর্শন করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখে মধুর হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, হরিহরি ধ্বনি করিতে লাগিল। তাহার পর তিনি রামনাথ নগরে আসিলেন। এখানে রামেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। প্রভুর পথশ্রান্তি নাই। তিনি হরিনাম গানে মত্ত হইয়া পথে চলিয়াছেন। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছে। সর্ব্ব জীবকে উদ্ধার করিয়া প্রভু মনের আনন্দে পথে চলিতেছেন। তিন দিন পরে সাধ্বীবন নামক স্থানে এক মৌনী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিয়া প্রভু পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী (১) নদী তীরে উপস্থিত হইলেন। এক পক্ষ পরে মাঘী পূর্ণিমা (২) পবিত্র সলিলা তাম্রপর্ণী নদীতে মাঘীপূর্ণিমা দিবসে প্রভু স্নান করিতে বাসনা করিয়া সেখানে এক পক্ষ রহিলেন। পরে সমুদ্র পথ ধরিয়া কন্যাকুমারী প্রদেশাভিমুখে চলিলেন। পথে নয়ত্রিপদী তীর্থ দেখিলেন; চিয়ড়তালা তীর্থে

(১) সাতদিন করে প্রভু হরিসঙ্কীর্ত্তন।
হরিনামে মাতিয়া উঠিল সর্ব্বজন॥
সেই স্থানে বহু লোক বৈষ্ণব হইল।
কণ্ঠে সবে তুলসির মালা দুলাইল। গোঃ কঃ

(১) পাণ্ড্যদেশ=দাক্ষিণাত্যে কেরল ও চোল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। এখানে অনেকগুলি পাণ্ড্য উপাধিধারী রাজা মাদুরাতে ও রামেশ্বরে রাজ্য করেন।

তাম্রপর্ণী=তিনি ভেলিজেলার তাম্রপর্ণী নদী। ইহাকে পরুণৈ বলে। পশ্চিম ঘাট গিরি হইতে বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। "তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী" ভাগবত।

(২) সেই খানে এক পক্ষ অপেক্ষা করিয়া।
মাঘী পূর্ণিমার দিনে স্নান করি গিয়া॥
তাম্রপর্ণী পার হঞা সমুদ্রের ধারে।
চলিলা প্রভু কন্যাকুমারী দেখিবারে॥ গোঃ করচা

শ্রীরামলক্ষণের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর তিনি কাঞ্চী তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমভরে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। শ্রীমন্দিরে বসিয়া পাণ্ডাদিগের নিকট শ্রীভগবানের গজেন্দ্র-মোক্ষণ লীলাকথা শ্রবণ করিয়া বিপুল পুলকাঙ্গ হইলেন। পানাগড়ি তীর্থে যাইয়া তৎপরে সীতাপতি মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এখান হইতে চামতাপুর নামক এক গ্রামে আসিয়া শ্রীরামলক্ষণের মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। মলয় পর্ব্বতোপরি উঠিয়া প্রভু অগস্ত্য-বন্দনা করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে অভিভূত হইলেন। ইহার পর প্রভু কন্যাকুমারী তীর্থে যাইয়া সমুদ্র স্নান করিলেন। এই কন্যাকুমারী হইতে প্রভু পুনরায় ফিরিলেন। পার্ব্বতীয় পথে একেবারে মল্লারদেশে (মালাবারে) আসিয়া পৌঁছিলেন। এই মল্লারনগরের একপ্রান্তে বেতাপানীনামক মঠে বহু বামাচারী সন্ন্যাসীদিগের বাস। কামিনীকাঞ্চন ভজনে এবং লোকপ্রতারণায় তাহারা নিরত। ইহাদিগকে সে প্রদেশে ভট্টমারী বলে (১)। প্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে একটী সরল বিপ্রকে দিয়াছিলেন,—তাঁহার নাম কৃষ্ণদাস, তিনি এখানে আসিয়া এই বামাচারী কপট সন্ন্যাসীদিগের কুমন্ত্রনায় প্রলুব্ধ হইলেন। স্ত্রীলোকের লোভ দেখাইয়া এই সরল বিপ্রকে ভট্টমারীগণ ভুলাইয়া নিজগৃহে লইয়া গেল (২)। সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল প্রভু ইহা জানিয়া এই বামাচারী সন্ন্যাসীদিগের গৃহে নিজ ভৃত্যটিকে অনুসন্ধান করিতে আসিলেন। প্রভু ভট্টমারীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

"আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে।
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ তুমিহ সন্ন্যাসী।"
মোরে দুঃখ দেহ তোমার ন্যায় নাহি বাসি॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর এই কথা শুনিয়া ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল। প্রভুর বৈষ্ণবীমায়ায় অভিভূত হইয়া তাহারা আপনার অস্ত্রে আপনারা কাটাকাটি করিয়া মরিল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। এইভাবে তাহারা ভয়ে অনেকে পলায়ন করিল। ভট্টমারীদিগের গৃহে ক্রন্দনের মহারোল উঠিল। এই অবসরে ভক্তবৎসল প্রভু নিজভৃত্য কৃষ্ণদাসকে কেশে ধরিয়া এই নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া চলিলেন।

"কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন"।

এই লীলারঙ্গটির দ্বারা শ্রীগৌরভগবান দেখাইলেন যে সম্প্রদায়ের উচ্চাধিকারী বিরক্ত বৈষ্ণবও কামিণীকাঞ্চনের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। কামিনিকাঞ্চনের সংস্রবে শাস্ত্রজ্ঞ ও সৎসঙ্গী মহত ব্যক্তিরও পতন হয়। স্বয়ং ভগবান কৃপা করিয়া কেশে ধরিয়া তাঁহার ভক্তগণকে উদ্ধার না করিলে তাঁহাদের আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এ স্থলে পরম বৈষ্ণব প্রভুভক্ত কৃষ্ণদাস সাক্ষাৎ শ্রীগৌরভগবানের সঙ্গলাভেও কুসঙ্গে পড়িয়া কামিনীকাঞ্চনের লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভক্তবৎসল প্রভু কিন্তু তাই বলিয়া নিজ দাসকে বর্জ্জন করিলেন না। তাঁহাকে কেশে ধরিয়া নরককুণ্ড হইতে স্বহস্তে তুলিলেন এবং এই লীলা দ্বারা জগজ্জীবকে দেখাইলেন, তাঁহার কৃপায় কাহারও বঞ্চিত হইবার কোন কারণ নাই। প্রভু ছোট হরিদাসের প্রতি যেরূপ কঠোর আদেশ করিয়াছিলেন; তাঁহার

---

(১) ভট্টমারি=ভাষায় কোন কোন দেশে ইহাদিগকে ভাট্টওয়ারী বলে। ইহাদের বাসস্থানের নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহারা যেখানে যখন থাকে শিবিরে বাস করে। স্ত্রীপুত্র সঙ্গে থাকে। বাহিরে ইহাদের সন্ন্যাসীর বেশ, চৌর্য্য প্রতারণা ইহাদের ব্যবসা। স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইয়া শিবিরে রাখে। অপর লোককে এই সকল স্ত্রীলোক দেখাইয়া ভুলাইয়া ইহাদের দল বৃদ্ধি করে। আমাদের দেশে যেমন বেদের টোল, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তেমনি ভট্টওয়ারীর শিরকি।

(২) গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারী সহিত তাঁর হৈল দরশন॥
স্ত্রীধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল॥
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে॥ চৈঃ চঃ

অপরাধের সহিত তুলনা করিলে কৃষ্ণদাসের অপরাধ যে অতিশয় গুরুতর, তাহা কৃপাময় পাঠকবৃন্দ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু দণ্ড বিধানের এই বৈষম্য দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন শ্রীভগবানের বিচার নিরপেক্ষ নহে। কৃষ্ণদাসের যে দণ্ড হইল, তাহা কৃষ্ণ দাসই বুঝিলেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডও ভাল ছিল। যদিও এক্ষণে প্রভু তাঁহাকে কিছু বলিলেন না, শ্রীনীলাচল ধামে ফিরিয়া যাইয়া প্রভু একথা শ্রীনিতাইচাঁদের নিকট প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণদাসকে মরমে মারিয়াছিলেন এবং কৃপা করিয়া তাঁহাকে এরূপ উচ্চ সেবাধিকার দিয়াছিলেন, যাহা অন্য কাহাকেও তিনি দেন নাই। প্রভু কৃষ্ণদাসকে শ্রীনবদ্বীপে শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া নীলাচল হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। সে সকল লীলাকথা যথা স্থানে বলিব।

বেতপানী হইতে প্রভু সেই দিনই পয়স্বিনী নদী তীরে আসিয়া স্নান করিয়া আদিকেশব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। এই আদি কেশবের শ্রীমন্দিরে প্রভু ব্রহ্মসংহিতা পাঠ শুনিয়া এই প্রাচীন সিদ্ধান্তপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থখানি নকল করাইয়া লইলেন। এই গ্রন্থরত্ন খানি পাইয়া প্রভুর আর আনন্দের সীমা রহিল না। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নাহি ব্রহ্মসংহিতা সমান।
গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতি সার॥

শ্রীগৌর ভগবান স্বয়ং এই শ্রীগ্রন্থখানি বহুযত্নে নকল করাইয়া বঙ্গদেশে অনিয়ন করিয়া স্বরূপ দামোদর গোস্বামীকে দিয়াছেন। (১)

এখান হইতে প্রভু পদ্মনাভতীর্থে আসিয়া পদ্মনাভ শ্রীজনার্দ্দনমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া দুই দিন নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। তাহার পরে পয়োষ্ণী তীর্থে আসিয়া শঙ্করনারায়ন দর্শন করিলেন। পরে শঙ্করাচার্য্যের সিংহারি মঠে আসিলেন। এখানে মায়াবাদী বহু সন্ন্যাসীকে বৈষ্ণব করিয়া সাঁতন পর্ব্বত দিয়া প্রভু ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গমন করিলেন।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য স্বাধীন রাজ্য। রাজা রুদ্রপতি এই রাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার প্রতাপে সকলেই সশঙ্কিত। তিনি কিন্তু পরম ভগবদ্ভক্ত। ত্রিবাঙ্কুর নগর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ জনপদ। এই নগরীর প্রান্তভাগে নদীয়ার অবতার একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন—

সন্ধ্যাকালে আসিলাম ত্রিবাঙ্ক নগরে।
বৃক্ষতলে বসে প্রভু প্রফুল্ল অন্তরে॥

কনককান্তিবিশিষ্ট পরম জ্যোতির্ম্ময় সুবলিত দেহ, দীর্ঘাকার প্রফুল্লবদন দেবমূর্ত্তি এক নবীন সন্ন্যাসী সন্ধাকালে নগরের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া মধুর হরিনাম গান করিতেছেন, ইহা দেখিয়া নগরের বাল বৃদ্ধ যুবা সকলে আসিয়া একত্রিত হইল। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইল। তাহারা নগরে ফিরিয়া যাইয়া সেই রাত্রিতেই সর্ব্বত্র প্রভুর শুভাগমন সংবাদ প্রচার করিল। প্রভু সে রাত্রিতে বৃক্ষতলেই অতিবাহিত করিলেন। সৌভাগ্যবান একজন গ্রাম্য লোক তাহাকে আটা ভিক্ষা আনিয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দদাস প্রভুর সঙ্গে আছেন। পরদিন প্রভাতে ত্রিবাঙ্কুর সহরের সমস্ত লোক দলে দলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ধন্য হইল। সকলেই প্রভুর অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল "এমন রূপের

(১) ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় মাত্র প্রভু নকল করাইয়া আনাইয়া ছিলেন। সমগ্র গ্রন্থ আনেন নাই। এই অধ্যায়ে অচিন্ত্য ভেদাভেদস্থিতি, অভ্যাস, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র, আত্মা, আত্মারাম, কর্ম্ম, কামগায়ত্রী, কামবীজ, কারণাব্ধিশায়ী, কৃষ্ণধামের চিদ্বিশেষ, গণেষ, গর্ভোদকশায়ী, গায়ত্র্যুৎপত্তি, গোকুল, গোলোক, গোবিন্দরূপ, স্বরূপতত্ত্ব, ধাম, জীবতত্ত্ব, জীবের প্রাপ্যস্বরূপ, প্রেম, দুর্গা, তপ, পঞ্চভূত, ব্রহ্ম, ব্রহ্মার দীক্ষা, ভক্তি, চক্ষু, মন, মহাবিষ্ণু, যোগনিদ্রা, রমা, রাগমার্গীয় ভক্ত, রামাদি অবতার, লিঙ্গাদি শব্দ তাৎপর্য্য, বদ্ধ জীব, তাহার সাধন, বিষ্ণুতত্ত্ব, শম্ভু, শ্রুতি, স্বকীয়, পারকীয়, সদাচার সূর্য্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ত কখন দেখি নাই"। সকলেই যোড়হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রভু বৃক্ষতলে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় হরিনাম জপ করিতেছেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গে কদম্ব-কেশরের মত পুলকাবলী দৃষ্ট হইতেছে, তাঁহার কনক-কেতকী সদৃশ দুই নয়নের কোনে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ অপূর্ব্ব প্রেমিক নবীন সন্ন্যাসী দেখিয়া কে না করযোড়ে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়া থাকিতে পারে? প্রভু কিন্তু ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় বসিয়া আছেন,—নয়ন মেলিয়া কাহারও প্রতি চাহিতেছেনও না।

হরিনাম করে গোরা মুদ্রিত নয়ন।
দাঁড়াইয়া স্তব করে সবে শুদ্ধ মন॥
বসিয়া আছেন প্রভু অঙ্গ নাহি নড়ে।
নয়নের কোন বহি অশ্রুধারা পড়ে॥
রোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে।
ভাব দেখি গ্রাম্য লোক কত স্তব করে॥
কেহ বোলে মোর গৃহে চলহ সন্ন্যাসী।
কেহ বোলে তোমারে দেখিতে ভালবাসি॥
কেহ কেহ ফলমূল আনিয়া যোগায়।
নয়ন খুলিয়া মোর প্রভু নাহি চায়। গোঃ করচাঃ

ইহার মধ্যে একজন অতি বৃদ্ধ অতি কষ্টে যষ্টি হস্তে ধরিয়া সেই লোকের ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে অতিশয় ভক্তিসহকারে অপর একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাগা। সন্ন্যাসীঠাকুর কোথায়? তিনি কি একবার আমাকে দর্শন দিবেন না?" ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের আর্ত্তি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার জপ ভঙ্গ হইল, তিনি তাড়াতাড়ি বৃক্ষতল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধের নিকটে আসিয়া তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন (১)।

(১) একজন বৃদ্ধ আসি কহে ভক্তিভরে।
কোথায় সন্ন্যাসী আছে দেখাও আমারে॥
তাহার আগ্রহ দেখি মোর গোরারায়।
তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার কাছে যায়॥ গোঃ কঃ

দয়ানিধি প্রভু স্বহস্তে এই বৃদ্ধের নিকট ফলমূল আটা ভিক্ষা করিলেন।

প্রভুর শুভাগমন-বার্ত্তা, রাজা রুদ্রপতির কর্ণে গেল। তিনি স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু রাজা। সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি-পালক। তিনি আগ্রহ করিয়া প্রভুকে নিজ-রাজভবনে লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তাঁহার লোক আসিয়া প্রভুকে রাজাদেশ জ্ঞাপন করিল। প্রভু হাসিয়া কহিলেন, 'বিষয়ীর নিকট আমি যাই না, বিষয়ীর দান আমি গ্রহণ করি না। রাজদূত তবুও প্রভুকে লোভ দেখাইতে ছাড়িল না।

রাজদূত আসি বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর।
কেন নাহি যাবে, পাবে সম্পত্তি প্রচুর।
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যাহা তুমি চাবে।
তথা তুমি অনায়াসে সেই ধন পাবে॥ গোঃ কঃ

প্রভু পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, "যাহারা বিষয়ের কীট তাহারাই ধনে অভিলাষ করে,—আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী,—ধনে আমার প্রয়োজন কি?" রাজদূত রাজা রুদ্রপতির নিকট যাইয়া প্রভুর বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিল। তিনি রাজাকে নরকের কীট বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন ইত্যাদি অতিরঞ্জিত মিথ্যাকথা বলিলেন। রাজা রুদ্রপতি ভক্তিমান্, সাধু-সন্ন্যাসীপ্রিয়। তিনি দূতের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না। এই নবীন সন্ন্যাসীটিকে দেখিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল। তিনি দূতকে বিদায় দিয়া স্বয়ং সাধুদর্শনে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে হস্তী অশ্ব পদাতিক প্রভৃতি সকলে চলিল। রাজা রুদ্রপতি নগরের মধ্য দিয়া প্রভুর নিকট সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূরে রাজসজ্জা রাখিয়া আসিলেন। ভাবনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমাবিষ্টভাবময় মধুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া রাজা রুদ্রপতি আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন,—

"দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার।
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে॥
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে॥" গোঃ কঃ চাঃ

রাজার দৈন্য দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন। তিনি রাজার হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন। তাঁহার নিকটে বসাইয়া তাঁহাকে মধুর বচনে কহিলেন—

————"রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান্।
ভাগবত জান তুমি কি কহিব আন॥
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তুমি বড় জ্ঞানী।
রাধাকৃষ্ণ বিনা আমি কিছুই না জানি॥" গোঃ কঃ

প্রভুর শ্রীমুখে "রাধা কৃষ্ণ" এই দুইটি নাম আসিবামাত্র তাঁহার কমলনয়নদ্বয়ে পিচ্‌কারী দিয়া যেন প্রেমাশ্রুধারা ছুটিতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সার্দ্ধ চতুর্হস্ত পরিমিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহযষ্টিখানি টলটলায়মান হইল। তিনি প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আজানুলম্বিত সুবলিত বাহুযুগল উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া মধুর নয়নরঞ্জন নৃত্য আরম্ভ করিলেন। হুঙ্কার গর্জ্জন করিয়া ঘনঘন উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে প্রেমানন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। আর সেই সোনার অঙ্গ আছাড়িয়া আছাড়িয়া ভুমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। লোকে দেখিতেছে যেন তাঁহার শ্রীঅঙ্গখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাজা রুদ্রপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি ছুটিয়া গিয়া প্রভুকে ক্রোড়ে তুলিলেন। প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শে রাজার সর্ব্বাঙ্গ পুলকপূর্ণ হইল। তিনিও প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারও নয়নদ্বয়ে দরদরিত প্রেমাশ্রুধারা বিগলিত হইল। উভয়ের অঙ্গ ধুলায় ধূসরিত হইল। রাজার এইরূপ প্রেমোন্মত্তভাব দেখিয়া প্রভু আনন্দে গদগদ হইয়া তাঁহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিলেন। তাঁহাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন,—

দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥

প্রভু প্রেমাবেশে গদগদ ভাবে রাজাকে বলিলেন,—

হরিনামে যার চক্ষে বহে অশ্রুধারা।
সেইজন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিও নিশ্চয়॥ গোঃ কঃ

প্রভুর এইকথা শুনিয়া রাজা রুদ্রপতি মনে বড় লজ্জা পাইলেন। তিনি প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া আকুল-ভাবে কান্দিতে লাগিলেন। দয়ানিধি প্রভু তাঁহাকে পুনরায় প্রেমালিঙ্গনদানে কৃতার্থ করিয়া বিদায় দিলেন। রাজা গৃহে ফিরিয়া যাইয়া প্রভুর ভিক্ষার জন্য নানাবিধ ফলমূল তাঁহার লোক দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন। করুণাময় শ্রীগৌরভগবান ভক্ত রাজা রুদ্রপতির ভক্তি-উপচার গ্রহণ করিলেন। প্রভু একদিন একরাত্রি ত্রিবাঙ্কুর নগরে ছিলেন। তাহাতেই সর্ব্ব ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে হরিনাম প্রচার হইল। প্রভুর শ্রীমুখে হরিনামামৃত পান করিয়া বহুলোক কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব হইল। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যমধ্যে রামগিরিনামক পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী সুরম্য স্থান আছে। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র জানকীসহ এখানে তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। এই পরম পবিত্র স্থানের মহিমা অতি আশ্চর্য্য। প্রভু এই পুণ্যস্থান দর্শন করিতে পর্ব্বতে উঠিলেন। রাজা রুদ্রপতি প্রভুর সঙ্গে অনেক লোক দিলেন। পর্ব্বতের উপরিভাগে বিস্তীর্ণ বনভূমি। এক পক্ষ কাল প্রভু এই সুরম্য পর্ব্বতের বনভূমিতে বাস করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য ত্যাগ করিলেন। রাজা রুদ্রপতি প্রভুর সঙ্গে বহুদূর চলিলেন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু আমার আর তাঁহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না।

ইহার পর প্রভু মৎস্যতীর্থে আসিলেন। সেখান হইতে নাগ পঞ্চনদী, চিতোল প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতে আসিয়া স্নান করিলেন। তৎপরে প্রভু মধ্বাচার্য্য আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই আশ্রমে বহু দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী থাকেন। তাঁহাদিগকে তত্ত্ববাদী কহে। ইঁহারা অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদিগের মুখ দেখিলে সবস্ত্রে স্নান করেন। এই তীর্থাশ্রমে উড়ুপ কৃষ্ণ এবং গোপালকৃষ্ণের মূর্ত্তি আছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য মুনি

(১) স্বপ্নাদেশে এই কৃষ্ণমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে দ্বারকা হইতে এক বণিক নৌকা করিয়া গোপীচন্দন আনিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার নৌকা জলমগ্ন হয়। পরে শ্রীমধ্বাচার্য্য মুনি স্বপ্নাদেশ পাইয়া সেই জলমগ্ন নৌকা তুলিয়া গোপীচন্দন মধ্য হইতে পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তত্ত্ববাদীগণ সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করেন (২)। প্রভু এই অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। সেবাইত তত্ত্ববাদীগণ প্রথমে প্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসীজ্ঞানে ভাল করিয়া সম্ভাষণ করিলেন না। তাঁহার অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তিভাব দেখিয়া তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া সেখানে রাখিলেন। এই তত্ত্ববাদীদিগের অন্তরের গর্ব্ব জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহাদিগের আচার্য্যগুরুর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে আরম্ভ করিলেন। অতি দীনভাবে প্রভু তাঁহাদিগের আচার্য্যগুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥ চৈঃ চঃ

তত্ত্ববাদী আচার্য্যগুরু শাস্ত্রতত্ত্বপ্রবীণ এবং বুদ্ধিমান। তিনি প্রভুকে বুঝাইলেন—

———"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র-নিরূপণ" ॥ চৈঃ চঃ

চতুরচূড়ামণি প্রভু সুযোগ বুঝিয়া আচার্য্যগুরুকে প্রকৃত সাধ্যসাধনতত্ত্ব উপদেশ দিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রভু কহে "শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা পরম ফলের সাধন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ, পুরুষার্থ সীমা॥
কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মনিন্দা সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেম ভক্তি কভু নহে॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥
কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥

---

(১) শ্রীমধ্বাচার্য্য।=দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে কানারা। দক্ষিণ কানারা জিলার প্রধান নগর মাঙ্গলোর, তাহার উত্তরে উড়ুপী। এই উড়ুপী গ্রামে পাজকা ক্ষেত্রে শিবাল্লী বিপ্রকুলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে শ্রীমধ্বাচার্য্য মুনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে মধ্বাচার্য্য বাসুদেব নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহুবিধ অলৌকিক বাল্যলীলা কাহিনী বর্ণিত আছে। পঞ্চম বর্ষে তিনি উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। মহা-ভারত-কথিত মণিমান নামক অসুর সর্পাকার লাভ করিয়া নেয়াম্পাল্লী গ্রামে বাস করিত। উপনয়নের পর বাসুদেব পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই সর্পের সংহার করেন। পিতার সম্পূর্ণ অসম্মতিতে তিনি অচ্যুত প্রেক্ষের নিকট দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হয় পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ দেশের নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন। তাৎকালিক শৃঙ্গেরী মঠাধিপতি বিদ্যাশঙ্করা-চার্য্যের সহিত তাঁহার বিচারযুদ্ধ হয়। এই বিচারযুদ্ধে শ্রীমধ্বাচার্য্য বিজয়ী হন। তাহার পর তিনি সত্যতীর্থ নামক এক যতিরাজের সহিত বদরিকাশ্রম গমন করেন। এইস্থানে শ্রীব্যাসদেবের নিকট অল্পকালমধ্যে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বদরিকাশ্রম হইতে আনন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শ্রীমধ্বের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয়। যতিরাজ সত্যতীর্থ ইহা লিখিয়া দেন। তাহার পর তিনি গোদাবরী প্রদেশে গঞ্জামে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত শোভন ভট্ট ও স্বামীশাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয়ের সহিত মিলন হয়। উঁহারাই শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ের পরম্পরায় পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরিতীর্থ নাম প্রাপ্ত হন। তিনি অশীতবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে ঐতরেয় উপনিষদভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

(২) মধ্বাচার্য্য স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী।
উড়ুপকৃষ্ণ স্বরূপ দেখি হৈলা প্রেমোন্মাদী॥
নর্ত্তক গোপালকৃষ্ণ পরম মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে॥
গোপীচন্দন ভিতর আছিল ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য সেই কৃষ্ণ পাইল কোন মতে॥
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিল স্থাপন।
অদ্যাপি তাঁর সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ॥ চৈঃ চঃ

এই ত বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া আমা করহ বঞ্চন॥"

প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তাঁহার এই মতের পোষকতার জন্য বহু শ্লোক(১) আবৃত্তি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তত্ত্ববাদী আচার্য্যগুরু প্রভুর অপূর্ব্ব বৈষ্ণবতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, তাঁহার বৈষ্ণবশাস্ত্রে গভীর তত্ত্বজ্ঞান দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। প্রভু পুনশ্চ কহিলেন—

————"কর্ম্মী জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি এই দুই চিহ্ন॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়।
সত্যবিগ্রহ করি ঈশ্বরে করহ নিশ্চয়॥" চৈঃ চঃ

তত্ত্ববাদী আচার্য্যগুরু সেই হইতে প্রভুর মত অবলম্বন করিলেন। দর্পহারী শ্রীগৌরভগবান এইরূপে তত্ত্ববাদীদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া সেখান হইতে ফল্গুতীর্থে আসিলেন। পথে ত্রিতকূপ ও বিশালার তীর্থ দর্শন করিয়া পঞ্চাপ্সরা তীর্থে (১) উপস্থিত হইলেন। সেখানে গোকর্ণ শিবলিঙ্গ আছেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়া আর্য্যা দ্বৈপায়নী হইয়া সূর্পারক তীর্থে আসিলেন। তাহার পরে কোলাপুরে (২) আসিয়া লক্ষ্মীদেবী, ক্ষীর ভগবতী, লাঙ্গা গণেশ, চোরা ভগবতী প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

অতঃপর প্রভু পুনা নগরের নিকট পাণ্ডুপুর (৩) তীর্থে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে বিঠ্ঠলদেবের শ্রীমন্দির আছে। প্রভু শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া বহুক্ষণ শ্রীমন্দিরে প্রেমাবেশে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। একটি ভাগ্যবান বিপ্র তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া যাইয়া ভিক্ষা করাইলেন। এখানে প্রভু শুনিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী গোসাঞির শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী অন্য এক বিপ্রগৃহে অবস্থান করিতেছেন। এই শুভ সংবাদে প্রভুর মন প্রেমানন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রগৃহে যাইয়া শ্রীপাদ রঙ্গপুরী গোসাঞির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। প্রেমাবেশে আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রভু তাঁহাকে বহু দণ্ডপরণাম করিলেন। পুরী গোসাঞি প্রভুর অপরূপ রূপকান্তি দেখিয়া এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রেমচিহ্ন অপূর্ব্ব পুলকাবলী,

---

(১) শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণং।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥ ভাগবত।

(২) এবং ব্রত স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদ বন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ঐ

(৩) আজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌দোষান্‌ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ গীতা

(৪) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যমামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ঐ

(৫) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভাগবত

(৬) সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণতি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ঐ

(৭) নারায়ণ পরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ ন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গ নরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ভাগবত

(১) পঞ্চাপ্সরাতীর্থ—শাতকর্ণি মতান্তরে অচ্যুত ঋষির তপস্যাভঙ্গোদ্দেশে ইন্দ্রপ্রেরিত লতা, বুদ্‌বুদা, সমীচী, সৌরভেয়ী, ও বর্গীনাম্নী পঞ্চাপ্সরা অভিশপ্তা হইয়া কুম্ভীররূপে সরোবরে বাস করে; রামচন্দ্র এই সরোবর দর্শন করেন। নারদবাক্যে জানা যায় যে অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া কুম্ভীর যোনি হইতে অপ্সরা পাঁচটিকে মোচন করেন। এই জন্য এই সরোবরে তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

(২) কোলাপুর=বোম্বাই প্রদেশের দেশীয় রাজ্য। উত্তরে সাতারা, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বেলগাঁও, পশ্চিমে রত্নগিরি। এখানে উর্ণা নদী আছে।

(৩) পাণ্ডবপুর=বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জিলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। এখানে বিঠ্ঠলদেব ঠাকুর আছেন। তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এই নগর ভীমা নদীতীরে অবস্থিত। পঞ্চদশশক শতাব্দীতে এখানে তুকারাম নামে বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। তুকারাম কৃত অভঙ্গে তিনি স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তুকারাম মহারাষ্ট্রদিগের গুরু। তিনি সে প্রদেশে মৃদঙ্গ বাদ্যের সহিত কীর্ত্তনের প্রচার করেন।

নয়নে পুলকাশ্রুধারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ, নিশ্চয় তুমি আমার শ্রীগুরু গোসাঞিজির সম্বন্ধ রাখ। তাঁহার কৃপা ভিন্ন এমত প্রেমভাব অন্যত্র সম্ভবে না" (১)। এই বলিয়া তিনি প্রেমোন্মত্ত প্রভুর হস্তধারণ করিয়া উঠাইয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। দুই জনে গলাগলি করিয়া বহুক্ষণ প্রেমভরে ক্রন্দন করিলেন। উভয়ের প্রেমাশ্রুনীরে উভয়ের অঙ্গ সিক্ত হইল (২)। প্রভু তখন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রীপাদ রঙ্গপুরী গোসাঞিকে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোসাঞির সম্বন্ধ জানাইলেন। পুরী গোসাঞি এবং প্রভু একত্রে পাঁচ সাত দিন দিবানিশি কৃষ্ণকথারঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। সন্ন্যাসীদিগের পূর্ব্বাশ্রমের কথা জিজ্ঞাসা করিতে নাই; কিন্তু শ্রীরঙ্গপুরী গোসাঞি কৌতুক করিয়া একদিন প্রভুকে তাঁহার জন্মস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভুও কৌতুক করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীধাম নবদ্বীপের নাম করিলেন। নবদ্বীপের নাম করিতেই পুরী গোসাঞির নবদ্বীপের কথা মনে পড়িল। কারণ তিনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত পূর্ব্বে একবার নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে প্রভুকে একথা কহিলেন; আরও বলিলেন—

জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহা পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয় তেঁহ যেন জগন্মাতা॥
রন্ধনে নিপুণা নাহি তা সম ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করায় সন্ন্যাসী ভোজনে॥
তাঁর এক পুত্র যোগ্য করিয়া সন্ন্যাস।
শঙ্করারণ্য নাম তার অল্প বয়স॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্ত হৈলা।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিলা॥ চৈঃ চঃ

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু নীরবে সকলি শুনিলেন। কিছুক্ষণ তিনি নিস্তব্ধভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। পরে ছলছল প্রেমাশ্রুনয়নে পুরী গোসাঞিকে কহিলেন—

———পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র মোর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা॥ চৈঃ চঃ

প্রভুর মনে পূর্ব্বস্মৃতির উদয় হইয়াছে,—ভ্রাতৃশোক জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে তাঁহার নয়নজলে বক্ষ ভাসিয়া গেল। স্নেহময়ী জননীর কথা মনে পড়িল, গৃহস্থাশ্রমের কথা স্মরণ হইল, আর মনে পড়িল সেই নবদ্বীপময়ী নববালা বিরহিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কথা। সে সকল মনব্যথা প্রভু মনে চাপিয়া রাখিয়া পুরী গোসাঞির সহিত অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ রঙ্গপুরী গোসাঞি যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন প্রভু নিতান্ত বালক। তাঁহার কথা পুরীগোসাঞির মনে নাই। তিনি প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গের প্রতি বিস্ময়ের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রভুর পরিচয় পাইয়া তিনি পরমানন্দ লাভ করিলেন। প্রভুকে তিনি তাঁহার পূজ্যপাদ অগ্রজের সিদ্ধি প্রাপ্তির স্থান দর্শন করাইলেন। প্রভু প্রেমাবেশে সেখানে যে অদ্ভুত প্রেমনৃত্য করিলেন এবং অপূর্ব্ব হরিসংকীর্ত্তন করিলেন তাহা দেখিয়া পাণ্ডুপুর তীর্থবাসী সর্ব্ব লোক বিস্মিত হইলেন। কৃপাসিন্ধু প্রভুর প্রেমসিন্ধু সেখানে একেবারে উথলিয়া উঠিল। তিনি প্রেম ক্রন্দনে দেশ ভাসাইলেন। ভবরোগের পরমৌষধি হরিনামামৃতদানে প্রভু সে দেশবাসী সর্ব্ব লোককে উদ্ধার করিলেন। সেখান হইতে শ্রীরঙ্গপুরী গোসাঞি দ্বারকা যাত্রা করিলেন। যে ভাগ্যবান বিপ্রগৃহে শ্রীরঙ্গপুরী ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর মিলন হইল, সেই বিপ্র প্রভুকে তাঁহার গৃহে আরও চারিদিন রাখিলেন। প্রভু এখানে যে কয় দিন ছিলেন, তিনি নিত্য ভীমরথি নদীস্নান করিয়া শ্রীবিঠ্ঠল দেব দর্শন করিতেন।

ইহার পর প্রভু কৃষ্ণবেন্না (১) নদী তীরে নানা তীর্থ

(১) দেখিয়া বিস্মিত হইল শ্রীরঙ্গপুরীর মন।
উঠ উঠ শ্রীপাদ বলি বলিল বচন॥
শ্রীপাদ ধরহ আমার গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাঁহা বিনা অন্যত্র নাহি প্রেমার গন্ধ॥ চৈঃ চঃ

(২) এত বলি প্রভুকে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন॥ ঐ

(১) কৃষ্ণবেন্না=মহাবলেশ্বর সহ্যাদ্রি গিরি হইতে কৃষ্ণাধারাদ্বয়ের উৎপত্তি। এই কৃষ্ণবেন্না নদীতীরেই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বসতি ছিল।

দর্শন করিয়া একটী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বহু বিপ্রের বাস, সকলেই পরম বৈষ্ণব। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। প্রভু একটি দেবমন্দিরে যাইয়া বসিলেন। সেখানে কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগ্রন্থ পাঠ হইতেছিল। প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া পাঠ শুনিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক রসাত্মিকা শ্রীগ্রন্থ। প্রভু পাঠ শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইলেন। তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। তিনি অতিশয় আগ্রহ সহকারে সেখানে বসিয়া সেই পুঁথি নকল করাইয়া লইলেন (১)। প্রভুর সঙ্গী বিপ্র কৃষ্ণদাস এই পুঁথি ও ব্রহ্মসংহিতা নকল করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

কর্ণামৃত সম কভু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥

প্রভু ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগ্রন্থদ্বয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত চিত্তে সঙ্গে লইলেন। প্রভু পুনরায় প্রেমানন্দে পথে চলিয়াছেন, প্রেমাবেশে তাঁহার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। তাপ্তী নদী স্নান করিয়া তিনি মাহিষ্মতীপুরে (২) আসিলেন। পরে নর্ম্মদা নদীর তীরে তীরে নানা তীর্থ স্থান দর্শন করিয়া ধনু তীর্থে আসিয়া পৌছিলেন। সেখান হইতে চণ্ডপুর নগরে ঈশ্বর ভারতী নামক এক জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীকে কৃপা করিয়া প্রেমদান করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন "কৃষ্ণদাস"।

প্রভু বোলে কৃষ্ণে তুমি করহ বিশ্বাস।
আজি হৈতে নাম তব হৈল কৃষ্ণদাস॥ গোঃ কঃ

ইহার পর প্রভু দুই দিন দুর্গম বনপথে চলিলেন। পরে একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে অতিথিসেবাপরায়ণ এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর গৃহে যাইয়া দর্শন দানে তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। এই বিপ্র পরিবার অতিশয় দরিদ্র। প্রভুকে বসিবার আসন দিতে না পারিয়া দুঃখিত হওয়ায় ভক্তিমতি ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে কহিলেন "তুমি মাথা পাতিয়া দাও। দেখিতেছ না এই অতিথির অঙ্গে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ইঁহার চরণে তুলসী দিয়া পূজা কর (১)। এই পরম সৌভাগ্যবান ব্রাহ্মণের গৃহে প্রভু প্রেমাবেশে,—

"হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম হরে রাম হরে হরে॥"

এই হরিনাম মহামন্ত্র সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিলেন। সেই গ্রামের সর্ব্বলোক প্রভুর শ্রীমুখে মধুর হরিনাম শুনিয়া প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইল। প্রাতঃকালে প্রভু সেস্থান হইতে যাত্রা করিয়া ঋষ্যমুখ পর্ব্বত দিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে প্রভু একটী ঐশ্বর্য্য লীলারঙ্গ দেখাইলেন। শাপগ্রস্ত সাত জন গন্ধর্ব্ব এই স্থানে তালবৃক্ষ রূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দণ্ডকারণ্যবাসী সপ্ততাল বলিত। প্রভু তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দানে শাপমুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইলেন। সে স্থান শূন্য পড়িয়া রহিল। সর্ব্বলোকে স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া প্রভুকে সাক্ষাৎ রামাবতার বলিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইল (২)।

(১) তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেম্বাতীর।
নানাতীর্থ দেখে তাঁহা দেবতা মন্দির॥
ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত।
বৈষ্ণব সকলে পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত॥
কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া নিল॥ চৈঃ চঃ

(২) কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের স্থান। "ততো রত্নান্যুপাদায় পুরীং মাহিষ্মতীং যযৌ"। মহাভারত

(১) আসন নাহিক মোর কি দিব বসিতে।
ব্রাহ্মণী বলিলা বিপ্র মাথা দাও পেতে॥
বিদ্যুত খেলিছে দেখ অতিথির গায়।
তুলসী আনিয়া দেহ অতিথির পায়॥ গোঃ কঃ

(২) সপ্ততাল বৃক্ষ তাঁহা কানন ভিতর।
অতি বৃদ্ধ অতিস্থূল অতি উচ্চতর॥
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল বৈকুণ্ঠে চলিল॥

প্রভু এক্ষণে নীলগিরি প্রদেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতেছেন। নীলগিরির নিকট কান্তারী নামক এক গ্রামে বহু সন্ন্যাসীকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া গুর্জ্জরী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে অগস্ত্যকুণ্ড আছেন। প্রভু তাহাতে স্নান করিলেন। কুণ্ডতীরে বসিয়া প্রভু মধুর হরিনামের কীর্ত্তনতরঙ্গে সমগ্র নগর ভাসাইলেন। গুজ্জরী নগর বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদ। বহু লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিল। এই স্থানে প্রেমময় প্রভু প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমের উৎস খুলিলেন। সর্ব্বলোক হরিনামামৃত পানে মত্ত হইয়া প্রভুর সহিত আনন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। এখানে অর্জ্জুন নামে এক মহা তত্ত্ববাদী জ্ঞানমার্গী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে প্রভু বিচারে পরাস্ত করিয়া কৃপা করিলেন।

বেদান্তের সূক্ষ্ম কথা তুলি গোরা রায়।
তন্ন তন্ন করি সব অর্জ্জুনে বুঝায়॥ গোঃ কঃ

গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন,—

উপদেশে এই দেশ মাতাইলা প্রভু।
এমন প্রভাব মুঞি দেখি নাই কভু॥
কখন তামিল বুলি বলে গোরা রায়।
কভু বা সংস্কৃত বলি শ্রোতারে মাতায়॥

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে সে প্রদেশের সর্ব্বলোক বৈষ্ণব হইল।

প্রভু গুর্জ্জরী নগর হইতে বিজাপুর পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া সহ্যকুলাচল ও মহেন্দ্র মলয় তীর্থ দর্শন করিয়া পূর্ণ নগরে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে অনেক পণ্ডিতের বাস। অনেক চতুষ্পাটি আছে। প্রভু কৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত। তচ্ছর নামক এক সরোবরের তীরে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণবিরহে কান্দিতেছেন আর বলিতেছেন,—

——— প্রাণ মোর মুকুন্দ মুরারি।
আসিয়ে উদয় হও হৃদয়ে আমারি॥
রাধাকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিময় বিশ্বাধার।
কৃষ্ণ বিনা এ বিশ্বের কেবা লয় ভার॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে।
সেই প্রাণকৃষ্ণে মুঞি হেরিব কিরূপে॥
মাটি খেয়ে মাতৃকোলে মুখ বিস্তারিল।
অমনি জননী মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখিল॥
সেই কৃষ্ণ লাগি মোর ব্যাকুল অন্তর।
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর হয়েছে কাতর"॥ গোঃ কঃ

এক জন পাষণ্ডী পণ্ডিত প্রভুকে পরিহাস করিয়া বলিলেন "তোমার কৃষ্ণ ঐ জলাশয়ের মধ্যে আছেন"। প্রভু তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে সেই সম্মুখস্থ জলাশয়ে ঝম্প প্রদান করিয়া জলমগ্ন হইলেন। গ্রামের লোক সকল বহু কষ্টে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইল। প্রভু প্রাণে বাঁচিলেন। সর্ব্বলোকে সেই পণ্ডিতকে নিন্দা করিতে লাগিল।

এখান হইতে প্রভু ভোলেশ্বর তীর্থে গমন করিলেন। পাটস গ্রামের নিকট গোরঘাটে মহাদেব ভোলেশ্বরের মহাপীঠ। এখানে একটি সিদ্ধকূপ আছে। প্রভু সেই কূপের জল তুলিয়া স্নান করিলেন। তাহার পর ভোলেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বহু স্তুতিনতি করিলেন। ইহার নিকটেই দেবলেশ্বর। উচ্চ পর্ব্বতোপরি তিনি বিরাজ করিতেছেন। প্রভু প্রেমভরে পর্ব্বতে উঠিয়া দেবলেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলেন। ইহার অনতিদূরে জিজুরী নগর শোভা পাইতেছে। এখানে খাণ্ডবাদেব আছেন। এখানকার দেশাচার এই, যে কন্যার বিবাহ না হয় তাহাকে তাহার পিতামাতা খাণ্ডবাদেবের সহিত বিবাহ দিয়া দেবদাসী করিয়া রাখে। এই সকল দেবদাসীকে সে দেশে "মুরারি" বলে। এই সকল দেবদাসীর মধ্যে অনেকেই দুশ্চরিত্রা এবং ব্যভিচারিণী। ইচ্ছাময় পতিতপাবন প্রভু এখানে এই কথা শুনিয়া এই অভাগিনী নারীবৃন্দের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি স্বয়ং খাণ্ডবা দেবের মন্দিরে যাইয়া এই সকল পতিতা

শূন্যস্থান দেখি লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে এ সন্ন্যাসী রাম অবতার॥ চৈঃ চঃ

বিলোক্যতাংস্তালতরূণকৃপালুঃ প্রত্যেক মেবাশ্লিষদাত্তহর্ষঃ।
অত্রান্তরে তে দিবমীযিবাংস. শূন্যাস্থলী সা সহসৈব বা তা॥

শ্রীচৈতন্যচরিত

অভাগিনী স্ত্রীলোকদিগকে দর্শন দিলেন। তাহাদিগকে হরিনাম করিতে উপদেশ দিলেন। প্রভু এই সকল স্ত্রীলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি।
তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি॥
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ।
কাত্যায়ণী ব্রত করে হ'য়ে শুদ্ধ মন॥
কৃষ্ণপতি হৈলে না রবে ভবভয়।
কৃষ্ণ সকলের পতি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তিভরে।
সর্ব্বদা বোলহ মুখে হরে কৃষ্ণ হরে॥ গোঃ কঃ

এই কথা বলিয়া প্রেমময় প্রভু সেখানে প্রেমানন্দে মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইল। প্রেমাবেশে তিনি খাণ্ডবাদেবের সম্মুখে সেদিন যে হরিনাম সংকীর্ত্তন-তরঙ্গ উঠাইলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া এই সকল পতিতা নারীবৃন্দের সর্ব্ব পাপ বিধৌত হইয়া গেল, তাহাদের মন নির্ম্মল হইল। সকলেই হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ করিল। ইহাদিগের প্রধানা দেবদাসী ইন্দিরা প্রভুর চরণে নিপতিতা হইয়া কান্দিতে কান্দিতে কাতরবচনে এইরূপে আত্মনিবেদন করিল,—

"বৃদ্ধা হইয়াছি মুঞি কুকর্ম্ম করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া॥"
এত বলি ইন্দিরা ধুলায় লুটি যায়।
নাম দিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায়॥ গোঃ কঃ

প্রভুর নিকট হরিনাম মহামন্ত্র পাইয়া ইন্দিরা সেই দিন হইতে ভিখারিণীবেশে মন্দিরের বাহির হইল। মহা বৈষ্ণবী হইয়া দিবানিশি হরিনাম জপে দিনাতিবাহিত করিতে লাগিল। দেবদাসী অনেকেই এই ভাগ্যবতী ইন্দিরার ভজনপন্থা অনুসরণ করিল। পতিতপাবন প্রভু এইরূপে পতিতোদ্ধার করিয়া সেখান হইতে চোবানন্দী বনে প্রবেশ করিলেন। এই বনে বহু দস্যু বাস করে। সকল লোকে প্রভুকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিল। স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কাহারও নিষেধ মানিলেন না। সেই বনে নারোজি নামে এক মহা বলবান দুরাচার দস্যু বাস করিত। তাহার দলে অনেক দুষ্ট লোক ছিল। প্রভু এই বনমধ্যে যাইয়া একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া প্রেমানন্দে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। দস্যুপতি নারোজি দল বল সহ প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রন করিলেন। প্রভু কহিলেন "অদ্য রজনী এই বৃক্ষতলেই অতিবাহিত করিব।" তখন দস্যুপতির আদেশে তাহার লোক জন প্রচুর পরিমানে ভিক্ষার নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিল। তাহারা সকলে প্রভুকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু প্রেমানন্দে তখন মধুর হরি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উদ্দণ্ড নৃত্যে ভিক্ষা দ্রব্যাদি চতুর্দ্দিকে প্রক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। প্রভুর একেবারে বাহ্যজ্ঞান নাই। দস্যুপতি নারোজী প্রভুর শ্রীমুখে মধুর হরিনামামৃত পান করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইল। তাহার কঠিন হৃদয় হরিনামগানে দ্রবীভূত হইল। নারোজী বৃদ্ধ হইয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসর। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই দস্যুপতি আজন্ম পাপাচারে রত ছিল। প্রভুর কৃপায় এক দণ্ডের মধ্যে তাহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—

কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে।
আজি কেন ইচ্ছা হয় কৌপীন পরিতে॥ গোঃ কঃ

কিছুক্ষণ পরে নারোজী মনের কথা প্রকাশ করিয়া প্রভুর চরণে কান্দিতে কান্দিতে নিবেদন করিল যথা,—

কান্দিয়া নারোজী বলে শুনহ সন্ন্যাসী।
কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি॥
দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে।
আর না করিব পাপ থাকি এই বনে॥
ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম হৈয়াছে আমার।
পাপ কার্য্য না করিব ছাড়িব সংসার॥
অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণ তনয়।
মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয়॥ গোঃ কঃ

এই বলিয়া দস্যুপতি নারোজী অস্ত্র শস্ত্র দূরে নিক্ষেপ

করিয়া তাহার সমস্ত অনুগত লোকদিগের প্রতি একবার করুণ-ছলছল নয়নে চাহিয়া চির বিদায় মাগিল। দয়া-নিধি প্রভু তাহার প্রতি কৃপা করিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দিলেন। নারোজী কৌপীন পরিধান করিয়া প্রভুর চরণ-তলে নিপতিত হইয়া কহিল—"প্রভু! আমি তোমার সঙ্গে যাইয়া তোমাকে সকল তীর্থ দেখাইব। কৃপা করিয়া এই হতভাগ্যকে সঙ্গে লহ।" প্রভু তাঁহাকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করিয়া সঙ্গে লইলেন। এপর্য্যন্ত প্রভু কাহাকেও সঙ্গে লয়েন-নাই। এই কার্য্যে তিনি দস্যুপতি নারোজীর প্রতি বিশেষ কৃপা দেখাইলেন। পতিত অধমের প্রতি পতিতপাবন অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর বড়ই কৃপা। বৃদ্ধ নারোজী প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তাঁহার দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। দলস্থ অনেকেই সৎপথের পথিক হইল। প্রভু চোরানন্দী বন হইতে মূলানদী তীরস্থ খণ্ডলা তীর্থে আসিলেন। সন্ন্যাসী নারোজী প্রভু-সেবায় নিযুক্ত হই-লেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে নারোজী ঠাকুর বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"নারোজী ঠাকুর মোর পিছে পিছে যায়"।

খণ্ডলা অধিবাসীগণ অতিশয় অতিথিসৎকারপরায়ণ। প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য শত শত লোক মারামারি খুনাখুনি করিতে আরম্ভ লাগিল। কেহ বলে "আমি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আগে দেখিয়াছি, আমি আগে ভিক্ষা দিব," কেহ বলে "আমি উত্তম ভিক্ষার দ্রব্য আনিয়াছি, আমি আগে ভিক্ষা দিব"। এইরূপ ব্যাকুলভাবে সকলে বিবাদ করিতে লাগিল। প্রভু ইহা দেখিয়া প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিলেন এবং সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করি-লেন। এই জন্য এখানে ভক্তবৎসল প্রভু কয়েক দিন রহিলেন। এখান হইতে তিনি নাসিক নগরে আসিলেন। পঞ্চবটি বনে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া প্রভু হরিনাম-গানে মত্ত হইলেন। সমস্ত রাত্রি প্রভু কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন রহিলেন। নারোজীঠাকুর প্রভুর শ্রীঅঙ্গের স্বেদবারি মুছাইয়া দিতেছেন এবং তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার পদ সেবা করিতেছেন।

হরিনাম করি রাত্রি বসিয়া কাটায়।
কাছে বসি স্বেদ বারি নারোজী মুছায়॥ গোঃ কঃ.

ধন্য নারোজী ঠাকুর! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার। তোমার তুল্য সৌভাগ্যবান ত্রিজগতে কেহ নাই। তুমি প্রভুর চরণ সেবা লাভ করিয়াছ। গৌরবক্ষবিলাসিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে প্রভু তাঁহার চরণসেবায় বঞ্চিত করিয়া ভিখারীবেশে দেশে দেশে কলিহত জীবের মঙ্গল কামনায় ভ্রমণ করিতেছেন। তুমি প্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। তাই তিনি তোমাকে কৃপা করিয়া পদসেবার অধিকার দিয়া-ছেন। তোমার ভাগ্য শিবিবিরিঞ্চিবাঞ্ছিত। তোমার চরণের ধুলিকণা পাইলে জীবাধম গ্রন্থকার কৃতকৃতার্থ মনে করিবে। নারোজী ঠাকুর! তোমার চরণে ধরি, ইহাতে কৃপণতা করিও না। তোমার চরণে মাথা পাতিয়া দিয়াছি, চরণরেণু দিয়া কৃতার্থ কর!

পঞ্চবটি বন ছাড়িয়া প্রভু দমন নগরে আসিলেন। সেখান হইতে উত্তর দিক দিয়া এক পক্ষ কাল নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি সুরাট নগরে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। এখানে প্রভু তিন দিন বাস করিলেন। এই স্থানে অষ্টভুজা ভগবতীর মন্দির আছে। এখানে পশু বলিদান হয়। প্রভু দেবীর মন্দিরে বসিয়া আছেন; এমন সময় এক বিপ্র পূজার দ্রব্য লইয়া ছাগ-বলি দিতে সেখানে আসিলেন। প্রভু সেই বিপ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবালয়ে পশুবলি সম্বন্ধে যে উপদেশবাণী বলিয়াছিলেন তাহা এস্থলে গোবিন্দের করচা হইতে উদ্ধৃত হইল—

প্রভু বলে বলি দাও ভক্ষণের তরে।
নাহি জান কোথায় হইবে গতি পরে॥
পবিত্র মূরতি দেবী শাস্ত্রের বচন।
কেমনে করেন তিনি অভক্ষ্য ভক্ষণ॥
লক্ষ বলি দিয়াছিল সুরথ ভূপতি।
প্রেতপুরে লক্ষ আসি পড়ে তার প্রতি॥
আলোচনা নাহি কর শাস্ত্রের বচন।
পশুহিংসা করি কর ধর্ম্ম আচরণ॥

মাংসাশী রাক্ষসগণ খাইবার তরে।
ব্যবস্থা দিয়াছে পশুহিংসা করিবারে।
অহিংসা পরমধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
জীবে দয়া কর হবে আনন্দ উদয়॥
আঁটি সাঁটি করি মায়া করেছে বন্ধন।
বিনা অস্ত্রে কিরূপেতে করিবে ছেদন॥
তামস আহারে রতি তাই মেষ ছাগ।
কাটিতে দেবীর কাছে কর অনুরাগ॥
পশুহিংসা করিয়া পাইবে পরিত্রাণ।
সেই লাগি আসিয়াছ করিতে বলিদান॥
আত্মারে বাহির কর শরীর হৈতে।
মৃতদেহ মধ্যে আত্মা পার কি পুরিতে॥
দেবীর সম্মুখে যদি কেহ ভক্তিভরে।
নরবলি রূপে তব শিরশ্ছেদ করে॥
কেমন তোমার চিত্ত করে বল ভাই।
পশু ছাড়ি দেহ মুক্তি চক্ষে দেখে যাই॥
অংভূজা ভগবতী মদ্য মাংস খাবে।
একথা শুনিলে সাধু হাসিয়া উড়াবে॥
সনাতন ধর্ম্মে দেহ নিজ নিজ মন।
শাস্ত্র অনুসারে ছাড় মন্দ আচরণ॥
পরমা বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায়।
তবে কেন বলিদানে ভুলাও তাঁহায়॥
করিলে জীবের হিংসা যদি ধর্ম্ম হয়।
তবে কেন দস্যুগণে সাধু নাহি কয়॥
প্রতিদিন মৎস্যজীবি বহু মৎস্য মারে।
তবে কেন ধার্ম্মিক না কহিব তাহারে॥
নরহত্যা পশুহত্যা হয় মহা পাপ।
এই পাপ আচরিলে বাড়িবে ত্রিতাপ॥

প্রভুর শ্রীমুখে এই উপদেশপূর্ণ তত্ত্বকথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি আর দেবীকে ছাগবলি দিলেন না। সাত্ত্বিকভাবে দেবীপূজা করিয়া প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিপ্র গৃহে ফিরিলেন। সেখানে বহুলোক উপস্থিত ছিল। সকলেই প্রভু উপদেশের মর্ম্ম বুঝিয়া সেই দিন হইতে পশুহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইল। প্রভু করযোড়ে দেবদেবীর স্তবস্তুতি করিয়া সেখান হইতে পুনরায় যাত্রা করিলেন। তাহার পর তাপ্তী নদীতে স্নান করিয়া বরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করিয়া বরোদা রাজ্যে আসিলেন। বলিরাজা এই বরোচ নগরে যজ্ঞকুণ্ড করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞকুণ্ড নর্ম্মদা নদী-তীরে অবস্থিত।

বরোদার তাৎকালিক রাজা অতি পুণ্যবান ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে শ্রীগোবিন্দদেবের বিখ্যাত শ্রীমন্দির ছিল। রাজা স্বহস্তে নিত্য সেই শ্রীগোবিন্দমন্দির মার্জ্জনা করিতেন। শ্রীবিগ্রহ-সেবার জন্য তিনি বহু ব্যয় করিতেন। স্বহস্তে তুলসী চয়ন করিয়া অভীষ্ট দেব শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিতেন। তিনি একজন অনুরাগী কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। লোকে তাঁহাকে অম্বরীষ রাজার দ্বিতীয় অবতার বলিত।

"অম্বরীষ সম রাজা ঘোষে পরস্পরে"

প্রভু বিষয়ীর সংস্রব রাখেন না, কারণ তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত বিষয়ী রাজাকে তিনি কৃপা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র, ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রুদ্রপতিকে তিনি কৃপা দানে বঞ্চিত করেন নাই। এক্ষণে পরম ভাগবত বরোদার রাজাকে কৃপা করিতে প্রভু বরোদায় পদার্পণ করিয়াছেন। বরোদা রাজ্যের পূর্ব্বভাগে ডাকোরজি ঠাকুরের এক সুবৃহৎ মন্দির ছিল। তাহার মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড তমাল বৃক্ষ ছিল। প্রভু শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সেই বৃক্ষতলে বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। পরে সন্ধ্যাকালে প্রভু শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে গিয়া পরম সুন্দর শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বড় আনন্দ পাইলেন। বহুক্ষণ শ্রীমন্দিরের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া বহুবার ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে ধূলি মাখিয়া সর্ব্ব অঙ্গিনায় প্রেমানন্দে নাচিয়া বেড়াইলেন। বরোদাবাসী নরনারী ইতিপূর্ব্বে এমন রূপের মানুষ কেহ কখন দেখে নাই। তাহারা দেখিল

এবং বুঝিল এই নবীন সন্ন্যাসীটি সামান্য মানব নহেন। এমন কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদী প্রেমময় পুরুষরত্ন কেহ কখন দেখেন নাই। রাজা সেখানে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেখিলেন—

ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ।
সদা উন্মত প্রভু কৃষ্ণেতে আবেশ॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধুলি মাখা মুদ্রিত নয়ন।
গোবিন্দ দেখিয়া অশ্রু করে বরিষণ॥ গোঃ কঃ

প্রভুর শ্রীবদনচন্দ্র হইতে রাজা আর নয়ন উঠাইতে পারিতেছেন না। দলে দলে নগরবাসী সর্ব্বলোক আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিল শ্রীমন্দিরে বহুলোক সংঘট্ট হইল। প্রভুর শ্রীবদনে কেবল মাত্র "কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ কহ" এই বাণী। তাঁহার একমাত্র কার্য্য আজানুলম্বিত সুবলিত দুইটি বাহু তুলিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া মধুর নৃত্যবিলাস। ইহাতেই বরোদাবাসী সর্ব্বলোক উন্মত্ত হইল। সকলেই এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীটিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম ও বন্দনা করিতে লাগিল। রাজা প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। প্রভু তিন দিন বরোদা নগরে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নারোজী ঠাকুর আছেন। তিন দিন পরে জ্বর রোগে এইস্থানে নারোজী ঠাকুরের দেহ ত্যাগ হইল। এই মহাপুরুষের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যানকালে নীলাচলে প্রভু যাহা করিয়াছিলেন, নারোজী ঠাকুরের দেহত্যাগে বরোদায় প্রভু তাহাই করিলেন। মৃত্যুকালে প্রভু নারোজী ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার পদ্মহস্ত গাত্রে বুলাইতে লাগিলেন। নারোজী ঠাকুর করযোড়ে প্রভুর শ্রীবদনের প্রতি স্থির-ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিত্য ধামে গমন করিলেন। প্রভু স্বয়ং তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইলেন (১)। তমাল বৃক্ষতলে নারোজীর দেহত্যাগ হইয়াছিল। প্রভু স্বয়ং মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া সেখান হইতে স্থানান্তর করিয়া ভিক্ষা করিয়া সেখানে নারোজীঠাকুরের মহাসমারোহে সমাধি দিলেন। সমাধি-স্থানে প্রভু হরিসংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। স্বয়ং সমাধি বেষ্টন করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন (২)। সেখানে অসংখ্য নরনারী একত্রিত হইল। রাজাও আসিলেন। সকলেই এই সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে যোগদান করিলেন। প্রভু কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে রাজা প্রভুকে নিজগৃহে ভিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রভু বিনীত-ভাবে উত্তর করিলেন "আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী রাজদ্বারে ভিক্ষা আমার পক্ষে নিষেধ"। রাজা অতিশয় দুঃখিত হইলা করযোড়ে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তের মনোবেদনা বুঝিয়া গোবিন্দদাসকে রাজার নিকট মুষ্টিভিক্ষা লইতে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দ দাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন,—

হাতযুড়ি রাজা কহে ভিক্ষা লইবারে।
অগত্যা লইতে ভিক্ষা কহিলা আমারে॥
প্রভুর ইঙ্গিতে তবে ভূপতির ঠাঁই।
সামান্য লোকের ন্যায় মুষ্টিভিক্ষা চাই॥

রাজা প্রভুকে মুষ্টিভিক্ষা দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন। কি করিবেন প্রভুর আদেশ! তাঁহাকে মুষ্টি-ভিক্ষা দিলেন। প্রভু ইহা গ্রহণ করিলেন, ইহাতে রাজা আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

নদীয়ার অবতার শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু সুদূর বরোদা রাজ্যে

---

(১) যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল।
আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণ নাম দিল॥
নারোজী ঠাকুর হয় বড় ভাগ্যবান।
তার কারণ কৃষ্ণনাম দিলা ভগবান॥
নারোজী মরণ কালে যোড় হাত করি।
চাহিয়াছে প্রভুর দিকে বোলে হরি হরি॥ গোঃ কঃ

(২) নারোজীকে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
তমালের তল হইতে করে স্থানান্তর।
ভিক্ষা করি নারোজীর সমাধি হইল।
সমাধি বেড়িয়া প্রভু কীর্ত্তন করিল॥ গোঃ কঃ

পদার্পণ করিয়াছিলেন, রাজাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, বরোদাবাসী নরনারীবৃন্দকে কৃষ্ণনামে উন্মত্ত করিয়াছিলেন, সে আজ কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসরের কথা মাত্র। এই বরোদা রাজ্যে নদীয়ার ব্রাহ্মণ কুমারটির পদরজ পড়িয়াছিল বলিয়াই সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছে। বাঙ্গালী শরীর পরম গৌরভক্ত মহাত্মা পরমহংস শ্রীমাধবদাস বাবাজি বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত মালসর মঠে শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সহস্র সহস্র গুজরাট ও বরোদাবাসীকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। গুজরাটি ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গচরিত প্রকাশ করিয়া বরোদাবাসীর প্রাণে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম আজ ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া শিক্ষিত ভারতবাসীর প্রাণে অতুল আনন্দ প্রদান করিতেছে। বরোদার বর্ত্তমান মহারাজা পরমহংস মাধবদাস বাবাজীকে বিশেষরূপে জানেন। মহাত্মা মাধবদাস বাবাজীর একটি শিক্ষিত শিষ্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোস্বামীপাদগণের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী। তিনি নবদ্বীপে আসিয়া কিছুদিন জীবাধম গ্রন্থকারের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে মহাত্মা মাধবদাস বাবাজীর শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি এবং গৌরাঙ্গধর্ম্ম প্রচারকার্য্যের পরিচয় পাইয়া তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। পরমহংস মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, চিহ্নিত দাস। তাঁহার দ্বারা প্রভু বহু কার্য্য করাইয়াছেন ও করাইবেন (১)। বরোদা হইতে প্রভু যাত্রা করিয়া মহানদী পার হইয়া আমেদাবাদ নগরে উপনীত হইলেন। সেখানে হইতে শুভ্রামতী নদীতীরে বহুদূর গমন করিয়া দুই জন গৌড়ীয় বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ পাইলেন। এক জনের নাম রামানন্দ বসু অপরের নাম গোবিন্দচরণ (১)। রামানন্দের নিবাস কুলীন গ্রামে। প্রভু ইহাঁদিগকে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহার মনে নবদ্বীপের ভাব জাগিয়া উঠিল। দয়াময় প্রভু তাঁহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তীর্থ ভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহার পর প্রভুর দ্বারকা-যাত্রার কথা গোবিন্দদাস তাঁহার করচায় লিখিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থে প্রভুর দ্বারকা গমনের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক প্রভু এই সময়ে শুভ্রামতী নদী পার হইয়া যোগা নামক স্থানে বারমুখী নামক এক সুন্দরী বেশ্যাকে হরিনাম মহামন্ত্র দানে উদ্ধার করিলেন। সেই বেশ্যা সর্ব্বস্ব দান করিয়া পথের ভিখারিণী সাজিয়া হরিনামামৃত পানে বিভোর হইল (২)।

(১) পরম দুঃখের বিষয় পরমহংস মহারাজ সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যগণ পরম গৌরভক্ত। নবদ্বীপের স্বনাম প্রসিদ্ধ রামদাস বাবাজী মহাশয়কে স্বদলবলে তাঁহারা বরোদা রাজ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। মধুর কীর্ত্তনানন্দে বাবাজী মহাশয় গুজরাট দেশ ভাসাইয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর পূর্ব্ব লীলাস্থলী বরদা রাজ্যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে দেখিয়া আমাদের মনে বড় আনন্দ হয়।

(১) দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালী দু'জনে।
মহাভক্ত রামানন্দ গোবিন্দ চরণে ॥
বহুকাল পরে গৌড়বাসীরে দেখিয়া।
আনন্দে মানস যেন উঠিল নাচিয়া ॥ গোঃ কঃ

(২) গোবিন্দ দাসের করচায় বেশ্যা বারমুখীর উদ্ধারকাহিনী এইরূপ বর্ণিত আছে,—

বারমুখী মনেমনে করয়ে বিচার। আশ্চর্য্য প্রভুর কৃপা দেখি যে অপার ॥
আপনারে ধিক দেয় বসিয়া নির্জ্জনে। আশ্চর্য্য প্রভুর দয়া দেখিয়া নয়নে ॥
এই যে সন্ন্যাসী হেরি ঈশ্বর সমান। সব ছাড়ি যাই মুক্তি এর বিদ্যমান ॥
জানালা হইতে ইহা বারমুখী বলে। তার কথা শুনি সুখী হইলা সকলে ॥
ক্ষণকালপরে বেশ্যা নামিয়া আসিল। মিরা নামে তার দাসী পিছনেচলিল ॥
বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মিরারে। আজহৈতে সর্ব্বধন দিলাম তোমারে।
বহু অর্থ আছে মোর সব তুচ্ছ করি। আজ হৈতে হৈলাম পথের ভিখারী ॥
এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখীদাসী। স্থিরবিদ্যুতের পাশে যেন মেঘরাশি ॥
নিতম্ব ছাড়ায়ে পড়ে দীর্ঘ কেশজাল। নয়ন মুদিয়া রহে শরীর দুলাল ॥
বারমুখী হাতযুড়ি কহে বারবার। বন্ধন কাটিয়া দেহ সন্ন্যাসী আমার ॥
দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব। মরণান্তে যমত্তর কিরূপে এড়াব ॥
এই পাপ দেহে আর কিবা প্রয়োজন। এতবলি দীর্ঘকেশ করিলা ছেদন ॥
সামান্য বসন পরি লজ্জা নিবারিল। যোড়হাতে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল ॥
প্রভু বলে বারমুখী দুই চারিকথা। তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্ব্বথা ॥

দ্বারকার পথে প্রভু সোমনাথের মন্দির দর্শন করিলেন। যবন কর্ত্তৃক সোমনাথের মন্দিরের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া প্রভু মনদুঃখে কান্দিয়া আকুল হইলেন। এখান হইতে জুনাগড় দিয়া গূর্ণার পর্ব্বতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণভগবানের চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া ভাবনিধি প্রভু ভাবসাগরে মগ্ন হইলেন। এই স্থানে ভর্গদেব নামক অপর এক সন্ন্যাসীকে কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া ব্যাধিমুক্ত করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গ ছাড়িলেন না। তৎপরে ভীষণ জঙ্গলময় পথ দিয়া ষোড়শ জন ভক্তসঙ্গে করিয়া প্রভু প্রভাস তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া প্রভুর মনে পূর্ব্বলীলা-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি আকুল প্রাণে কান্দিতে লাগিলেন, এবং ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আশ্বিন মাসে প্রভু দ্বারকাতীর্থে পৌছিলেন। শ্রীশ্রীদ্বারকানাথের অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমাবেশে এতই অধীর হইলেন, যে কেহ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না। মধুর হরিনামগানে প্রেমোন্মত্ত হইয়া তিনি মন্দিরাঙ্গনে যে মধুর প্রেমনৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন, তাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ হইয়া প্রভুর চরণে স্মরণ লইল। প্রভু এক পক্ষকাল দ্বারকাধামে বাস করিয়া দ্বারকাবাসী নরনারীকে প্রেমানন্দে ভাসাইলেন। তাহার পর তিনি শ্রীনীলাচলাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে তিনি পুনরায় একবার বরোদা নগরে পদার্পণ করেন। তখনও তাঁহার সঙ্গে ভর্গদেব আছেন। প্রভু নর্ম্মদা নদীতীর ধরিয়া নদীপথে আসিতেছিলেন। কিছু দিন পরে পথিমধ্যেই প্রভু ভর্গদেবকে বিদায় দিলেন। প্রভুবিরহে তিনি কান্দিয়া আকুল হইলেন। বিদায় কালে তিনি প্রভুকে কহিলেন,—

ভর্গ বোলে তুমি কৃষ্ণ তুমি মোর হরি।
ভিক্ষা দেহ চরণ স্মরিয়া যেন মরি॥ গোঃ কঃ

প্রভুর সঙ্গে কুলীন নগরের রামানন্দ বসু ও গোবিন্দ চরণ দাস আছেন, তাঁহাদিগকে প্রভু বলিলেন, তিনি বিদ্যানগর দিয়া রামানন্দ রায়কে সঙ্গে করিয়া শ্রীনীলাচলে যাইবেন। (১) অনেক দূর আসিয়া পথে কুক্ষি নগরে প্রভু বহু বৈষ্ণবের সঙ্গ করিলেন। তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া প্রভু বিন্ধ্যাচলে চলিলেন। মন্দুরা নগর হইয়া দেবঘর নামক স্থানে আসিয়া প্রভু একটি কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত করিলেন। এই কুষ্ঠ রোগীর নাম আদিনারায়ণ। ইনি একজন ধনবান বনিক ছিলেন। ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া বিশেষ মর্ম্মপীড়িত ছিলেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া আদি নারায়ণ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কান্দিতে কান্দিতে এই বিষম ব্যাধি হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিল। প্রভু তখন ভোগ লাগাইয়া নামগান করিতেছিলেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ দিলেন। আদিনারায়ণ ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া বহু লোক প্রভুর নিকটে আসিল। প্রভু প্রতিষ্ঠার বিপদ বুঝিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। প্রভুর উপদেশে আদিনারায়ণ তুলসী কানন স্থাপন করিয়া সেখানে বসিয়া হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর কৃপায় তিনি পরম সাধু হইলেন।

"সাধু শ্রেষ্ঠ হৈল সেই আদিনারায়ণ"—

এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানী নগরে প্রভু দুই দিনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বভাগে মহল পার্ব্বত্য প্রদেশ। সেখান দিয়া প্রভু চণ্ডীপুরে আসিয়া চণ্ডীদেবীকে দর্শন করিলেন। অতঃপর রায়পুরে প্রভু পদার্পণ করেন। ব্রহ্মগিরি প্রদেশ হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্ত্ত তীর্থে আসিয়া প্রভু গোদাবরী স্নান

এইস্থানে করি তুমি তুলসী কানন। তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন॥
তুমি কৃষ্ণ তুমি হরি বারমুখী বলে। এই মাত্র বলি পড়ে প্রভু পদতলে।
বারমুখী পদতলে যখন পড়িল। তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল।
এতবলি বারমুখী লয়ে জপ মালা। তুলসী কানন করে ভুলি সব জ্বালা।
বারমুখী কুলটারে প্রভু ভক্তি দিয়া। সোমনাথ দেখিবারে চলিল ধাইয়া।

(১) প্রভু বোলে এই বার নীলাচলে যাব।
নীলাচলে সবে মিলি আনন্দ করিব॥
চল বিদ্যানগরে যাইব সবে মেলি।
একা না যাইব পুরী রামরায়ে ফেলি॥ গোঃ কড়চা

করিলেন। গোদাবরী তীরস্থ বহু তীর্থ দর্শন করিয়া প্রভু পুনরায় বিদ্যানগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামানন্দ রায় প্রভুর শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রেমানন্দে অধীর হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তিনি প্রভুর চরণ তলে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে হস্ত ধারণ করিয়া উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দানে নিজ বক্ষে আবদ্ধ করিলেন। প্রেমাবেগে উভয়ে বহুক্ষণ প্রেমক্রন্দন করিলেন। উভয়ের অঙ্গ উভয়ের নয়নজলে সিক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে উভয়েই ভাব সম্বরণ করিয়া সুস্থির হইয়া বসিলেন। প্রভু ধীরে ধীরে তখন তীর্থভ্রমনের কাহিনী সকল একে একে বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং ব্রহ্মসংহিতা শ্রীগ্রন্থদ্বয় প্রভু রায় রামানন্দের হস্তে দিয়া কহিলেন—

———তুমি যেই সিদ্ধান্ত করিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥ চৈ: চঃ

শ্রীগ্রন্থদ্বয় পাইয়া রায় রামানন্দের আনন্দের অবধি রহিল না। প্রভুর সহিত একত্রে বসিয়া তিনি এই গ্রন্থদ্বয় আস্বাদন করিতে লাগিলেন। সেই নবীন সন্ন্যাসী পুনরায় বিদ্যানগরে আসিয়াছেন, নগরের সর্ব্বত্র এ সংবাদ প্রচারিত হইল। বহুলোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিল। তখন রায় রামানন্দ গৃহে গমন করিলেন। রাত্রিকালে তিনি পুনরায় প্রভুর নিকটে আসিয়া কৃষ্ণকথারঙ্গে রাত্রি কাটাইলেন। এইরূপে পাঁচ সাত দিন পরমানন্দে প্রভু রামানন্দ রায়ের সহিত কৃষ্ণকথারঙ্গে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিলেন। একদিন রামানন্দ রায় প্রভুকে কহিলেন "প্রভু! তোমার আদেশ মত আমি রাজাকে লিখিয়া শ্রীনীলাচল যাইবার আজ্ঞা পাইয়াছি। আমি যাইবার সকল উদ্যোগ করিয়াছি"। প্রভু হাসিয়া কহিলেন "এই জন্যই আমার এখানে আসা ; তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি নীলাচলে যাইব"। রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন "প্রভু হে! এ সকলি তোমার কৃপা! আমি বিষয়ী, আমার সঙ্গে হাতী ঘোড়া লোকজন যাইবে। ইহাতে তোমার মনে সুখ হইবে না। তুমি আগে চল, দশ দিনের মধ্যে আমি সর্ব্ব সমাধান করিয়া শ্রীনীলাচলে যাইতেছি" (১)। প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

এক্ষণে প্রভু বিদ্যানগর হইতে শ্রীনীলাচলের পথে চলিলেন। পথের মধ্যে রত্নপুর দিয়া মহানদীর পূর্ব্বপারে স্বর্ণগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রত্নপুরের রাজার নাম শান্তিশ্বর। তিনি পরম ধার্ম্মিক। তিনি প্রভুর শুভাগমন বার্ত্তা শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া স্বয়ং আসিয়া শ্রীগৌরভগবানের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। প্রভু তাঁহার প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়া কৃপা করিলেন। ভগবদ্ভক্ত রাজদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি রাজাকে কৃতার্থ করিলেন। সেদিন প্রভু এক বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে সম্বলপুর হইয়া দশ ক্রোশ দূরে ভ্রমরা নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইস্থানে বহু বৈষ্ণবের বাস। প্রভু এখানে চারি দিন বাস করিলেন। বিষ্ণুরুদ্র নামক এক কৃষ্ণভক্তের গৃহে যাইয়া প্রভু তাঁহাকে অযাচিতভাবে কৃপা করিয়া প্রতাপ নগরে আসিলেন। তাহার পরে দাসপাল নগরে যাইয়া হরিনাম গানে সর্ব্বলোককে উন্মত্ত করিলেন। ইহার পর রসালকুণ্ডে যাইয়া প্রভু কূর্ম্মদেব দর্শন করিলেন। এখানকার লোক সকলকে ভক্তিহীন দেখিয়া প্রেমদাতা প্রভু এখানে তিন দিন বাস করিলেন। এই তিন দিনে তথাকার সর্ব্ব লোককে প্রভু হরিনাম মহামন্ত্র দানে বৈষ্ণব করিলেন (২)। এই স্থানে প্রভু একটী কৃষ্ণদ্বেষী মাড়য়া বিপ্রকে তাঁহার কৃষ্ণভক্ত বালক-পুত্রের প্রার্থনায় কৃপা করিলেন। এই পাষণ্ডীবিপ্র ভাবিল, প্রভু তাহার পুত্রকে

---

(১) রায় কহে প্রভু আগে চল নীলাচল।
মোর সঙ্গে হাতি ঘোড়া সৈন্য কোলাহল॥
দিন দশে ইহা সব করি সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ॥ চৈঃ চঃ

(২) রসাল কুণ্ডের লোক বড় ভক্তিহীন।
ইহা দেখি প্রভু তথা রহে তিন দিন॥
কিবা নর কিবা নারী সকলে ডাকিয়া।
উদ্ধার করেন প্রভু হরিনাম দিয়া॥ গোঃ কঃ

ভুলাইয়া লইয়া বৈষ্ণব করিয়া দিয়াছেন। সে মহা রাগান্ধ হইয়া প্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে দয়াময় প্রভু তাহাকে হাসিয়া কহিলেন—

"তোমার কঠিন হিয়া মরুস্থলী প্রায়।
রসাল হউক আজি কৃষ্ণের কৃপায়॥
মার মোরে তাহে বিপ্র কোন ক্ষতি নাই।
একবার হরেকৃষ্ণ মুখে বল ভাই॥ গোঃ কঃ

পুত্রের বিশেষ আকিঞ্চনে প্রভু এই বিপ্রকে হরিনাম মহামন্ত্র দিয়া উদ্ধার করিলেন।

ইহার পর প্রভু ঋষিকুল্যা নদীতীরে আসিলেন। এখানে তিন দিন প্রভু থাকিলেন। প্রভু ঋষিকুল্যা আসিয়াছেন,—এই শুভসংবাদ শ্রীনীলাচলে পৌঁছিল। জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ, গোপীনাথ আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে আলালনাথের পথে অগ্রসর হইলেন। ইতি মধ্যে প্রভু আলাননাথে আসিয়াই কৃষ্ণদাসকে শ্রীনীলাচলের ভক্তবৃন্দকে অগ্রে সংবাদ দিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাসের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তবৃন্দের পথে সাক্ষাৎ হইল।

আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইলা।
নিত্যানন্দ আদি নিজগণে বোলাইলা॥ চৈঃ চঃ

কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দক্ষিণদেশে তীর্থযাত্রা-কথা শ্রবণের ফলশ্রুতি লিখিতে যাইয়া একটি বড় সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। সে কথাটী এই—

অনন্ত চৈতন্য কথা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্য চরণে পায় গাঢ় প্রেমধন॥
চৈতন্য চরিত্র শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল হরি হরি॥

এই কলিকালে আর নাহি অন্য ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই কহে মর্ম্ম॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রথম কথাটি বড়ই মধুর। তিনি বলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাকথার অন্ত নাই; তিনি-কি করিয়া জানিবেন এই অনন্ত অপার লীলাসমুদ্রের কোথার কি রত্নরাজি আছে? তবে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-কথায় লোভ অতি প্রবল, সে লোভ সম্বরণ করা যায় না। লজ্জার মাথা খাইয়া লীলারস-কথার প্রসঙ্গ লইয়া টানাটানি করিতে হয়। ইহাতে যে প্রাণে সুখ হয়, মনে আনন্দ হয়, তাহার তুলনা নাই। এই লীলাকথা বর্ণনে, মনে কত কথার উদয় হয়, কত শত ভাবতরঙ্গে হৃদয় সরোবর উদ্বেলিত হয়, তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জাও হয় না, লোক-নিন্দার ভয়ও করে না। শ্রীগৌরাঙ্গলীলা রসোন্মত্ত ভক্ত ভ্রমরাগণের লজ্জাসরম, মানাপমান, নিন্দাবাদের ভয় থাকে না। তাঁহারা মনের আনন্দে লীলারসাস্বাদন করেন। সেই রসোচ্ছাসে কলিহত জীবের নীরস কঠিন মন সরস হয়, পাষাণ হৃদয় দ্রব হয়, শুষ্কপ্রাণে রস সঞ্চার হয়। কবিরাজ গোস্বামী অতি বৃদ্ধ বয়সে প্রভুর লীলা বর্ণনা করেন। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর যে সকল লীলাকথা বিস্তার করিয়া লিখেন নাই, কবিরাজ গোস্বামী তাহাই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী যে স্পষ্টবক্তা লোক ছিলেন,তাঁহার শেষ কথাটিতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি তাঁহার মনের ভাব কিছুমাত্র গোপন না করিয়া কহিলেন "শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গচরণ আশ্রয় কর, মাৎসর্য্য ছাড়িয়া যুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কর; কলিকালে ইহা ব্যতিত অন্য ধর্ম্ম নাই, আর ইহাই শাস্ত্র বাক্য"। শ্রীগৌরাঙ্গভজন যে যুগানুবর্ত্তী ভজন, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরই যে কলিযুগের একমাত্র উপাস্য, তাহাই বলিলেন। জয় কবিরাজ গোস্বামীর জয়! জয় গৌরাঙ্গ প্রভুর জয়!!

গৌরভক্তবৃন্দ! এখানে আসুন, সকলে মিলিয়া প্রভুর নীলাচললীলা স্মরণ করিয়া তাঁহার নীলাচলের ভক্তবৃন্দের জয় গান করিয়া আত্মশোধন করি,—

কীর্ত্তন (যথারাগ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জয় জয় জয়।
অবধূত নিত্যানন্দ দীন দয়াময়॥
জয় জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম নাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁর জপ তপ ধ্যান॥

জয় রায় রামানন্দ ব্রজরস ধাম।
যাঁর মুখে কৈলা প্রভু রসের ব্যাখ্যান॥
জয় জয় দামোদর স্বরূপ উপাধি।
ব্রজরসে টলমল ভক্ত গুণনিধি॥
জয় জয় কাশী মিশ্র জয় রাজ গুরু।
গৃহে যার কৈলা বাস গৌর কল্পতরু॥
জয় শ্রীপ্রতাপ রুদ্র জয় পুরীশ্বর।
যাঁরে কৃপা কৈলা প্রভু গৌর বিশ্বম্ভর॥
জয় জয় পুরী গোসাঞি জয় শ্রীভারতি।
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে যে কৈলা বসতি॥
জগদানন্দের জয় দাস্য অভিমানী।
তৈলের কলস ভাঙ্গি মান কৈলা যিনি॥
শ্রীঠাকুর হরিদাস জয় জয় জয়।
যার গৃহে যান প্রভু স্নানের সময়॥
শঙ্কর পণ্ডিত জয় "পাদ উপাধান"।
জয় শ্রীগোবিন্দ দাস সেবক প্রধান॥
জয় গোপীনাথাচার্য্য নবদ্বীপবাসী।
ক্ষেত্রে বাস প্রভু সনে যিঁহো কৈলা আসি॥
বৈষ্ণব সন্ন্যাসীবর জয় ব্রহ্মানন্দ।
চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলা যাঁর গৌরচন্দ্র॥
প্রভু কীর্ত্তনীয়া জয় ছোট হরিদাস।
প্রভুর বর্জ্জনে যিহোঁ কৈল প্রাণনাশ॥
গোসাঞি ঠাকুর জয় রঘুনাথ দাস।
বিকট বৈরাগ্য যাঁর জগতে প্রকাশ॥
পণ্ডিত ভকত জয় জয় কাশীশ্বর।
শরীর রক্ষক প্রভুর যিহোঁ নিরন্তর॥
রায় রামানন্দ পিতা জয় ভবানন্দ।
পাণ্ডু বলি সম্বোধিলা যাঁরে গৌরচন্দ্র॥
জয় নারী শিরোমনি ভবানন্দ পত্নী।
নাম দিলা প্রভু যাঁরে পাণ্ডুপত্নি কুন্তি॥
জয় হরি সুন্দর রাজ মন্ত্রী পাত্র।
শ্রীবাসের চড়ে যার শুদ্ধ হৈল গাত্র॥
সার্ব্বভৌম পুত্র জয় চন্দন ঈশ্বর।
গৌর-সেবা কৈল যিহোঁ ক্ষেত্রে নিরন্তর॥

জয় অমোঘের জয় ভট্টের জামাতা।
উদ্ধারিলা ক্ষেত্রে যাঁরে গৌর প্রেমদাতা॥
জয় জয় যাটি দেবী সার্ব্বভৌম কন্যা।
ভট্টাচার্য্য পত্নী জয় সাধ্বী মহা ধন্যা॥
দুই ভ্রাতা সঙ্গে জয় দাসী শ্রীমাধবী।
শিখি ও মুরারি জয় মাহাতি উপাধি॥
জয় শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র জয় জনার্দ্দন।
সেবেন অনবসরে যিঁহো ভগবান॥
জয় জয় পরমানন্দ জয় জয় সিংহেশ্বর।
জয় জগন্নাথ পাত্র মহা সুপকার॥
স্বর্ণ বেত্রধারী জয় জয় কৃষ্ণদাস।
জয় নীলাচলবাসী জয় বিষ্ণুদাস॥
জয় কালা কৃষ্ণদাস দক্ষিণের সঙ্গী।
যার সনে কৈল প্রভু ভট্টমারী ভঙ্গি॥
জয় দ্বিজ বলভদ্র জয় বিপ্রদাস।
বৃন্দাবন সঙ্গী প্রভুর শুদ্ধ কৃষ্ণদাস॥
জয় দামোদর জয় পণ্ডিত আখ্যান।
প্রভুকে কৈল যিঁহো বাক্যদণ্ড দান॥
জয় গদাধর জয় পণ্ডিত গোসাঞি।
একনিষ্ঠ গৌরভক্ত যাঁর সম নাই॥
জয় জয় জগন্নাথ নীলাচলনাথ।
জয় জয় বলরাম সুভদ্রার নাথ॥
জয় শ্রীমন্দির জয় জয় সিংহদ্বার।
জয় জয় শ্রীসমুদ্র প্রেম পারাবার॥
জয় নীলাচল জয় জয় শ্রীগম্ভীরা।
রাধা ভাবে কৈল লীলা যাঁহা মোর গোরা॥
জয় বলগণ্ডী জয় পর্ব্বত চটক।
আলালনাথের জয় জয় শ্রীকটক॥
জয় শ্রীনরেন্দ্র জয় সরোবর তট।
প্রভু যাঁহা শুনিতেন ভাগবত পাঠ॥
জয় নীলাচলবাসী স্থাবর জঙ্গম।
জয় পশু পক্ষী কীট উত্তম অধম॥
নিতাই গৌরাঙ্গ পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে দীন হরিদাস॥